পরলোক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

"আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ"-কার প্রণীত।

—:০:—

প্রকাশক

শ্রীরামেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী।

Baranagore :

Printed by,—Atul Chandra Das,

MAHALAKSHMI PRESS :

6, Sastitala, Kutighata.

সম্বৎ ১৯৫৯।

[মূল্য ১৷০ আনা।

'আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপ'-কার প্রণীত গ্রন্থসমূহের তালিকা

—:o:—

১।	আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের উপক্রমণিকা ১ম খণ্ড	২৲
২।	ঐ ঐ ২য় খণ্ড	২৷৷০
৩।	মানবতত্ত্ব (উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা) ...	২৷৷০
	ঐ (কাগজে বাঁধা)	২৲
৪।	ভূত ও শক্তি	১৲
৫।	পরলোক চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ ...	৫৷৷০
	" ১ম খণ্ড ১৷০	
	" ২য় খণ্ড ১৷৷০	
	" ৩য় খণ্ড ১৷৷০	
	" ৪র্থ খণ্ড ১৷০	

প্রাপ্তিস্থান—

মহালক্ষ্মীযন্ত্র, ৬নং ষষ্ঠীতলা, বরাহনগর।

সূচীপত্র।



ষষ্ঠ প্রস্তাব।

পৃষ্ঠা

সপ্রাণ ও অপ্রাণ মূর্ত্ত-দ্রব্যের সংহনন ও বিলয়ন। শরীরের উপাদানবিষয়ক ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত। সজাতীয় অণুসমূহই উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। সাংখ্যমতে লিঙ্গশরীর। লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্ম-শরীরেই যে, সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, তাহার প্রমাণ কি। লিঙ্গশরীর এক, কি বহু। ব্যষ্টিসৃষ্টি ও সমষ্টি-সৃষ্টির হেতু। আদ্যসৃষ্টিবিষয়ে পণ্ডিত স্পেন্‌সারের মতের সহিত বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদের উক্তির তুলনা। কোমৎ, স্পেন্‌সার, হিয়ুম্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, শাস্ত্রকারগণের ন্যায় অলৌকিক-বিষয়ের অবতারণ করেন নাই কেন। লৌকিক-প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অবিষয় পদার্থের স্বরূপ-নিশ্চয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ। 'বেদ স্বতঃপ্রমাণ,' একথা কি, সাম্প্রদায়িকভাব-দূষিত নহে। [২৭৯—৩২৫]

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যাদি-বিষয়ক বিভিন্ন দার্শনিক মত। প্রমাণের লক্ষণ ও স্বরূপ। জ্ঞাননিষ্পত্তি-বিষয়ক পাশ্চাত্য মত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জ্ঞাননিষ্পত্তিতে করণকারকের উপযোগিতা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই কেন। সাংখ্য-পাতঞ্জল-ব্যাখ্যাত প্রমা, প্রমাণ ও প্রমেয়বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ন্যায়মতের সমন্বয়। অনুমান ও আপ্তোপদেশের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যাদি-বিষয়ক মতভেদের তাৎপর্য্য। বেদ বা জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদই বস্তুতঃ সত্যবাদ। অপ্রমাণ জ্ঞানোৎপত্তির হেতু। সৃষ্টিবিষয়ক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত ক্রমবিকাশবাদের বিরোধ। বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের অনুমান। পণ্ডিত স্পেন্‌সারের মতে বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি। বেদাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের রূপ পণ্ডিত স্পেন্‌সারের জ্ঞানগোচর হয় নাই, তা'ই ভারতবর্ষীয় বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদকে তিনি অবজ্ঞা করিতে পারিয়াছেন। বিশ্বাসের তত্ত্ববিনিশ্চয়ে স্পেন্‌সারের মতিভ্রম। শ্রদ্ধাতত্ত্ব। সত্যজ্ঞান-

মাত্রেই আপ্তোপদেশমূলক। শ্রদ্ধাহীনকে বেদ শুনাইতে নাই কেন। শক্তিবাদী পণ্ডিত স্পেন্সার ম্যাটারকে শাস্ত্রদৃষ্টিতে সৃষ্ট-পদার্থ বলিতে অসম্মত হইতে পারেন কি? প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-প্রমাণে বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও ক্রমবিকাশবাদ। অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারই পরমাণুসমূহকে যথাপ্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্ন-ভাবে সন্নিবেশিত করে, পণ্ডিত ষ্ট্যালোও এইরূপ মতের পক্ষ-পাতী। মূলভূতবিষয়ক কুকের মত। বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের ন্যায় ক্রমবিকাশবাদও স্পেন্সার-প্রদর্শিত আপত্তিপূর্ণ। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ-ধর্ম্মবিশিষ্ট দ্বিবিধ পরমাণু আছে, অথবা প্রত্যেক পরমাণুই দেশ ও কালভেদে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণাত্মক হয়। 'কার্য্যমাত্রেই ত্রিগুণাত্মক', এই শাস্ত্রোপদেশই বস্তুতঃ নির্দ্দোষ ও সার্ব্বভৌম। ঈশ্বর কর্ম্মের স্রষ্টা নহেন। লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব যথাযথভাবে জানিতে পারিলে, পণ্ডিত স্পেন্সারের মনে শক্তির সৃষ্টত্বাশঙ্কা উদিত হইত না। বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরত্বাদি আপত্তির উদ্ধার। ক্রমবিকাশবাদের শরণ-গ্রহণ মুমুক্ষুর প্রার্থনীয় হইতে পারে না। ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের কিরূপে স্বাতন্ত্র্য উপপন্ন হয়। [৩২৫—৬২]

শ্রুত্যুপদিষ্ট ভূতোৎপত্তি-ক্রমের সহিত পণ্ডিত ক্রুক্সের ভূতাভিব্যক্তি-ক্রমের সমন্বয়। পরিণাম ধর্ম্মাধর্ম্মাধীন। যজ্ঞ কোন্ পদার্থ। 'যজ্ঞই জগতের রূপ', এই কথার উদ্দেশ্য। প্রজাপতি কাহাকে বলে। 'প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন', এতদ্বাক্যের অভিপ্রায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজাপতি যজ্ঞোপকরণ কোথায় পাইয়াছিলেন। 'বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম', এই শাস্ত্রোপদেশগর্ভে আধুনিক রসায়নতন্ত্রের মূলসূত্র সন্নিবেশিত আছে। ছন্দোতত্ত্বের সার্ব্বভৌম রূপ। সপ্তচ্ছন্দোবাদের সহিত প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিভিন্ন শাস্ত্রসিদ্ধান্তের সমন্বয়। বেদোক্ত সৃষ্টির সাধারণ ক্রম। বিরাট্সৃষ্টির ক্রম। ঈশ্বর-বিশ্বাসে পণ্ডিত

গ্রোভ, টেট্, ব্যাল্ফোর ষ্টুয়ার্ট্ ও ওয়ালেস্। জড়ৈকত্ববাদী স্পেন্সারের অতর্কিত চৈতন্যবাদ। প্রাচীন-ভারতীয় জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রাচীনদিগের জ্ঞান সত্যভূমিক নহে, স্পেন্সারের এতাদৃশ সিদ্ধান্তের ব্যভিচার। দৈশিক সভ্যতা ও বর্ব্বরতা-সম্বন্ধে পণ্ডিত ওয়ালেসের অভিমত। প্রাচীন-ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ে পাশ্চাত্য কতিপয় পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত। পণ্ডিত স্পেন্সার কর্ত্তৃক সংকীর্ণার্থে প্রযুক্ত 'বিশ্বাস অনুভবমূলক', এতদ্বাক্যের শাস্ত্রীয় ব্যাপক রূপ। অনুভবের ব্যুৎপত্তি ও স্বরূপ। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-জ্ঞানের স্বরূপ। প্রতিভা-ভেদই মতভেদের কারণ। পণ্ডিত স্পেন্সার-লক্ষিত সর্ব্বকার্য্য-কারণ শক্তি, ও শাস্ত্রোক্ত আত্মা, এক পদার্থ নহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। সংকল্লাদিই লিঙ্গশরীরের অস্তিত্ব অনুমাপক। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-তত্ত্ব। দেবতাবাদে পাশ্চাত্য অনুমান। 'চেতন পুরুষের কর্ত্তৃত্ব-স্বীকার, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্তিত্বাঙ্গীকার, বর্ব্বরের কার্য্য'. আধুনিক জড়বিজ্ঞান এইরূপ মত-প্রকাশের যোগ্যতাবিশিষ্ট। বেদাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞানবিবৃত সৃষ্টিতত্ত্বের সর্ব্বাংশে একতা হইতে পারে না। ... [৩৬২—৪১৭ ক]

শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও প্রতীচ্য ক্রম-বিকাশবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।—বৈশেষিক-সৃষ্টি-বাদের তাৎপর্য্য। এভোলিউশন্ শব্দের আধুনিক ব্যাবহারিক অর্থের স্মরণ। উন্নতির শাস্ত্রীয় রূপ। শব্দের প্রামাণ্য কিরূপে অবধারিত হয়। ভৌতিক-রাজ্যাদি চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক-পর্ব্বের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট কেন, এ প্রশ্নের শ্রুত্যুক্ত সমাধান। শক্তির অভিব্যক্তি নিমিত্তান্তর-সাপেক্ষ। সাংখ্য-মতে উন্নতি ও অবনতির স্বরূপ। শাস্ত্রোপদিষ্ট উন্নতি ও অবনতির কারণ। উন্নতি ও অবনতি, দুইই প্রাকৃতিক নিয়ম। ধর্ম্মাতিশয্যে মনুষ্যদেহ সুরদেহে পরিণত হইতে পারে, আবার

মানুষের প্রথমাভিব্যক্তিবাদ-সম্বন্ধে মত-পরিবর্ত্তন। ক্রমোন্নতি-বাদ-ব্যবস্থাপক যুক্তির পরীক্ষা। জীবজাতির পৌর্ব্বাপর্য্য ও উন্নতিবিষয়ক ক্রমবিকাশবাদের সিদ্ধান্ত প্রতিভাভেদে সুগম হইলেও আমাদের দুর্ব্বোধ্য। নিখিল কার্য্যজননশক্তি প্রকৃতিগর্ভে নিত্য বিদ্যমান থাকিলে, প্রথমে মনুষ্যোৎপত্তিতে ক্রমবিকাশ-বাদের মতে কি বাধা আছে। ওয়ালাসের মতে ক্রমবিকাশবাদের অজ্ঞাত তত্ত্ব। শারীর উপাদান অবিশেষ কোষসমূহ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে বিভিন্নরূপ ক্রিয়া করে কেন। স্নায়ব-সংস্থান সম্বন্ধে রাসায়-নিক শারীর-বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। শারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-নির্বৃত্তির কারণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ। অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম স্বীকার না করিলে, শুদ্ধ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদদ্বারা সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ কি, এই প্রশ্নের কোন সমাধান হয় না। ক্রমো-ন্নতিবাদী অধ্যাপক ক্লসের মতের বর্ত্তমান ক্রমবিকাশবাদের অপূর্ণতা। বিভিন্ন জীবজাতির দেহের সংস্থানগত সদৃশ্য তাহাদের পরস্পরের পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যবস্থাপক নহে, প্রারব্ধকর্ম্মের সাদৃশ্যানু-মাপক মাত্র। 'সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ নাই', এরূপ বিশ্বাস কাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় এবং তাহার কারণই বা কি। [৪১৭কছ–৪১৭কর]

ত্রিবিধ শরীরের সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব। শাস্ত্রোক্ত শারীরযন্ত্রের ত্রৈবিধ্য ও তাহার হেতু, এবং পাশ্চাত্যমতের সমন্বয়। পোষণাদি শারীরযন্ত্রসকল ইতরেতরাশ্রয়ী। শারীরযন্ত্র-বিভাগের কারণ-সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাকালিষ্টারের সিদ্ধান্ত হইতে শাস্ত্রোপদেশের শ্রেষ্ঠত্ব। স্নায়ুকোষ। যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা নির্ণিত না হইলেও, বানর ও মনুষ্যের কোষ সর্ব্বথা একরূপ নহে। বানর হইতেই ক্রমশঃ মানুষের অভিব্যক্তি হইয়াছে, এ সিদ্ধান্তের কোন অব্যভিচারী হেতু নাই। সাদৃশ্য পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুমাপক নহে, এতৎসম্বন্ধে বীলের উক্তি। জীবের আনুপূর্ব্ব্যানুমান-সম্বন্ধে আবুয়েনের মত। বহু জীবযোনি ভ্রমণানন্তর মনুষ্য-জন্ম

লাভ হয়, এইরূপ শাস্ত্রোপদেশসমূহ কি, পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশ-বাদের অনুকূল। মনুষ্যদেহের শ্রেষ্ঠত্বপ্রতিপাদক শ্রুত্যুপদেশ। সাত্ত্বিকাদি বৃত্তিভেদে বিভিন্ন গতি। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ শাস্ত্রোপদেশেরই বিকৃত রূপ। বিষ্ণুপুরাণোক্ত নবধা সৃষ্টি। প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদিগণ যোগ্যতম (Fittest) বলিতে অনেকতঃ ভোক্তৃ-প্রপঞ্চকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। [৪১৭কর–৪১৭খঠ]

শাস্ত্রব্যাখ্যাত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের স্বরূপ। মানবীয় স্থায়ি-সাম্যাবস্থায় উপনীত হইতে না পারিলে, ইতর-জাতিতে অবরোহণের সম্ভাবনা থাকে। ত্রিবিধ সাম্যভাব। কাহাদের পতনের আশঙ্কা নাই। আবির্ভাব-তিরোভাবদ্বারা জীবলোক নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। পিতামাতার শারীরধর্ম্মও যে, পুত্রাদিতে সংক্রমণ করে, তদ্বিষয়ক শ্রুতির উপদেশ। পণ্ডিত স্পেন্সারের মতে উন্নতির স্বরূপ ও আমাদের অনুমান। 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম', একথা সত্য নহে। প্রবৃত্তিমাত্রেরই চরমাবস্থা নিবৃত্তি। চিত্তের পরিণাম ও ভূতেন্দ্রিয়াদির পরিণাম। স্পেন্সার-ব্যাখ্যাত গতি বা ধর্ম্ম-পরিণামের সহিত শাস্ত্রোপদেশের সমন্বয়। অবিশেষ হইতে বিশেষভাবপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ। উন্নতিবিষয়ক স্পেন্সারের সিদ্ধান্তে আশঙ্কা। উন্নতি, অবনতির ও পূর্ণাবস্থার শাস্ত্রীয় রূপ। ... ... ২৭৯—৪১৭গম

সপ্তম প্রস্তাব।

জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি।—

বেদ বা শব্দতত্ত্ব।—প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য-সম্বন্ধে মহর্ষি জৈমিনির উপদেশ। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ নিত্য। প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। কোন্

পদার্থ স্বতঃপ্রমাণ হইবার যোগ্য। স্থায়-বৈশেষিকোক্ত শব্দার্থ-সম্বন্ধের সাময়িকবাদ ও পাশ্চাত্য সাঙ্কেতিকবাদ একরূপ নহে। অলৌকিক পদার্থ-সম্বন্ধে হ্যামিল্‌টন্ ও জেবন্স্ প্রভৃতির মত। শব্দনিত্যত্ববাদিগণের শব্দ কোন্ পদার্থ। অনুমানের প্রকার-ভেদ (অধষ্টিপ্পনী)। তথ্যের আবিষ্কার কিরূপে হয়। দর্শন ও পরীক্ষাসম্বন্ধে বিভিন্ন পাশ্চাত্য মত। যৌক্তিক-জ্ঞানের স্বরূপ। অনুমান-ত্রৈবিধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মত। ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যাপ্তিগ্রহের বা স্বাভাবিকসম্বন্ধনির্ণয়ের হেতু। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অধিকার। বৈদিক আর্য্যজাতি আধিভৌতিক পরীক্ষারও ব্যবহার করিতেন। বেদোপদিষ্ট পরোক্ষ বিষয়সকল কল্পনামূলক নহে, উহারা প্রত্যক্ষভূমিক বহুশঃ পরীক্ষিত সত্য। বাক্ বা শব্দই আদিভূতপদার্থ। প্রকৃত বেদজ্ঞ বা বিজ্ঞানবিৎ কি, সকলেই হইতে পারেন? [৪১৭—৪৫১]

মানস কর্ম্ম-সম্বন্ধে শারীর-বিজ্ঞান ও বৈশেষি-দর্শনের উপদেশ। ভর্ত্তৃহরি-ব্যাখ্যাত শব্দতত্ত্বকে বিশ্বকারণ বলিতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, কাহরই আপত্তি হইতে পারে না। বর্ণোৎপত্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উপদেশ। শব্দের পরাপশ্যন্ত্যাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থা। শব্দ হইতে কিরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্রে 'শব্দ' পদ যদার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দই সর্ব্ববর্ণের প্রকৃতি। বর্ণভেদ-রহস্য। সকলেরই ভাষা আছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য ও কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বৈজ্ঞানিকগণ বড়ই সংকটাপন্ন হইয়াছেন, শাস্ত্রোক্ত শব্দের স্বরূপ দর্শন হইলে, তাঁহারা সহজেই উদ্ধার পাইতে পারেন। একসাইটেশন্ (Excitation) শব্দেরই রূপান্তর। স্নায়ুগণ বিশেষতঃ উত্তেজনীয় হইল কেন, এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় সমাধানই বিশুদ্ধ ও ব্যাপক। শব্দ-ভাবনাই সর্ব্বকর্ম্মের মূল, ডাক্তার ওয়ালার এই শাস্ত্রোপদেশ শিরোধার্য্য করিবেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধি-

পূর্ব্বক, কর্ম্মকে এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয় কেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ সকল শাস্ত্রেরই প্রতিপাদ্য। দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন, বিষয় ও সম্বন্ধ। মহর্ষি গোতমোক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণের দোষোদ্ধার। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের কারণ ও স্বরূপ-সম্বন্ধে হল্মন্, ল্যাড প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক পাশ্চাত্য জড়ৈকত্ববাদের অনুমান। ভৌতিকশক্তির রূপান্তর হইতে চিদভিব্যক্তি অসম্ভব। নিয়ত-পরিণামী পরমাণ্বাদি হইতে চিরস্থায়িনী সম্বিৎ আবির্ভূত হইতে পারে না। স্পেন্‌সার, জনষ্টুয়াট্ মিল, প্রভৃতি পণ্ডিতগণের জ্ঞেয়বিষয়ক সিদ্ধান্ত। ম্যাটারের গুণ বা ধর্ম্ম-নামে লক্ষিত পদার্থ আমাদের মানস-বিকার, ইত্যাদি রূপ সিদ্ধান্তবাদী পণ্ডিতগণ কি, প্রকারান্তরে বিজ্ঞানবাদী, (অতএব ওয়েবারের লক্ষণানুসারে) অপ্রাকৃত দার্শনিক-শ্রেণীভুক্ত নহেন। মাইণ্ড্ ও ম্যাটার-সম্বন্ধে জড়ৈকত্ববাদের চক্রক-তর্ক। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, বেদই এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের মিলিতমূর্ত্তি। জ্ঞান ও কর্ম্ম বেদের দুইটী অঙ্গ। পরা ও অপরাবিদ্যা। প্রতিভার কার্য্যকারিতা। প্রতিভাহেতু অভ্যাস ইদানীন্তন, কি জন্মান্তরভাবী। কেহ কোন নূতন শব্দের সৃষ্টি করেন নাই, এতদ্বাক্যের অভিপ্রায়। শব্দ-শক্তির স্বরূপ। শব্দ বা বেদই জ্ঞান ও সংস্কারের হেতু। স্ফোট কোন্ পদার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান শব্দ বা বেদের রাজস ও তামস প্রতিভারই ব্যাখ্যা করেন। 'শব্দব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে,' এই বেদোপদেশ কি, কল্পনার বিজৃম্ভণ। [৪৫১—৫০২]

পণ্ডিত স্পেন্‌সার-বর্ণিত সৃষ্টির ইতিহাস। প্রত্যক্ষবাদমূলক (Empirical) ও পূর্ণ (Rational), এই উভয়বিধ দর্শনের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসম্বন্ধে লক্, হিয়ুম্, প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুমান। আধুনিক

বুদ্ধিপূর্ব্বক-সৃষ্টিই শ্রুতির অনুমোদিত। চিদেকত্ববাদও জড়ৈকত্ববাদের স্থায় আপাততঃ যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বেদোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ সাধারণের দুরধিগম্য বলিয়াই ঋষিগণ অধিকারভেদে প্রস্থানভেদের উপদেশ করিয়াছেন। মায়াসহিত ব্রহ্মকে বিশ্বজগতের উপাদান বলাতে, অদ্বৈত-বাদের হানি হয় নাই কেন। অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী কে। ভাক্ত বৈদান্তিকের শ্রুত্যুক্ত পরিণাম। জগদুপাদানের অচেতনত্ব-বাদে সাংখ্যের উপপত্তি। জগৎকারণের চেতনত্ববাদে বেদান্তের যুক্তি। প্রকৃতিসর্ব্বজ্ঞত্ববাদে সাংখ্যের যুক্তি। ব্রহ্ম-সর্ব্বজ্ঞত্ববাদে বেদান্তের উপপত্তি। স্বাতন্ত্র্য শব্দের অর্থ। নিত্য-জ্ঞানক্রিয় ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য সম্ভব হয় কি না। সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ক্রিয়ার পার্থক্য। কার্য্য ও কারণ, বস্তুতঃ অভিন্ন। ক্রম ও যৌগপদ্যের স্বরূপ। ব্রহ্মের ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব কিরূপে উপপন্ন হয়। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি-ক্রম-সম্বন্ধে শ্রুত্যুপদেশ। সৃষ্টির অগ্রে বিদ্যমান কর্ম্ম-পদার্থের স্বরূপ। ব্রহ্মই জগতের উপাদান, এবং ব্রহ্মই নিমিত্ত-কারণ, ইত্যাদি অদ্বৈত-প্রতিপাদক শ্রুতিবচন তর্ক-বিচার বা উপদেশগম্য নহে, ইহারা সাধনালব্ধ স্বানুভূতিবেদ্য। বেদান্তমতে এক ব্রহ্মের উপাদানত্ব ও নিমিত্তত্ব কিরূপে উৎপন্ন হয়। অবিদ্যার স্বরূপ। অশরীরী ব্রহ্মের সংকল্প কিরূপে উপপন্ন হয়। অপরিণামী ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞাতৃত্ব উপপন্ন হয় না, এতদ্বিষয়ক সাংখ্যদর্শনের ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিপ্রায়। কর্ত্তৃত্ব-বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্তমতের ঐক্যানৈক্য। সাংখ্যদর্শনে আদিসর্গকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলা হইয়াছে কেন। ...[৬০১—৬৩৪]৵

আদিসর্গও বস্তুতঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক। সাংখ্যমতে চিচ্ছক্তির ব্যাপারবত্তই অস্বীকৃত হইয়াছে। ব্যাপারহীনের সত্তা উপপন্ন হয় কি। অস্, ভূ, বিদ্ ইত্যাদির ধাতু-সংজ্ঞা কিরূপে উপপন্ন হয়। জন্মাদি ছয়টী ভাব-বিকার এক ভাব বা

পৃষ্ঠা

ওঁ

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

পরলোক।

—:o:—

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

জীবের জন্ম-সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যের অনুবৃত্তি।

জীবের উৎপত্তি-বিষয়ক মতসমূহের সমালোচনা করিতে হইলে, জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহা জানা আবশ্যক, আমরা এইনিমিত্ত জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মতসমূহের একটু বিবরণ প্রদান করিয়াছি। জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে যত প্রকার মত প্রচলিত আছে, তাহাদের তত্ত্বানু-সন্ধান করিতে যাইয়া, আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ, অথবা অসৎকার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, এই ত্রিবিধ বাদই তৎসমুদায়ের মূল। সকল বাদই বেদপ্রসূত; আস্তিক দার্শনিকগণ বেদের উপদেশানুসারেই অধিকারিভেদে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন-ভিন্নরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। চার্ব্বাক, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ ও আর্হতদর্শন, এই ষড়্-

বিধ নাস্তিকদর্শনেও যে, আরম্ভবাদাদি ত্রিবিধ বাদের ছায়া আছে, তাহা, প্রতীতি হয়। গ্রীক্ দার্শনিকগণ হইতে বর্ত্তমান কালের 'স্পেন্সার' প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিকের মতের নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, সপ্রমাণ হয়, এদেশের ষড়্বিধ আস্তিক ও ষড়্বিধ নাস্তিক, এই দ্বাদশ প্রকার দার্শনিক মতই প্রতীচ্য দার্শনিক মতসমূহের ঘটকাবয়ব। কিন্তু স্থানাভাববশতঃ আমরা এই গ্রন্থে যথাপ্রয়োজন ও যথারীতি বিস্তারপূর্ব্বক পাঠকদিগকে তাহা জানাইতে পারিলাম না। যাহা হউক অতঃপর জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে শাস্ত্র ও প্রতীচ্য দার্শনিকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই সমালোচনা করা যাউক।

জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধীয় মতসমূহের সমালোচনা।—কোন পদার্থের উৎপত্তিতত্ত্ব জানিতে হইলে, উহা কোন্ উপাদান, নিমিত্ত ও সহকারিকারণের যোগে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা স্থির করা আবশ্যক হইয়া থাকে। জগতের উৎপত্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, দর্শনশাস্ত্র ইহার উপাদান, নিমিত্ত ও সহকারিকারণেরই স্বরূপ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, অমর্ত্ত্য আত্মা যখন শরীর-গ্রহণ করেন, তখন ইহাঁর 'জীব', এই সংজ্ঞা হইয়া থাকে। সূক্ষ্মশরীরোপাধিক (সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীর হইয়াছে, উপাধি যাঁহার) আত্মা নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া, কৃতকর্ম্মের ভোগের জন্য ঊর্দ্ধাধঃ নানাবিধ লোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। যাহা কার্য্য, যাহার জন্মাদি বিকার আছে, তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়, যাহা অকার্য্য, তাহার আবার কারণ কি হইবে? জীবকে বিশ্লেষ করিলে, আত্মা ও শরীর, এই পদার্থদ্বয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; আত্মা জন্মাদি

বিকার রহিত, আত্মা অকার্য্য, অতএব আত্মার কারণানুসন্ধান হইতে পারে না, শরীর কার্য্য পদার্থ, শরীরের জন্মাদি বিকার বা পরিণাম হইয়া থাকে, সুতরাং শরীরের কারণানুসন্ধান কর্ত্তব্য। শাস্ত্র এইজন্য জীবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, শরীরের উৎপত্তিতত্ত্বই শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন পরমাণুকে শরীরের (Organisms) উপাদান বা সমবায়ি-কারণ বলিয়াছেন। যাহারা সমবেত—পরস্পর সম্মিলিত বা সংযুক্ত হইয়া, কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে উপাদান বা সমবায়িকারণ বলে। 'শরীর'-শব্দ শাস্ত্রে প্রধানতঃ জৈবশরীর বা জীবের ভোগায়তন—জীবের অধিষ্ঠান বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে, শাস্ত্রমতে অণুসংঘাত মাত্রেই 'শরীর'-শব্দের ব্যবহার-ভূমি নহে। বৈশেষিকদর্শন পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই ত্রিবিধ কার্য্যের বর্ণন করিয়াছেন। পার্থিব, জলীয়, তৈজস বা আগ্নেয় এবং বায়বীয়, বৈশেষিকদর্শন পাঠ করিলে, এই চতুর্ব্বিধ শরীরের সংবাদ পাওয়া যায়। শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়, এই ত্রিবিধ কার্য্যের লক্ষণ কি? মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, "যাহা চেষ্টার—হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-পরিহার-যোগ্য ব্যাপারের আশ্রয়, যাহা ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, এবং যাহা ইন্দ্রয়ার্থ (ইন্দ্রিয় ও তাহার অর্থ—বিষয়, রূপ-রসাদি)-সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন সুখ-দুঃখের আশ্রয়, তাহা শরীর।" * মহর্ষি গোতম এতদ্দ্বারা যে, জৈবশরীরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য। শরীরাশ্রয় (শরীর হইয়াছে আশ্রয় যাহার), জ্ঞাতার অপরোক্ষ-

* "চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থাশ্রয়ঃ শরীরম্।"—ন্যায়দর্শন।

প্রতীতির—জ্ঞানের সাধন দ্রব্যবিশেষের নাম 'ইন্দ্রিয়'। শরীর ও ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত আত্মার উপভোগ সাধন দ্রব্যবিশেষের নাম 'বিষয়'। * যোনিজ ও অযোনিজভেদে শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শুক্রশোণিতের সংযোগ হইতে জাত (শুক্র-শোণিতের সন্নিপাতই এস্থলে 'যোনি'-শব্দের অর্থ) শরীর 'যোনিজ', এবং তদ্বীপরীত শুক্র-শোণিতের অপেক্ষা না করিয়া, যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা 'অযোনিজ'। দেব ও ঋষি-বিশেষের শরীর অযোনিজ। শুক্র-শোণিতের অভাবে কিরূপে শরীরের উৎপত্তি হইবে? প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন, প্রকৃষ্টধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-সহিত অণুসমূহ হইতে অযোনিজ শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরোৎপত্তিতে পরমাণুসমূহই কারণ, শুক্র-শোণিতের সন্নিপাত কারণ নহে, শুক্র ও শোণিত পরমাণুরই সমষ্টি-বিশেষ ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। পরমাণুসমূহ অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম-বিশেষদ্বারা প্রেরিত হইয়া, শুক্র ও শোণিতের আকার ধারণ করে। অতএব ধর্ম্মা-ধর্ম্মবিশেষদ্বারা অনুগৃহীত পরমাণুসমূহ হইতে অযোনিজ শরীরের উৎপত্তি অসম্ভব হইবে কেন? অধর্ম্মবিশেষ-সহিত অণুসমূহ হইতে দংশ-মশকাদির অযোনিজ যাতনা-শরীর সকলের (যাতনা বা দুঃখের জন্য যে শরীর তাহা যাতনাশরীর) উৎপত্তি হইয়া থাকে। † শুক্র ও শোনিতের সংযোগ হইতে কিরূপে শরীরের উৎপত্তি হয়? শুক্র ও শোণিত, এই উভয়ের সংযোগ হইবার পর, জঠরানলের সম্বন্ধ

---

* "ভোগায়তনং শরীরং। * * * শরীরাশ্রয়ং জ্ঞাতুরপরোক্ষ-প্রতীতিসাধনং দ্রব্যমিন্দ্রিয়ম্। শরীরেন্দ্রিয়ব্যতিরিক্তমাত্মোপভোগসাধনং দ্রব্যং বিষয়ঃ।"— ন্যায়কন্দলী।

† ন্যায়কন্দলী দ্রষ্টব্য।

হেতু শুক্র-শোণিতের আরম্ভক পরমাণু সকলের পূর্ব্বরূপের বিনাশ ও সমান গুণান্তরের উৎপত্তি হইলে, দ্ব্যণুকাদিক্রমে কলল-শরীরের (Protoplast) উৎপত্তি হয়। কলল-শরীর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে অন্তঃকরণের প্রবেশ হইয়া থাকে। শুক্র-শোণিতাবস্থায় অন্তঃকরণের প্রবেশ হয় না কেন? মনঃ শরীরাশ্রয় (শরীর হইয়াছে, আশ্রয় যাহার), অতএব শরীরের উৎপত্তি না হইলে, মনের প্রবেশ সম্ভব হয় না। মাতার আহার-রস অদৃষ্টবশতঃ যথামাত্রায় কলল-শরীরে সংক্রমণ করে। তৎপরে পুনরপি ভেদ-বৃত্তিক জটরানলের সম্বন্ধ-হেতু কলল-শরীরের আরম্ভক পরমাণু-সমূহের ক্রিয়াবিভাগাদিন্যায়ে কলল-শরীর নষ্ট হইলে, কললারম্ভক পরমাণুনিচয়, উপজাতক্রিয় (উপজাত হইয়াছে, ক্রিয়া যাহাদের) আহার পরমাণু সমূহের সহিত একীভূত হইয়া, শরীরান্তরের আরম্ভ করে। 'কললশরীরের নাশ হইয়া, শরীরন্তরের উৎপত্তি হয়', এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় কি? শরীরভেদের প্রমাণ কি? স্বল্পপরিমাণ আশ্রয়ে মহৎপরিমাণের পরিসমাপ্তি হইতে পারে না, ইহাই অভিপ্রায়। অবস্থান্তর প্রাপ্ত এক শরীরই মহৎপরিমাণের আশ্রয় হয়, এই কথা বলিলেই ত ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, শরীরভেদের কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? শ্রীধরাচার্য্য বলিয়াছেন, তাহাতেও শরীরভেদের—বহুশরীরের উপলব্ধি অনিবার্য্য। শ্রীধরাচার্য্যের এইরূপ উপদেশের মর্ম্ম কি, আমরা যথাস্থানে তাহা জানাইবার চেষ্টা করিব।

শরীরের উৎপত্তি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা বিদিত হইয়াছি, পূর্ব্বশরীরকৃত কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মাশয়ের অনুবন্ধ (আত্মা বা অন্তঃকরণে সমবেত, সংস্কার-

রূপে অবস্থান), হেতু শরীরের উৎপত্তি হয়, পূর্ব্বশরীরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলের সংস্কারদ্বারা প্রেরিত ভূতসমূহ হইতে বর্ত্তমান শরীরের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, ভূতনিচয় স্বতন্ত্রভাবে শরীর নির্ম্মাণ করে না।

যাঁহারা পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্ট মানিতে চাহেন না, তাঁহাদের মতে পাষাণ, স্ফটিক (Stone, crystals) প্রভৃতি মূর্ত্তি যেমন পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্টনিরপেক্ষ অণুসমূহ হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে, জীবের শরীরও সেই প্রকার পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্টনিরপেক্ষ অণুসমূহ হইতেই উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বকর্ম্ম মানিবার কোন প্রয়োজন নাই। মহর্ষি গোতম এইরূপ নাস্তিকদিগের প্রবোধের জন্য বলিয়াছেন, প্রথমতঃ "পাষাণাদির মূর্ত্তি যে পূর্ব্বকর্ম্মপ্রেরিত অণুসমূহ হইতে হয় না, তাহা কি প্রমাণসিদ্ধ? পাষাণাদির মূর্ত্তি কর্ম্মনিরপেক্ষ অণু-সমূহের স্বতন্ত্র চেষ্টার ফল, কোন প্রমাণেই তাহা সিদ্ধ হয় না"। দ্বিতীয়তঃ "পাষাণাদির মূর্ত্তি কর্ম্মনিরপেক্ষ অণুসমূহ হইতে উৎপন্ন হয়, যদি ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, ইহা হইতে শরীরের উৎপত্তিও যে, কর্ম্মনিরপেক্ষ অণুপুঞ্জ হইতে হইয়া থাকে, তাহা সপ্রমাণ হয় না, কারণ, শরীরের উৎপত্তিপদ্ধতি ও পাষাণা-দির মূর্ত্তির উপত্তিরীতি একরূপ নহে। সজীবদেহের উৎপত্তি বীজপূর্ব্বক, শুক্র ও শোণিতের সংযোগে গর্ভ উৎপন্ন হয়, জনিষ্য-মাণ জীবের গর্ভযাতনাভোগের, এবং মাতা-পিতার অপত্যসুখ-ভোগের অদৃষ্টদ্বারা প্রেরিত ভূতসকল হইতেই শরীরের গঠন হইয়া থাকে। অপিচ মাতা-পিতার পূর্ব্বকর্ম্ম যেমন শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত কারণ, সেইরূপ আহারও শরীরোৎপত্তির নিমিত্তকারণ। মাতা-পিতা যাহা পান ও ভোজন করেন, তাহা হইতে শোণিত

ও বীর্য্যের উৎপত্তি হয়, গর্ভাশয়স্থ বীজ মাতার রস-রক্তাদি হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সজীবদেহের উৎপত্তিতে অণুসমূহ নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সম্মিলিত (Aggregated) হয়, সজীবদেহের বৃদ্ধি ও নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক হয় না।"

সজীবদেহের উৎপত্তি বীজপূর্ব্বক, শুক্র-শোণিতের সংযোগে সজীবদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে,ইহা কি, সজীবদেহোৎপত্তির সার্ব্ব-ভৌম নিয়ম? অযোনিজ শরীরের কথা পূর্ব্বে..উক্ত হইয়াছে, শ্রুত্যাদি শাস্ত্র হইতে অণ্ডজ, জীবজ (জরায়ুজ), উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি বিবিধ শরীরের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, অতএব 'সজীবদেহের উৎপত্তি বীজপূর্ব্বক, ইহাকে সার্ব্বভৌম সত্য বলা যাইবে কিরূপে?

মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, সজীবদেহের উৎপত্তিতে মাতা-পিতার নিমিত্তত্ব আছে, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি, এই উভয়ের সংযোগ ব্যতিরেকে সজীবদেহের উৎপত্তি অসম্ভব। বাৎস্যায়ন মুনি বলিয়াছেন, "সজীবদেহের উৎপত্তিতে মাতা-পিতার নিমিত্তত্ব আছে", এই বাক্যের অভিপ্রায় হইতেছে, পাষাণাদির মূর্ত্তির উৎপত্তি বীজপূর্ব্বক নহে, কিন্তু শরীরোৎপত্তি বীজপূর্ব্বক; মাতা-পিতৃ-শব্দদ্বারা মহর্ষি বীজভূত শুক্র-শোণিতকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।" বাচস্পতিমিশ্র ও বলিয়াছেন, মাতা-পিতা, শরীরোৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণ নহেন, অতএব মাতা-পিতা, এই শব্দদ্বয় যথাক্রমে শোণিত ও শুক্রেরই বাচক, বুঝিতে হইবে ("নমু মাতাপিতরৌ ন সাক্ষাৎ শরীরোৎপত্তৌ কারণমিত্যত আহমাতাপিতৃশব্দেন লোহিতরেতস ইতি।"—তাৎপর্য্যটীকা)।

পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞান শরীরোৎপত্তির (১) সংবিভাগ (Fision),

(২) উদ্ভেদ বা প্রস্ফুটন (Budding or gemmation), (৩) বীজ-প্ররোহণ—বীজসন্ততি (Spore-formation) এবং (৪) মৈথুন (Conjugation and fusion), এই চতুর্ব্বিধ মার্গ অবধারণ করিয়াছেন।

মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি, এই উভয়ের সংযোগ ব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি অসম্ভব, মহর্ষি গোতমের এই উপদেশের সামান্য-ব্যাপ্তিপক্ষে কোথাও ব্যভিচার নাই। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সংবিভাগাদি যে চতুর্ব্বিধ শরীরোৎপত্তিমার্গ দেখাইয়াছেন, তদ্দ্বারা কি, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শুদ্ধ একরূপ শক্তি হইতে শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে? স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তির মৈথুন—সংযোগ সর্ব্বত্র আবশ্যক হয় না? স্থূলভাবেই হউক, অথবা সূক্ষ্মভাবেই হউক, শরীরোৎপত্তিতে স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তির মৈথুন যে, আবশ্যক, বৈজ্ঞানিক-গণকেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ফ্রান্স্‌দেশীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 'বেনেট্' (A. BINET) বলিয়াছেন, জীবাণুদিগের মধ্যেও মৈথুন (Copulation) হয়, জীবাণুর শরীরও মৈথুনজ। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস পূতীভূত ফাণ্টহইতে সম্ভূত (Infusoria) কীটসমূহ অমৈথুনজ। পণ্ডিত এরেন্‌বর্গই (EHRENBERG) বৈজ্ঞানিকদিগের হৃদয়ে এবম্প্রকার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিলেন। শুদ্ধ অণুদৈর্ঘ্য বা লম্বসংবিভাগ (Longitudinal fissiparity)-দ্বারাই উক্ত কীটসমূহের শরীরোৎপত্তি হয়, পূর্ব্বে অনেকেই এইরূপ মত পোষণ করিতেন, এবং এখনও করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই ভ্রান্তিমূলক মতসম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন উত্থাপন বা ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। পণ্ডিত

'এম্ বলবিয়ানী' (M. Balbiani) প্রথমতঃ এই মতের ভ্রান্তত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক ফাণ্টসম্ভূত কীটসমূহও যে, মৈথুনজ, তাহা সপ্রমাণ করেন। * পণ্ডিত কার্পেণ্টার (Carpenter, M.D.) বলিয়াছেন, উদ্ভিদ্ ও ক্ষুদ্রতম জীবজাতি মধ্যে সঙ্গম ব্যতিরেকে বীজরাশি হইতে মুকুলপ্রস্ফুটন প্রক্রিয়া বিশেষদ্বারা বহু স্বতন্ত্র জীবের সন্তান হইয়া থাকে। মুকুল বা কোরকসমূহ প্রথমতঃ বীজদ্বারা পরিপুষ্ট হয়, তৎপরে অল্প অল্প করিয়া, বীজ-নির্ভরতা ত্যাগ-পূর্ব্বক, উহা হইতে পৃথগ্‌ভূত হয়, এবং স্বতন্ত্রভাবে জৈবকার্য্য আরম্ভ করে। এইরূপ জীবোৎপত্তিরীতি, এবং কোষসংবিভাগ-পূর্ব্বক জীবোৎপত্তিরীতি বস্তুতঃ একরূপ মনে করিতে পারা যায়। †

অতএব মহর্ষি গোতম যে, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি, শরীরোৎ-পত্তিতে এই উভয়েরই নিমিত্তত্ব আছে, এই কথা বলিয়াছেন, তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ নহে। বিশ্বজগতের প্রত্যেক অণুই স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির মিলিতমূর্ত্তি। রাসায়নিক সংযোগ, অণুসকলের মৈথুন, জল, বাষ্প প্রভৃতিও ব্যাপকদৃষ্টিতে দেখিলে, প্রতিপন্ন হইবে,

* "Ehrenberg had established by his authority the prevailing opinion in science that copulation never takes place among Infusoria, and that all facts observed by early writers as connected therewith are to be regarded as phenomena of longitudinal fissiparity. This erroneous idea prevailed unquestioned until 1858, when Balbiani addressed a communication to the Academy of Sciences, wherein he showed that sexual reproduction, preceded copulation is bound among Infusoria."—*Psychic Life of Micro-organisms, A. Binet, pp. 65-6.*

† *Vide* "Carpenter's Physiology," p. 745.

অমৈথুনজ নহে। 'অক্সিজেন্' ও 'হাইড্রোজেনের' মৈথুন হইতে জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আবার ইহাও স্বীকার্য্য যে, জল-কারণ উক্ত পদার্থদ্বয়ে জলোৎপাদনসামর্থ্য—জল-জননশক্তি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান না থাকিলে, উহারা জলোৎপাদনে সমর্থ হইত না।

মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, যাহাতে—যে আয়তনে বাহ্যজ্ঞান আছে, তাহাই 'শরীর' (Organism)-পদবাচ্য হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। জীবাত্মার যাহা ভোগায়তন, তাহাই শরীর-পদবাচ্য, বুঝিতে হইবে। অন্তঃসজ্ঞাবিশিষ্ট বৃক্ষ, গুল্ম, লতা. ওষধি, বনস্পতি, তৃণ ইত্যাদি ইহাদেরও ভোক্তৃ-ভোগায়তনত্ব আছে, ইহারাও ভোক্তৃ-ভোগায়তন-সম্বন্ধবিশিষ্ট। *

বাৎস্যায়নমুনি 'বীজ' বলিতে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিশেষ-সহিত, বিশিষ্ট-বিশিষ্টভাবে সন্নিবেশিত অণুসমূহকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শোণিত ও শুক্র যে, এতদতিরিক্ত পদার্থ নহে, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ অণ্ডজ, জীবজ, এবং উদ্ভিজ্জ, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ শরীরবীজের কথা বলিয়াছেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিশেষ-সহিত বিশিষ্ট-বিশিষ্টভাবে সন্নিবেশিত অণুপুঞ্জকেই যে, শ্রুতি উক্তস্থলে 'বীজ' বলিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। কর্ম্মনিরপেক্ষ ভূত-সকল হইতে জড় মূর্ত্তপদার্থের উৎপত্তিনিয়মানুসারে শরীরেরও উৎ-পত্তি হইয়া থাকে, শরীরের উৎপত্তিতে বিশিষ্ট পূর্ব্বকর্ম্মাপেক্ষার স্বীকার অনর্থক, নাস্তিকদিগের এইরূপ মতের অসিদ্ধত্ব প্রদর্শনার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, মহর্ষি গোতম বলিয়াছেন, শরীরের উৎ-

---

* "ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মো বৃক্ষগুল্মলতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধাদীনামপি ভোক্তৃ-ভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ।"— সাং, দং, ৫।১২১।

পত্তি বীজপূর্ব্বক, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি, এই উভয়ের সংযোগ হইতে শরীরের উৎপত্তি হয়, পাষাণাদির ন্যায় বীজ ব্যতিরেকে শরীরের উৎপত্তি হয় না। অতএব মহর্ষি গোতম যদুদ্দেশ্যে 'শরীরোৎপত্তি বীজপূর্ব্বক' এই কথা বলিয়াছেন, অযোনিজ শরীরোৎপত্তির দৃষ্টান্ত তদুদ্দেশ্যসিদ্ধিপথের প্রতিবন্ধক নহে।

পাষাণাদির মূর্ত্তিও অণুসমূহের সম্মূর্চ্ছন (Aggregation) হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু শরীরের উৎপত্তি ও উপচয় (Growth), এবং পাষাণাদির মূর্ত্তির উৎপত্তি ও উপচয় একরূপ নিয়মে হয় না। মাতার ভুক্ত ও পীত আহারের পরিপাক হইতে রসাদির উৎপত্তি হয়, এই রসাদিদ্বারা গর্ভাশয়স্থ বীজের উপচয় হইয়া থাকে। কলল, কণ্ডর, মাংস, পেশী, স্নায়ু, যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি যে, শরীরারম্ভক বীজ বা শোণিত-শুক্রেরই পরিণামভেদ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু কথা হইতেছে, এক অবিশেষ কারণ হইতে কিরূপে পৃথক্‌ পৃথক্‌ শরীরাবয়বের পরিণাম হইয়া থাকে? অণুসমূহের সংখ্যা ও সন্নিবেশভেদকে যদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ শরীরাবয়বের পরিণামহেতু বলা যায়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য হইবে, অণুসকল যে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ভাবে সন্নিবেশিত হয়, তাহা কি নিষ্কারণ? ক্রমবিকাশবাদিগণ বলেন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই অণুসমূহের যথাপ্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্নভাবে সন্নিবেশিত হইবার কারণ, অণুসমূহ যে যে ভাবে সন্নিবেশিত হইলে, যে যে রূপ ক্রিয়া নিষ্পাদিত হইবে, সেই সেইরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য ইহারা প্রকৃতির প্রেরণায় সেই সেই ভাবে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে।

ক্রমবিকাশবাদিগণের 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' (Natural selec-

tion) নামক কারণতত্ত্বের স্বরূপ কি, পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাহা জানান হইয়াছে। ক্রমবিকাশবাদিগণ যাহাকে সর্ব্বপ্রকার পরিণামের সাধারণকারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, প্রাচ্য দার্শনিকেরা কি, তাহার রূপ দেখিতে পান নাই? 'ডারুবিন্' প্রভৃতি পণ্ডিতগণই কি, ইহার আবিষ্কর্ত্তা?

যাঁহারা সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, যথোক্ত 'প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনবাদ' সাংখ্য-পাতঞ্জলোপদিষ্ট প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যবাদেরই ছায়া বা বিকৃতরূপ।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল যে, প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়াছেন, তাহা উক্ত হইয়াছে। সর্ব্বদা পরিণত হওয়া, প্রকৃতির স্বভাব, প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট। প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট সত্য, তবে ইহাঁকে ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি প্রকৃতির প্রয়োজক —প্রবর্ত্তক? কারণ কখন কার্য্যদ্বারা প্রবর্ত্তিত—চালিত হয় না, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তসমূহ প্রকৃতি বা উপাদানকারণ সকলকে প্রবর্ত্তিত করে না, কেবল প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি করে, প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি হইলে, প্রকৃতিসকল আপনা হইতেই স্ব-স্ব বিকার বা কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে। কৃষকেরা যখন কোন এক জলপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে জল প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা স্বভাবতঃ নিম্নদেশপ্রবাহী জলের উচ্চভূমির আবরণ ভেদ করিয়া দেয়, এক ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে জলপ্লাবনেচ্ছু কৃষককে ভূমির আবরণ-ভেদ ব্যতীত অন্য কিছু করিতে হয় না। ভৌম আবরণ ভিন্ন হইলে,

জল স্বয়ংই ক্ষেত্রান্তরে গমন করিয়া থাকে। অপিচ কৃষক ধান্য-মূলে পার্থিবাদি রস প্রবেশ করাইতে পারে না, সে ধান্যমূলে রস প্রবেশের প্রতিবন্ধক তৃণাদিকে ক্ষেত্র হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, প্রতিবন্ধক তৃণাদি অপনীত হইলে, রস স্বয়ংই ধান্যমূলে প্রবেশ করে। কৃষক যেমন ভূমির আবরণ ভেদপূর্ব্বক জলের স্বতঃ প্রবৃত্তির, অথবা তৃণাদির উৎপাটন করিয়া, ধান্যমূলে রস-প্রবেশের সহায়তা করে, সেইরূপ ধর্ম্ম প্রতিবন্ধক অধর্ম্মের অভি-ভবপূর্ব্বক প্রকৃতি বা উপাদানকারণ সকলকে স্ব-স্ব যোগ্যতানু-রূপ কর্ম্ম করিবার অবকাশ প্রদান করে। শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধপদার্থ, যেথানে শুদ্ধি বা ধর্ম্ম থাকে, সেখানে অশুদ্ধি বা অধর্ম্ম থাকিতে পারে না। অতএব ধর্ম্ম অধর্ম্মকে, এবং অধর্ম্ম ধর্ম্মকে বাধা দেয়। ধর্ম্মের উৎকর্ষনিবন্ধন নন্দীশ্বর দেবশরীর লাভ করিয়াছিলেন, অপিচ অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম অভিভূত হওয়ায়, ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত নহুষের অধর্ম্মপ্রধান সর্পশরীর প্রাপ্তি হইয়াছিল। *

রাজকুমার নন্দীশ্বর না মরিয়াই, অত্যুৎকট তপঃ-প্রভাবে দেবশরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নহুষ শাপবশতঃ সর্পশরীর ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? মনুষ্যশরীরের উপাদান একরূপ, দেবাদিশরীরের উপাদান অন্যরূপ। একরূপ কারণ হইতে কি প্রকারে ভিন্নরূপকার্য্যের উৎপত্তি হইবে? পতঞ্জলি-দেব এতদুত্তরে বলিয়াছেন, জাত্যন্তর-পরিণাম প্রকৃতির আপূরণ —অনুপ্রবেশবশতঃ হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বপরিণামের (মনু-

---

* "নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।"— পাং দ্রং।

ষ্যাদিদেহেন্দ্রিয়ের) অপায়—অপগম হইয়া, উত্তর-পরিণামের (দেব-তির্য্যক্ প্রভৃতি শরীরেন্দ্রিয়ের) আবির্ভাব, অপূর্ব্ব (যাহা ছিল না, যাহা পরে হইবে) দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অবয়বসকলের আপূরণ—অনুপ্রবেশ-নিবন্ধন হয়। শরীরের প্রকৃতি পঞ্চভূত, এবং ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি অস্মিতা (অহংকার), এই পঞ্চভূত ও অস্মিতা ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্তের বশবর্ত্তী হইয়া, মনুষ্যাদি শরীর ও ইন্দ্রিয় রূপে পরিণত হইয়া থাকে। যে উপাদান বা প্রকৃতিদ্বারা মনুষ্য-শরীর গঠিত হয়, ঠিক সেই উপাদান বা প্রকৃতি দ্বারা দেব-তির্য্যগাদির শরীর গঠিত হয় না সত্য, তবে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত এবং অস্মিতা, ইহারা যথাক্রমে শরীর ও ইন্দ্রিয়মাত্রের সাধারণ উপাদান বা প্রকৃতি। প্রকৃতির সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধনের যোগ্যতা আছে, কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তসমূহদ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়ায়, ইনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারেন না, নিমিত্তের বাধা বিদূরিত হইলেই, ইনি সর্ব্বত্র সর্ব্ব-প্রকার পরিণামসাধনে সমর্থা হইয়া থাকেন। *

'প্রকৃতির সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতা আছে, কেবল ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তদ্বারা বাধিত হওয়ায়, ইনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারেন না,' পতঞ্জলিদেবের এই কতিপয় অক্ষরাত্মক অমূল্য উপদেশ জগতে যে সত্যের রূপ দেখাইতেছে, মনে হয়, সে সত্যের রূপ উন্নতম্মন্য আধুনিক

---

* "জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"—পা, দং, কৈ, পা, ২ সূত্র।

"পূর্ব্বপরিণামাপায়ে উত্তরপরিণামোপজনস্তেষামপূর্ব্বাবয়বানুপ্রবেশাদ্ভবতি কায়েন্দ্রিয়প্রকৃতয়শ্চ স্বং স্বং বিকারমনুগৃহ্ণন্ত্যাপূরেণ ধর্ম্মাদিনিমিত্তমপেক্ষ-মাণা ইতি।"— যোগসূত্রভাষ্য।

গ্রহণ করিয়াছেন। মনুষ্যশরীরকে বিশ্লেষ করিলে, 'হাইড্রোজেন্,' 'অক্সিজেন্', 'নাইট্রোজেন্' ও 'কার্ব্বন্' প্রধানতঃ এই চারিটী রূঢ়পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; পশ্বাদি ইতর জীববৃন্দের শরীরেরও ইহারাই উপাদান, ইহারাই প্রকৃতি, উদ্ভিদশরীরও এই সকল দ্রব্যদ্বারা গঠিত হইয়া থাকে, পাষাণাদিকে বিশ্লেষ করিলেও, হাইড্রোজেনাদি রূঢ়পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শারীরযন্ত্রসমূহের একক (Unit of organisation) রূপে গৃহীত শেল (Cell)-দ্রব্যও যথোক্ত রাসায়নিক রূঢ়পদার্থসমূহেরই সাংযৌগিক। হাইড্রোজেনাদি রূঢ়পদার্থনিচয় সর্ব্বপ্রকার স্থাবর ও জঙ্গম শরীরের সাধারণ উপাদান হইলেও, উহাদের মাত্রা ও সন্নিবেশাদির ভেদবশতঃ বিবিধ বিচিত্র শরীরের পরিণাম হইয়া থাকে, পরস্পর ভিন্নধর্ম্ম-বিশিষ্ট বহু দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। কোন কার্য্যই নিষ্কারণ হয় না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সকল বিকার বা কার্য্যপদার্থের সাধারণ উপাদান একরূপ হইলেও যে, পরস্পর ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত বিবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্মকেই বিশিষ্ট কার্য্যোৎপত্তির বিশিষ্ট বা অসাধারণ কারণ বলিয়াছেন। হাইড্রোজেনাদি যে, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সাধারণ উপাদান কারণ, রাসায়নিক পণ্ডিতগণকে তাহা অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে, হাইড্রোজেনাদি যে, সর্ব্বত্র সমান মাত্রায় ও একভাবে সন্নিবেশিত হয় না, তাহাও অবশ্য স্বীকার্য্য, সন্দেহ নাই। হাইড্রোজেনাদি যে, সর্ব্বত্র সমানমাত্রায় ও সমভাবে সন্নিবেশিত হয় না, তাহার কারণ কি, রসায়নশাস্ত্র এই প্রশ্নের (তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে বলিয়া) সমাধানের চেষ্টা

করেন নাই। শক্তিসাতত্যতত্ত্বদ্বারা ইহার যে, কোনরূপ সমাধান হয় না, তাহা নিঃসন্দেহ। ক্রমবিকাশবাদিগণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উক্তপ্রশ্নের সমাধানার্থ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) সহকারিকারণ (Collocation)-সহিত শক্তিসাতত্যকে সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র কার্য্যের কারণ বলিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্ সহকারিকারণের নাম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার স্বরূপ কি, তাহা বলেন নাই। পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারই যে, সহকারিকারণের স্বরূপ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কর্ম্মসংস্কারই যে, সহকারিকারণের স্বরূপ, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের গ্রন্থ পাঠ করিলেও, তাহা জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু শক্তিসাতত্য ও বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মসংস্কার, এই দুইটী দ্বারাও বিশ্বের কারণতত্ত্ব সম্যগ্রূপে ব্যাখ্যাত হয় না; কর্ম্মের অনাদিত্ব, সৃষ্টি ও প্রলয়-পরম্পরার নিত্যত্ব অঙ্গীকার না করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হয় না। ক্রমাভিব্যক্তি, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের মতে, অবুদ্ধিপূর্ব্বক যান্ত্রিকব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সাম্যভাবের অস্থায়িত্ব (Instability of homogeneous) এবং আগন্তুক বা নৈমিত্তিক (Incedent) শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন (Multiplication of the effects) পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের মতে এই দুইটী নিয়মদ্বারাই ক্রমবিকাশ (Evolution) সংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, (যোগসূত্র ভাষ্য দ্রষ্টব্য) গুণবৃত্ত—জড়বর্গ, ক্ষণকালও ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, পরিণামশীলতাই জড়বর্গের—ত্রিগুণাত্মক পদার্থজাতের স্বভাব, এবং এই স্বভাবই উহাদের প্রবৃত্তির কারণ।

বিজ্ঞানের নয়নে যথাযথভাবে পতিত হয় নাই, ক্রমবিকাশবাদিগণের "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন," আমাদের বিশ্বাস, সেই সত্যেরই পরিচ্ছিন্ন বা মলিন প্রতিবিম্ব। কিন্তু হইলে কি হয়, এদিনে, বিশেষতঃ এ দেশে, এ সত্যের প্রকৃত রূপ দেখিবার কে প্রার্থী? কে অধিকারী? পরমকারুণিক ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই উপদেশ প্রকৃত কল্যাণার্থীর পরমহিতকর, সত্যানুসন্ধায়ীর ঈপ্সিততম, ভবরোগ-মুমুক্ষুর অমোঘ ভেষজ। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, বেন্, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শক্তিসাতত্যকেই (The persistence of force or conservation of energy) ক্রমাভিব্যক্তির প্রধান কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) বলিয়াছেন, 'ইদানীং শক্তিসমূহের ইতরেতর সম্বন্ধ বা শক্তিসাতত্যতত্ত্বের আবিষ্কারদ্বারা কার্য্য-কারণভাবের স্বরূপ নিরূপণ বিষয়ে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। * 'সংঘাত বা কায়ব্যূহের সমষ্টিভূত শক্তির পরিমাণ শক্তিসমূহের অন্যোন্য ক্রিয়াবশতঃ পরিবর্ত্তিত হইলেও, তত্ত্বতঃ বর্দ্ধিত বা অপেত হয় না, তত্ত্বতঃ উহারা একভাবেই থাকে,' শক্তিসাতত্যের ইহাই স্বরূপ। রসায়নশাস্ত্র রাসায়নিক পরিণামের যে সকল নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের চরম সামান্য ভাব (Ultimate generalization) শক্তিসাতত্য নিয়মেরই অন্তর্ভূত। প্রত্যেক বিকার বা পরিণামই শক্তিসাতত্য নিয়মের শাসনাধীন। প্রত্যেক বিকার বা পরিণামই শক্তিসাতত্য নিয়মের শাসনাধীন বটে, তবে ইহাও

---

* "A great advance, in the mode of viewing Causation, is made by the modern discovery of the law named Correlation of Force or Conservation of Energy."

—*Logic, Part II., p. 20.*

অবশ্য বক্তব্য যে,শক্তিসাতত্য-নিয়ম, নিমিত্ত বা সহকারিকারণের নিয়মসমূহকে সহায়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। * পণ্ডিত 'ষ্ট্যালো' বলিয়াছেন, 'ক্রিয়াশীল বা প্রবৃত্তিশক্তির (Energy of motion) স্থিতিশীলশক্তির বা সংস্কাররূপে (As energy of position) সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থান-যোগ্যতা আছে, এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রাকৃতিক পরিণামের ও ইহার নানাবিধত্বের উপপত্তি হয় না। অণুসম্মূর্চ্ছনের, অণুসমূহের ঘনীভাব ধারণের আপেক্ষিক নিত্যত্ব রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, স্ফটিক-বিপরিণাম (Crystallization), ঔদ্ভিদ্ ও জৈবশরীরোৎপত্তি, এই সকলই ক্রিয়াশীল শক্তির স্থিতিশীল-শক্তিরূপে তদবস্থায় অবস্থানযোগ্যতাপেক্ষ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের এই সকল কথা কি, 'সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতি হইতেই সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, পরিণাম মাত্রেই ত্রিগুণাত্মকা, প্রকৃতি সর্ব্ববিকারজননী, প্রকৃতি নিত্যা, প্রকৃতি সর্ব্ববিকারজননী সত্য, তবে ইহাঁকে ধর্ম্মাধর্ম্মের (Collocations) মুখাপেক্ষা করিতে হয়, ধর্ম্ম বা শক্তির শান্ত, উদিত ও অব্যপদেশ্য, এই ত্রিবিধ অবস্থা আছে,' ইত্যাদি শাস্ত্রোপদেশ সমূহেরই প্রতিধ্বনি নহে? রসায়নশাস্ত্র হাইড্রোজেনাদি কতিপয় রূঢ়-পদার্থকে বিশ্বজগতের সর্ব্বপ্রকার পরিণামের উপাদানরূপে

* "The ultimate generalization of Chemistry must fall under the Law of Conservation of Force, and must express the most generalized conditions of the re-distribution of Chemical Force. The Law of Persistence over-rides every phenomenon of change, but it must be accompanied in each case with laws of Collocation."—*Bain's Logic, Part II., pp. 254-5.*

মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবও 'স্ত্রিয়াং' এই পাণিনীয়-সূত্রের ভাষ্যে অবিকল এইকথা বলিয়াছেন। 'আগন্তুক বা নৈমিত্তিক শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন', কর্ম্মসংস্কারেরই বাচক। অতএব পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার ক্রমবিকাশের যে দুইটী নিয়মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারা যে, 'সর্ব্ববিকারজননসমর্থা, নিত্য পরিণামিনী, ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষমাণা প্রকৃতি হইতে সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে,' পাতঞ্জল-ব্যাখ্যাত এই ব্যাপক নিয়মেরই অন্তর্ভূত, তাহা নিশ্চিত। আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি নিমিত্তকারণসমূহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে নাই বলিয়া, ইহাঁদের 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ', বিকলাঙ্গ হইয়া আছে। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, 'প্রকৃতির সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধনের যোগ্যতা আছে, তবে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ নিমিত্তের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ ইনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারেন না'। এই কথা অনেকেরই আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, এইরূপ বোধের অমূলকত্ব প্রতিপন্ন হওয়া সম্ভব। পরিদৃশ্যমান বিবিধ বিচিত্র কর্ম্মশক্তির মূলকারণ বা প্রকৃতি যে, সাধারণ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরমাণুই হউক, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই হউক, নবীন রসায়নশাস্ত্রের হাইড্রোজেনাদি রূঢ়পদার্থজাতই হউক, অথবা শক্তিই (Force) হউক, ইহাঁদের মধ্যে কোন না কোন পদার্থকে দার্শনিকগণ সর্ব্বকার্য্যের সাধারণ উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা সর্ব্বকার্য্যের সাধারণ উপাদান, তাহাকে সর্ব্ব-বিকার-হেতু, সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট

বলা নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত। যাহা সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট, তাহা যদি কোন প্রতিবন্ধক কারণদ্বারা বাধিত না হয়, তবে সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারিবে না কেন? প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনের যোগ্যতাবিশিষ্ট হইয়াও, যখন সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধন করিতে পারেন না, তখন মানিতে হইবে, প্রকৃতি কোন না কোন নিমিত্তদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়াই সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণামসাধনে অপারগ হইয়া থাকেন, অপিচ প্রকৃতির এই প্রতিবন্ধক নিমিত্ত অপনীত হইলে, ইনি স্বয়ংই সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে সমর্থা হয়েন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে যদি একমাত্র কারণ বলা যায়, তাহা হইলে, প্রকৃতি কাহাকেও যোগ্য, কাহাকেও যোগ্যতর, কাহাকেও যোগ্যতম, এবং কাহাকেও অযোগ্য, অযোগ্যতর ও অযোগ্যতম করেন কেন, এই প্রশ্নের কোনরূপ মীমাংসা হয় না, তাহা হইলে, প্রকৃতিকে যদৃচ্ছাচারিণী বলিতে হয়। প্রকৃতিকে যদৃচ্ছাচারিণী বলিয়া মানিলেও, সংশয় নিরস্ত হয় কৈ? প্রকৃতিকে যদৃচ্ছাচারিণী বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের পক্ষে অসম্ভব, নির্নিমিত্তবাদ দর্শন-বিজ্ঞানের অপবাদ, বরং অনির্ব্বাচ্যবাদের শরণ গ্রহণ কর্ত্তব্য, তথাপি নির্নিমিত্তবাদের আশ্রয় লওয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। মর্ত্যধামে জ্ঞান-বিজ্ঞানবিশিষ্ট, হিতাহিত বিবেকক্ষম মনুষ্যজাতিই উৎকৃষ্ট জীব, সন্দেহ নাই। ক্ষুদ্রতম কীট, মৎস্য, সরীসৃপ ইত্যাদি ইহারাও যে প্রকৃতিগর্ভপ্রসূত, মনুষ্যও সেই প্রকৃতিগর্ভজাত, প্রকৃতি অযোগ্য ক্ষুদ্রতম কীটাদির জননী, আবার যোগ্য মনুষ্যজাতিরও প্রসবিত্রী। প্রকৃতি যখন যোগ্য ও অযোগ্য, এই দ্বিবিধ প্রজাই

প্রসব করিতে পারেন, তখন ইনি প্রথমেই যোগ্য প্রজা প্রসব করেন না কেন? জননী শক্তিসত্বে, বিনা কারণে সন্তানদিগকে দুঃখপ্রদান করেন, ইহা ভাবিতেও হৃদয় ব্যথিত হয়। 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' (Natural selection), এই শব্দের ক্রমবিকাশবাদিগণ যে সকল অর্থের কল্পনা করিয়া থাকেন, 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে' সেই সকল অর্থের উপপত্তি কিরূপে হয়, ইহাঁরা তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। 'প্রকৃতি' (Nature) ইহাঁদের দৃষ্টিতে অচেতন, অন্ধ, কিন্তু প্রকৃতিতে ইহাঁরা যেসকল শক্তি বা ধর্ম্মের আরোপ করেন, তাহাদের স্বরূপ চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, প্রকৃতি চৈতন্য-বিহীন বা অন্ধ নহেন, সেই সকল শক্তিকে জড়াত্মক বা অন্ধরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। প্রকৃতি বিবেকশক্তি-শূন্য, সংকল্পশক্তি-বিরহিত, সম্পূর্ণতঃ অন্ধ, অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে অপারগ, অথচ ইনি স্বয়ং যথা-প্রয়োজন সংবিভক্ত হইয়া থাকেন, (Nature differentiating herself), বিবিধ বিচিত্র চেতনোচিত কর্ম্ম করিতে ইনি পারগ, উদ্দেশ বিহীন হইয়াও, প্রকৃতি উদ্দেশ্যবিশিষ্টের ন্যায়, প্রয়োজন বিহীন হইয়াও, সপ্রয়োজনবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকেন যোগ্যতমকে রক্ষা করেন, অযোগ্যকে দুঃখ দেন বা সংহার করেন, এইসকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। সাংখ্য-পাতঞ্জলও প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়াছেন বটে, প্রকৃতি ইহাঁদের দৃষ্টিতেও যে, অন্ধরূপে পণ্ডিত হইয়াছেন, তাহা সত্য, তথাপি ইহাঁরা চিচ্ছক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানিয়াছেন, চৈতন্যের সন্নিধান-নিমিত্তক অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সৃষ্টি, পালন ও সংহার-কার্য্য-নিষ্পাদক ব্রহ্মাদির (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের) অস্তিত্ব অভ্যুপ-

গম করিয়াছেন; কর্ম্মের অনাদিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। অতএব সাংখ্য-পাতঞ্জলের উপদেশ আমাদের কাছে এইরূপ দুর্ব্বোধ্য হয় না। ডারুবিনের সিদ্ধান্তের মূলস্বরূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) একদিকে সঙ্গতিপ্রবণতা (Adaptation) ও সন্ততিপ্রবণতার—অপত্যে সংক্রমণশীলতার (Heredity) এবং অন্যদিকে সত্তাসংরক্ষণচেষ্টার—জীবনসংগ্রামের (Struggle for existence) উপরি প্রতিষ্ঠিত। পৈতৃকধর্ম্মের অপত্যে সংক্রমণ, এবং সঙ্গতি—সংযোজন, পণ্ডিত লামার্ক জীবের ক্রমাভিব্যক্তির এই দুইটী নিয়ম অবগত ছিলেন। অপত্যসঞ্চারণনিয়ম (Law of heredity) সাজাত্যের, এবং সঙ্গতিনিয়ম (Law of adaptation) বৈজাত্যের মূলপ্রবর্ত্তক। আন্তর বা কৈন্দ্রিক, এবং বাহ্য বা পারিধ, এই দ্বিবিধ প্রকৃতিদ্বারা শরীরের জন্মাদি বিকার হইয়া থাকে। আন্তরপ্রকৃতি সাজাত্যসংরক্ষণ (Conserve) এবং বাহ্য-প্রকৃতি বৈজাত্য বা বিকার (Variation) উৎপাদন করিয়া থাকে। বাহ্যপ্রকৃতি বস্তুতঃ আন্তরপ্রকৃতির মুখাপেক্ষা করে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর-পরিণাম হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষাপূর্ব্বক পরিণাম সাধন করেন, যদৃচ্ছাক্রমে করেন না। আন্তরপ্রকৃতি ও বাহ্যপ্রকৃতি মূলতঃ এক, ইহারা দুইটী স্বতন্ত্রপদার্থ নহে। এক মূলপ্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কার বিশেষদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়াই, ভিন্ন-ভিন্ন আন্তরপ্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। বিকার (Variation) নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন। শুদ্ধ সঙ্গতির (Adaptation) নিয়মবশবর্ত্তী হইয়া, আম্রবৃক্ষ একেবারে কণ্টকীবৃক্ষে পরিণত হইয়া যায় না। আম্রবীজ ও কণ্টকীবীজ, এই

উভয়ের সমীপেই বাহ্যপ্রকৃতি এক, কিন্তু আম্রবীজকে বাহ্যপ্রকৃতি যাহা দেন, কণ্টকীবীজকে অবিকল তাহা দেন না কেন? আম্রবীজ স্বীয় বিশিষ্ট আন্তরপ্রকৃতির প্রেরণায় যাহা চায়, প্রকৃতি উহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম-পূর্ব্বকর্ম্ম, সংস্কার বা অদৃষ্টই উন্নতি ও অবনতির মূল, জাত্যন্তর পরিণামের-বিশেষ বিশেষরূপ বিকারের নিমিত্ত, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ।

অধ্যাপক 'ক্লস্' (Dr. C. CLAUS) বলিয়াছেন, ডারুবিনের (DARWIN) 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' (Natural selection) প্রকৃত-প্রস্তাবে ম্যাল্‌থসের (MALTHUS) উদ্ভিদ্ ও জীববিষয়ক সিদ্ধান্তেরই পরিবর্দ্ধিত রূপ, ডারুবিনের ইহা সম্পূর্ণতঃ স্বকপোলকল্পিত নহে। 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ' জীববিজ্ঞান নিরূপিত জীবের জন্মাদি পরিণামপদ্ধতি ও পরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের ব্যাপার, এই উভয়ের দ্বারা যে,অনেকতঃ সমর্থিত হয়,তাহা আমরা স্বীকার করি, তথাপি ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন মূলকারণের, এবং সঙ্গতি ও অপত্যসঞ্চারণ-কার্য্যের সহিত ভৌতিকসম্বন্ধের (Physical connection) আবিষ্কারপথ হইতে অদ্যাপি বহুদূরে আছে। * অধ্যাপক 'ক্লস্' (Dr. CLAUS) অপিচ বলিয়াছেন, ডারুবিনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও জাত্যন্তর-

---

* "In its fundamental idea the natural selection theory is essentially an application of the doctrine of Malthus to plants and animals. * * * *

"We must certainly admit that Darwin's selection theory, although supported by what we know of biological processes and of the operation of the laws of nature, is very far from

পরিণামবাদের (Darwinian theory of selection and transmutation theory) প্রতিষ্ঠাপক যুক্তিসকলকে পরীক্ষাধীন করিলে, ঝটিতি প্রতিপন্ন হয়, অদ্যাপি অনুসন্ধানদ্বারা উহাদের সাক্ষাৎ প্রমাণ সমাধিগত হয় নাই, সম্ভবতঃ পরেও হইবে না, কারণ, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও জাত্যন্তরপরিণামবাদ যে স্বীকৃত বিষয়সমূহের (Postulates) উপরি প্রতিষ্ঠিত, তাহাদিগকে সাক্ষাৎ অনুসন্ধানের অধীন করা যায় না। *

ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ ভিন্ন-ভিন্ন জীবসমূহের মধ্যে অবয়বসন্নিবেশ বা সংস্থানগত সাদৃশ্য (Agreement in structure between many different forms of living beings) দেখিয়া, সকল জীবই যে, এক জাতীয় মূলজীব হইতে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বানরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য দেখিতে ও দেখাইতে ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ যারপর নাই আনন্দ অনুভব করেন, বানরের অস্থির সহিত মানুষের অস্থির, বানরের পেশীর সহিত মানুষের পেশীর, বানরের মস্তিষ্কের সহিত মানুষের মস্তিষ্কের সাদৃশ্য প্রদর্শন ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণের উৎসব বিশেষ। বানর, কুক্কুর, মনুষ্য, ব্যাঘ্র ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্ন জীবের বীজভূত শোণিত ও রেতের কি রাসায়নিক

---

discovering the final causes and physical connection of the phenomena of adaptation and heredity * * * "

—*Text-book of Zoology*, *Vol. I.*, *p. 147.*

* "When the fundamental arguments of the Darwinian theory of selection and the transmutation theory founded upon it are submitted to criticism, it is soon apparent that direct proof by investigation is now, and perhaps always will be, impossible, for the theory is founded upon postulates which cannot be submitted to direct inquiry."

—*Text-book of Zoology*, *Vol. I.*, *p. 50.*

পরীক্ষা, কি অণুবীক্ষণিক পরীক্ষা, কোন পরীক্ষাদ্বারাই বৈজ্ঞানিকগণ পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কারণে যদি পার্থক্য না থাকিল, তবে কার্য্যে এত পার্থক্য হয় কেন? অভিব্যক্ত মানুষের সহিত অভিব্যক্ত বানরের যাদৃশ সংস্থানগত সাদৃশ্য প্রত্যক্ষীভূত হয়, অভিব্যক্ত কুক্কুরের সহিত তাদৃশ সংস্থানগত সাম্য লক্ষিত হয় না কেন? একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট জীবসমূহের বীজভূত শোণিত ও রেতের মধ্যে ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম্মগত পার্থক্য উপলব্ধি না হইলেও, জৈব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। জৈবিক ব্যাপার যদি কেবল আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তির কার্য্য হইত, শুদ্ধ ভৌতিক ও রাসায়নিক শক্তির পরিণাম হইত, তাহা হইলে, ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম্মসম্বন্ধে একরূপ শোণিত ও রেতঃ সর্ব্বত্র একরূপ জীবই উৎপাদন করিত। ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম্মসম্বন্ধে পার্থক্য না থাকিলেও, বানরের লিঙ্গদেহ ও মানুষের লিঙ্গদেহ অপৃথক্ নহে, অপিচ এই পার্থক্য প্রথম হইতেই আছে, ইহা শুদ্ধ বাহ্যপ্রকৃতির ক্রিয়ার ফল নহে, মানুষের ভ্রূণাবস্থার এবং বানর-কুক্কুরাদি নিকৃষ্ট জীবের ভ্রূণাবস্থার, সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে বৈলক্ষণ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। প্রকৃতি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে ভিন্ন-ভিন্নরূপ পরিণাম সাধন করেন, ইহাই বস্তুতঃ আপত্তি-বিরহিত সৎসিদ্ধান্ত। ডাক্তার বীল্ (Dr. L. BEALE) অনেকতঃ এই রূপ মতের পক্ষপাতী।* 'যোগ্যতমের পরিত্রাণ' বা 'ধার্ম্মিকের

---

* ডাক্তার বীল (BEALE, M.B., F.R.S.) বলিয়াছেন—"Although there may be no physical or chemical differences we know that

রক্ষা' যে, প্রকৃতির (ঈশ্বরের বলিলেই ভাল হয়,) কার্য্য, তাহা আমরা অবনত মস্তকে স্বীকার করি, কারণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন, ধার্ম্মিকের রক্ষা—সাধুর পরিত্রাণ এবং অধার্ম্মিকের বিনাশ—দুষ্কৃতের সংহার শ্রীভগবানের কার্য্য, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, বিশ্বপালক তখনই ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ নানারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। *

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে যাঁহারা জৈবপরিণামের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিয়াছেন ও অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইলাম, 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' (Natural selection) কোন্ পদার্থ, আজিও তাঁহারা এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে সমর্থ হয়েন নাই। 'যোগ্যতমের পরিত্রাণ' (Survival of the fittest) প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা হইতে পারে না। 'যোগ্যতমের জীবন রক্ষিত হয়', যোগ্যতম বা জীবনসংগ্রামের অনুকূল সাধনসম্পন্ন জীবিত থাকে, এবং তদ্বিপরীত—প্রতিকূল সাধনবিশিষ্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা নিশ্চয়ই অনুকূল সাধনসম্পন্ন, ইহা ত তথ্যরূপে স্বীকৃত পদার্থের শব্দান্তরদ্বারা পুনরুল্লেখ, ইহা প্রাকৃতিকনির্ব্বাচনের

---

life history of these several forms is very different, which the results of their living are sufficient to prove that they must have been diverse from the very first."

—*Protoplasm or Matter and Life, p. 285.*

* "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" —গীতা।

প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। যাহারা জীবিত থাকে, তাহারা যোগ্য, অপিচ তাহাদের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে, তাহারাই তাহাদিগকে যোগ্য করিয়াছে, নাস্তিক ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ (যাঁহারা অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কার অঙ্গীকার করেন না, পরলোক মানেন না) দ্বারা ইহা কিরূপে সপ্রমাণ হইবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদিগণ 'প্রকৃতি' (Nature) বলিতে কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করেন? আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণাত্মক জড়শক্তি ও হাইড্রোজেনাদি কতিপয় রূঢ়পদার্থ, ইহারা জীব উৎপাদন করে, কতিপয় জীবকে অনুকূল সাধনসম্পন্ন করে, যোগ্যতমের পরিত্রাণ করে, বৈজ্ঞানিকদিগের সুখবোধ্য হইলেও, এসকল কথা আমাদের নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য। কোন জীব অনুকূল সাধনসম্পন্ন, কেহ বা প্রতিকূল সাধনবিশিষ্ট হয় কেন, চৈতন্য-নিরপেক্ষ জড়শক্তি হইতে জীবনীশক্তির কিরূপে, কোন্ নিয়মে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, নাস্তিক ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ তাহা আমাদিগকে বুঝাইতে পারেন নাই। ক্রমাভিব্যক্তিবাদীরা কি, এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ চেষ্টা করিয়াছেন? ক্রমাভিব্যক্তিবাদী পণ্ডিতগণ আমাদের এই সকল কথা শ্রবণপূর্ব্বক নিশ্চয়ই হাস্য করিবেন। ক্রমবিকাশ প্রকৃতির স্বভাব, নৈহারিক অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উচ্চাবচ জীবসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; ক্রমশঃ অভিব্যজ্যমান জীবপর্ব্বসমূহের মধ্যে কোন জীবপূর্ব্বপ্রাকৃতিক নিয়মে জীবনসংগ্রামের একেবারে প্রতিকূল সাধনসম্পন্ন, কোন জীবপর্ব্ব তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অনুকূল সাধনসম্পন্ন, এইরূপ উত্তরোত্তর অধিকতর সাধনসম্পন্ন জীবের আবির্ভাব হওয়াই, নৈসর্গিক নিয়ম। অতএব প্রকৃতি কাহাকেও প্রতিকূল সাধনসম্পন্ন এবং কাহাকেও অনুকূল

সাধনসম্পন্ন করেন কেন, ক্রমাভিব্যক্তিবাদিগণ প্রাগুক্তরূপ প্রশ্ন-সমূহের উত্থাপনের অবসর দেন না, যাঁহারা এবম্প্রকার প্রশ্ন-করেন, তাঁহারা ইহাঁদিগের দৃষ্টিতে জড়বুদ্ধি, স্থূলদর্শী, তাঁহা-দিগকে ইহাঁরা অধস্তন জৈবপর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া থাকেন।

আধুনিক ক্রমবিকাশবাদের সহিত সাংখ্য-পাতঞ্জলোক্ত পরি-ণামবাদের কোন্ কোন্ অংশে বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা জানিতে যাইয়া, আমাদের উপলব্ধি হইয়াছে, প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর-পরিণাম হয়, সাংখ্য-পাতঞ্জলের সহিত অধুনিক ক্রমা-ভিব্যক্তিবাদের এই অংশে একটু সাদৃশ্য আছে। 'একটু সাদৃশ্য আছে,' এই কথা বলিলাম কেন? সাংখ্য-পাতঞ্জলের প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশবাদের নেচার্ (Nature) সমান পদার্থ নহে; সাংখ্য-পাতঞ্জল 'ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষাপূর্ব্বক প্রকৃতি পরিণাম সংঘটিত করিয়া থাকেন,' এই কথা বলিয়াছেন, প্রকৃতিকে চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত —চৈতন্যাধিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, প্রকৃতি জীবের ভোগ ও মোক্ষের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সাংখ্য-পাতঞ্জলের ইহাই উপদেশ, ক্রমবিকাশবাদিগণ এইরূপ কোন কথা বলেন নাই। আমরা তা'ই বলিয়াছি, 'একটু সাদৃশ্য আছে'।

'অবিশেষ, অসম্বদ্ধ ও সমানজাতীয় ভাবের অবিচ্ছিন্ন ভেদ ও সংসর্গদ্বারা বিশেষ. সম্বদ্ধ ও বিজাতীয়ভাবে পরিণত হওয়ার নাম ক্রমবিকাশ (Evolution)। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার এই ক্রমবিকাশের স্বরূপ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন। অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা স্থূল অবস্থায় আগমনই ক্রমবিকাশের রূপ। দৃষ্টদ্বারা অদৃষ্টের সিদ্ধি হইয়া থাকে। কঠিন, তরল ও বায়বীয়, জড়বস্তুর এই ত্রিবিধ অবস্থার সহিত

আমাদের অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। কঠিনাদি ত্রিবিধ অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, জানিতে পারা যায়, অণুসমূহের সন্নিবেশ-গত ভেদই উক্ত ত্রিবিধ অবস্থার কারণ। দ্রব্যের কঠিনাবস্থায় অণুসকল পরস্পর গাঢ় বা ঘনভাবে সংসক্ত হয় (Firmly cohere)। তরলাবস্থায় উহাদের (অণুসকলের) সংহতি (Cohesion) শিথিল হয়; এবং বায়বীয় অবস্থাতে উহাদের গতিশীলত্ব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, সংসর্গ-বৃত্তিক বা আকর্ষণাত্মক শক্তি (Aggregative power) ও ভেদবৃত্তিক বা বিপ্রকর্ষণাত্মক শক্তি (Separative power), এই দ্বিবিধ শক্তিই জড়বস্তুসমূহের কঠিনাদি ত্রিবিধ অবস্থার কারণ। সংসর্গবৃত্তিক শক্তির প্রবলতাতে অণুসমূহ পরস্পর গাঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়, এবং ভেদবৃত্তিক শক্তির প্রবলতাতে উহারা পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট হইয়া থাকে। সংসর্গবৃত্তিক শক্তির আধিক্যে অণুসমূহ যখন পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন উহাদের গতির হ্রাস, এবং ভেদবৃত্তিক শক্তির প্রাবল্যে উহারা যখন পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট হয়, তখন গতির বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। অমূর্ত্ত-বস্তু যে, মূর্ত্ত হয়, সংসর্গবৃত্তিক শক্তির প্রবলতাই তাহার কারণ, এবং মূর্ত্তবস্তু যে, অমূর্ত্ত হয়, ভেদবৃত্তিক শক্তির আধিক্যই তাহার হেতু। জল বাষ্প হয়, বাষ্প জল হয়, অপিচ জল হিমশিলা হয়। জলের বাষ্পাকার ধারণ বিলয়ন-ব্যাপারের (Diffusion) এবং বাষ্পের জলাকার ধারণ বা জলের কঠিনাকারে পরিবর্ত্তন সংহননের (Concentration) দৃষ্টান্ত। সৃষ্টি ও লয়, এই সংহনন ও বিলয়ন ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। দৃশ্যমান বস্তুজাতে সংহনন ও বিলয়ন, অবিরাম এই দ্বিবিধ ক্রিয়া হইতেছে, তবে কালাদি

নিমিত্ত-কারণভেদে, উক্ত ক্রিয়াদ্বয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সপ্রাণ দেহও অণুসমষ্টি, অতএব বলা বাহুল্য, সপ্রাণ দেহের সৃষ্টি ও লয় যথাক্রমে সংহনন ও বিলয়ন ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নহে, সপ্রাণ দেহেও নিরন্তর সংহনন ও বিলয়ন, এই দ্বিবিধ ক্রিয়া চলিতেছে। অপ্রাণ মূর্ত্তদ্রব্যে (Inanimate objects) অণু-সমূহের সংহনন (Integration) জড়ভাবে (Passive) হইয়া থাকে, কিন্তু সপ্রাণদেহে সংহনন-ব্যাপার একটু স্বতন্ত্রভাবে আহারাণুদ্বারা হয়। অপ্রাণ মূর্ত্তদ্রব্য এবং সপ্রাণদেহের বিল-য়ন ব্যাপারও (Disintegration) সর্ব্বথা একরূপ নহে, অপ্রাণ মূর্ত্তদ্রব্যের বহিঃপৃষ্ঠের বিলয়ন বাহ্য প্রকৃতিদ্বারা অবশভাবেই হয়, সপ্রাণদেহ স্বীয় আন্তর শক্তিবিশেষদ্বারা স্বতন্ত্রভাবে আন্তর বিলয়নকার্য্য (Active internal disintegration) সম্পাদন করিয়া থাকে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার তাঁহার জীববিজ্ঞানে (Biology) প্রথমতঃ শরীরোপাদান ভৌতিক বস্তুসমূহের বিব-রণ প্রদান করিয়াছেন। শরীরোপাদান ভৌতিক বস্তুসমূহের (Organic matter) বিবরণ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া, উক্ত পণ্ডিত 'হাইড্রোজেন্', 'অক্সিজেন্', 'নাইট্রোজেন্', ও 'কার্ব্বন্', এই চতুর্ব্বিধ রূঢ়পদার্থেরই তত্ত্বচিন্তা করিয়াছেন, কারণ, সজীবদেহ প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বিধ রূঢ়পদার্থদ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। হাইড্রোজেনাদি চতুর্ব্বিধ রূঢ়পদার্থের মধ্যে প্রথম তিনটী হাইড্রেজেন্, অক্সিজেন্ও নাইট্রোজেন, সাধারণ অবস্থাতে বায়বীয় (Gaseous), এবং চতুর্থটী (Carbon) কঠিন (Solid)। হাই-ড্রোজেন্, অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেন্, এই তিনটী বায়বীয় পদার্থকে তরলাবস্থায় আনিবার বহুবর্ষব্যাপিনী চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, তবে

ইদানীং অতিমাত্র তাপপ্রশমনের (Extreme refrigerations) সহিত তীব্র আপীড়নদ্বারা, বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদিগকে তরলাকারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারগ হইয়াছেন। শরীরোপাদানের রূঢ়-পদার্থ সকল (Organic elements) ভিন্ন-ভিন্নরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। কার্ব্বন্ হীরক (Diamond), গ্রাফাইট্ (Graphite) এবং অঙ্গার (Charcoãl), পরস্পর-ভিন্ন এই ত্রিবিধ আকারে পরিদৃষ্ট হয়। বৈশেষিকদর্শনাচার্য্য প্রশস্তপাদ (১) মৃৎপ্রকার (মৃত্তিকার ভিন্ন-ভিন্নরূপ বিকার ইষ্টকাদি), (২) পাষাণ—উপল (শিলা), মণি (সূর্য্যকান্তাদি), বজ্র (হীরকাদি), এবং (৩) স্থাবর—তৃণ, ওষধি প্রভৃতি, এই ত্রিবিধ পার্থিব বিষয়ের (পার্থিব পরমাণুসমূহের দ্ব্যনুকাদিক্রমে আরব্ধ কার্য্যবিশেষের) উল্লেখ করিয়াছেন। কার্ব্বন্ সুতরাং পার্থিবপদার্থ। শরীরকে (অবশ্য ভূলোকবাসীর শরীর) শাস্ত্র পৃথিবী-ভূতোপাদানক (পৃথিবীভূত হইয়াছে, উপাদান যাহার) বলিয়াছেন। ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্যমতে পৃথিবীভিন্ন ভূতসকল শরীরের উপাদান নহে, তবে পৃথিবীভিন্ন ভূতচতুষ্টয়ের শরীরোৎপত্তিতে নিমিত্তত্ব আছে, পার্থিব শরীরগঠনে জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় অণুসমূহও যে, পার্থিব অণুসকলের সহিত সংযুক্ত হয়, ইহাঁরা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তমতে শরীর পাঞ্চভৌতিক। আয়ুর্ব্বেদও শরীরকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যে ভগবান্ বেদব্যাস সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিবার সময়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা 'গুণত্রয় সমান-জাতীয়রূপে কার্য্যের সমবায়িকারণ (Coinhercnt cause), এবং অসমানজাতীয়রূপে নিমিত্তকারণ (Efficient cause) হয়, এই

উপদেশেও প্রাপ্ত হইয়াছি। 'অক্সিজেন্' ও 'হাইড্রোজেন্', এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পর সম্মিলনে জল উৎপন্ন হয়। অক্‌সিজেন্' ও হাইড্রোজেন্ এই উভয়কেই জলের উপাদান কারণ বলা যায় না। অসমানজাতীয় পদার্থসমূহ সমবায়িকারণ হইতে পারে না। ন্যায়বৈশেষিক ও সাংখ্যদর্শন পৃথিবীকে যে, শরীরের উপাদনকারণ বলিয়াছেন, অসমানজাতীয়পদার্থ উপাদান বা সমবায়িকারণ হইতে পারে না, ইহাই সম্ভবতঃ তাহার কারণ। সাংযৌগিক (Compound) বস্তু যে সকল বিজাতীয় ঘটকাবয়বের (Components) রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হয়, উহাতে সেই সকল ঘটকাবয়বদ্রব্য-বিলক্ষণ গুণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, শরীরে যখন ঘটকাবয়ব-দ্রব্যের বিলক্ষণ গুণের প্রাদুর্ভাব হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, পার্থিব অণুসমূহই শরীরের উপাদান বা সমবায়িকারণ, এবং অন্যান্য ভৌতিক অণুসমূহ নিমিত্তকারণ। * মহর্ষি গৌতম এবং কপিলও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। কপিল বলিয়াছেন, ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যসমূহের উপাদানত্ব—সমবায়িকারণত্ব ঘট-পটাদি কোন কার্য্যেই দৃষ্ট হয় না, সজাতীয় দ্রব্যসমূহই সর্ব্বত্র উপাদানকারণ হইয়া থাকে। † 'হাইড্রোজেনাদি বায়বীয় পদার্থসমূহকে তরল বা কঠিন অবস্থায় আনয়ন করা, অসাধ্য বা দুঃসাধ্যব্যাপার', এই সত্য হইতে 'বিজাতীয় দ্রব্য সকল কোন কার্য্যের উপাদন কারণ হইতে পারে না', এই শাস্ত্রোপদেশের উপপত্তি হইতে পারে। পণ্ডিত স্পেন্‌সার বলি-

* "গুণান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ ন ত্র্যাত্মকম্।"—বৈশেষিকদর্শন ৪।২।৩।

† "পার্থিবং গুণান্তরোপলব্ধেঃ।"—ন্যায়দর্শন ৩।১।২৮।

"ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহূনামুপাদানাযোগাৎ।"—সাং দং ৫।১০।

য়াছেন, দ্রব্যসমূহের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ হইলে, গুণের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু নাশ হয় না, সাংযৌগিক বস্তুর গুণ সকল উহার ঘটকাবয়ব সমূহের গুণেরই ফল—কার্য্য, ঘটকাবয়ব সমূহের গুণ সকলের প্রত্যেকেই সাংযৌগিক অবস্থাতেও পূর্ণভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তবে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় স্বরূপে প্রব্যক্ত হইতে পারে না। * যাহারা পরস্পর সমবেত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তাহাদিগকে উপাদান বা সমবায়িকারণ বলা হয়। সজাতীয় অণুসকলের সংযোগ যে ভাবে হয়, বিজাতীয় অণুসমূহের সংযোগ সেভাবে হইতে পারে না। একটী পার্থিব অণুতে যে পরিমাণ আকর্ষণশক্তি থাকে, একটী জলীয় অণুতে নিশ্চয়ই সেই পরিমাণে আকর্ষণশক্তি থাকিতে পারে না। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তির, অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের তারতম্যে পার্থিবাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পরমাণুসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে। সজাতীয় অণুসমূহের পরস্পর সংযোগে দ্রব্যের যে, গুণান্তরের প্রাদুর্ভাব

---

* "Oxygen, hydrogen, and nitrogen are gases which for many years defied all attempts to liquefy them, and carbon is a solid except perhaps at the exteremely high temperature of the electric arc. Only by intense pressures joined with extreme refrigerations have the three gases been reduced to the liquid forms. There is much significance in this, * * * The properties of substances, though destroyed to sense by combination, are not destroyed in reality. It follows from the persistence of force, that the properties of a compound are *resultants* of the properties of its components are severally in full action, though mutually obscured."

—*The Principles of Biology, Vol. I., p. 3.*

হয় না, তাহার কারণ হইতেছে, সজাতীয় অণুসমূহ বিপ্রকর্ষণাত্মক আবেষ্টনের (Repulsive envelope) সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধকতাবশতঃ পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ উহাদের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হয় না। অতএব সজাতীয় অণুসমূহই উপাদানকারণ হইয়া থাকে, বিজাতীয় অণুসকল উপাদান কারণ হইতে পারে না। উপাদান কারণ (Coinherent cause) কার্য্য হইতে কদাচ বিযুক্ত হয় না, উপাদানশক্তিই কার্য্যপদার্থ। বিজাতীয় শক্তিসংযোগে উপাদানশক্তির আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইলেই কার্য্যের অন্যথা হইবে। যতদিন ঘট থাকে, ততদিন ঘটের উপাদান মৃদণুসকল পরস্পর সমবেত হইয়া থাকে। ঘটের উপাদান মৃদণু সকলের সহিত বিজাতীয় অণুসকল যদি সজাতীয় অণুসমূহের ন্যায় পরস্পর সমবেত হইতে পারিত, তাহা হইলে, ঘটকার্য্যের উৎপত্তিই অসম্ভব হইত। উপাদান কদাচ অনমুবৃত্ত (Incoherent) হয় না। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, 'অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হইয়া থাকে' ("অবিশেষাদ্বিশেষারম্ভঃ")। নাই বিশেষ নির্দ্দেশ্য —উপভোগযোগ্য শান্ত, ঘোর ও মূঢ়ত্বাদি রূপ যাহাতে, তাহার নাম 'অবিশেষ'। পঞ্চতন্মাত্রাখ্য সূক্ষ্মভূতপঞ্চককে সাংখ্যদর্শন 'অবিশেষ' বলিয়াছেন। এই অবিশেষ বা পঞ্চ সূক্ষ্মভূত হইতে বিশেষ—শান্তাদি-রূপবিশিষ্ট পঞ্চ স্থূল বা মহাভূতের আরম্ভ হয়। পাতঞ্জলদর্শন, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 'বিশেষ,' 'অবিশেষ,' 'লিঙ্গমাত্র' ও 'অলিঙ্গ', সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের, এই চারিটী পর্ব্বের বর্ণন করিয়াছেন। একাদশ ইন্দ্রিয় ও আকাশাদি পঞ্চ স্থূলভূত, এই ষোড়শ পদার্থ উক্ত দর্শনে 'বিশেষ' নামে, পঞ্চ

তন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত) ও অহংকার, এই ছয়টী 'অবিশেষ' নামে, মহত্তত্ত্ব 'লিঙ্গমাত্র' নামে, এবং প্রকৃতি—প্রধান (গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা) 'অলিঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব ত্রিগুণভেদে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (১) সূক্ষ্ম শরীর, (২) মাতাপিতৃজ শরীর (স্থূল—ষাট্‌কৌশিক শরীর), এবং (৩) পঞ্চ স্থূলভূত ও ভৌতিক ঘট-পটাদিকার্য্য, এই ত্রিবিধ বিশেষ-পদার্থের বর্ণন করিয়াছেন। মহত্তত্ত্বাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বই সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে সূক্ষ্ম ও স্থূলশরীরের বীজ, মহত্তত্ত্বাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইতেই স্থূল, সূক্ষ্ম, এই শরীরদ্বয়ের পরিণাম হয়। * ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে অবস্থিত পুরুষ উক্ত উপাধিদ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ভোগের জন্য দেহ হইতে দেহান্তরে সংসরণ করেন। আদিসর্গে (মহাপ্রলয়ের পর যে সর্গ, তাহাকেই আদিসর্গ বলা হয়) প্রকৃতি প্রত্যেক পুরুষের (সাংখ্যদর্শনে জীবাত্মার বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে) এক একটী লিঙ্গদেহ উৎপাদন করেন। লিঙ্গশরীর অসক্ত—অব্যাহতগতি—শিলার মধ্যেও প্রবেশ করিতে সমর্থ, নিয়ত—আদিসর্গ হইতে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী, ইহা মহত্তত্ত্ব, অহংকার-তত্ত্ব, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সকল পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ষাট্‌কৌশিক বা স্থূলশরীর বিনা সূক্ষ্মশরীরের ভোগ হয় না, এইজন্য ইহাকে 'নিরুপভোগ' (নাই উপভোগ যাহার) বলা হইয়াছে। ষাট্‌কৌশিক শরীর ব্যতিরেকে সূক্ষ্মশরীরের সুখ-দুঃখাদি ভোগ হয় না বলিয়া, ইহা পুনঃ পুনঃ (যাবৎ মুক্তি না হয়) স্থূলশরীর গ্রহণ করিয়া থাকে।

---

* "তস্মাচ্ছরীরস্য।"— সাং দং, ৩।২।
"তদ্বীজাৎ সংসৃতিঃ।"— সাং দং, ৩।৩।

সংসারের—দেহ হইতে দেহান্তরে সংসরণের ধর্ম্মাধর্ম্মই কারণ; সূক্ষ্মশরীরে যখন ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্পর্ক নাই, তখন ইহার সংসার কিরূপে উপপন্ন হইবে? সাংখ্যদর্শন এতদুত্তরে বলিয়াছেন, ধর্ম্মাদি ভাবসমূহ (ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য) দ্বারা অধিবাসিত হওয়ায়, ইহা দেহ হইতে দেহান্তরে সংসরণ করে। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবসমূহ বুদ্ধিতে অন্বিত হইয়া থাকে; সূক্ষ্মশরীর আবার বুদ্ধিযুক্ত; অতএব সুরভিচম্পকের সম্পর্ক-বশতঃ বস্ত্র যেপ্রকার তদ্গন্ধদ্বারা বাসিত হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহও ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ভাবযুক্ত বুদ্ধির সম্পর্কবশতঃ উহাদিগদ্বারা অধিবাসিত হইয়া থাকে। * সূক্ষ্ম ও স্থূল, এই দ্বিবিধ শরীরের মধ্যে পুরুষের সুখ-দুঃখের ভোগ কোন্ শরীরে হইয়া থাকে? আদিসর্গ উৎপন্ন লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীরেই সুখ-দুঃখের ভোগ হয়, লিঙ্গশরীরোপাধিক (লিঙ্গশরীর হইয়াছে, উপাধি যাঁহার) পুরুষই সুখ-দুঃখের ভোক্তা ("পূর্ব্বোৎপত্তেস্তৎকার্য্যত্বং ভোগাদেকস্য নেতরস্য।"—সাং, দং)। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরেই যে, সুখ-দুখের ভোগ হয়, তাহার প্রমাণ কি? মৃতশরীরে যে, সুখ-দুঃখের অনুভব হয় না, তাহা সর্ব্ব-সম্মত। স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্মশরীরের নির্গমনই মৃত্যু। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সূক্ষ্মশরীরেই সুখ-দুঃখের ভোগ হইয়া থাকে। যাহা ভোগায়তন, তাহাই 'শরীর' ভোগায়তনত্বই মুখ্য শরীর-লক্ষণ। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শনও শরীরের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। স্থূলশরীরে যখন সুখ-দুঃখের ভোগ হয় না, তখন

---

* "মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শ ইতরন্ন তথা।"— সাং দং, ৩৭।

"পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥"—সাংখ্যকারিকা।

শরীরের যথোক্ত লক্ষণানুসারে সূক্ষ্মশরীরকেই মুখ্যতঃ শরীর বলিতে হইবে। মুখ্যভোগায়তন সূক্ষ্মশরীরের আশ্রয় বলিয়া, স্থূলশরীরের শরীরত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ("তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাৎ তদ্বাদঃ।"—সাং দং, ৩। ১১)।

লিঙ্গশরীর এক কি বহু? সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, আদিসর্গে হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ এক সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীর ছিল, পরে ইহার পিতৃলিঙ্গদেহের যেমন পুত্র-কন্যাদির লিঙ্গদেহরূপে অংশতঃ নানাত্ব হয়, সেইরূপ ব্যক্তিভেদে অংশতঃ নানত্ব হইয়া থাকে। কেন তাহা হয়? ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভোগহেতু কর্ম্মভেদই ব্যক্তিভেদের (Distinct individuals) কারণ। জীবসমূহের সাধারণ কর্ম্ম সমষ্টিসৃষ্টির এবং বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম ব্যষ্টিসৃষ্টির হেতু। সাংখ্যদর্শনের এইরূপ উপদেশের শ্রুতি ও স্মৃতিই মূল। ঋগ্বেদসংহিতার উপদেশ (৫১ ও ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) স্মরণ করিবেন। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন, অসীম কার্য্যনির্ম্মাণে সমর্থ অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ সূক্ষ্মভূত, এই ছয়টী পদার্থের স্ব-স্ব বিকার বা কার্য্যসমূহে (অহংকারের বিকার ইন্দ্রিয়, এবং তন্মাত্রের বিকার পঞ্চ স্থূলভূত) উহাদিগের (অহংকার ও তন্মাত্রের) সন্নিবেশ—সংযোজনপূর্ব্বক বিধাতা দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর প্রভৃতি সমুদায় ভূতের সৃষ্টি করিলেন। ভগবান্ মনু অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই ষট্পদার্থ, সমস্ত লিঙ্গশরীর বুঝাইতেই ব্যবহার করিয়াছেন। * লিঙ্গশরীর সাংখ্যমতে

---

* "তেষাং ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্।
সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥"—মনুসংহিতা।

অণুপরিমাণ—পরিচ্ছিন্ন। লিঙ্গশরীর অণুপরিমাণ না হইলে, ইহার গতির উপপত্তি হইবে কেন ?

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীরের উল্লেখ নাই। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন 'অন্তঃকরণ' শব্দদ্বারা লিঙ্গদেহকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'কললশরীর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে অন্তঃকরণের প্রবেশ হইয়া থাকে', পূর্ব্বোক্ত (২৮৩ পৃষ্ঠা) এইকথা স্মরণ করিবেন। 'পরমাত্মা, ঈশ্বর, জীবাত্মা ও লিঙ্গদেহ'-নামক প্রস্তাবে আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক কিছু বলিব। মনু-সংহিতা ও উহার মেধাতিথিকৃত ভাষ্য পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, "জীব" শব্দটী লিঙ্গদেহ বুঝাইতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, শরীর (স্থূল শরীর) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবাত্মার) অতিরিক্ত, সর্ব্বদেহীর সহজ, অর্থাৎ আমোক্ষস্থায়ী 'জীব'-নামক অন্য অন্তরাত্মা—অন্তঃকরণ আছে। ("জীব সংজ্ঞোঽন্তরাত্মান্যঃ সহজঃ সর্ব্বদেহিনাম্।"—মনুসংহিতা)। মেধাতিথি বলিয়াছেন, এই জীবসংজ্ঞক পদার্থকে কেহ 'অন্তঃকরণ,' কেহ 'লিঙ্গশরীর,' এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন। * অতএব বলা যাইতে পারে, ন্যায়-বৈশেষিকের সহিত সাংখ্য বা বেদন্তের এবিষয়ে মূলতঃ বিরোধ নাই।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উপদেশ, পরমাণুসমূহের পরস্পর সম্মিলন সৃষ্টির, এবং উহাদের বিভাগ লয়ের কারণ। সাংখ্য-দর্শন বলিয়াছেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের বৈষম্য—ন্যূনাতিরিক্তভাবে সংহনন সৃষ্টির, এবং উহাদের সাম্য লয়ের কারণ ("সাম্যবৈষম্যাভ্যাং

---

* "অন্যে তু মন্যন্তে অন্তঃকরণং মনোবুদ্ধ্যহংকাররূপং জীবস্তস্য অন্তঃকরণ-সংজ্ঞত্বাৎ * * *।"— মেধাতিথি।

কার্য্যদ্বয়ম্।"—সাং, দং)। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের সহিত এই শাস্ত্রীয় উপদেশের যে, কিয়দংশে সাদৃশ্য আছে, তাহা বলিতে হইবে। বৈশেষিকমতে পৃথিব্যাদি পরমাণুপর্য্যন্ত বিভাগই প্রলয়-কাল। সৃষ্টিকালে বায়বীয় অণুসমূহে যে অদৃষ্টাপেক্ষ (অদৃষ্টবিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবাত্মার সংযোগাপেক্ষ) কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সেই কর্ম্ম স্বীয় আশ্রয় অণুকে অণ্বন্তরের সহিত সংযুক্ত করে; তদনন্তর দ্ব্যণু-কাদিক্রমে স্থূলবায়ুর উৎপত্তি হয়। অগ্ন্যাদির উৎপত্তিও এই নিয়-মেই হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-সহিত শরীর, এক কথায় অখিল জগৎ-কার্য্য অণুহইতে সম্ভূত হয়। পণ্ডিত স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, ইথারীয় বীচি বাতরঙ্গই (Ethereal waves) অণুসমূহকে তরঙ্গিত করে। অণুসমূহের স্পন্দন বা স্থানপরিবর্ত্তনই গতি (Motion) পদার্থ। যে পদার্থের উর্ম্মিসমূহ অণুসকলকে গতিবিশিষ্ট করে, তাহা অপেক্ষা-কৃত অপিণ্ডীভূত (Imponderable)। * যাঁহারা পরলোকে বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সংসার-যাতনাকে যাঁহারা যাতনা বলিয়া বুঝিয়াছেন, এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, এই দুর্ব্বিষহ যাতনার শান্তি হইবে, যাঁহারা তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল, অর্থাৎ যাঁহারা আসক্ত জীব নহেন, তাঁহাদের সমীপে পণ্ডিত স্পেন্‌সারের উক্ত উপদেশ হইতে বৈশে-ষিকদর্শনাচার্য্য প্রশস্তপাদের উপদেশ অধিকতর আদর পাইবে, সন্দেহ নাই।

---

* "An atom united with one for which it has a strong affinity, has to be transferred to another for which it has a weaker affinity. This transfer implies motion. The motion is given by the waves of a medium that is relatively imponderable." —*The Principles of Biology, Vol. I., p. 34.*

প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মমানে শতবৎসরান্তে বর্ত্তমান ব্রহ্মার অপবর্গ বা মুক্তিকালে, সংসারখিন্ন—সংসারে নানা স্থানে ভূয়োভূয়ঃ শরীরাদি পরিগ্রহ-হেতু ক্লিষ্ট, গর্ভবাসাদি বিবিধ দুঃখ ভোগপূর্ব্বক অবসন্ন প্রাণিদিগের বিশ্রামার্থ সর্ব্ব-ভুবনপতির—সর্ব্বত্র অব্যাহত-প্রভাব পরমেশ্বরের জগৎ সংহারের ইচ্ছা হইয়া থাকে। তদনন্তর স্থূলশরীর, ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূতের আরম্ভক সর্ব্বাত্মাতে সমবেত অদৃষ্টের—কর্ম্মসংস্কারের শক্তির প্রতিবন্ধ—বৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে। এই কালে অণুসকলের সংযোগের নিবৃত্তি ও পরমাণুপর্য্যন্ত বিভাগ হয়। জীবাত্মা অনন্ত, প্রত্যেক জীবের অদৃষ্টও ভিন্ন-ভিন্নরূপ, সুতরাং অদৃষ্টও অনন্ত; অতএব অনন্ত অদৃষ্টের পরিপাক ক্রমশঃ হওয়াই সম্ভব। অদৃষ্টক্ষয়বশতঃ কতিপয় জীব ভোগোপরত হইবে, অদৃষ্ট ক্ষয় না হওয়াতে কতিপয় জীব ভোগরত থাকিবে, কতিপয় জীব ভোগাভিমুখ হইবে। অতএব প্রলয়ের সম্ভাবনা কোথায়? সর্ব্বদা বিষয়প্রবৃত্তিহেতু শরীরাদির যুগপৎ অভাব হইবে কিরূপে? প্রশস্তপাদ এতদুত্তরে বলিয়াছেন, সৃষ্টি ও লয় যথাক্রমে প্রবোধ, জাগরণ ও নিদ্রা-ব্যাপারের সদৃশ। কর্ম্ম শেষ হউক, আর নাই হউক, রাত্রিকালে সকলেই যেরূপ নিদ্রিত হয়, রজনী যেরূপ স্বাভাবিক বিশ্রামকাল, সেইরূপ প্রলয়কাল স্বাভাবিক বিশ্রামকাল। সৃষ্টি ও লয়, প্রবোধ ও নিদ্রার ন্যায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মাত্র। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মহাভূতসমূহের আপরমাণ্বন্ত (পরমাণুপর্য্যন্ত) বিভাগ, উত্তরোত্তর বিদ্যমান থাকিয়া, পূর্ব্ব-পূর্ব্বের বিনাশ, এই ক্রমানুসারে হইয়া থাকে। প্রবিভক্ত-পরমাণুপুঞ্জ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারানুবিদ্ধ—ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারবাসিত জীবাত্মা সকল ব্রাহ্মমানে শতবৎসর কাল

প্রলয়াবস্থাতে অবস্থান করে। অতঃপর প্রাণিদিগের সঞ্চিত কর্ম্ম-সমূহ ফলোন্মুখ হইলে, পরমেশ্বরের জগৎসৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মে, তখন সর্ব্বাত্মগত অদৃষ্ট বা কর্ম্মসংস্কার সকল পুনর্ব্বার বৃত্তিলাভ করে, উদিত বা জাগরিত হয়, ক্রিয়মাণ (Kinetic) অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বৈশেষিকদর্শনের উপদেশ, প্রলয় কালে পরমাণুসমূহ প্রবিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। অতএব 'সৃষ্টি ও লয় যথাক্রমে সংহনন ও বিলয়ন-ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে,' পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ড্রেপার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের এইরূপ উপদেশ যে, একেবারে শাস্ত্রের বিসংবাদী নহে, তাহা বলা যাইতে পারে। বৈশেষিক-দর্শনও পরমাণু-সমূহের কর্তৃস্বভাব অধিষ্ঠাতার কল্পনা করিয়াছেন, চেতন অধি-ষ্ঠাতা ব্যতিরেকে অচেতনের প্রবৃত্তি হয় না, বৈশেষিক দর্শনও এইরূপ মতাবলম্বী ছিলেন। প্রলয়ের পর যখন পুনর্ব্বার সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন প্রথমে পবনপরমাণু-সমূহেই কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। পবন বা বায়ুপরমাণু-পুঞ্জে কর্ম্মোৎপত্তির পবনপরমাণু-পুঞ্জ সমবায়িকারণ, লব্ধবৃত্তি—উপজাতক্রিয় (শান্ত অবস্থা হইতে উদিত অবস্থাতে আগত) অদৃষ্ট বা পূর্ব্ব-কর্ম্মসংস্কারবিশিষ্ট আত্মা ও পরমাণুর সংযোগ অসমবায়িকারণ (Incoinherent cause), এবং অদৃষ্ট নিমিত্তকারণ, বায়ুপরমাণু সকলের পরস্পর সংযোগ হইতে ক্রমশঃ দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে; তদ-নন্তর স্থূল (মহান্) বায়ুর বিকাশ হয়। উৎপন্ন স্থূলবায়ু আকাশে দোধূয়মান (অপ্রতিহত বা অবাধিত হওয়ায়, অতিমাত্র বেগ-যুক্ত) হইয়া অবস্থান করে। তৎপরে সেই বায়ুতে আপ্য (জলীয়) পরমাণুসমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে মহান্ সলিলনিধি উৎপন্ন হইয়া,

সর্ব্বত্র প্লবমানাবস্থায় (প্রতিরোধকের অভাববশতঃ) অবস্থান করে। জলনিধির উৎপত্তির পরে সেই জলনিধিতে পার্থিব পরমাণুপুঞ্জ হইতে মহাপৃথিবী (স্থূল) সংহত হইয়া, স্থিরভাবে অবস্থান করে। তদনন্তর উক্ত মহোদধিতে পূর্ব্ববৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমে উৎপন্ন মহান্ তেজোরাশি, কাহারও দ্বারা অভিভূত না হওয়ায়, দেদীপ্যমান হইয়া বিদ্যমান থাকে। এইরূপ ক্রমে বায়ু প্রভৃতি মহাভূত উৎপন্ন হইলে, পরমেশ্বরের সংকল্পমাত্র হইতে পার্থিব পরমাণু-সহিত তৈজসপরমাণুদ্বারা মহদণ্ড—মহদ্বিম্ব আরব্ধ হয়। পরমেশ্বর অতঃপর সকল ভুবন-সহিত সর্ব্বলোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে উৎপাদনপূর্ব্বক প্রজাসৃষ্টি করিতে বিনিয়োগ করেন। পরমেশ্বরকর্ত্তৃক বিনিযুক্ত অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ব্রহ্মা (জ্ঞানাতিশয্যবশতঃ প্রাণিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম, যে প্রাণির যেরূপ অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মা যথাযথভাবে তাহা বিদিত হয়েন; বৈরাগ্যনিবন্ধন পক্ষপাত বিরহিত হইয়া প্রজাসৃষ্টি করেন; ঐশ্বর্য্য হেতু প্রাণিগণকে যথাযোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করান। অতিশয় জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিবার ইহাই অভিপ্রায়) প্রাণিদিগের কর্ম্মবিপাক জানিয়া, তদনুরূপ (যাহার যেরূপ কর্ম্ম) মানস—মনঃসংকল্পসম্ভূত—অযোনিজ প্রজাপতি, মনু, দেবর্ষি, পিতৃগণ, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য উচ্চাবচ—ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্রতম ভূতসমূহ সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট ভূতসমূহের মধ্যে যাহার যেরূপ আশয়—পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার, তাহাকে তদনুরূপ জ্ঞানাদিই প্রদান করিয়া থাকেন, বিন্দুমাত্র তাহার অন্যথা করেন না। *

---

* "ব্রাহ্ম্যেণ মানেন বর্ষশতান্তে বর্ত্তমানস্য ব্রহ্মণোঽপবর্গকালে সংসারখিন্নানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং নিশি বিশ্রামার্থং সকলভুবনপতের্মহেশ্বরস্য সংজিহীর্ষা-

ঋষি, প্রজাপতি, মনু, ইহঁাদের শরীর মানস—অযোনিজ, ইহঁারা দৃষ্টসংস্কার (দৃষ্ট বা সাক্ষাৎকৃত হয়, পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার যাঁহাদের), সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যে প্রকার পূর্ব্বসংস্কার সমূহের, পূর্ব্বজ্ঞানাদির স্মরণ হয়, ইহঁাদেরও সেইপ্রকার কল্পান্তরে অনুভূত সর্ব্বপ্রকার শব্দার্থ-ব্যবহারের স্মরণ হইয়া থাকে, পূর্ব্বকল্পে যে যে শব্দ যে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান কল্পেও ইহঁারা সেই সেই শব্দের সেই সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং এইরূপে ব্যবহার পরম্পরায় লোকের শব্দার্থের ব্যুৎপত্তি হয়। *

প্রশস্তপাদের এইসকল উপদেশের যথাযথভাবে তাৎপর্য্য

সমকালং শরীরেন্দ্রিয়মহাভূতোপনিবন্ধকানাং সর্ব্বাত্মগতানামদৃষ্টানাং বৃত্তি-নিরোধে সতি মহেশ্বরেচ্ছাত্মাণুসংযোগনিবৃত্তৌ তেষামাপরমাণ্বন্তো বিনাশঃ।"—প্রশস্তপাদভাষ্য।

* "ঋষিয়ঃ প্রজাপতয়ো মনবস্তু মানসা অযোনিজশরীরবিশিষ্টাদৃষ্ট-সম্বন্ধিনো দৃষ্টসংস্কারাঃ কল্পান্তরভূতং সর্ব্বমের শব্দার্থব্যবহারং সুপ্তপ্রতিবুদ্ধবৎ প্রতিসন্দধতে প্রতিসন্দধানাশ্চ পরস্পরং বহবো ব্যবহরন্তি তেষাং ব্যবহারাৎ তৎকালবর্ত্তিনাং প্রাণিনাং ব্যুৎপত্তিস্তদ্ব্যবহরাচ্চান্যেষামিত্যুপপদ্যতে ব্যবহার-পরম্পরয়া শব্দার্থব্যুৎপত্তিরিত্যর্থঃ।"—ন্যায়কন্দলী।

ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, নিখিল পৌরুষেয় আগম প্রলয়ে বিলয়প্রাপ্ত হইলেও, সর্ব্বাগমের বীজস্বরূপ অপৌরুষেয় বেদ বিদ্যমান থাকেন, এই বীজ অবলম্বন-পূর্ব্বক পুরুষগণ কর্ত্তৃক আগম সকল নিবদ্ধ হয়।

"ন জাত্বকর্ত্তৃকং কশ্চিদাগমং প্রতিপদ্যতে।
বীজং সর্ব্বাগমাপায়ে ত্রয্যেবাদৌ ব্যবস্থিতা॥"—বাক্যপদীয়।

অতএব বলা যাইতে পারে, বিশ্বজগতে, ঋষি, আর্য্য, যবন, ম্লেচ্ছ, যে কেহ যে কোন বিজ্ঞানের--যে কোন সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তৎসমুদায় নিত্য বেদেরই উৎসৃষ্ট।

পরিগ্রহ করা, নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। যে সকল বিষয় সাধা-রণ প্রতিভার বিসংবাদী—বিরোধী, লোকে কখন সেই সকল বিষয় যথার্থভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। প্রশস্তপাদ বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, বহু সাধারণের প্রতি-ভার প্রতিকূল-কথা বলিয়াছেন। স্থূলপ্রত্যক্ষ, এবং তন্মূলক অনুমান, এই দুইটী প্রমাণদ্বারা কোন তত্ত্বের যেরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, লোকে সচরাচর সেইরূপ ব্যাখ্যাই শুনিতে চান, লৌকিক প্রত্যক্ষের একটু বাহিরের কথা হইলেই, কল্পনার বিজৃম্ভণ জ্ঞানে, উহা সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয়। সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে হইলে, লৌকিক প্রত্যক্ষের বাহিরের কথা বলা ভিন্ন যে, গত্যন্তর নাই, আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য বা কৃতবিদ্য পুরুষদিগের মধ্যে অনেককেই তাহা বুঝাইতে পারা যায় না। কেহ-কেহ হয়ত বলিবেন, কেন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, কোমৎ, হিয়ুম্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ কি, বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, এতদ্দেশীয় দার্শনিকদিগের ন্যায় কল্পনারাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছেন? পরমেশ্বর, ব্রহ্মা, অদৃষ্ট, মানসপ্রজা ইত্যাদি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ পদার্থসমূহের কথা বলিয়াছেন? হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, কোমৎ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহই বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্বের যথারীতি ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। যে ফিলোজফী (Philosophy) জগতের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের অনু-সন্ধান করিতে বিমুখ, পরমকারণের তত্ত্বনির্ণয় করিতে অনিচ্ছুক, স্থূল প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সাধ্য প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের (Laws of Nature) তথ্য-নির্দ্ধারণই যাহার উদ্দেশ্য, জড়বিজ্ঞানের উন্নতিই যাহার একমাত্র লক্ষ, অতীত ও অনাগতের চিন্তা যাহার বিবেচনায়

অনাবশ্যক, তাহা 'পজিটিভ্' ফিলোজফী (Positive philosophy) এই শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। কোমৎ (COMTE) এই পজিটিভ্-ফিলোজফীর প্রতিষ্ঠাপক। অতএব কোঁমৎ যে, বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়ের তত্ত্বচিন্তা করিবেন, তাহা কখন সম্ভব হয় না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারও পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বকে অজ্ঞেয় বলিয়াছেন। হিয়ুম্‌ও অনেকতঃ অনির্ব্বাচ্যবাদেরই পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আগষ্ট কোমৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই বটে, তবে তিনি সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে পূর্ব্বহইতে বিদ্যমান মানবীয় প্রকৃতির মূল ধর্ম্ম বা শক্তিসমূহের প্রস্ফুটনকেই মনুষ্য-প্রকৃতির উন্নতি বলিয়াছেন। * বর্ত্তমান জগৎ যে, অতীত জগতের পুনর্জ্জন্ম, ষ্টোয়িক (Stoic) দিগের ন্যায় হিয়ুম্ ও (HUME) অনেকতঃ এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। † 'ষ্টোয়িক'দিগের মতে বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের ছায়া স্পষ্টভাবে লক্ষিত হইয়া থাকে। ষ্টোয়িক্‌দিগের মতে ঈশ্বরৈকত্ববাদের বীজ (The germ of a monistic and pantheistic conception of evolution) দেখিতে পাওয়া

---

* "Comte does not recognize that this process is aided by any increase of innate capacity; on the contrary, progress is to him the unfolding of fundamental faculties of human nature which always pre-existed in a latent condition. * * * "—*Ency. Bitan., 9th Edn.,—Evolution.*

† "He (HUME) says, in an eternal duration that every possible order or position will be tried and infinite number of times, and hence this world is to be regarded (as the stoics maintained) as an exact reproduction of previous world."

—*Ibid.*

যায়। যাহা হউক, বিশ্বের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের যিনি যে পরিমাণে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণে যে, লৌকিক প্রত্যক্ষের বাহিরে যাইতে হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রশস্তপাদ বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাদের সত্যতাসম্বন্ধে প্রমাণ কি? লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, কেবল এই দুইটী প্রমাণদ্বারা তাহাদের সত্যতা পরীক্ষা করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হইবে না, কারণ, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান অলৌকিক বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের পর্য্যাপ্ত প্রমাণ হইতে পারে না। লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, এই দুইটী প্রমাণ ব্যতীত, পদার্থতত্ত্বাবধারণের আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে? লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, এই দুইটী প্রমাণদ্বারা যে সকল পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় হয় না, শাস্ত্র বলিয়াছেন, সেই সকল পদার্থের স্বরূপনির্ণয়ের সনাতন বেদই একমাত্র উপায়, লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের অবিষয় পদার্থসমূহের তত্ত্ব-বিনিশ্চয় করিবার আপ্তো-পদেশই প্রমাণ। যাঁহারা বেদের স্বতঃপ্রমাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা কি, তবে চিরদিন পারমার্থিক সত্যজ্ঞানার্জ্জনে অপারগ থাকিবেন? যাবৎ বেদের স্বতঃপ্রমাণ্য অঙ্গীকার করিবার প্রতিভা বিকাশপ্রাপ্ত না হইতেছে, তাবৎ যে, তাঁহাদিগকে পার-মার্থিক সত্যজ্ঞানার্জ্জনে অপারগ থাকিতে হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। চিরদিন থাকিবেন কি না, তাহা কে বলিতে পারে? সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকভাব কি, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার একমাত্র কারণ নহে? সাম্প্রদায়িকভাবের ছায়াও যাঁহার হৃদয়ে পতিত হয়, তিনি কখন 'বেদ স্বতঃপ্রমাণ' এই বাক্যের যথাযথভাবে

উচ্চারণ ও ইহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিবার যোগ্য নহেন। যাঁহার চিত্ত রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী, সাম্প্রদায়িকভাব তাঁহার চিত্তেই স্থান পায়। মহত্তত্ব রজঃ ও তমঃ,এই গুণ বা শক্তিদ্বয়ের উপরাগবশতঃ ক্ষুদ্রধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যের কারণ হইয়া থাকে, রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়দ্বারা স্বাভাবিক জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি আবৃত থাকাতেই উহারা পরিচ্ছিন্ন বা অপকৃষ্ট হয়, পরিচ্ছিন্ন বা অপকৃষ্ট সত্বই সুতরাং সাম্প্রদায়িকভাবের আবাসস্থল। 'বেদ স্বতঃপ্রমাণ,' এই অতীব গম্ভীরার্থক শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্ম কি, সাম্প্রদায়িকভাব-দ্বারা মলীমস বুদ্ধি তাহা জানিবার অযোগ্য। এদেশে বর্ত্তমান সময়ে সাম্প্রদায়িকভাবের প্রেরণায় যাঁহারা বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া থাকেন, বেদের স্বতঃপ্রমাণ্যবাদের স্থাপনের জন্য যাঁহারা বদ্ধপরিকর হয়েন, আমাদিগের বিশ্বাস, তাঁহাদের মধ্যেও অত্যল্প-ব্যক্তিই 'বেদ স্বতঃপ্রমাণ', এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা অবগত আছেন। গড্ডলিকাপ্রবাহে প্রবাহিত হওয়া, এবং সত্যের উপলব্ধি (Relize) করা, সম্পূর্ণ ভিন্ন সামগ্রী। জ্ঞানের প্রমাণ্য (Authenticity), ও অপ্রামাণ্য লইয়া, দার্শনিকদিগের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তার্কিকমতে জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য, এই উভয়ই পরতঃ সিদ্ধ হয়, ইহাদের কেহই ইহাঁদের মতে স্বতঃসিদ্ধ নহে। সাংখ্যমতে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য, উভয়ই স্বতঃসিদ্ধ, কেহই পরতঃসিদ্ধ নহে। বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্ত, অপ্রামাণ্য স্বতঃ, প্রামাণ্য পরতঃ সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তের উপদেশ, প্রামাণ্য স্বতঃ, এবং অপ্রামাণ্য পরতঃ সিদ্ধ হইয়া থাকে। *

* "বেদস্য স্বতঃপ্রামাণ্যং চোদনাসূত্রে আচার্য্যৈরেব উপপাদিতম্। তত্র

প্রমাণের ভাব 'প্রামাণ্য', অপ্রমাণের ভাব 'অপ্রামাণ্য'। 'প্রমাণ' কোন্ পদার্থ? প্রমা বা প্রমিতির—যথার্থজ্ঞানের (True knowledge) যাহা করণ—সাধন, তাহাকে 'প্রমাণ' বলে। প্রমিতি বা যথার্থজ্ঞানের লক্ষণ কি? অনধিগত তথাভূত অর্থের অবধারণের নাম 'প্রমিতি'—যথার্থজ্ঞান'। যাহা অধিগত —প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হয় নাই, তাহা 'অনধিগত'; 'যাহা ঠিক যাহা', 'তথাভূত' শব্দটী এই অর্থের বাচক। 'তথাভূত অর্থের' সুতরাং অর্থ হইতেছে, প্রকৃত অর্থ যাহার যাহা অর্থ, তাহার সেই 'অর্থই 'তথাভূত অর্থ'। অজ্ঞাত তথাভূত অর্থের যে অবধারণ—জ্ঞান, যে প্রকাশ, তাহাই প্রমিতি। যদ্দ্বারা এই প্রমিতির উৎপত্তি হয়, যথার্থজ্ঞানের যাহা সাধন, তাহা 'প্রমাণ'। কিরূপে প্রমিতি বা যথার্থজ্ঞানের উৎপত্তি হয়? অতথাভূত জ্ঞানেরই বা কারণ কি? এই প্রশ্নদ্বয়ের সমাধান করিতে হইলে, জানার (The act of knowing) স্বরূপ কি, তাহা অগ্রে স্থির করিতে হইবে। 'জানা' ক্রিয়া বিশেষ; ক্রিয়ার নিষ্পত্তি কারকদ্বারা হইয়া থাকে। অতএব জানার স্বরূপ কি, তাহা স্থির করিতে হইলে, যিনি জানেন, যিনি জ্ঞাতা বা জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা, যাহাকে জানা যায়, যাহা জ্ঞান-ক্রিয়ার ব্যাপ্য বা কর্ম্ম, এবং যদ্দ্বারা জানা যায়, যাহা জ্ঞানক্রিয়ার সাধকতম বা করণ, এই তিনটী কারকের তত্ত্ব অনুসন্ধেয়। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, 'জ্ঞান-ক্রিয়া' জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়,

---

বহুধা বিবদন্তে বাদিনঃ। প্রামাণ্যম্ অপ্রামাণ্যং চ উভয়ং স্বত ইতি সাংখ্যাঃ। উভয়ং পরত ইতি তার্কিকাঃ। প্রামাণ্যং স্বতঃ অপ্রামাণ্যং পরত ইতি মীমাংসকাঃ। অপ্রামাণ্যং স্বতঃ প্রামাণ্যং পরত ইতি সৌগতাঃ।"

—অথর্ব্ববেদভাষ্য—উপোদ্ঘাত।

এই দুইটী ভাবদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, জ্ঞানক্রিয়ার নিষ্পত্তি জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়, এই উভয়াধীন। * পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অনেকেই করণকে কর্ত্তা বলিয়া স্থির করেন, এইনিমিত্ত জ্ঞান-ক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে করণের ক্রিয়াকারিত্বকে ইহাঁরা বিশেষতঃ লক্ষ্য করেন না। জ্ঞেয় বা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-বশতঃ চিত্তে যে বিষয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, আমরা তাহাকেই জানিয়া থাকি, অতএব প্রাত্যক্ষিক প্রত্যয়ের (Cognition) নিষ্পত্তিতে বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ এবং তদ্দ্বারা চিত্তে বিষয়ের প্রতিবিম্বপাত অবশ্য প্রয়োজনীয়। বাহ্য অর্থ বা বিষয়ের ইন্দ্রিয়-দ্বারা প্রতিবিম্ব-গ্রহণ (The copying or mirroring in the human consciousness the outer order of things or their existence in space and time), প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান-নিষ্পত্তির আদ্যব্যাপার, এবং চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত—চিচ্ছায়াপন্ন অন্তঃকরণ দ্বারা উহার বিবেচন অন্ত্যব্যাপার। চিত্তও জড়পদার্থ, অতএব একটী জড় অন্য জড়কে প্রকাশ করিবে কিরূপে? বিষয়াকারে আকারিত হওয়াই চিত্তের ধর্ম্ম। চিন্ময় পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণ-পূর্ব্বক চিত্ত চেতনবৎ হইয়া থাকে। স্বচ্ছ দর্পণাদিতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, উহা যে প্রকার গৃহাদিকে প্রকাশ করিতে পারে, সেই প্রকার স্বচ্ছ (সত্ত্বগুণের প্রাধান্যবশতঃ চিত্ত স্বচ্ছ) চিত্তে পুরুষ বা আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হয় বলিয়া, উহা

---

* "Since the human mind must consciously reproduce what actually exists, the act of knowing is *conditioned in two ways: a.* subjectively, by the essence and natural laws of the human mind, especially by those of the human powers of knowledge; *b. objectively*, by the nature of what is to be known." —*System of Logic—Dr. F. Ueberweg, p. 3.*

বিষয়ের প্রতিবিম্বকে প্রকাশ করিতে পারে। চিত্ত ইন্দ্রিয়-সহকারে বিষয়াকারে পরিণত হইলে, বিষয়বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তি পুরুষে প্রতিফলিত হয়, ইহাকেই বোধ—প্রমা বলা হইয়া থাকে। বোধ বা প্রমা—চিত্তবৃত্তি হইলে হয়, এইজন্য চিত্তবৃত্তিকে প্রমাণ—প্রমার করণ বলা হইয়াছে। শুদ্ধ চৈতন্য বা পুরুষ—আত্মা প্রমাতা—প্রমার আশ্রয়, চিত্তের বৃত্তি প্রমাণ, অর্থ বা বিষয়াকারে চিত্তবৃত্তি সকলের পুরুষে প্রতিবিম্ব প্রমা, এবং প্রতিবিম্বিত চিত্তবৃত্তি সমূহের যাহা বিষয়, তাহা প্রমেয়।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল পুরুষের বোধকে প্রমা বলিয়াছেন, এই নিমিত্ত সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে চিত্তবৃত্তিই প্রমাণ—প্রমার করণ, ন্যায়দর্শনে চিত্তবৃত্তিস্থানীয় ব্যবসায়-জ্ঞানই (Immediate knowledge or perception) প্রমা, অতএব এই মতে ইন্দ্রিয়াদিই প্রমাণ। সাংখ্য-পাতঞ্জল অনুব্যবসায়-স্থানীয় (Mediate know ledge or thought) পৌরুষেয় বোধকে প্রমা বলিয়াছেন, সুতরাং এই মতে চিত্তবৃত্তিই প্রমাণ। সাংখ্য-পাতঞ্জলের চিত্তবৃত্তিরূপ প্রমাণ ন্যায়শাস্ত্রের ব্যবসায়জ্ঞান-স্থানীয়, এবং ইহাঁদের প্রমা, ন্যায়শাস্ত্রের অনুব্যবসায়জ্ঞান-স্থানীয়।

পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের 'পার্‌সেপ্‌শন্‌' (Perception) ও 'থট্‌' (Thought), এই উভয়কে যথাক্রমে 'চিত্তবৃত্তি' বা 'ব্যবসায়জ্ঞান', এবং 'প্রমা' বা 'অনুব্যবসায় জ্ঞানের' বাচকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তোপদেশ, শাস্ত্র প্রধানতঃ এই তিনটী প্রমাণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য ইত্যাদি প্রমাণ সম্বন্ধে এস্থলে কোন কথা বলিবার প্রয়ো-

জন নাই। একটী পদার্থের জ্ঞান হইতে অপর পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে 'অনুমান' বলে। ব্যাপ্তির ব্যভিচারের অভাবের (Invariable concomitance, universal accompaniment of the middle term by the major) জ্ঞানই অনুমানের কারণ। আপ্তের—সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মার যে উপদেশ, তাহা 'আপ্তোপদেশ'। অনুভবদ্বারা যিনি সর্ব্বপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, নিখিল বস্তুতত্ত্ব যাঁহার অভ্রান্তরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, রাগাদির বশীভূত হইয়াও, যিনি অপ্রকৃত কথা বলেন না, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব তাদৃশ পুরুষকেই 'আপ্ত' বলিয়াছেন। বাৎস্যায়ন মুনিও আপ্তের এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। * সাংখ্যমতে যোগ্য শব্দজন্য-জ্ঞানই 'আপ্তোপদেশ' বা শব্দাখ্য প্রমাণ। ভগবান্ জৈমিনিও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। প্রত্যেক শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেক শব্দের তদ্বোধ্য অর্থবোধক স্বাভাবিক শক্তিই আপ্তি। এই শব্দের এই অর্থ আপ্ত—প্রকৃত-শব্দার্থজ্ঞ বৃদ্ধপরম্পরায় এইরূপে জগতে শব্দার্থের ব্যবচ্ছেদ হইয়া থাকে ("নিজশক্তির্ব্যুৎপত্ত্যা ব্যবচ্ছিদ্যতে।—সাং দং ৫।৪৩)।

কার্য্য, কারণ-গুণ-পূর্ব্বক হইয়া থাকে, অতএব কারণে দোষ থাকিলে, কার্য্যও দূষিত হয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ, সুতরাং, ইন্দ্রিয় যদি দূষিত না হয়, এবং বিষয়ের সহিত যদি ইন্দ্রিয়ের যথানিয়মে সন্নিকর্ষ ঘটে, চিত্ত যদি মলিন বা দূষিত সংস্কারদ্বারা আবৃত না হয়, তাহা হইলে, প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত

---

* "আপ্তোনামানুভবেন বস্তুতত্ত্বস্য কার্ৎস্ন্যেন নিশ্চয়বান্। রাগাদিবশাদপি নান্যথাবাদী যঃ স ইতি চরকে পতঞ্জলিঃ।"—মঞ্জুষা।
বাৎস্যায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য।

হইতে পারে। মহর্ষি কণাদ এইজন্যই বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ, এই দ্বিবিধ দোষ হইতে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যে জ্ঞান ব্যভিচারী, যে জ্ঞান জ্ঞাতবিষয়ে স্থির থাকে না, সেই জ্ঞানকে মিথ্যাজ্ঞান বলা হয়। 'মিথ্যাজ্ঞান' প্রমাণ নহে। বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান প্রমাণ হয় না কেন? যোগসূত্র-ভাষ্যকর্ত্তা ভগবান্ বেদব্যাস বলিয়াছেন, প্রমাণদ্বারা বাধিত হয় বলিয়া, বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানকে প্রমাণ বলা যায় না। প্রমাণজ্ঞান ভূতার্থবিষয়, অর্থাৎ উহার বিষয় কদাচ বাধিত হয় না। প্রমাণ-জ্ঞান ও অপ্রমাণজ্ঞান, এই উভয়ের মধ্যে অপ্রমাণজ্ঞান যে, প্রমাণজ্ঞানদ্বারা বাধিত হইয়া থাকে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এক বস্তুকে অন্যরূপে জানার নাম বিপর্য্যয়—ভ্রমজ্ঞান, প্রথমতঃ মিথ্যাজ্ঞানের উদয় হয়, তৎপরে যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, পূর্ব্বো-দিত ভ্রমজ্ঞান বাধিত হইয়া থাকে।

প্রমাণজ্ঞান ও অপ্রমাণজ্ঞান, ইহারা স্বতন্ত্রভাবে স্ব-স্ব কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। সত্যজ্ঞানোৎপত্তির কারণ কি? অপিচ মিথ্যাজ্ঞানই বা কোন্ কারণ হইতে জন্মগ্রহণ করে? ইন্দ্রিয়-দোষ ও সংস্কারদোষ মিথ্যাজ্ঞানের কারণ। পাতঞ্জলদর্শন অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (স্বাভাবিক মরণত্রাস), ভ্রম-রূপ অবিদ্যাকে এই পাঁচটী অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন। অবি-দ্যাই অস্মিতাদির ক্ষেত্র। 'অবিদ্যা' কোন্ পদার্থ? অনাদি মিথ্যাসংস্কারই 'অবিদ্যা' শব্দের অর্থ। অতএব বলা যাইতে পারে, অনাদি মিথ্যাসংস্কার বা অবিদ্যাই অপ্রমাণজ্ঞানের কারণ —পূর্ব্বভাব। সত্যজ্ঞানের কারণ কি? মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হই-

সেই সত্যজ্ঞান স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হয়। অসৎকে কেহ সৎ করিতে পারে না। জ্ঞানের যদি স্ববিষয়ের যাথার্থ্য অবধারণের স্বাভাবিক শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে, অন্য কোন পদার্থ ইহাকে কখনও তাদৃশ শক্তিবিশিষ্ট করিতে পারিত না ("নহি স্বতোঽসতী শক্তিঃ কর্ত্তুমন্যেন শক্যতে॥"—শ্লোকবার্ত্তিক)। পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শন এইজন্য জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের পক্ষপাতী। দুষ্ট কারণের নাশ হইলে, সত্যজ্ঞানের স্বয়ং প্রকাশ হয়, ইহঁাদের ইহাই উপদেশ।

জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যাদি ভিন্ন-ভিন্নরূপ মতসমূহের তত্ত্ব-চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, সৎকার্য্যবাদ, অসৎকার্য্যবাদ, সৎকারণবাদ ও অসৎকারণবাদ, ইহারাই জ্ঞানবিষয়ক স্বতঃ প্রামাণ্যাদি মতসমূহের উৎপত্তিস্থান। 'অসৎ কখন সৎ, অথবা সৎ কখন অসৎ হয় না', সাংখ্যদর্শন এইজন্য প্রামাণ্য, অপ্রামাণ্য, এই উভয়কেই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াছেন ("প্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বং নাম কার্য্য-কারণাদেব কার্য্যেণ সহ উৎপত্তিঃ। * * * স্বতঃ অসতাম্ অসাধ্যত্বাৎ উভয়ং স্বত ইতি।"—অথর্ব্ববেদ-ভাষ্য) নৈয়ায়িকগণ অসৎকার্য্যবাদী, তা'ই তাঁহারা উভয়কেই পরতঃসিদ্ধ বলিয়াছেন।

মহর্ষি কপিল বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের স্থাপনার্থ বলিয়াছেন, বেদের যে স্বাভাবিক বা নিজ যাথার্থ্যজ্ঞান-জননশক্তি আছে, তদভিব্যক্তি হইতেই ইহার স্বতঃপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, কেবল আপ্তবাক্য বলিয়া, ইহাঁর স্বতঃপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না ("নিজশক্ত্যভি-ব্যক্তেঃ স্বতঃপ্রামাণ্যম্।"—সাং দং)।

কার্য্য-কারণ হইতেই (যদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে) কার্য্যের সহিত কার্য্যশক্তির উৎপত্তি হয়, ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। বহ্নিগত দাহকত্বশক্তির বহ্নি হইতেই উৎপত্তি হইয়া

থাকে, কারণান্তর হইতে হয় না। অতএব জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্যবাদই বস্তুতঃ সত্যবাদ।

বেদকে শাস্ত্র যে জন্য স্বতঃপ্রমাণ বলিয়াছেন, তাহার একটু আভাস প্রদান করিলাম। বিস্তারপূর্ব্বক এই বিষয়ের আলোচনা না করিলে, এই অতীব গুর্ব্বর্থ উপদেশের তাৎপর্য্যোপলব্ধি হইবে না। এস্থলে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, সৎকার্য্যাদি চতুর্ব্বিধ বাদ হইতেই যে, জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যাদি মতসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানানই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ক্রমবিকাশবাদিগণের সহিত জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে, শাস্ত্রের মতভেদ আছে, অপিচ জীবের উৎপত্তিবিষয়ক মতভেদ ও জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ক মত-ভেদ যে, সমান-কারণপ্রসূত, যাহা বলা হইল, তাহা হইতে তাহা সূচিত হইবে।

বৈশেষিক-দর্শনাচার্য্য প্রশস্তপাদ জগতের সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায় যদি বেদের সংবাদী হয়, তবেই তাহারা সত্যরূপে গৃহীত হইবে, নচেৎ তাহাদিগকে প্রমাণ বলা যাইবে না। বেদই বস্তুতঃ সত্যাসত্য নির্ব্বাচনের (বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অবিষয় পদার্থসমূহের) মানদণ্ড। বেদ অপৌরুষেয়, অতএব বেদের শব্দগত গুণ-দোষ থাকিতে পারে না। পুরুষের বুদ্ধিদোষবশতঃ বেদের প্রকৃত অর্থোপলব্ধি না হওয়ায়, অপ্রমাণ-জ্ঞানের জন্ম হইয়া থাকে।

প্রশস্তপাদ, আমাদের বিশ্বাস (পূর্ব্বে জানাইয়াছি), বেদের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ক্রম-বিকাশবাদের সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ে জীবের জন্মসম্বন্ধীয়

শাস্ত্রীয় উপদেশের অনৈক্য আছে। প্রলয়কালে জীবসকল যে, স্ব-স্ব কর্ম্মসংস্কার বা অদৃষ্টের সহিত বিদ্যমান থাকে, অপিচ সৃষ্টি-কালে, পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপ শরীর গ্রহণ করে, ক্রমবিকাশবাদ এই কথা অঙ্গীকার করেন নাই, বৈশেষিকসৃষ্টি (Special creation)-বাদ ক্রমবিকাশবাদের বিরোধী। বৈশেষিকসৃষ্টি (Special creation)-বাদের ক্রমবিকাশবাদিগণ কিরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন? অপিচ ইহাঁরা কোন্ যুক্তিশরদ্বারা বৈশেষিকসৃষ্টিবাদের খণ্ডন করিয়াছেন?

বৈশেষিকসৃষ্টিবাদের অনুমান (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), পৃথিবীতে প্রত্যেক অবান্তর জীবজাতি পৃথক্ পৃথক্ বা বিশেষ বিশেষ জীবজাতি হইতে প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কুক্কুর হইতে কুক্কুর জন্মলাভ করিয়াছে, ভেক হইতে ভেক উৎপন্ন হইয়াছে, অশ্ব হইতে অশ্ব প্রসূত হইয়াছে, মানুষ হইতে মানুষ আবির্ভূত হইয়াছে। এক জাতীয় জীব যে, অন্য জাতীয় জীব হইতে ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ তাহা স্বীকার করেন না।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার তাঁহার জীববিজ্ঞানে (Biology) বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ যে, অসভ্যোচিত, যুক্তিবিরুদ্ধ, যথাসাধ্য তৎপ্রতিপাদ-নের চেষ্টা করিয়াছেন। 'আপনি কি, ভারতবর্ষীয়গণের, অথবা গ্রীক্ ও হিব্রুদিগের সৃষ্টিবিষয়ক সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার করেন?' পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, কোন বহুজ্ঞ (Well-informed) ব্যক্তি এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, অপমানিত হইলাম, মনে করিয়া থাকেন। *

---

* "Ask any well-informed man whether he accepts the

বৈশেষিকসৃষ্টি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই, বৈশেষিক-সৃষ্টির কেহ কখন কোনরূপ পরোক্ষ প্রমাণও (Proof of an indirect kind) প্রাপ্ত হয়েন নাই, যখন কোন অপূর্ব্ব জীব-দেহের বিশেষতঃ সৃষ্টি হয়, তখন উহাকে শূন্য হইতে (Out of nothing) সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের কি, ইহাই অনুমান? যদি তাহা হয়, তবে ভূত বা ম্যাটারকেও সৃষ্ট-পদার্থ বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু ভূত বা ম্যাটারের সৃষ্টি ধারণা করা যায় না ('Creation of matter is inconceivable')। 'ম্যাটারের (Matter) সৃষ্টি হইয়াছে' এইকথা ভাবিতে গেলে, সৎ বা বিদ্যমানের সহিত অসৎ বা অবিদ্যমানের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়; সৎ বা বিদ্যমানের সহিত অসৎ বা অবিদ্যমানের সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব। *

অপূর্ব্ব শরীরসকল যে ভৌতিকপদার্থ বা উপাদানদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ঠিক তৎকালে সৃষ্ট হয় নাই, পূর্ব্ব হইতে অবস্থা-ন্তরে বিদ্যমান পরমাণুসমূহ হইতে বিশেষ-বিশেষ শরীরের নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, যদি এইরূপ অনুমান করা হয়, পণ্ডিত স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, তাহা হইলেও, প্রশ্ন হইবে, একভাবে সন্নিবেশিত পরমাণুপুঞ্জের কিরূপে পুনর্ব্বার অন্যভাবে সন্নিবেশ সংঘটিত হইল? অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জদ্বারা একটী শরীর গঠিত হয়, এই অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জের সকলেই পূর্ব্বে সমীপবর্ত্তী বায়ু ও পৃথিবীতে ইতঃ-

---

cosmogony of the Indians, or the Greeks, or the Hebrews, and he will regard the question as next to an insult."

—*The Principles of Biology, Vol. I., p. 419.*

* *Ibid* page 420.

স্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উক্ত পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যেকই অকস্মাৎ পূর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হয়, উহাদের সহিত যথাপ্রয়োজন রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত থাকে, এবং পরস্পর যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া, ভিন্ন-ভিন্ন শারীরযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের কি, ইহাই অভিপ্রায়? বৈশেষিকসৃষ্টিবাদের প্রতিষ্ঠার্থিগণ কি, এইরূপ যুক্তির শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব-মতের স্থাপন করিয়া থাকেন? এইরূপ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, ইষ্টসিদ্ধি হয় না, এইরূপ যুক্তির শরণ লইলেও, যত সংখ্যক ভিন্ন-ভিন্ন পরমাণু আছে, তাহাদের প্রত্যেককেই অসংখ্য বিভিন্ন দিগ্‌বৃত্তিক ও বিভিন্ন পরিমাণ অলৌকিক প্রবর্ত্তন (Supernatural impulses)-বিশিষ্ট করা হইয়াছে, এবম্প্রকার কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু এতাদৃশ কল্পনাদ্বারা রহস্যের উদ্ভেদ না হইয়া, বরং উহার গহনতা বা দুর্জ্ঞেয়ত্ব বর্দ্ধিত হইবে। কারণ, প্রত্যেক যথোক্ত প্রবর্ত্তন (Impulse) যখন দেশ বিশেষে, রূপান্তরে বিদ্যমান এক শক্তির কার্য্য নহে, তখন শক্তিও যে, সৃষ্টপদার্থ, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইতেছে। ভূতের (Matter) সৃষ্টি যেমন অবিজ্ঞেয়, শক্তির সৃষ্টিও সেইরূপ জ্ঞানের অবিষয়, ইহাও ধারণা করা যায় না। অতএব বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের কোনরূপেই উপপত্তি হয় না। প্রত্যেক জীবজাতির শরীর ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা দৈব-মাধ্যস্থ্য (Divine interposition) হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে, যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের অবলম্বন করেন, তাঁহারা ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থের ভাবনা করেন না, উহাদের যোগ্যতা বা আপ্তির বিচার করিতে তাঁহারা বিমুখ,

তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যাহা বলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তবে 'আমরা বিশ্বাস করি', তাঁহাদের এই বিশ্বাস আছে সত্য। যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, যাহাকে বুদ্ধির বিষয়ীভূত করা যায় না, সে বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন করা, কদাচ সম্ভব নহে; বিশ্বাস, বিশ্বস্তপদার্থের অনুভবমূলক, 'বিশেষ বিশেষ জীবজাতির শরীর দৈব-মাধ্যস্থ্য হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে', এইরূপ বিশ্বাস অনুভব-মূলক হওয়া, সম্ভব নহে। * পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার ইতঃপর 'ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ জীবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন', এই মত প্রতিষ্ঠিত হইলে যে, ঈশ্বরের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বাধিত হয়, তাহা হইলে, ঈশ্বর যে, নিষ্ঠুরত্বাদি দোষযুক্তরূপে প্রতিপন্ন হয়েন, তাহা দেখাইয়াছেন। সংসার জীবনসংগ্রামক্ষেত্র, সংসারে দেখিতে পাই, প্রত্যেকে প্রত্যেককে অভিভবপূর্ব্বক স্ব-স্ব সুখ-সম্বর্দ্ধনের জন্য সদা ব্যস্ত; এই পরস্পরের পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা ইদানীন্তন নহে, পৃথিবীতে যাবৎ মনুষ্যজাতি বাস করিতেছে, তাবৎ যে, এই বসুন্ধরা রণভূমি হইয়াছেন, তাহাও নহে, প্রাচীন জীবজাতির ইতিহাস (Palæontology) বলেন, এই সার্ব্বভৌম হত্যাকাণ্ড পৃথিবীতে বহুপূর্ব্ব হইতেই চলিতেছে। ভূগর্ভ-প্রোথিত বহু অন্য জীবের সংহারোপযোগী আয়ুধ (Weapons)

* "Those who entertain the proposition that each kind of organism results from a divine interposition, they do so because they refrain from translating words into thoughts. They do not really believe, but rather *believe they believe.* For belief, properly so called, implies a mental representation of the thing believed, and no such mental representation is here possible."

—*The Principle of Biology, Vol. I., p. 421.*

প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, সমস্ত অতীতকাল হইতেই যে, বলবান্ দুর্ব্বলকে অভিভবপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া আসিতেছে, তাহার অব্যভিচারী প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন কথা হইতেছে, জীবজাতি যে, এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে, তাহার কারণ কি? জীবসমূহকে এইরূপে সৃষ্ট করা হইয়াছে যে, উহাদের পরস্পরকে পরস্পরের বধ করা অনিবার্য্য, ইহার কারণ কি? প্রায় প্রত্যেক জীবজাতির প্রতিবৎসর যে পরিমাণ সন্তান প্রসূত হয়, তাহাদের অধিকাংশই যে, বয়োপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অনশনে অথবা প্রমাথ (Violence)-হেতু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি? বৈশেষিক সৃষ্টিবাদীদিগকে এতদুত্তরে বলিতে হইবে, ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ইহার প্রতিষেধ করিবার শক্তি নাই। বৈশেষিক সৃষ্টিবাদিন্! এই দ্বিবিধ উত্তরের মধ্যে কোন্‌টী তোমার অভিমত? ঈশ্বরের নির্ম্মল প্রকৃতিকে নির্দ্দয়তাদোষে দূষিত করা, অথবা তাঁহার ঈশ্বরত্ব বা সর্ব্বশক্তিমত্তাকে সংকুচিত করা? * পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার ইহার পর পরাঙ্গপুষ্ট—পরপিণ্ডাদ (Parasites) জীবসমূহের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ঈশ্বরের কর্তৃত্বসিদ্ধির

* "How happens it that animals were so designed as to render this bloodshed necessary? How happens it that in almost every species the number of individuals annually born is such that the majority die of starvation or by violence before arriving at maturity? * * * Which alternative does he prefer?—to cast an imputation on the divine character or to assert a limitation of the divine power?"

—*The Principles of Biology, p. 426.*

ব্যাঘাত দেখাইয়াছেন। পরমেশ্বর যে, অগণ্য জীবনসংহারক ক্ষুদ্র, বৃহৎ পরাঙ্গপুষ্ট জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? সমগ্র জীবজগতের অর্দ্ধেকের অধিক পরাঙ্গপুষ্ট। ঈশ্বর কি মনুষ্যগণকে দুঃখ দিবার জন্য এই সকল পরাঙ্গপুষ্ট জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন? *

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল, এক্ষণে বেদাদি শাস্ত্রসমূহের বৈশেষিক-সৃষ্টি সম্বন্ধে কি মত, তাহা শুনিব, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের প্রত্যাখ্যানের জন্য যে সকল অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিচলিত হইবে কি না, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের যুক্তিশরসমূহ সত্য-বর্ম্ম-রক্ষিত শাস্ত্রের শরীর ভেদ করিতে পারগ হইবে কি না, তাহা দেখিব। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের যুক্তিশরসমূহ অন্যান্য দেশের অদৃঢ়, সুযুক্তিরূপ প্রাকার-পরিখাদিদ্বারা সম্যগ্‌ভাবে অপরিবেষ্টিত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ দুর্গ ভেদ করিতে পারিলেও, আমাদের বিশ্বাস, সত্যগুপ্তিদ্বারা দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত বেদাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না, শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহ চিরদিন সুদৃঢ়গাত্র হিমাদ্রির ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব্বে ঋগ্বেদের মুখে বিশ্বের সৃষ্টি বা জীবের জন্মসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, বেদমূলক দর্শন-শাস্ত্রসমূহ বিশ্বের

---

* "Shall we say that those degraded creatures, incapable of thought or enjoyment were created that they might cause human misery?"—*The Principles of Biology, Vol. I, p. 429.*

সৃষ্টি ও লয় সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদ যে, বেদাদি শাস্ত্রের অননুমোদিত নহে, তাহা বলিতে হইবে, কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বেদাদি শাস্ত্রসমূহ যে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের অভ্যুপগম করিয়াছেন, যে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদকে আদর করিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার গভীর চিন্তাশীল ও বহুশ্রুত হইলেও, সে বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের রূপ দেখিতে পান নাই; পণ্ডিত স্পেন্সার যদি সে বৈশেষিক সৃষ্টি-বাদের রূপ দেখিতে পাইতেন, তহা হইলে, তাঁহার লক্ষিত কোন বহুশ্রুত ব্যক্তিই, 'ভারতবর্ষীয় সৃষ্টিবাদ কি, আপনি অঙ্গীকার করেন,' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, অপমানিত হইলাম, মনে করিতেন না, তাহা হইলে, তিনি যে ক্রমবিকাশবাদের পক্ষপাতী, যে ক্রমবিকাশবাদের প্রতিষ্ঠা-প্রার্থী, সেই ক্রমবিকাশবাদ যে, অত্যন্ত বিকলাঙ্গ, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইত, তাহা হইলে, সৎ বা বিদ্যমানের সহিত অসৎ বা অবিদ্যমানের, ভাবের সহিত অভা-বের বা 'হাঁ'র সহিত না'র সম্বন্ধ-স্থাপন কিরূপে করিব, বলিয়া, তাঁহাকে সঙ্কটে পড়িতে হইত না। সৎকার্য্যবাদীরা যে সকল যুক্তিদ্বারা (১০১ ও ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) সৎকার্য্যবাদের স্থাপন করিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারও বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের প্রত্যাখ্যান করিবার সময়ে যে, সেই সকল যুক্তির মধ্যে কতি-পয়ের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা বলিতে হইবে।

পরমেশ্বর শূন্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বেদ বা তন্মূলক কোন শাস্ত্র তাহা বলেন নাই। বেদ বলিয়াছেন, (৯৫ ও ৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বিশ্বতশ্চক্ষু, বিশ্বতোমুখ, বিশ্বতোবাহু ও বিশ্বতস্পাৎ বিশ্বকর্ম্মা পরমেশ্বর একাকী—অনন্যসহায় হইয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহু

ও পতনশীল—অনিত্য পঞ্চভূত বা গতিশীল পরমাণুপুঞ্জদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন এই বেদোপদেশেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কুম্ভকার যে প্রকার মৃত্তিকাদ্বারা ঘট নির্ম্মাণ করে, ঈশ্বর সেইপ্রকার মাটিদ্বারা বিশেষ বিশেষ জীব গড়িয়াছেন ("The old Hebrew idea that God takes clay and moulds a new creature, as a potter moulds a vessel * * *"), প্রাচীন হিব্রুদিগের এইরূপ অনুমান যে, শাস্ত্রানুমোদিত নহে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসারের তাহা জানা থাকিলে, তিনি শাস্ত্রীয় সৃষ্টিবাদকে হিব্রুদিগের সৃষ্টিবাদের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর পদার্থ মনে করিয়া, নিশ্চিন্ত বা সুখী হইতেন না। 'সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল না ("নাসদাসীৎ"—ঋগ্বেদ), পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 'প্রলয়াবস্থাতে জগৎ পরব্রহ্মে, নামরূপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান ছিল'। অতএব শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এবাদ যে, বেদবিরুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। আবার 'প্রলয়কালে জগৎ সৎ—বিদ্যমান ছিল না, ("নোসদাসীৎ"), এই কথার অভিপ্রায় হইতেছে, জগতের এই পরিদৃশ্যমান বা ব্যক্ত অবস্থা তখন বিদ্যমান ছিল না। অতএব প্রলয়কালে দৃশ্যমান পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য প্রভৃতি বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত থাকে, তাহার পর, পরমেশ্বর যথাকালে আবরণ উন্মোচন করিয়া, যুগপৎ সর্ব্বপ্রকার জীবসংঘকে বাহির করিয়া দেন, বেদাদি শাস্ত্র যে, এইরূপ কথা বলেন নাই, তাহা মানিতে হইবে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন 'প্রলয়কালে পৃথিব্যাদি লোক (চতুর্দ্দশভুবন), আকাশাদি ভূতজাত, এই সকলের কিছুই বিদ্যমান ছিল না' ("নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যৎ * * *।")। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার কি, দৃশ্যমান

পৃথিবী ও অন্তরিক্ষলোক ছাড়া আর কোন লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন? পৃথিবী-লোক ব্যতীত অন্য কোন লোকে যে, জীব বাস করিতে পারে, পণ্ডিত স্পেন্‌সার কি, তাহা মানিতে প্রস্তুত? নিশ্চয়ই করেন না, দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও যাহা প্রতিপন্ন হয় না, তাহা মানা বৈজ্ঞানিকের অপমান, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সারই বলিয়াছেন, বিশ্বাস উপলব্ধিপূর্ব্বক, যাহা ভাবনা করা যায় না, যাহাকে হৃদয়ে ধারণ করাও অসম্ভব, তাহাকে বিশ্বাস করা, প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করা, বলা যায় না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সারকে আমরা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি, যাহা তর্ক-বিচারমূলক, তাহাকে আমরা জানি, এবং যাহা আপ্তো-পদেশমূলক, তাহাকে আমরা বিশ্বাস করিয়া থাকি; পরন্তু একটু চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, আপ্তোপদেশই জ্ঞানের মূল-প্রসূতি, কারণ,তর্ক-বিচার ও মূলতঃ আপ্তোপদেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তর্ক-বিচারের তর্ক-বিচারই আলম্বন হইতে পারে না; বিশ্বাস সতত জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী, জ্ঞানের আদ্যাবস্থা। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস-বিহীন হইলে, যাঁহারা এক্ষণে জ্ঞান-বিজ্ঞানবান্ বলিয়া অভিমান করেন, আপ্তোপদেশকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে যাঁহারা অসম্মত, তাঁহাদিগকেই তাহা হইলে, নিরক্ষর হইয়া থাকিতে হইত *। দার্শনিক পণ্ডিত হ্যামিল্‌টনের, এই সকল কথা কি, বর্ব্বরোচিত? ইহারা কি অসারবোধ্যে পরিত্যাজ্য? শুক্র-

---

* "We know what rests on reason, but believe what rests on authority. But reason itself must at last rest on authority, for the original data of reason do not rest on reason, but are necessarily accepted by reason on the authority of what is beyond itself * * *"—*Reid's Work, p. 700.*

যজুর্ব্বেদ সংহিতা বলিয়াছেন, ব্রত বা কর্ম্মদ্বারা দীক্ষা প্রাপ্তি হয়, যোগ্যতার বিকাশ হয়, তদনন্তর দক্ষিণা—কৃতকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; কৃতকর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হইলে, শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়; শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইলেই সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; শ্রদ্ধা বিনা জ্ঞানের উদয় হয় না। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, মনন ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, মনন বিনা কেহ কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; মনন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না সত্য, কিন্তু মনন আবার শ্রদ্ধা বিনা হইতে পারে না, শ্রদ্ধা না জন্মিলে, আস্তিক্যবুদ্ধির উদয় না হইলে, কেহ কখনও মনন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না। শ্রদ্ধা কিরূপে উৎপন্ন হয়? নিষ্ঠাই শ্রদ্ধার কারণ। 'নিষ্ঠা' কোন্ পদার্থ? ব্রহ্মবিজ্ঞানার্থ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর শুশ্রূষাদি ব্রতের নাম নিষ্ঠা। নিষ্ঠার নিদান কি? কিরূপে নিষ্ঠার উৎপত্তি হয়? কৃতিই—ইন্দ্রিয়-সংযমই—চিত্তের একাগ্রতাই নিষ্ঠার নিদান। কৃতির নিদান কি? সুখ-প্রাপ্তিই কৃতির নিদান, সুখ না পাইলে, কেহ স্বেচ্ছাক্রমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না, সুখপ্রাপ্তিই কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। কৃতি হইলেই, নিষ্ঠা স্বয়ং অভিব্যক্ত হয়, নিষ্ঠা জন্মিলেই, শ্রদ্ধারও আবির্ভাব হয়, এবং শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইলেই, সত্য স্বয়ং প্রকটিত হয়েন, তদ্বিজ্ঞানার্থ পৃথক্ যত্ন করিতে হয় না।

প্রশ্ন হইবে, আগে শ্রদ্ধা হয়, তৎপরে জ্ঞান হয়, অথবা আগে জ্ঞান হয়, তৎপরে শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে? না জানিলেই বা শ্রদ্ধা হইবে কিরূপে? এবং শ্রদ্ধা না জন্মিলেই বা কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবে কেন? জানিবার ইচ্ছা হইবে কেন? 'শ্রদ্ধা'-শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেই, এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া থাকে। 'শ্রৎ'-

শব্দ 'সত্য', এই অর্থের বাচক। যাহা সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সত্য যাহার আলম্বন, সত্য ভিন্ন যাহা অন্যত্র অবস্থান করে না, তাহা 'শ্রদ্ধা,' শ্রদ্ধা শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। যাহাকে যিনি সত্য বলিয়া মনে করেন, তৎপ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে, যাহা অনৃত বা মিথ্যারূপে বিনিশ্চিত হয়, কেহই তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হয়েন না। সত্য কি? আত্মাই পরমার্থতঃ সত্য পদার্থ, অতএব যাঁহার আত্মা আছে, তাঁহারই শ্রদ্ধা আছে। 'আত্মা' কাহার নাই? সর্ব্বব্যাপক আত্মার অব্যাপ্তিস্থল কোথায়? আত্মা সর্ব্বব্যাপক হইলেও, ইহাঁর বিকাশ সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে হয় না, উপাধির শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অনুসারে আত্মার বিকাশের তারতম্য হইয়া থাকে। অতএব উপাধির শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অনুসারে শ্রদ্ধারও যে, তারতম্য হইবে, তাহা সুখবোধ্য। 'আমি আছি', এই বিশ্বাস স্বাভাবিক—সহজ। যাঁহার অহংজ্ঞান যে পরিমাণে প্রসারিত হয়, তাঁহার শ্রদ্ধাও সেই পরিমাণে প্রসারিত হইয়া থাকে। যাঁহার আত্মা বা আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত চিত্ত যৎপদার্থকে গ্রহণ করিতে পারে না, তৎপদার্থে তাঁহার শ্রদ্ধা হয় না।

সত্ত্ব বা চিত্ত রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়দ্বারা সংকুচিত হওয়াতে, আত্মার প্রতিবিম্ব পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, এবং এই-জন্য তাদৃশ চিত্তবিশিষ্ট পুরুষের স্থূলপ্রত্যক্ষগম্য পদার্থব্যতীত কোন সূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে না। হওয়া ও জানা, এক-কথা। যিনি যে ভাবে ভাবিত হয়েন তিনি সেইভাবকে জানিয়া থাকেন (To know is to become), সুতরাং তাঁহার সেই ভাবে শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। অতএব 'বিনা শ্রদ্ধাতে জ্ঞান হয় না', একথাও সত্য, আবার বিনা জ্ঞানে শ্রদ্ধা হয় না, একথাও মিথ্যা

নহে। মাধ্যাকর্ষণ, তাড়িতশক্তি, 'এক্সরেজ্' (X rays), ইত্যাদি পদার্থ সকলের অস্তিত্বে যদি শ্রদ্ধা না জন্মিত, বিশিষ্ট প্রতিভাতে যদি ইহাদের অস্তিত্ব সূক্ষ্মভাবে প্রতিবিম্বিত না হইত, তাহা হইলে কি, নিউটন্, ফ্রান্‌কলীন্, ফ্যারাডে, রন্‌জেন্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ উহাদের আবিষ্কারার্থ এত পরিশ্রম স্বীকার করিতেন? শ্রদ্ধা প্রকৃতিভেদে ভিন্ন হয়, প্রতিভাবিশেষে শ্রদ্ধার বৈশিষ্ট্য হয়। বেদ যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সংকীর্ণ দৃষ্টিতে অপ্রাকৃতিক, অসম্ভব বা অসভ্যোচিত কল্পনার বিজৃম্ভণ বলিয়া বোধ হইলেও, বস্তুতঃ তাহা নহে। আপ্তোপদেশই যে, শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। আপ্তোপদেশ, শব্দ ও বেদ, ইহারা সমানার্থক। সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা (সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে, সুদৃঢ় প্রমাণদ্বারা অবধারিত হইয়াছে, ধর্ম্ম বা অর্থ যৎকর্ত্তৃক) পুরুষের যে উপদেশ, তাহা 'আপ্তোপদেশ'। অতএব সত্যজ্ঞানমাত্রেই আপ্তোপদেশ-মূলক। আপ্তোপদেশ কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। 'তর্ক-বিচারও মূলতঃ আপ্তোপদেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে,' হ্যামিল্টনের এই কথা অতীব সারগর্ভ। 'পৃথিবীলোকব্যতীত লোকান্তর থাকিতে পারে না,' এতদ্বাক্যের অর্থ হইতেছে, আমি যাহা জানিতে পারি না, যাহা আমার প্রত্যক্ষ বা যৌক্তিকজ্ঞানের সীমার বহির্ভূত, তাহার অস্তিত্ব আমি মানিব না, তাহা আমার সমীপে অসদ্রূপে বিবেচিত হইবে। শাস্ত্র এইজন্যই শ্রদ্ধাবিহীনকে বেদ শুনাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, ভূত বা ম্যাটারের সৃষ্টি অবিজ্ঞেয়, ইহা ধারণা করা অসাধ্য, বেদ বলিয়াছেন, প্রলয়কালে, 'আকাশাদি ভূতসমূহও বিদ্যমান ছিল না'। বেদ পর-

মাণুকে সৃষ্টপদার্থ বলিয়াছেন, পঞ্চভূতের উৎপত্তিতত্ত্ব বেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরমাণু যে, সৃষ্টপদার্থ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দিগের মধ্যেও কেহ কেহ এবম্প্রকার মতাবলম্বী হইয়াছেন। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না, অতএব বেদাদি-শাস্ত্রসমূহ যদর্থে সৃষ্টি শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করা উচিত। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার যখন শক্তিকেই অখিল-দৃশ্যমান পদার্থের মূলতত্ত্ব বলিয়াছেন, তখন ম্যাটারকে সৃষ্টপদার্থ বলিতে (সৃষ্টি শব্দের শাস্ত্রোক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে) পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার অসম্মত কেন ?

বেদের উপদেশ, "ভোগ্যপ্রপঞ্চের ন্যায় ভোক্তৃপ্রপঞ্চও—জীববৃন্দও প্রলয়কালে বিদ্যমান ছিল না"। 'প্রলয়কালে জীব-সমূহ ছিল না', এতদ্বাক্যেরও অভিপ্রায় হইতেছে, প্রলয়কালে জীবসমূহ সূক্ষ্মভাবে—অব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। যাহার ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশ হয় না, তাহাকে 'অসৎ' বলা যায়। বেদ এস্থলে 'অসৎ' শব্দের এইরূপ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।

'বৈশেষিকসৃষ্টি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করেন নাই, বৈশেষিক সৃষ্টির পরোক্ষ প্রমাণও কেহ কদাচ প্রাপ্ত হয়েন নাই'। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কুক্কুর হইতে কুক্কুর, বানর হইতে বানর, মানুষ হইতে মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাইত আমরা সাধারণ জ্ঞানে জানিতে পারি, বানর হইতে মানুষের অবতরণ কি, কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে ? প্রকৃতি-তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ বলেন, কুক্কুরজাতি ব্যাঘ্রজাতি হইতে, শৃগাল ও পক্ষী সরীসৃপ (Reptiles) হইতে অবতরণ করিয়াছে। ক্রমবিকাশ-

বাদিগণ কি, ব্যাঘ্রজাতি হইতে কুক্কুরজাতির, অথবা সরীসৃপ হইতে শৃগাল ও পক্ষীর অবতরণব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? ক্রমবিকাশবাদিগণ এতদুত্তরে বলিতে পারেন, একজাতির যে অন্য জাতিতে পরিণতি হয়, তাহা ক্রমশঃ হইয়া থাকে, তাহা নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক হয় না, অতএব ব্যাঘ্র হইতে কুক্কুরের, বা বানর হইতে মানুষের অবতরণ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইবে কিরূপে? বৈশেষিক সৃষ্টিবাদিগণও কি তাহা হইলে বলিতে পারেন না যে, সৃষ্টপদার্থ কিরূপে নিজ সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিবে? সৃষ্ট মানুষের কি, আগু বৈশেষিকসৃষ্টি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব? কি বৈশেষিকসৃষ্টি-বাদ, কি ক্রমবিকাশবাদ, উভয়েরই অনুমানই (Hypotheses) তাহা হইলে, একমাত্র আলম্বন। জীবতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক 'ক্লস্' (Dr. C. CLAUS) জীবের জাত্যন্তর-পরিণাম বা একজাতীয় জীব হইতে ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে অন্যজাতীয় জীবের অবতরণ-বাদকে (The theory of descent) অনুমানমূলকই বলিয়াছেন, কারণ, ইহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নহে।

'একভাবে সন্নিবেশিত পরমাণুপুঞ্জের কিরূপে পুনর্ব্বার অন্য-ভাবে সন্নিবেশ সংঘটিত হইল', 'ভূতের সৃষ্টি যেমন অবিজ্ঞেয়, শক্তির সৃষ্টিও সেইরূপ জ্ঞানের অবিষয়'। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্-সারের এইরূপ আক্ষেপের শাস্ত্রদ্বারা পরিহার দুঃসাধ্য নহে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, কর্ম্মের বিচিত্রতা সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, কর্ম্ম-সমূহ সূক্ষ্মাবস্থায় গমন করে, কিন্তু ইহাদের নাশ হয় না, ইহারা অদৃষ্ট বা সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। 'শক্তি'-শব্দ বেদে কর্ম্ম বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) কর্ম্মের আকর্ষণকে সৃষ্টির কারণান্তর বলিয়াছেন। "প্রাণিদিগের

অতীতকল্পে কৃত, অন্তঃকরণে সমবেত কর্ম্মসমূহই ভাবিপ্রপঞ্চের বীজস্বরূপ। এই সকল কর্ম্মবাসনা (কর্ম্মসংস্কার) যখন ফলোন্মুখ হয়, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ, সর্ব্বসাক্ষী, কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের মনে তখনই জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে।" অতএব পূর্ব্ব কর্ম্মবশত'ই যে, সৃষ্টির বৈচিত্র হয়, তাহা বেদেরও উপদেশ। 'শব্দ ব্রহ্মে', একত্বের অবিরোধিনী, পরস্পর ভিন্না আত্মভূতা শক্তিসমূহ বিদ্যমান আছে' ("ভূত ও শক্তি"-নামক গ্রন্থের ১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 'শক্তি' শব্দটী এস্থলে কারণাত্মভূতা সংস্কারবতী মায়া বা কর্ম্মের বাচক। বিজ্ঞান ভৌতিক শক্তিসমূহের ইতরেতর-সম্বন্ধ বা অন্যোন্যাশ্রয় বৃত্তিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 'ক্রিয়াশীল বা প্রবৃত্তিশক্তির (Energy of motion) সংস্কাররূপে—সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থানযোগ্যতা আছে, এই কথা স্বীকার না করিলে, প্রাকৃতিক পরিণাম ও ইহার নানাবিধত্বের উপপত্তি হয় না ; অণুসম্মূর্চ্ছনের অণুসমূহের ঘণীভাব ধারণের আপেক্ষিক নিত্যত্ব, রাসায়নিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, স্ফটিক-বিপরিণাম, ঔদ্ভিদ্ ও জৈবশরীরোৎপত্তি, এই সকলই ক্রিয়াশীল শক্তির স্থিতিশীল শক্তিরূপে তদবস্থায় অবস্থান-যোগ্যতাপেক্ষ'। পণ্ডিত ষ্ট্যালোর এই সকল কথার তাৎপর্য্য চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয় যে, অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারই পরমাণুসমূহকে যথাপ্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া থাকে, পণ্ডিত ষ্ট্যালোও এইরূপ মতাবলম্বী।

রাসায়নিক পণ্ডিত কুক্ (COOKE) হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ প্রভৃতিকে মূলভূত বলেন নাই। হাইড্রোজেনাদি যখন ক্রমাভিব্যক্ত পদার্থ, তখন ইহাদিগকে 'মূলভূত' বলা যাইতে পারে না। পণ্ডিত কুক্ বলিয়াছেন, পরমাণুসমূহ ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি কর্ত্তৃক

ভিন্ন-ভিন্নরূপে সন্নিবেশিত ও নিয়ামিত হইয়া থাকে, ইহারা স্বতন্ত্র নহে ("ভূত ও শক্তি" দ্রষ্টব্য)। পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃতি, অপিচ অনাদি কর্ম্মসংস্কারবতী মায়া ও প্রকৃতি এক পদার্থ।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, 'যত সংখ্যক ভিন্ন-ভিন্ন পরমাণু আছে, তাহাদের প্রত্যেককেই অসংখ্য বিভিন্ন দিক্‌বৃত্তিক ও বিভিন্ন পরিমাণ অলৌকিক প্রবর্ত্তন-বিশিষ্ট করা হইয়াছে, এবম্প্রকার কল্পনা করিতে হইবে'।

ক্রমবিকাশবাদের অভ্যুপগম করিলে, কি এই সকল অনুপপত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়? 'সাম্যভাবের অস্থায়িত্ব (Instability of homogeneous), এবং আগন্তুক বা নৈমিত্তিক শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন (Multiplication of the effects), এই নিয়মদ্বয়দ্বারা 'অবিশেষ অবস্থা হইতে বিবিধ বিচিত্র জগতের পরিণাম হইয়াছে, হইতেছে,' যিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, স্পষ্টস্বরে পূর্ব্বকর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মের, অথবা ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার না করিয়াই, যিনি বিচিত্র বিশ্বের জন্মাদি ষড়্‌ভাববিকারের রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য সচেষ্ট, তিনি কি পরমাণুসমূহকে সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধনের যোগ্যতা বিশিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে বিমুখ হইতে পারেন? যে সকল আপত্তিদ্বারা পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, ক্রমবিকাশবাদ কি, সেই সকল আপত্তি-শূন্য?

"গতি বা কর্ম্ম (Motion) এবং ভূত ও ভৌতিক পদার্থ, ইহাদের অবিরাম বিভাগ ও সংপ্রবিভাগ (Distribution and Redistribution) হইতেছে; গতি এবং ভূত ও ভৌতিকপদার্থ

সমূহের যে, অবিরাম বিভাগ ও সংপ্রবিভাগ হইতেছে, তজ্জন্য উত্তরোত্তর উন্নত জীবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (Attraction and repulsion), এই শক্তিদ্বয়ের ক্রিয়া বশতঃ ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার জাগতিক পরিণামই নির্দ্দিষ্ট তালে-তালে নিষ্পন্ন হয়"। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার ক্রমবিকাশের (Evolution) স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া, যাহা-যাহা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, ইহাই তাহাদের নির্গলিত অর্থ, পণ্ডিত স্পেন্সার কর্তৃক ব্যাখ্যাত ক্রমবিকাশবাদের ইহারাই সাধারণ সূত্র।

'আকর্ষণ' ও 'বিপ্রকর্ষণ,' ইহারা নিশ্চয়ই দুইটী পরস্পর-বিরুদ্ধ কর্ম্ম। একরূপ বা একজাতীয় শক্তি হইতে কখন পরস্পর-বিরুদ্ধ দুইটী কর্ম্ম হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, প্রত্যেক পরমাণুই আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণাত্মক, অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুতেই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তি সমভাবে বিদ্যমান আছে, অথবা কোন পরমাণু আকর্ষণধর্ম্ম-বিশিষ্ট, কোন পরমাণু বিপ্রকর্ষণশক্তি-যুক্ত?

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণাত্মক শক্তিদ্বয় সার্ব্বভৌমভাবে—বিশ্বতঃ অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক—সহবর্ত্তী (Universally co-existent)। এই দ্বিবিধ শক্তির তারতম্যে গতির দিক্ (The direction of motion) পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, গতির ভেদ হয়। আকর্ষণাত্মক ও বিপ্রকর্ষণাত্মক, এই দ্বিবিধ শক্তিই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বত্র ক্রিয়া করিয়া থাকে। তবে প্রায়'ই একজাতীয় শক্তি এত প্রবলভাবে ক্রিয়া করে যে, উহাতে অন্য-জাতীয় শক্তির ক্রিয়াফল লক্ষ্যই হয় না। যাহা হউক গতি বা

কর্ম্মমাত্রেই যে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তির অন্যো-ন্যাভিভব-চেষ্টার ফল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণাত্মক শক্তিদ্বয় যে, সার্ব্বভৌমভাবে অন্যোন্য-মিথুনবৃত্তিক—সহবর্ত্তী, ইহারা যে, কদাচ পরস্পর বিযুক্ত হইয়া থাকে না, গতি বা কর্ম্মমাত্রেই যে, অন্যোন্য-মিথুনবৃত্তিক এই দ্বিবিধ শক্তির অন্যোন্যাভিভব-চেষ্টার ফল, তাহা শুনিলাম, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, একটী পরমাণুই দেশ ও কাল-ভেদে আকর্ষণধর্ম্মী ও বিপ্রকর্ষণধর্ম্মী হয়,অথবা কতিপয় আকর্ষণ-ধর্ম্মী এবং কতিপয় বিপ্রকর্ষণধর্ম্মী পরমাণু আছে? একটী পর-মাণুরই, নিমিত্ত-কারণ-ভেদে কদাচিৎ আকর্ষণধর্ম্মী এবং কদাচিৎ বিপ্রকর্ষণধর্ম্মী হওয়া সম্ভব কি না? 'ক' পরমাণু কি, উহা হইতে সমদূরবর্ত্তী 'খ' পরমাণুকে আকর্ষণ এবং 'গ' পরমাণুকে বিপ্রকর্ষণ করিতে পারে? আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দুইটী যখন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, এবং এক কারণ, একাকী—অসহায় হইয়া, যখন পরস্পর-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে পারে না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, কতিপয় পরমাণু স্বভাবতঃ আকর্ষণধর্ম্মাত্মক, এবং কতিপয় স্বভাবতঃ বিপ্রকর্ষণধর্ম্মবিশিষ্ট। যাহার যাহা প্রকৃতি বা স্বভাব, তাহার তাহাই ধর্ম্ম বা শক্তি; ধর্ম্মী বা দ্রব্যের (Substance) ধর্ম্মই স্বভাব বা প্রকৃতি। 'ক' পরমাণুর যাহা প্রকৃতি—স্বভাব, তাহা কদাচ উহাকে ত্যাগ করে না, স্বভাব অনপায়ী, স্বভাবের নাশে দ্রব্যের নাশ হয়। দ্রব্যের নাশ হয় না, অতএব স্বভা-বেরও নাশ হইতে পারে না। আকর্ষণ (Attraction) যদি 'ক' পরমাণুর স্বভাব হয়, তবে ইহা সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা আকর্ষণই করিবে, কদাচ বিপ্রকর্ষণ করিবে না। স্বভাব (Nature) স্বাধীন, পরাধীন

বা অন্যাপেক্ষ নহে, 'ক্' পরমাণুর স্বভাব 'খ' বা 'গ' পরমাণুর ক্রিয়ার অপেক্ষা করে না। অন্যের ক্রিয়াবশতঃ স্বভাবের বেগ (Intensity) হ্রসিত বা বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু উহার (স্বভাবের) পরিবর্ত্তন হয় না, আকর্ষণাত্মক ভূত বিপ্রকর্ষণাত্মক, অথবা বিপ্রকর্ষণাত্মক ভূত আকর্ষণাত্মক হইয়া যায় না। অতএব অসহায় একরূপ কারণ হইতে যে, বিরুদ্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। এক দ্রব্যই দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ বিরুদ্ধ কর্ম্ম করে; রাসায়নিক আকর্ষণশক্তির তত্ত্বচিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, এক বস্তুই একটীকে আকর্ষণ, এবং অন্য একটীকে বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, অতএব আকর্ষণাত্মক দ্রব্য কদাচ বিপ্রকর্ষণাত্মক হইতে পারে না, এই কথাকে সত্য বলা যাইবে কি রূপে? কেবল জড়জগতে কেন, মনুষ্যাদি জীব সমূহের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, এবং অন্য এক ব্যক্তিকে দ্বেষ করিয়া থাকেন; আবার কেবল ইহাই নহে, এক ব্যক্তি এক সময়ে যাহাকে সুনয়নে দেখেন, অন্য সময়ে তাহাকেই বিষদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, এক সময়ে যাহা রুচিকর হয়, অন্য সময়ে তাহাই অরুচিকর হইয়া থাকে, জড়দ্রব্যের যেমন দূরত্বের বর্গানুসারে আকর্ষণশক্তির হ্রাস হয়, মনুষ্যগণেরও সেইরূপ দূরত্বের বর্গানুসারে আকর্ষণশক্তির হ্রাস হইতে দেখা যায়।

স্বভাবের যে, কদাচ অপায় হয় না, তাহা নিশ্চিত, দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আকর্ষণশক্তির ক্রিয়ার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু আকর্ষণশক্তি কদাচ বিপ্রকর্ষণ করে না। সাংযৌগিক বস্তুসমূহে (Compound substances) পরস্পর-বিরুদ্ধ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতে দেখা

যায় সত্য, কিন্তু তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তিসমূহের ক্রিয়াফল, তাহা একজাতীয় শক্তির কর্ম্ম নহে। একই বিশুদ্ধ বা মূলভূত কদাচ পরস্পর-বিরুদ্ধ আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ কর্ম্ম করে না। বিরুদ্ধশক্তির ক্রিয়াবশতঃ (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), স্বভাবের ক্রিয়ার বেগেরই পরিবর্ত্তন হয়, স্বভাবের নাশ বা অন্যথাভাব হয় না। দূরত্ববশতঃ আকর্ষণধর্ম্ম বিপ্রকর্ষণধর্ম্মে পরিণত হইতে পারে না। দূরত্ববশতঃ ক্রিয়ার বেগেরই (Intensity) পরিবর্ত্তন হয়, অপিচ এই পরিবর্ত্তন অনিত্য বা নৈমিত্তিক (Accidental thing), এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইল, ধর্ম্মীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না, ধর্ম্মীর স্বভাব যেমন তেমন থাকে (The nature of the agent still remaining the same)।

বস্‌কোভিসের (BOSCOVICH) মতে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (Attraction and repulsion), ইহারা ভিন্ন-প্রকৃতির কার্য্য নহে। একভূতই, ইহাঁর সিদ্ধান্ত, আকর্ষণধর্ম্মী ও বিপ্রকর্ষণধর্ম্মী হইতে পারে। বস্‌কোভিসের এইরূপ অনুমান, একটু বিচার করিলে, সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। জিজ্ঞাস্য হইবে, আকর্ষণধর্ম্মী ভূতসকল যদি চিরদিন আকর্ষণধর্ম্মীই থাকে, কদাচ বিপ্রকর্ষণধর্ম্মী হইতে না পারে, তবে যে সকল ভৌতিকবস্তু আকর্ষণধর্ম্মাত্মক অণুর সমষ্টি, মানিতে হইবে, তাহারা স্থানাবরোধক (Impenetrable) হয় না, কারণ, স্থানাবরোধকতা বিপ্রকর্ষণধর্ম্মের কার্য্য। সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন এইজন্য বলিয়াছেন, কার্য্যমাত্রেই ত্রিগুণাত্মক—ত্রিগুণ-পরিণাম। ভগবান্ বেদব্যাস যোগসূত্রের ভাষ্যে গুণত্রয়ের স্বরূপ-নিরূপণার্থ বলিয়াছেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রত্যেকের অংশদ্বারা প্রত্যেকের অংশ উপরক্ত;

সত্ত্বগুণের প্রকাশাংশ রজোগুণের ক্রিয়াংশ ও তমোগুণের প্রতি-বন্ধকাংশদ্বারা, রজোগুণের ক্রিয়াংশ সত্ত্বগুণের প্রকাশাংশ ও তমোগুণের প্রতিবন্ধকাংশদ্বারা, এবং তমোগুণের প্রতিবন্ধকাংশ সত্ত্বগুণের প্রকাশাংশ ও রজোগুণের ক্রিয়াংশদ্বারা উপরক্ত ("এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্তপ্রবিভাগাঃ।"—যোগসূত্রভাষ্য)। গুণত্রয় পরিণামী—পরিণামস্বভাব, এবং সংযোগবিভাগধর্ম্মী। ইহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে মূর্ত্তিলাভ করে। গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। প্রতিদ্বন্দ্বিশক্তিদ্বারাই প্রতিদ্বন্দ্বিশক্তির বিজৃম্ভণ (Manifestation) হইয়া থাকে; সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের এইরূপ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে, কখনই কোনটীর স্ফুরণ বা হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারিত না; সত্ত্বাদি গুণত্রয় পরস্পর সম্মিলিত হইয়া থাকিলেও, ইহাদের সাঙ্কর্য্য উৎপন্ন হয় না, ইহারা একতা প্রাপ্ত হয় না, ইহাদের স্বভাবের বিচ্যুতি হয় না, ইতর-ব্যাবর্ত্তক লক্ষণদ্বারা ইহাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকাশ সত্ত্বগুণের, ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি রজোগুণের, এবং প্রতিবন্ধকতা (Resistance) তমোগুণের কার্য্য বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বেদব্যাসের এই সকল অমূল্য উপদেশের তাৎপর্য্য পরি-গ্রহ হইলে, বস্কোভিসের 'আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, ইহারা ভিন্ন-প্রকৃতিক ধর্ম্মীর স্বভাব নহে', এইরূপ অনুমান যে, সত্য নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ প্রভৃতি ইহারা বস্তুতঃ মূলভূত নহে, ইহারা ত্রিগুণকার্য্য। কর্ম্মের ভেদ ও তাহার সংস্কারই যে, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের হেতু, ইহা হইতে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার

কর্ম্মের ভেদ ও তৎসংস্কারই যে, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের হেতু, স্পষ্ট, অস্পষ্ট, যে ভাবেই হউক, তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তবে শাস্ত্র অনাদি কর্ম্মসংস্কার বা অদৃষ্টের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার তাহা মানিতে পারেন নাই। অনাদি কর্ম্ম-সংস্কার স্বীকার, 'কর্ম্ম অনাদি,' এই কথার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ, বস্তুতঃ সুখসাধ্য নহে। শাস্ত্রের কথা যথাযথভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলেই, শাস্ত্রবচনের প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহ হয় না। যাহার আদি নাই (Which is without beginning), তাহার অন্ত (End) হইতে পারে না। অতএব জীবের তাহা হইলে, মুক্তি-লাভের সম্ভাবনা কোথায়? কর্ম্মের অনাদিত্ব স্বীকার করিলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিবার, প্রয়োজন কি? কর্ম্মের অনাদিত্বের স্বরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত, সত্যানুসন্ধায়ী, চিন্তাশীল পুরুষের মনে এইরূপ প্রশ্ন সকল উদিত না হইয়া থাকিতে পারে না। "কর্ম্মতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ"-শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা এই সম্বন্ধে যথাজ্ঞান কিছু বলিব।

শাস্ত্র যখন কর্ম্মকে অনাদি বলিয়াছেন, তখন ইহা সৃষ্ট ('সৃষ্ট' শব্দের সাধারণতঃ যদর্থ গ্রহণ করা হয়, তদর্থে) বলা যাইতে পারে না, ঈশ্বর কর্ম্মের স্রষ্টা নহেন। শক্তিও শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, অতএব 'সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর শক্তি সৃষ্টি করি-য়াছেন,' শাস্ত্রদৃষ্টিতে এইকথা বালকোচিত বলিয়াই, বিবেচিত হইবে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার যদি লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব যথা-যথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার "প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রবর্ত্তন (Impulses) যখন স্থান বা দেশবিশেষে অন্যাকারে বিদ্যমান শক্তির কার্য্য নহে, তখন

শক্তির সৃষ্টিত্ব স্বীকার করিতে হইবে" ("For every one of these impulses, not being the result of a force locally existing in some other form, implies the creation of force."), এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইত না।

শাস্ত্রের উপদেশ, জীব যে সকল কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্মের সংস্কার তাহার লিঙ্গদেহে লগ্ন হইয়া থাকে; লিঙ্গদেহে লগ্ন ভিন্ন ভিন্নরূপ সংস্কারই ভিন্ন ভিন্ন স্থূল জীব-শরীরোৎপত্তির কারণ।

ঈশ্বরকে যদি বিশেষ বিশেষ জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যায়, তাহা হইলে, তাঁহাকে হয় নিষ্ঠুর, না হয়, অব্যবস্থিতচিত্ত, না হয় পরিচ্ছিন্ন-শক্তিক (পরিচ্ছিন্ন—সসীম বা সংকুচিত হইয়াছে শক্তি যাঁহার) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, ঈশ্বর যদি দয়াময় হইতেন, জীবের কল্যাণ-সাধনই যদি তাঁহার জগৎ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, তিনি জগৎকে সুখময় করিতেন, তাহা হইলে, সংসার সমরক্ষেত্রের ন্যায় অশান্তির লীলাভূমি হইত না, তাহা হইলে, প্রত্যেক জীব প্রত্যেক জীবকে সংহার বা অভিভবপূর্ব্বক স্ব-স্ব সুখ-সম্বর্দ্ধনের, আহার-সংগ্রহের চেষ্টা করিত না, তাহা হইলে, কোন জীব অকালে কালকবলে পতিত হইত না, ঈশ্বর যদি করুণাময় হইতেন, তাহা হইলে, তিনি প্রাণসংহারক, বিবিধ রোগোৎপাদক পরাঙ্গপুষ্ট জীবসমূহের সৃষ্টি করিতেন না, তাহা হইলে, প্রতিবৎসর যতসংখ্যক জীব জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের অধিকাংশকে বয়োপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই জীবলীলা পরিসমাপ্ত করিতে হইত না, তাহা হইলে, ঈশ্বর জীবের সংখ্যানুসারে আহারের ব্যবস্থা করিতেন; আহারের আয়োজন, জীব সংখ্যানুসারে করা হয় না বলিয়াইত সংসার রণভূমি হইয়াছে,

জীবসমূহ আহার-সংগ্রহের জন্য অবিরাম মারামারি, কাটাকাটি করিতেছে, বলবান্ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছে, যিনি জীবকে এত কষ্ট দেন, তাঁহাকে মঙ্গলময় বলা যাইবে কিরূপে? যদি বলি, ঈশ্বর প্রাকৃতিক স্রোতকে বাধা দিতে পারেন না, জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, অঙ্গীকার করিতে হইবে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, যিনি ইহা পারেন, উহা পারেন না, তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিব কেন? যিনি কাহারও অধীন, তাঁহার প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী বলা যাইবে কিরূপে? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের এতাদৃশ আশঙ্কার শাস্ত্রদ্বারা কিরূপ পরিহার হইতে পারে, অতঃপর তাহা জানাইব।

বেদের উপদেশ, ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ বাহুদ্বয়দ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। জগৎকার্য্যের উপাদানকারণ পঞ্চভূত বা পরমাণু এবং নিমিত্তকারণ সৃজ্যমান পদার্থসমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম, বেদে ইহারাই সৃষ্টির হেতুরূপে উক্ত হইয়াছে। * অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়া হইতে কামের উৎপত্তি হয়, "উহা পাইতে হইবে," এইরূপ যে বিপরীত জ্ঞান, এইরূপ যে অভিলাষ, তাহাকে 'কাম' বলে। কাম বিহত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়, ক্রোধের আকার ধারণ করে। কাম ব্যতিরেকে ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয় না, যিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই

---

* "এবমবিদ্যাকামকর্ম্মাণি সৃষ্টের্হেতুত্বেনোক্তানি। * * * যেয়ং নাসদাসীদিত্যবিদ্যা প্রতিপাদিতা যশ্চ কামস্তদগ্রে ইতি কামঃ মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীদিতি যৎকর্ম্ম।"— ঋক্‌সংহিতাভাষ্য।

কামের চেষ্টিত, কামই সর্ব্বকর্ম্মের, কামই সংসারের মূল।* মহর্ষি গোতম, এই সকল শ্রুত্যুপদেশরই স্ব-প্রণীত ন্যায়দর্শনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনে উক্ত হইয়াছে, 'বাক্, মনঃ ও শরীরের আরম্ভ, ব্যাপার বা ক্রিয়াকে প্রবৃত্তি বলে'। প্রবৃত্তি পুণ্যা ও পাপিকাভেদে দ্বিবিধা। দোষপ্রযুক্ত হইয়া, পুরুষ বাচিক, মানসিক ও কায়িক পুণ্য ও পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। 'দোষ' কোন্ পদার্থ? প্রবর্ত্তনাই (Impulses) দোষের লক্ষণ, প্রবৃত্তি-দ্বারাই দোষ লক্ষিত হয়। মহর্ষি গোতম রাগ, দ্বেষ ও মোহ, 'দোষ' পদার্থকে এই তিনটী প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অনুকূল পদার্থে যে, অভিলাষ তাহা 'রাগ'; প্রতিকূলপদার্থে যে, বিরাগ, তাহা 'দ্বেষ,' এবং মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমবুদ্ধিই 'মোহ'-পদার্থ ("মানবতত্ত্ব" দ্রষ্টব্য)। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম, ইহারাই যে, সংসারের হেতু, একটু চিন্তা করিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। জড়-বিজ্ঞান জড়জগতের কর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন করেন। জড়জগতে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল কর্ম্ম যে, রাগ ও বিরাগ (Attraction and repulsion), এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম বা শক্তিদ্বারাই হইয়া থাকে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার রাগ ও বিরাগকেই সংসারের কারণ বলিয়াছেন। সমস্তই ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্য, ব্যক্ত বা ব্যাকৃত পদার্থমাত্রেই ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল। যিনি যেরূপ কর্ম্ম করেন, তিনি সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ধর্ম্ম বা শুভকর্ম্মের ফল উন্নতি—সুখ, অধর্ম্ম বা অশুভকর্ম্মের ফল অবনতি—দুঃখ। সংসারে উন্নত ও অবনত,

* "যথাকারী যথাচারী তথাভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো-ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।"—বৃহদারাণ্যক উপনিষৎ।

অপেক্ষাকৃত সুখী ও দুঃখী, এই দ্বিবিধ জীবই আমরা দেখিতে পাই, এখানে নিরতিশয় দরিদ্রতার পার্শ্বে বিপুল ঐশ্বর্য্যের ছবি, বলবানের পার্শ্বে হীনবলের মূর্ত্তি, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকের কমনীয় রূপের পার্শ্বে মূর্খ ও পাপাসক্তের ভীষণ রূপ, স্বস্থের পার্শ্বে ব্যাধিতের প্রতিকৃতি নয়নগোচর হইয়া থাকে ; সংসারে এরূপ ব্যক্তিও নয়নপথে পতিত হয়েন, যিনি দুর্গতজনের প্রাণস্বরূপ, যিনি অসহায়ের সহায়, যাঁহার পবিত্র হৃদয়ে হিংসা-দ্বেষাদির অপবিত্র ছায়াও কখন পতিত হইয়াছে কি না, সন্দেহ, আবার অন্যকে ক্লেশ দিয়া, স্বীয় সুখ-সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন, এখানে এতাদৃশ হেয়-স্বার্থপর পুরুষের সংখ্যাও অল্প নহে। কেবল জীবরাজ্যে কেন, বৃক্ষ, গুল্ম, তরু, লতা, তৃণ ইহাদের মধ্যেও এইরূপ বৈষম্যের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্দিগের মধ্যে সকলেই একরূপ আয়ুঃ প্রাপ্ত হয় না, এইক্ষণে যে বৃক্ষ উন্নতমস্তকে গগণ স্পর্শ করিতেছিল, পরক্ষণেই দেখিতে পাইতেছি, বজ্রাঘাতে উহার শাখা প্রশাখা দগ্ধ হইতেছে, কোন বৃক্ষ নিজগুণে কত আদর পায়, আবার কোন বৃক্ষকে লোকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলে, কোন বৃক্ষ সুস্বাদু ফল প্রসব করে, কোন বৃক্ষ জীবন-সংহারক হলাহল উৎপাদন করিয়া থাকে। বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সংসারের এই বৈষম্যভাবের অবশ্য কারণ আছে। জীব যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ পায়, ঈশ্বর কি, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন ? জীবকে দুঃখ দেওয়াই যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে, তিনি জীবের জীবনরক্ষার জন্য সূর্য্য, সোম, অনিল, অনল, সলিল, আকাশ, ফল, মূল, ব্রীহি, যব ইত্যাদির সৃষ্টি করিতেন না, তাহা হইলে,

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া, কিরূপে জীবনধারণ করিবে, তাহা ভাবিতেন না, জননীর স্তন তাহা হইলে, যথাসময়ে ক্ষীরসমন্বিত হইত না। আহা! যেদিকে নয়ন প্রেরণ করা যায়, সেইদিকই বিধাতার অপার করুণার পরিচয় দিয়া থাকে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই যে, জীবের কল্যাণের জন্য, স্পষ্টস্বরে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। জীবকে দুঃখ দেওয়াই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে কি, সংসার কর্ত্তৃক উপেক্ষিত, আনথ দরিদ্র, 'দয়াময়! তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই,' বলিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইত? চিকিৎসকগণের প্রত্যাখ্যাত, ব্যাধির যাতনায় অধীর ব্যক্তি কি, তাহা হইলে, রোগমুক্তির আশায় তাঁহাকে আশ্রয় করিত? দয়াময় ধার্ম্মিকের জন্য সুখের, এবং অধার্ম্মিকের জন্য দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধার্ম্মিক সুখী হয়, অধার্ম্মিক দুঃখ পাইয়া থাকে। অধর্ম্মই রোগসমূহের আবির্ভাবের কারণ, অধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কারণ হইতে অশুভোৎপত্তি হয় না। ধর্ম্মের হ্রাসে পৃথিব্যাদি ভূতনিচয়ের গুণসমূহেরও হ্রাস হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য শস্যাদির স্নেহ, বৈমল্য, রস প্রভৃতিরও বীর্য্য হ্রাস হয়। পৃথিব্যাদির বিকৃতি হইতেই রোগোৎপাদক জীবাণুসমূহের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানই যে, রোগোৎপত্তির মূলকারণ, অখিল দুঃখাবির্ভাবের একমাত্র হেতু, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। অধার্ম্মিকের ক্লেশ দেখিয়া, জীব ধার্ম্মিক হইবে, ধর্ম্মের ফল সুখ, এবং অধর্ম্মের ফল দুঃখ, এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে, লোকে ধর্ম্মের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হইবে, দয়াময় তাই বিবিধ সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরাঙ্গপুষ্ট জীবসমূহ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে সত্য, কিন্তু ইহারা সর্ব্বদা সকল

আশ্রয়দাতার অনিষ্ট করে না কেন? বর্ত্তমান সময়ে প্রতীচ্য নৈদানিক সুধীবর্গের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করিয়াছেন মসূরিকা, সান্নিপাতিকজ্বর, প্লেগ্, যক্ষ্মা, রক্তাতীসার, বিসূচিকা প্রভৃতি ব্যাধি সমূহ ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় জীবাণু (Bacillus) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মসূরিকাদি ব্যাধিসমূহ ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় কি না, তদ্বিচারের ইহা উপযুক্ত স্থল নহে,তবে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, মসূরিকাদি রোগকারণ যথোক্ত জীবাণুসমূহ প্রকৃতিগর্ভে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, অথবা ইহারা সময়ে-সময়ে আবির্ভূত হয়? যদি বলা যায়, সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে, প্রশ্ন হইবে, কারণ যখন সর্ব্বদা বিদ্যমান, তখন কার্য্য সর্ব্বদা হয় না কেন? যে প্লেগ্দ্বারা কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষ বিশেষতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, সেই প্লেগ্রোগ-বীজ কীটসমূহ এত দিন কি করিতে-ছিলেন? একটী গ্রামে, অথবা এক বাড়ীতেই দশজনের মধ্যে যে, পাঁচ জন প্লেগ্রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নীত হইতেছে, এবং আর পাঁচজন জীবিত থাকিতেছে, ইহার কারণ কি? প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) ও স্বাভাবিক রোগ-প্রতিষেধের সামর্থ্যকে (Natural immunity) ইহার কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও, জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় না। ফলতঃ ধর্ম্মাধর্ম্মই ইহার কারণ, এই সিদ্ধান্তই অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষমুক্ত। সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন এই জন্য বলিয়াছেন, প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষা পূর্ব্বক বিবিধ, বিচিত্র পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। চরক, সুশ্রুত, পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র, বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, বিদিত হওয়া যায়, কলিযুগেই প্রমারক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, ইতঃ-পূর্ব্বে আধি-ব্যাধি, ভয়, শোক ইত্যাদির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয় না।

শাস্ত্রের এই কথায় যদি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে, বলিতে হইবে, ঈশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারেই সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই জীবের কল্যাণের জন্য, জীবকে দুঃখ দেওয়াই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেও প্রমারক রোগের আবির্ভাব হইত। ক্রমবিকাশবাদিগণ বলেন, যোগ্যের পরিত্রাণ, এবং অযোগ্যের সংহার, প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু ইহাঁরা, কেহ যোগ্য এবং কেহ অযোগ্য হয় কেন, তাহার কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। ধর্ম্মই যোগ্যতার, এবং অধর্ম্মই অযোগ্যতার কারণ। ক্রমবিকাশবাদিরা জড়প্রকৃতিকে যে পদে স্থাপিত করিয়াছেন, আস্তিকগণ চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা ঈশ্বরকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ক্রমবিকাশবাদিগণের প্রকৃতি যদৃচ্ছাচারিণী শাস্ত্রের প্রকৃতি, চৈতন্যাধিষ্ঠিত বলিয়া, নিয়মানুসারিণী। ক্রমবিকাশবাদের অনুসরণ করিলে, জীবের পরিশেষে জড়ত্বে পরিণত হওয়া ভিন্ন অন্য কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই, শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিলে, জীব স্বরূপে—স্বীয় চিন্ময়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, চিরশান্তি-নিকেতনে প্রবেশ করিতে পারগ হয়। অতএব নাস্তিক ক্রমবিকাশবাদের শরণ গ্রহণ, মুমুক্ষু জীবের প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

ঈশ্বর যে, কাহাকেও সুখী এবং কাহাকেও দুঃখী করিয়াছেন, কাহাকেও বিদ্বান্, কাহাকেও মূর্খ করিয়াছেন, কাহাকেও আস্তিক, কাহাকেও নাস্তিক করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় রাগ-দ্বেষের উপপত্তি হয় না, তাঁহার নির্ম্মল স্বভাবের বিলোপ-প্রসঙ্গ হয় না, তাঁহার পক্ষপাতিত্ব বা নিষ্ঠুরত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ঈশ্বর সাপেক্ষ, ঈশ্বর ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা

করিয়া সৃষ্টি করেন, সৃজ্যমান প্রাণিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মই সৃষ্টিবৈষম্যের হেতু, ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। ঈশ্বর পর্জ্জন্য সাদৃশ, পর্জ্জন্য যেরূপ ব্রীহি-যবাদির সাধারণ কারণ, ঈশ্বর সেইরূপ দেব-মনুষ্যাদির সৃষ্টির সাধারণ কারণ, এবং ব্রীহি-যবাদির বীজগত বিচিত্র ধর্ম্ম বা শক্তি যেরূপ উহাদের বৈষম্যের, উহাদের বিচিত্রতার অসাধারণ হেতু, সেইরূপ জীবগত কর্ম্ম তাহাদের বৈষম্যের অসাধারণ হেতু। জীবের কর্ম্মানুরোধে জগৎকে বৈচিত্র্যময় করেন বলিয়া, ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বাধিত হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম বা প্রকৃতি ঈশ্বরেরই অঙ্গ, তাঁহারই শক্তি, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম বা প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করা ও আপনাকে অনুবর্ত্তন করা, স্বীয় ইচ্ছামত কার্য্য করা, এক কথা। লৌকিক রাজা সাধুকে অনুগ্রহ, এবং দুষ্টকে নিগ্রহ করেন, স্বীয় নিয়মসমূহের অনুবর্ত্তন্ করিয়া থাকেন, এইজন্য কি, তাঁহার স্বাধীনতা বাধিত হয়? স্বীয় অঙ্গ কি, আত্মার ব্যবধায়ক—সঙ্কোচক হয়? 'স্বতন্ত্র' শব্দের অর্থ হইতেছে, আত্মবশ, যিনি আত্মবশে কার্য্য করেন, তিনি কখন পরতন্ত্র হইতে পারেন না। অতঃপর বেদাদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বৈশেষিক সৃষ্টিবাদের স্বরূপ কি, তাহা দেখা যাউক।

বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, 'বিশ্বজগৎ ভোক্তৃ ও ভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। ঋগ্বেদ আকাশাদি পঞ্চভূতকে স্বধা—অন্ন বা ভোগ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টপদার্থ সমূহের মধ্যে কতিপয় 'রেতোধা', অর্থাৎ বীজভূত কর্ম্মের বিধাতা—কর্ত্তা ও ভোক্তা, এবং কতিপয় ভোগ্য। জীবসমূহ কর্ত্তা ও ভোক্তা, এবং আকাশাদি ভূতপঞ্চক ও

ভৌতিক পদার্থজাত ভোগ্য। ভোগ্য ভাবসমূহকে বেদ অবর—নিকৃষ্ট, এবং ভোক্তৃভাবসকলকে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন। ক্রিয়া-মাত্রেই ক্রমানুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং জগতের সৃষ্টি-কার্য্যও যে, এই নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক সম্পন্ন হয় নাই, তাহা নিশ্চিত। ক্রিয়মাত্রেই যে, ক্রমানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি? শ্রুতি বলিয়াছেন, সৃষ্টিকালে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ আত্মা হইতে প্রথমে আকাশের উৎপত্তি হয়, তৎ-পরে ক্রমশঃ উহা হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে জলের, এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। পঞ্চ-ভূতের শ্রুত্যুপদিষ্ট অভিব্যক্তিক্রমের তত্ত্বচিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, ভূতসকল এক আত্মশক্তির কাল ও অদৃষ্টকৃত ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে, আকাশ হইতে কাল ও অদৃষ্ট-রূপ নিমিত্তকারণযোগে বায়ু প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। রাসায়নিক পণ্ডিত ক্রুক্‌সের (CROKES) 'প্রোটাইল' (Protyle) নামক পদার্থে গতি (Motion) উৎপন্ন হইলে, তেজঃ বা তড়িৎসংজ্ঞক শক্তিবিশেষের (Force allied to electricity) অভিব্যক্তি হয়। তদনন্তর উহার চক্রগতি বা আবর্ত্ত হইতে হাইড্রোজেনাদি পরমাণুসমূহের ক্রমশঃ বিকাশ হইয়া থাকে', এতদ্বাক্যের সহিত "আকাশ হইতে বায়ুর (গতিই বায়ুর ধর্ম্ম), বায়ু হইতে তেজের, তেজ হইতে জলের, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে", এই শ্রুত্যুপদেশের কতদূর একতা আছে, তাহা চিন্তা করা উচিত। পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, পরিণামের ভিন্ন-তার প্রতি পরিণামক্রমের ভিন্নতাই কারণ। পরিণামমাত্রেই সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ, এই গুণত্রয়দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে, গুণত্রয়

অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক। তমোগুণের বাধাকে অতিক্রম করিতে না পারিলে, রজোগুণের প্রবৃত্তিশক্তি প্রকটিত হইতে পারে না, আবার রজোগুণকে অভিভব করিতে না পারিলে, সত্ত্বগুণের প্রকাশ অভিব্যক্ত হয় না। বিরুদ্ধ বলের বাধা অতিক্রমই ক্রিয়ার রূপ। অতএব সকল ক্রিয়াই ক্রমশঃ হইয়া থাকে। 'ক্রম কালের ধর্ম্ম' ("ক্রমোহি ধর্ম্মঃ কালস্য"), এতদ্বাক্যের অর্থ হইতেছে, ক্রিয়ামাত্রেই ক্রমশঃ নিষ্পন্ন হয়, কারণ, খণ্ডকাল ও ক্রিয়া এক পদার্থ (Time follows motion—successive transmission)।

ঋগ্বেদসংহিতা বলিয়াছেন, সূর্য্যোদয়ের পর তদীয় রশ্মি নিমেষের মধ্যেই যেমন যুগপৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ব্যাপ্তিক্রিয়ার ক্রম থাকিলেও, তাহা যেমন বুদ্ধিগোচর হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম হইতে আকাশাদির উৎপত্তি চপলা-প্রকাশের ন্যায় অতিমাত্র ত্বরিতভাবে হওয়ায়, ক্রম প্রতিপত্তি সত্ত্বেও, তাহা দুর্লক্ষ্য হইয়া থাকে।

পরিণামমাত্রেই ক্রমশঃ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু পরিণামমাত্রের ক্রম বা তাল একরূপ হইতে পারে না। গুণত্রয়ের তারতম্যে পরিণামের ক্রমের তারতম্য হয়, দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত, এই ত্রিবিধ ভেদ হইয়া থাকে। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তিরূপ পরিণামের ক্রম, ও বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তিরূপ পরিণামের ক্রম একরূপ নহে। মানুষের জন্মাদি পরিণাম যে ক্রমে হয়, গো, অশ্ব ইত্যাদির জন্মাদি পরিণাম ঠিক সেই ক্রমে হয় না। এক জাতীয় জীব বা বৃক্ষের মধ্যেও আন্তর ও বাহ্য-প্রকৃতির ভেদানুসারে পরিণামের ক্রমের কিছু কিছু ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরিণাম ধর্ম্মাধর্ম্মাধীন।

কলমের গাছ যত শীঘ্র ফল প্রসব করে, আঁটীর গাছ তত শীঘ্র ফল প্রসব করিতে পারে না।

ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, বিশ্বজগৎ যজ্ঞাত্মক পটস্বরূপ, পট বা বস্ত্র যে প্রকার তন্তুসমূহদ্বারা নির্ম্মিত—উত (Woven) হয়, যজ্ঞাত্মক বিশ্বজগৎ পট সেই প্রকার তন্তু সমূহদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদ বিশ্বজগৎকে যজ্ঞাত্মক পট বলিয়াছেন কেন, তাহা বুঝিতে হইলে, 'যজ্ঞ' কোন্ পদার্থ, অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক। 'যজ্ঞ' শব্দ উচ্চারিত হইলে, যাঁহারা প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপরূপ অনর্থক, অসভ্যোচিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু বুঝেন না, তাঁহাদের সমীপে 'বিশ্বজগৎ যজ্ঞাত্মক পটস্বরূপ,' এই শ্রুতি-বচনের মূল্য যে, অত্যল্প, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যজ্ঞকে যজ্ঞতত্ত্ববিদ্, বেদপ্রাণ ঋষিগণ যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, অধুনা যজ্ঞকে তদ্দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, এইরূপ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষেও (কোথাও গুপ্তভাবে থাকিতে পারেন), আর নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। বেদের উপদেশ, যজ্ঞ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন, শুক্র-শোণিতরূপে পরিণত ভুক্তান্ন হইতে ভূত (প্রাণী) সকলের উৎ-পত্তি হয়, পর্জ্জন্য বা বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে; যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্যের উৎপত্তি হয়; যে কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ সমুদ্ভূত হয়, ব্রহ্ম বা বেদ হইতে তাহার উৎপত্তি হয়, বেদ অক্ষর পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর হইতে সমুদ্ভূত হয়েন। আদিসর্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাবর্গ সৃষ্টিপূর্ব্বক, এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, তোমরা বেদোপদিষ্ট এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয়পূর্ব্বক উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও, যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্টসিদ্ধি করুক, তোমাদের ইষ্ট-

কামধুক্ হউক। যে ব্যক্তি জগচ্চক্রের প্রবর্ত্তক যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে পাপজীবন, কেবল ইন্দ্রিয়সেবক হইয়া, সে বৃথা জীবন ধারণ করে (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দ্রষ্টব্য)।

অতএব বলিতে পারা যায়, বেদ যে যজ্ঞ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, বলিয়াছেন, যে যজ্ঞকে বিশ্বজগতের ধারক বলিয়াছেন, ভগবান্ 'শ্রীকৃষ্ণও' যে যজ্ঞকে অবিকল এই দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন, সর্ব্বাভীষ্ট-সাধক, জগচ্চক্রের প্রবর্ত্তক সেই যজ্ঞ কেবল অগ্নিতে ঘৃতনিক্ষেপ-ব্যাপার নহে।

বেদাদি শাস্ত্রে 'যজ্ঞ'-শব্দ সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর বা বিষ্ণুর বাচক রূপে ("যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা, ৩।৫।২), ইষ্ট প্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্মের বোধকরূপে, সর্ব্বজগতের কারণভূত পারমেশ্বরী শক্তি বুঝাইতে (অথর্ব্ববেদসংহিতা দ্রষ্টব্য), বায়ুর বা শক্তিসাতত্যের ক্রিয়াশক্তি (Actual energy) বুঝাইতে, এবং আন্তর ও বাহ্য, এই দ্বিবিধ ব্যাপারের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ, শুক্লযজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, "হে যজ্ঞ! তুমি স্বপ্রতিষ্ঠার্থ যজ্ঞনামক বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হও, ফলদানার্থ যজ্ঞপতি বা যজমানকে প্রাপ্ত হও, এবং স্বনিষ্পত্তির জন্য স্বকারণভূতা—স্বীয় যোনি বায়ুর ক্রিয়াশক্তিকে প্রাপ্ত হও"। 'বায়ু'-শব্দটী এস্থলে দৃশ্যমান বায়ুর বাচকরূপে প্রযুক্ত হয় নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বা তৈত্তিরীয় আরণ্যক, এবং উহাদের ভাষ্য পাঠ করিলে, উপলব্ধি হইবে, 'বায়ু'-শব্দ এখানে শক্তিসাতত্য (Persistence of force and Conservation of energy) বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। * যাঁহারা ভগবদ্গীতা

* "যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা।"—.

অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, 'যোগযজ্ঞ', 'স্বাধ্যায়যজ্ঞ' (বেদাদি শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন, অথবা প্রণবাদি মন্ত্র-জপ) এবং 'জ্ঞানযজ্ঞ', এত প্রকার যজ্ঞের তত্ত্ব বিদিত আছেন, সন্দেহ নাই। দ্রব্যযজ্ঞাদি যত প্রকার যজ্ঞের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়কে 'কর্ম্মযজ্ঞ' ও 'জ্ঞানযজ্ঞ', এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়ান্ ("শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।"—গীতা)। অথর্ব্ববেদ-সংহিতাও দ্রব্যযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ, এই উভয়ের মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞকেই বিশেষতঃ প্রশংসা করিয়াছেন।* 'যজ্ঞ'-শব্দ শাস্ত্রে যদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিলাম। 'যজ্ঞ'-শব্দের এই সকল অর্থ শ্রবণপূর্ব্বক 'বিশ্বজগৎ যজ্ঞ হইতে প্রসূত হইয়াছে,' এই কথা যে, সারগর্ভ, তাহা বলা যায় না কি? শক্তি সাতত্যকে (Persistence of force) যাঁহারা জগতের কারণরূপে অবধারণ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের কি, যজ্ঞ বা বায়ুর ক্রিয়াশক্তিকে জগতের কারণ বলিতে কোন বাধা হইতে পারে? 'সৃষ্টি ও লয় যান্ত্রিকব্যাপার-ভিন্ন অন্য কিছু নহে', যাঁহাদের এইরূপ অনুমান, তাঁহারাও জগৎ দ্রব্যময়

অথর্ব্ববেদসংহিতা, ৭।৯।১০২, শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, ৮।২১।২২।

"স্বাং যোনিং স্বকারণভূতাং বায়োঃ ক্রিয়াশক্তিং গচ্ছ।"— মহীধর।

"যোনিঃ কারণং সর্ব্বজগৎকারণভূতা পারমেশ্বরী শক্তিঃ।"—
অথর্ব্ববেদসংহিতাভাষ্য।

* "যৎ পুরুষেণ হবিষা যজ্ঞং দেবা অতন্বত।
অস্তি নু তস্মাদোজীয়ো যদ্ বিহব্যেনেজিরে॥"—
অথর্ব্ববেদসংহিতা।

যজ্ঞের মূর্ত্তি, জগৎ যজ্ঞ (Motion) হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, বিনা আপত্তিতে এই মত গ্রহণ করিতে পারেন। বৈষ্ণব! তুমি কি যজ্ঞই ('যজ্ঞ'-শব্দ বিষ্ণুর বাচক, তা'ই সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি) বিশ্বজগতের কারণ, এই উপদেশকে শিরোধার্য্য না করিয়া থাকিতে পারিবে? বেদাদি শাস্ত্র 'যজ্ঞ' পদার্থের যে ব্যাপকরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাতে সকলকেই "যজ্ঞই জগতের রূপ, যজ্ঞই জগতের কারণ," এই কথাকে সারগর্ভবোধে সমাদর করিতে হইবে। একটু চিন্তা করিলে, প্রতিপন্ন হইবে, কি রাসায়নিক পরিণাম, কি ভৌতিক পরিণাম, কি জৈবব্যাপার, কি মানস-ব্যাপার, সকলই প্রকৃতপ্রস্তাবে 'যজ্ঞ'। যে বেদে এই যজ্ঞতত্ত্ব বিশদ ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সে বেদ যে, দর্শনের দর্শন, সে বেদ যে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান, সে বেদ যে, জ্ঞানীর প্রাণ, যোগীর হৃদয়বল্লভ, ভক্তের প্রাণারাম, কর্ম্মীর প্রাণবন্ধন, তাহা নিঃসন্দেহ।

ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, আকাশাদি ভূতরূপ তন্তুসমূহদ্বারা সর্গাত্মক (সর্গ—সৃষ্টি—অব্যক্তভাবে বিদ্যমানের ব্যক্তভাবে আগমন হইয়াছে, আত্মা—স্বরূপ যাহার) যজ্ঞপট বিশ্বতঃ বিস্তৃত হয়, ইহা দেবগণের উদ্দেশ্যে ভোক্তৃবর্গকৃত কর্ম্মসমূহদ্বারা আয়ত—দীর্ঘীভূত হয়, অর্থাৎ ইহা ব্রহ্মার নিজমানে একশতবর্ষ (ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল) পর্য্যন্ত অবস্থান করে, প্রজাপতির প্রাণভূত বিশ্বসৃক্ (যাঁহারা বিশ্বকে সৃষ্টি করেন) দেবগণ উক্ত সর্গাত্মক যজ্ঞপটের বয়ন (বোনা) করিয়া, চেতন ভোক্তৃ-প্রপঞ্চ ও অচেতন ভোগ্য-প্রপঞ্চের সর্জ্জনপূর্ব্বক বিস্তৃত সত্যলোকে প্রজাপতির উপাসনা করেন, (উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হইয়াই বস্তুতঃ উপাসনা) করেন; তাঁহার

সমীপে, তাঁহাকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিদ্যমান থাকেন। * ঋগ্বেদের এই সকল বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিলে (মর্ম্মগ্রহণ এদিনে নিশ্চয়ই দুসাধ্য), প্রতীতি হইবে, যজ্ঞই জগৎ, চেতন ও অচেতন, এই দ্বিবিধ পদার্থই যজ্ঞসম্ভূত, আয়ুঃ, কাল, মনঃ, এই সকলেই যজ্ঞ-প্রসূত। অতএব ইহা অবশ্য বক্তব্য যে, 'যজ্ঞ' শব্দ দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, প্রথমে বিশ্বজগতের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক নিরূপিত সর্ব্বপ্রকার কারণতত্ত্বের অনুসন্ধান, পরীক্ষা বা বিচার করিতে হইবে, বিশ্বজগতের অব্যক্ত ও ব্যক্তাবস্থার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের লেখনীবর্ণিত ইতিহাস নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ বা স্মরণ করিতে হইবে; তদনন্তর বেদভক্ত, বেদজ্ঞ পুরুষ হইতে স্বল্পাক্ষর, আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্টপ্রায় প্রতীয়মান, অতিমাত্র গাম্ভীর্য্য বা প্রমেয়-বাহুল্য-নিবন্ধন দুরবগাহ, বিশ্বতোমুখ, সারবান্ বৈদিক উপদেশ সমূহের মর্ম্মগ্রহণের পথ জানিতে হইবে, বেদার্থ-পরিগ্রহ-সমর্থ প্রতিভার উপাসনা করিতে হইবে।

বিজ্ঞান (যথোক্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—Science) যে, যথাশক্তি জগতের ইতস্ততঃ ব্যাপ্ত, পরমাণুভাবে অবস্থিতিরূপ অনুমিত আদ্যাবস্থা হইতে ইহার পরিশেষে পরিজ্ঞেয়, এক পিণ্ডীভূত আকৃতি-সম্প্রাপ্তির ইতিহাস বর্ণনের চেষ্টা করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। বেদ বলিয়াছেন, প্রজাপতির প্রাণভূত বিশ্বসৃক্ দেবগণ পঞ্চভূতরূপ সূত্রসমূহদ্বারা প্রকৃষ্ট-চেতন ভোক্তৃ-

---

* "যো যজ্ঞো বিশ্বতস্তন্তুভিস্তত একশতং দেবকর্ম্মেভিরায়তঃ।
ইমে বয়ন্তি পিতরো য আযযুঃ প্রবয়াপবয়েত্যাসতে তেত॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা, ৮।১৩০।১।

প্রপঞ্চের, এবং অপ্রকৃষ্ট—নিকৃষ্ট অচেতন ভোগ্যপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক জগৎকে স্থূল বা ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন, যজ্ঞাত্মক জগৎ প্রজাপতির সকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'প্রজাপতি' কাহাকে বলে? পরমাত্মা হইতে আবির্ভূত, পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হিরণ্যগর্ভই প্রজাপতি। প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মার প্রথমপুত্র। মাতা-পিতার সংযোগ না হইলে, পুত্রোৎপত্তি হয় না, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, প্রজাপতির মাতা-পিতা কে? অথর্ব্ববেদ বলিয়াছেন, অখিল জগতের অধিষ্ঠান পরব্রহ্ম প্রজাপতির পিতা, এবং চিৎপ্রতিবিম্বিতা মূলপ্রকৃতি মাতা। * চিৎপ্রতিবিম্বিতা মূলপ্রকৃতি কি, পরমাত্মা হইতে ভিন্না? বেদের উত্তর না, প্রকৃতি পরমাত্মা হইতে বস্তুতঃ ভিন্না নহেন। মাতা কদাচ পিতা হইতে ভিন্ন হইয়া অবস্থান করেন না, লৌকিক দৃষ্টিতে মাতা-পিতার ভেদ উপলব্ধ হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে মা যে, বাপের পার্শ্বে নিত্য বিরাজমানা, মা ও বাপ যে, অভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন হয়। "অদিতিই স্বর্গ, অদিতিই অন্তরিক্ষ, অদিতিই মাতা, অদিতিই পিতা, আবার অদিতিই পুত্র"। 'অদিতি' শব্দের 'অখণ্ডনীয়া', ইহাই অর্থ। কার্য্য যে, কারণ হইতে ভিন্ন নহে, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে।

সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব, এবং বেদের হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি যে, এক পদার্থ, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে (২১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যজ্ঞই

---

* "স বেদ পুত্রঃ পিতরং স মাতরং স সূনুর্ভুবৎ স ভুবৎ পুনর্ম্মঘঃ॥"—
অথর্ব্ববেদ।

"তস্য পিতা সকলজগদধিষ্ঠানং পরংব্রহ্ম। মাতা চিৎপ্রতিবিম্বিতা মূলপ্রকৃতিঃ॥"
—অথর্ব্ববেদসংহিতাভাষ্য।

বিশ্বসর্জ্জনের উপায়, এইজন্ত প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করেন। প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলে, বিশ্বস্রষ্টা দেবগণ বিশ্বের সর্জ্জনার্থ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। "প্রজাপতি যজ্ঞের সৃষ্টি করেন, এবং বিশ্বস্রষ্টা দেবগণ সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন", এই কথার অভিপ্রায় কি ?

বায়ুর ক্রিয়াশক্তি যে, 'যজ্ঞ' শব্দের একটী অর্থ, পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি। শ্রুতি পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, এই-স্থলে সূত্রাত্মাই (যিনি বিশ্বজগৎকে ধরিয়া রাখেন, যিনি বিশ্ব-জগতের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি, তিনিই সূত্রাত্মা) 'বায়ু' শব্দদ্বারা লক্ষিত হইয়াছেন। 'প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন', এতদ্বাক্যের তাহা হইলে, অভিপ্রায় হইতেছে, প্রজাপতির ক্রিয়াশক্তি ব্যক্তা-বস্থাতে আগমন করিল, শান্তাবস্থা (Potential state) ত্যাগ-পূর্ব্বক ক্রিয়মাণ অবস্থা (Kinetic state) প্রাপ্ত হইল। প্রজা-পতির প্রাণভূত দেবগণকে বিশ্বসৃক্ বলা হইয়াছে। 'প্রজাপতির প্রাণভূত—প্রাণস্বরূপ দেবগণ,' এই কথার অর্থ হইতেছে, প্রজাপতি হইতে বহির্গত রশ্মি বা শক্তিসমূহ। ঋগ্বেদ ইহাঁ-দিগকে প্রজাপতির ময়ূখ—রশ্মিভূতই বলিয়াছেন ("ইমে ময়ূখা উপসেদুঃ।"—ঋগ্বেদ)। যাহা বিশ্বাকারে পরিণত বা বিবর্ত্তিত হয়, যাহা বিশ্বের কারণ, তাহাই বিশ্বের স্রষ্টা। প্রজাপতির রশ্মি বা শক্তিসমূহই বিশ্বাকার ধারণ করেন, অতএব প্রজাপতির প্রাণভূত রশ্মি বা শক্তিসমূহকে 'বিশ্বসৃক্' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রজাপতির প্রাণভূত রশ্মিসমূহের গতিপ্রবৃত্তিই বা ক্রিয়াব্যাপ্তিই—গতিসন্তানই উহাঁদের যজ্ঞের অনুষ্ঠান। যজ্ঞ করিতে হইলে, প্রমা (প্রমাণ—ইয়ত্তা), প্রতিমা (দেবতা, যদুদ্দেশ্যে

হবিঃ প্রভৃতি প্রদত্ত হয়), নিদান (আদিকারণ—অপ্রবৃত্তের প্রবর্ত্তক ফল), আজ্য, (ঘৃত), পরিধি, ছন্দঃ (ছন্দঃ ব্যতিরেকে যজ্ঞ হয় না, ক্রিয়ামাত্রের তাল আছে, "All motion is rhythmical" এই কথা স্মরণ করিবেন), এবং প্রউগ, উকৃথ, এই সকল উপকরণের প্রয়োজন, এই সকল উপকরণ ব্যতিরেকে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় না। জগৎ যখন উৎপন্ন—অভিব্যক্ত হয় নাই, তখন জগতের অন্তঃপাতী যজ্ঞের উপকরণভূত পদার্থসমূহ কিরূপে পাওয়া সম্ভব? অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজাপতির প্রাণভূত বিশ্বসৃক্ দেবগণ যখন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা প্রমাদি যজ্ঞীয় উপকরণসমূহ কোথায় পাইয়াছিলেন, তখন কাহারা তাঁহাদের যজ্ঞের উপকরণস্থানীয় হইয়াছিল? *

ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, যষ্টব্য প্রজাপতির মুখ হইতে গায়ত্রীছন্দের সহিত প্রথমতঃ অগ্নিদেবতার আবির্ভাব হয়। তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদেও উক্ত হইয়াছে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার মুখ হইতে অগ্নিদেবতা ও গায়ত্রীছন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। গায়ত্রীছন্দের সহিত অগ্নিদেবতার আবির্ভাবের পর উষ্ণিক্‌ছন্দের সহিত সবিতাদেবতা সম্ভূত হয়েন। তৎপরে অনুষ্টুপ্‌ছন্দের সহিত সোমের, এবং বৃহতীছন্দের সহিত বৃহস্পতিদেবতার আবির্ভাব হয়। ইতঃপর প্রজাপতির সকাশ হইতে বিরাট্‌ছন্দের সহিত 'মিত্রা বরুণ'-দেবতার, তদন্তর ত্রিষ্টুপ্

---

* "কাসীৎ প্রমাৎ প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ। ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থং যদ্দেবাদেবমযজন্ত বিশ্বে॥"—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১৩০।৩।

ছন্দের সহিত ইন্দ্রদেবতার, তৎপরে জগতীছন্দের সহিত বিশ্বেদেবতাগণের বিকাশ হইয়া থাকে। অগ্ন্যাদি সপ্তদেবতার সহিত গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দের উৎপত্তি প্রাজাপত্য যজ্ঞ। অগ্নি, সূর্য্য, সোম, বৃহস্পতি, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র ও বিশ্বেদেবগণ, ইহাঁদের সহিত গায়ত্র্যাদি ছন্দঃসমূহের যোগে ঋষি-মনুষ্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। * যজুর্ব্বেদ (কৃষ্ণ বা শুক্ল) পাঠ করিলে, পাঠক জানিতে পারিবেন, বিশ্বজগৎ অগ্ন্যাদি দেবতা ও গায়ত্র্যাদি ছন্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। 'বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম,' এই গম্ভীরার্থক বেদোপদেশের মর্ম্ম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা, বর্ত্তমানকালে অসম্ভব বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। ক্রমবিকাশবাদের প্রতিষ্ঠাপক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের "গতি (Motion) এবং ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহের অবিরাম বিভাগ ও সংপ্রবিভাগ (Distribution and Redistribution) হইতে বিবিধ বিচিত্র জগতের পরিণাম হইয়াছে ও হইতেছে", যাঁহারা এই সকল কথার অর্থ নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়াছেন, গণিত, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, শারীরবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বাগ্‌বিজ্ঞান, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিজ্ঞানের সহিত যাঁহাদের বিশেষ পরিচয় আছে, অপিচ যাঁহাদের হৃদয়ে স্বভাবতঃ বেদের প্রতি ভক্তি আছে, যাঁহারা সত্যের রূপ দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল, যাঁহারা যথাশাস্ত্র যোগা-

---

* "অগ্নের্গায়ত্র্যভবৎ সযুগ্বোষ্ণিহয়াসবিতা সংবভূব।
অনুষ্টুভা সোম উক্‌থৈ মহস্বান্ বৃহস্পতের্বৃহতীবাচমাবৎ॥"
"বিরাণ্মিত্রাবরুণয়োরভিশ্রীরিন্দ্রস্য ত্রিষ্টুবিহভাগো অহ্নঃ।
বিশ্বান্ দেবাঞ্জগত্যা বিবেশ তেন চাকৢপ্র ঋষয়ো মনুষ্যাঃ॥"
—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১৩০।৫।

ভ্যাস করিয়া থাকেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারাই বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের মূল্য কত, তাহা কিয়দংশে বুঝিতে পারিবেন। ভৌতিক জগতে আমরা যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দেখিতে পাই, রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহারা কতিপয় অমিশ্র ভূতের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। একটী ভৌতিক বস্তুর অপর একটী ভৌতিক বস্তু হইতে রাসায়নিক ও ভৌতিক ধর্ম্মগত ভেদের কারণ কি, তাহা জানিতে যাইলে, বুঝিতে পারা যায়, উহাদের ঘটকাবয়বসমূহের সংখ্যা, জাতি ও সন্নিবেশগত ভেদই উহাদিগকে পরস্পর ভিন্ন-ধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া থাকে। মেন্দেলীফ্, লোথার মেয়ার প্রভৃতি আধুনিক রসায়নতন্ত্রনিপুণ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন, কাল এবং পারমাণবিক গুরুত্বভেদই ভূত ও ভৌতিকপদার্থসমূহের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মগত ভেদের কারণ। ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের 'ক্রমের অন্যত্বই পরিণামের অন্যত্বের কারণ', এই স্বল্পাক্ষর উপদেশ হইতে, আমাদের বিশ্বাস, 'দ্রব্যসমূহের ধর্ম্মগতভেদের কারণ কি', এই প্রশ্নের সুন্দর সমাধান হইয়া থাকে। ক্রমের অন্যত্বের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার, এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই কারণ। পরমাণু সকল কল্পনাতীত সূক্ষ্ম হইলেও, ইহাদের প্রত্যেকের কিয়ৎপরিমাণ ভার আছে; এই ভারকেই পারমাণবিক গুরুত্ব (Atomic weight) বলা হয়। প্রত্যেক ভূত বা অমিশ্রপদার্থের (Elements) যে অংশ বা মাত্রা (Quantity) অপরের সহিত রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হইয়া, সাংযৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে, রাসায়নিক পণ্ডিতেরা তাহাকেই ভূত বা অমিশ্র পদার্থসকলের রাসায়নিক সংযোগের একক অংশ—পরিমাণ (Unit quantity of chemical combination

of each element) বলিয়া থাকেন। রসায়নশাস্ত্রে উক্ত সাংযৌগিক একক অংশুই (Combining proportion) 'পরমাণু' (Atom), এই নামে লক্ষিত হইয়াছে। পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যার অনুপাত (Proportion) অনুসারে ভূত বা রূঢ়পদার্থ সকলের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ হয়, এইজন্য উক্ত সংখ্যাকে উহাদের সাংযৌগিক সংখ্যা বা সাংযৌগিক গুরুত্ব (Combining number or weight) বলা হইয়া থাকে। পারমাণবিক গুরুত্বের যে কোন গুণিতক (Multiple) দ্বারা রাসায়নিক সম্মিলন সংঘটিত হইতে পারে, অপিচ গুণিতকভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাংযৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বস্তুর ক্ষুদ্রতম বা অবিভাজ্য অংশকে 'পরমাণু', এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়, অবিভাজ্য অংশের ভগ্নাংশ হইতে পারে না, অতএব যখনই দুইটী রূঢ়পদার্থের রাসায়নিক সম্মিলন উপস্থিত হয়, তখনই যে, তাহাদের একের পরমাণু অপরের এক, দুই বা ততোঽধিক পরমাণুর সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে, তাহা সুখবোধ্য। 'পারমাণবিক গুরুত্বের সংখ্যার অনুপাত অনুসারে রাসায়নিক সংযোগ হয়', রসায়নশাস্ত্রোক্ত রাসায়নিক সংযোগের এই নিয়মের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয়, "বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম, ছন্দের ভেদই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত যৌগিক পদার্থোৎপত্তির হেতু", এই শাস্ত্রোপদেশই উক্ত নিয়মের আবিষ্কারপ্রসূতি। আমরা গ্রন্থান্তরে যথাজ্ঞান ছন্দঃ সম্বন্ধে কিছু বলিব। রূঢ়পদার্থ সমূহের ধর্ম্মগত ভেদ যে, উহাদের পারমাণবিক গুরুত্বের ভেদের মাত্রানুসারে হইয়া থাকে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য, 'মেন্দেলীফ্', (১) লিথিয়ম্; (২) গ্লুসিয়ম্ বা বেরিলিয়ম্; (৩) বোরণ; (৪) কার্ব্বন্; (৫) নাই-

ট্রোজেন্; (৬) অক্সিজেন্; (৭) ফ্লোরিন্; (৮) সোডিয়ম্; (৯) ম্যাগ্নেশিয়ম্; (১০) য়্যালুমিনম্; (১১) শিলিকিন্; (১২) ফস্-ফরাস্; (১৩) সল্ফার; এবং (১৪) ক্লোরিন্; এই চতুর্দ্দশটী রূঢ়-পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মেন্দেলীফ্ অপিচ বলিয়াছেন, প্রত্যেক সপ্তম রূঢ়পদার্থের সহিত প্রায়ই প্রথমের অনেকাংশে ধর্ম্মগত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। লিথিয়মের সহিত সোডিয়মের, বেরিলিয়মের সহিত ম্যাগ্নেশিয়মের, বোরনের সহিত য়্যালুমিনিয়মের, কার্ব্বনের সহিত শিলিকনের, নাইট্রোজেনের সহিত ফস্ফরাসের, অক্সিজেনের সহিত সল্ফারের,এবং ফ্লোরিনের সহিত ক্লোরিনের ধর্ম্মগত সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেক সপ্তমের সহিত প্রথমের ধর্ম্মগত-সাদৃশ্য থাকিবার কারণ কি, তাহা অদ্যাপি জানা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সপ্তচ্ছন্দের তত্ত্ব যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইলে, আমাদের বিশ্বাস, মেন্দেলীফ্ রসায়নশাস্ত্রের সমধিক উন্নতিবিধান করিতে পারগ হইবেন। পিঙ্গলাচার্য্যের ছন্দঃসূত্র পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দের প্রত্যেকের আর্ষাদি অষ্ট প্রকার ভেদ, অপিচ সপ্তচ্ছন্দের মধ্যে প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সংখ্যাগত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। দৈবীগায়ত্রীর অক্ষর-সংখ্যা ১, উষ্ণিকের ২, অনুষ্টুভের ৩, বৃহতীর ৪, পংক্তির ৫, ত্রিষ্টুভের ৬, এবং জগতীর ৭। দৈবী-গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ সমূহের যেমন ক্রমশঃ এক এক করিয়া অক্ষরের বৃদ্ধি হয়, আসুরী গায়ত্র্যাদি ছন্দের সেইরূপ এক এক করিয়া ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকে। আসুরী গায়ত্রীর অক্ষরসংখ্যা ১৫, কিন্তু আসুরী জগ-তীর অক্ষর সংখ্যা ৯। ইহার কারণ কি, তাহা চিন্তনীয়।

ছন্দঃ বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে একটী অঙ্গ, ছন্দঃ বেদের পাদস্বরূপ ("ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য।"—পাণিনীয় শিক্ষা)। যদ্দ্বারা গমন করা যায়; যাহা গমনক্রিয়া-নিষ্পত্তির যন্ত্র বা করণ, তাহা পাদ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ত্রিলোক্যাত্মক—বিশ্বময় রথে সম্বৎসরাত্মক (দ্বাদশমাসাত্মক) চক্র ও গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দোরূপ অশ্ব সংযোজিত করিয়া, অনিরুদ্ধ বা সবিতা নিত্য পর্য্যটন করেন ("রথে বিশ্বময়ে চক্রং কৃত্বা সম্বৎসরাত্মকম্। ছন্দাংস্যশ্বাঃ সপ্তযুক্তাঃ পর্য্যটত্যেষ সর্ব্বদা॥"—সূর্য্যসিদ্ধান্ত।) ছন্দকে যে জন্য বেদের পাদস্বরূপ বলা হইয়াছে, ইহা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ছন্দের জ্ঞান ব্যতিরেকে বেদের জ্ঞান হইতে পারে না, ছন্দের জ্ঞান ব্যতিরেকে জগতের বা গতির জ্ঞান হওয়া, অসম্ভব। সিত, সারঙ্গাদি সপ্তবর্ণ, ষড়্জাদি সপ্তস্বর, সপ্তব্যাহৃতি, এই সকলই গায়ত্র্যাদি সপ্তচ্ছন্দের কার্য্য, সপ্তচ্ছন্দের জন্য ইহাদের সপ্তবিধ ভেদ হইয়াছে। সপ্ত শারীরধাতুও যে, সপ্তচ্ছন্দেরই ভেদবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। পিঙ্গলাচার্য্য ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ, এই সপ্তস্বরকে সপ্তচ্ছন্দেরই রূপ বলিয়াছেন ("স্বরাঃ ষড়্জাদয়ঃ।"—ছন্দঃসূত্র)। যাঁহারা শিক্ষা, ব্যাকরণ (অবশ্য পাণিনি) ও প্রাতিশাখ্য অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত, এই ত্রিবিধ স্বরের তত্ত্ব বিদিত আছেন, সন্দেহ নাই। গান্ধর্ব্ববেদে যে ষড়্জাদি সপ্তস্বরের উপদেশ আছে, তাহারাই বেদোক্ত উদাত্তাদি তিনটী স্বরের রূপ। নিষাদ ও গান্ধার উদাত্ত, ঋষভ ও ধৈবত অনুদাত্ত এবং ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরিত ("গান্ধর্ব্ববেদে যে প্রোক্তাঃ সপ্ত ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ। ত এব বেদে বিজ্ঞেয়াস্ত্রয় উচ্চাদয়ঃ স্বরাঃ॥"—যাজ্ঞবল্ক্যকৃত শিক্ষা)। উদাত্ত গায়ত্র,

অনুদাত্ত ত্রৈষ্টুভ এবং স্বরিত জাগত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদও যে, ছন্দোভেদনিবন্ধন হইয়া থাকে, বেদ ও বেদাঙ্গ পাঠ করিলে, তাহা অবগত হওয়া যায়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদ কেবল মনুষ্যের মধ্যে নহে, দেব, তির্য্যক্, উদ্ভিদ্, এককথায় সৃষ্টপদার্থ-মাত্রের মধ্যে বিদ্যমান আছে। সপ্তচ্ছন্দঃ, সপ্ত স্বর, সপ্ত বর্ণ, সপ্ত লোক, সপ্ত ধাতু, এ সকলই সপ্ত, বিশ্বজগৎ যেন সপ্ত সংখ্যার অঙ্কপাশ। কোন্ প্রাকৃতিক নিয়মবশতঃ বিশ্বজগতের প্রত্যেক পদার্থের সামান্যতঃ সপ্তবিধ ভেদ হইয়াছে, সত্যানুসন্ধিৎসুর তাহা জানিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। শাস্ত্রের সকল কথাই কল্পনা-মূলক, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, যাঁহারা বিজ্ঞান-ভিন্ন অন্য কাহাকেও আদর করা, অসভ্যোচিত কর্ম্ম মনে করেন, তাঁহা-দিগকেও সপ্ত সংখ্যার তত্ত্ব জানিতে হইবে। অক্সিজেন্ হইতে উৎপন্ন বিবিধ সাংযৌগিক পদার্থে (Various oxides) অক্সি-জেনের সাংযৌগিক মাত্রার অনুপাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, জানিতে পারা যায়, ১ : ২ : ৩ : ৪ : ৫ : ৬ : ও ৭, অক্সিজেনের সাংযৌগিক মাত্রার অনুপাত এইরূপ। তা'ই বলিতেছি, বিজ্ঞান-পূজকদিগকেও সপ্ত সংখ্যার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। সাংখ্য-দর্শন মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই সপ্তসংখ্যক তত্ত্বকে প্রকৃতি-বিকৃতি বলিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতাও যে, এই সপ্ত তত্ত্বকেই বিশ্বপ্রপঞ্চের বীজ বা কারণভূত বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ত্বক্, চক্ষুঃ, শ্রবণ, রসন, ঘ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি, এই সপ্ত ঋষি, ইন্দ্রিয় বা প্রাণের গণনা করিয়াছেন ("সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্ত রক্ষন্তি সদমপ্রমাদম্।"—শুক্লযজুর্ব্বেদ)। গ্রহ (Planets) কত সংখ্যক? এই প্রশ্নের শাস্ত্রীয়

উত্তর, গ্রহ সপ্ত। রাহু ও কেতু বস্তুতঃ গ্রহ নহে। * অগ্ন্যাদি সপ্ত দেবতা ও গায়ত্র্যাদি ছন্দানুসারেই গ্রহগণকে সপ্তসংখ্যায় বিভক্ত করা হইয়াছে। সুশ্রুতসংহিতা ত্বক্, কলা, আশয় ও ধাতুকে সপ্ত, সপ্ত সংখ্যায় বিভক্ত করিয়াছেন। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই সাতটী শারীর ধাতু। আমরা এই জন্যই বলিতেছি, সপ্ত সংখ্যার তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, তা'ই আমাদের ধারণা, বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব অতীব সারগর্ভ।

বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা যে, কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, বেদকে যাঁহারা মনুষ্যজাতির অর্দ্ধসভ্যাবস্থায় বিকাশ-প্রাপ্ত পদার্থ বলিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা যে, কিরূপ মানবীয় প্রতিভাবিশিষ্ট, ধীমান্ পাঠকগণ তাহা চিন্তা করিবেন।

ভৌতিকরাজ্য যে, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পরিণাম, ছন্দের ভেদ হইতেই যে, ভৌতিক পদার্থসমূহের ধর্ম্মগত ভেদ হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া, বেদ উদ্ভিদ্, দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদি জীবসমূহের, ভেদও যে, ছন্দের ভেদ হইতে হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, পঞ্চভূতের কোন্ কোন্ ছন্দে যে, চেতন ও অচেতন বা ভোক্তৃ ও ভোগ্য পদার্থজাতের জাতিভেদ হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়াছেন। কেবল তাহা নহে, জীবজগতের অস্থি, মাংস, শিরা, ধমনী, স্নায়ু, পেশী, যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি শারীরবিধান বা যন্ত্রসমূহও যে, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের পরিণাম, বেদ পাঠ করিলে, তাহা বিদিত হওয়া যায়। জীবজাতির মধ্যে কোন্ জীবজাতির কোন্ জীবজাতির সহিত আকারাদি ধর্ম্মসম্বন্ধে অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য আছে, আধুনিক

---

* ভগবান্ পরাশর রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি, এই সাতটীকে প্রকাশগ্রহ বলিয়াছেন।

ক্রমবিকাশবাদিগণই যে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা নহে; বেদ পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ইত্যাদিও পঞ্চভূতের ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অপিচ ছন্দের সাদৃশ্যই উহাদের আকারাদি ধর্ম্ম ও ক্রিয়াগত সাদৃশ্যের কারণ। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ রসায়নতন্ত্র, ভূততন্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের যথাশক্তি উন্নতি করিয়াছেন ও করিতেছেন, আধুনিক প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগের সমীপে আমরা এইজন্য অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ হইয়াছি, আমরা ইহাঁদিগকে, মনুষ্যজন্মের অনেকতঃ কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন বলিয়া, শতসহস্রবার ধন্য ধন্য বলিতে প্রস্তুত, কিন্তু তথাপি ইহাও অবশ্য বলিব যে, ইহাঁরা অদ্যাপি বেদের প্রকৃত রূপ দেখিতে পান নাই, যে বেদসমুদ্রোত্থিত বিজ্ঞানামৃত পানপূর্ব্বক ঋষিরা অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অণিমাদি অষ্ট বিভূতি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন, ইহলোক ও পরলোক, এই উভয় লোকই করস্থিত ফলবৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ আজিও সে বিজ্ঞানামৃত পান করিতে পারগ হয়েন নাই। অনেকে বলেন, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, বহু সূক্ষ্মতত্ত্বের সধূম্রিক (ধোঁয়া ধোঁয়া) রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যথারীতি বিজ্ঞানের অনুশীলন না করিয়া, এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের সংবাদ জানা, প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, প্রাচীনদিগের কল্পনাশক্তি যে, বিজ্ঞানের কাছাকাছি পঁহুছিয়াছিল, ইহা বিস্ময়াবহ বটে। যাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমরা বলি, তাঁহারা তথাপি বেদের কল্পনার সীমা কত, তাহা আজিও সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই, জানিলে, তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া থাকি-

তেন। বেদ বলিয়াছেন, দেবতা, ছন্দঃ, মন্ত্র ও ঋষিতত্ত্ব সম্যগ্‌-রূপে অবগত হইয়া, যিনি বেদের উপদেশানুসারে সাধনা করিবেন, যাঁহার মন্ত্রের সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, তিনি ভূত ও ভৌতিক পদার্থের উপরি আধিপত্য করিতে পারগ হইবেন, প্রকৃতি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবেন। বেদের উপদেশ আমরা যে ভাবে শ্রবণ করি, বেদভক্ত ঋষিরা সে ভাবে শ্রবণ করিতেন্ না, বেদকে তাঁহারা সত্যময় বলিয়াই জানিতেন, এবং বেদের কথায় বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক যথারীতি সাধনা করিয়া, তাঁহারা মর্ত্ত্যধামে থাকিয়াই, দেবতাগণের ন্যায় অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন, বিশ্বাস করিবার প্রতিভা না থাকিলে, এই সকল কথা যে, উন্মত্তের প্রলাপবোধে অনাদৃত হইবে, তাহা স্থির। অলৌকিক পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন করিবার সামর্থ্যও ছন্দের ভেদে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনঃ যে ছন্দে গঠিত হইলে, সূক্ষ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার স্বভাবতঃ (স্বচ্ছন্দতঃ) উদয় হয়, আপ্তোপদেশকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া আদর করিতে হয়, যাঁহার মনঃ সেই ছন্দে গঠিত হয় নাই, তাঁহার কখন সূক্ষ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার উদয় হয় না, আপ্তোপদেশকে তিনি কখন শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। কোন্ ছন্দে কোন্ পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, কোন্ সৃষ্টপদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে, যাঁহাদের এই সকল বিষয় জানিবার যোগ্যতানুসারে, অর্থাৎ স্বভাবের প্রেরণায় ইচ্ছা হইবে, আমরা তাঁহাদিগকে তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদসংহিতা, শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা, অথর্ব্ববেদসংহিত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, গোপথ ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, দৈবত ব্রাহ্মণ, ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ, শিক্ষাদি

বেদাঙ্গসমূহ, বেদজ্ঞ গুরুর যথাবিধি সেবাপূর্ব্বক * এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে উপদেশ দিতেছি।

বিশ্বেদেবগণ যজ্ঞদ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যজ্ঞই বিশ্ব জগতের বিকাশের উপায়, এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝিবার একটু চেষ্টা করা হইল।

পুরুষসূক্তে উক্ত হইয়াছে, আদিপুরুষ হইতে বিরাট্ বা ব্রহ্মাণ্ড-দেহ উৎপন্ন হইল, এই ব্রহ্মাণ্ডদেহোপরি উহাকেই (বিরাট্ বা ব্রহ্মাণ্ডদেহকে) অধিকরণ করিয়া, তদ্দেহাভিমানী কোন এক অনির্ব্বচনীয় পুরুষ স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন, এই পুরুষ আবির্ভূত হইয়া, দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য, এই ত্রিবিধ জীবভাব প্রাপ্ত হই-লেন; জীবভাব প্রাপ্ত হইবার পর, তিনি ভূমি সৃষ্টি করিলেন, এবং তৎপরে সপ্তধাতুদ্বারা জীবদিগের শরীর নির্ম্মাণ করিলেন। † পশু-পক্ষী হইতে কৃমি-কীট পর্য্যন্ত জীবগণকে তির্য্যক্জাতি বলে। ইহারা তমোগুণপ্রধানা প্রকৃতির কার্য্য, সুতরাং তামস; ইহারা আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন, এই চারিটী ছাড়া আর কিছু জানে না, মনুষ্যজাতি সাধারণতঃ রজঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অতএব মনুষ্যগণ কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া

---

* 'বেদজ্ঞ গুরু', বলিয়া রাখিতেছি, এ দিনে অতি বিরল। যথাবিধি গুরু-সেবা না করিলে, বেদের প্রকৃত রূপ দেখিবার শক্তি জন্মে না, একথা মিথ্যা নহে। যাঁহার একথার গুরুত্ব কত, তাহা বোধগম্য হয় না, তিনি বেদাধ্যয়নের অধিকারী নহেন।

† "তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৯০।৫

থাকে। মনুষ্যজাতি তির্য্যক্‌জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। দেবজাতি সত্ত্বগুণপ্রধানা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়েন। ব্রহ্মা এই ত্রিবিধজাতির জীবগণকেই তাহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করিলেন, বুঝিতে হইবে। "দেব, তির্য্যক্‌ ও মনুষ্য, এই ত্রিবিধ জীবভাব প্রাপ্ত হইবার পর, তিনি ভূমি সৃষ্টি করিলেন," এই কথার অর্থ কি ? 'ভূমি' শব্দটী এ স্থলে শরীরের উপাদান, এই অর্থের বাচক। 'ভূমি বা শরীরের উপাদান সৃষ্টি করিবার পর বিধাতা জীবসমূহের পুর (শরীর) নির্ম্মাণ করিলেন,' এতদ্বাক্যে ব্যবহৃত 'পুর'-শব্দ, সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন, সপ্তধাতুদ্বারা নির্ম্মিত ভোগায়তন দেহের বাচক। পূর্ণ হয়, সপ্তধাতুদ্বারা যাহা, তাহা 'পুর' ("পূর্য্যন্তে সপ্তভির্ধাতুভিরিতি পুরঃ শরীরাণি।"—ঋক্‌সংহিতাভাষ্য)। নৃসিংহতাপনী উপনিষদের উত্তরভাগে জীবের উৎপত্তিসম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ আছে, এস্থলে তাহা শ্রবণ করা আবশ্যক। সায়ণ ও মহীধর উদ্ধৃত মন্ত্রটীর ভাষ্য করিবার সময়ে, নৃসিংহতাপনী উপনিষদের স্মরণ করিয়াছেন। নৃসিংহতাপনী উপনিষৎ বলিয়াছেন, সকল জীবই সকল অবস্থাতে সর্ব্বময়, কারণ, সকল জীব সন্মাত্রকারণে, অপিচ পৃথিব্যাদি জাতিমাত্রে কারণাত্মবৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সকল জীব সর্ব্বাবস্থাতে যদি সর্ব্বময় না হইত, তাহা হইলে, কোনরূপেই কোন জীবের হিরণ্যগর্ভাদি ভাবপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইত না, যেহেতু অসৎ কদাচ সৎ হয় না। কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল, এই ত্রিবিধ শরীর আছে। অবিদ্যা বা প্রকৃতিই কারণ-শরীর। এই কারণ-শরীর কর্ম্মবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গশরীরে পরিণত হয়। লিঙ্গশরীর যখন পরিচ্ছিন্ন স্থূল শরীর গ্রহণ করে, তখন উহার সঙ্কোচপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। জীব সকল

অবস্থায় সর্ব্বময় হইলেও, শরীরের অভ্যাসবশতঃ আপনাকে পরিচ্ছিন্ন বা অল্প মনে করে। হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি অপঞ্চীকৃত (সূক্ষ্ম) ভূতপঞ্চকের সৃষ্টি করিয়া, সেই সূক্ষ্ম ভূতসমূহ হইতে ইন্দ্রিয় সকল, ব্রহ্মাণ্ডদেহ, অগ্ন্যাদি দেবতাগণ ও অন্নময়াদি পঞ্চকোশ নির্ম্মাণ-পুরঃসর তাহাতে প্রবেশ করিয়া, অমূঢ় হইয়াও মূঢ়বৎ, অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও, পরিচ্ছিন্নের ন্যায়, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, এইরূপ মায়িক ব্যবহার নিষ্পাদন করিয়া,—এবম্প্রকার মিথ্যারূপ পরিচ্ছেদাভিমানদ্বারা বর্ত্তমান থাকেন। * 'জীব' কোন্ পদার্থ, এতদ্দ্বারা তাহা কিয়দংশে হৃদয়ঙ্গম হইবে। নৃসিংহতাপনী উপনিষদের এই উপদেশ শ্রবণানন্তর যে সকল প্রশ্ন হওয়া সম্ভব, আমরা প্রস্তাবান্তরে সেই সকল সম্ভাবিত প্রশ্নের যথাজ্ঞান সমাধানের চেষ্টা করিব।

জীবের জন্ম-সম্বন্ধীয় সাধারণ উপদেশ শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কোন্ জীবের কিরূপে, কোন্ ক্রমে উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিতে হইবে।

বেদ বলিয়াছেন, যজ্ঞপুরুষ দেবগণের মানসযাগে পরিতৃপ্ত হইয়া, সেই সর্ব্বহুৎ যজ্ঞ হইতে প্রথমে ভোগ্যবস্তু সকল উৎপাদন করিলেন, তদনন্তর বায়ব্য—বায়ুদৈবত আরণ্য-পশু সকলের সৃষ্টি করিলেন, তদনন্তর গ্রাম্য-পশু সকল সৃষ্টি করিলেন। ইতঃপর ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যগণের সৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যগণের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, বেদ প্রথমতঃ প্রশ্ন

---

* "সর্ব্বং সর্ব্বময়ং সর্ব্বে জীবাঃ সর্ব্বময়াঃ সর্ব্বাবস্থাসু তথাপ্যল্পাঃ স বা এষ ভূতানীন্দ্রিয়াণি বিরাজং দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্যামূঢ়ো মূঢ় ইব ব্যবহরন্নাস্তে মায়য়ৈব।"—নৃসিংহতাপনী উপনিষৎ।

করিয়াছেন, দেবগণ সৃষ্টির জন্য মানসযাগ বিস্তারপূর্ব্বক যখন অমোঘ সংকল্পদ্বারা বিরাট্পুরুষের বিরাট্শরীরের উৎপাদন করেন, তখন উহা (বিরাট শরীর) কত প্রকারে কল্পিত হয় ? বিরাট্ শরীর কতিবিধ অঙ্গদ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে ? কোন্ পদার্থ উক্ত বিরাট শরীরের মুখ হইল ? কোন্ পদার্থ বাহুযুগল হইল ? কোন্ পদার্থই বা উরুযুগল হইল ? এবং কোন্ পদার্থই বা পদযুগল হইল ? বেদ স্বয়ংই প্রশ্ন কর্ত্তা, এবং স্বয়ংই উত্তরদাতা। মন্ত্রটীতে সামান্য ও বিশেষ, এই দ্বিবিধরূপে প্রশ্ন করা হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে 'সামান্যভাবে বিরাট্ শরীর কত প্রকারে কল্পিত হয়', এই একটী প্রশ্ন, শেষার্দ্ধে, কোন্ পদার্থ উক্ত বিরাট্ পুরুষের মুখ হইল ? ইত্যাদি চারিটী প্রশ্ন করা হইয়াছে। 'বিরাট্ পুরুষ', ও 'বিরাট্ শরীর', এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি ? সমষ্টি পুরুষ বা সমষ্টি জীব (দেবতা হইতে কৃমি-কীট পর্য্যন্ত সমুদায় জীব) বিরাট্ পুরুষের, এবং সমষ্টি শরীর—দেবশরীর হইতে কৃমি-কীট পর্য্যন্ত সমস্ত জীবশরীর বিরাট্ শরীরের—বৈরাজরূপের বাচক, বুঝিতে হইবে। শরীর ও পুরুষ, সৃষ্টির এই দুইটী অঙ্গ। অতএব বিরাট্ সৃষ্টিতত্ত্বের উপদেশ করিতে হইলে, বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি—আবির্ভাব, অপিচ বিরাট্ শরীরের—বৈরাজরূপের উৎপত্তি, এই দ্বিবিধ উৎপত্তির উপদেশ আবশ্যক। পুরুষসূক্তের পঞ্চমমন্ত্রে বিরাট্ পুরুষের আবির্ভাবের উপদেশ আছে। আমরা পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। লিঙ্গশরীর ও স্থূলশরীর, এই দ্বিবিধ শরীরের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বিরাট্ শরীরের উৎপত্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, এই দ্বিবিধ শরীরেরই উৎপত্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। বেদ এইজন্য বিরাট্ পুরুষের লিঙ্গ ও স্থূল,

এই দ্বিবিধ শরীরেরই উৎপত্তিতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন। দেবগণ ব্রাহ্মণকে—ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্ট পুরুষকে বিরাটের মুখরূপে, ক্ষত্রিয়কে—ক্ষত্রিয়ত্বজাতিবিশিষ্ট পুরুষকে বাহুযুগলরূপে, বৈশ্যকে উরুযুগলরূপে, এবং শূদ্রকে তাঁহার পাদদ্বয়রূপে কল্পনা করিলেন। * বিরাট্ শরীরের কোন্ পদার্থ মুখ হইল? ইত্যাদি চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিবার পর, বেদ বলিয়াছেন, প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্রমার, চক্ষু হইতে সূর্য্যের, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নির, প্রাণ হইতে বায়ুর এবং নাভি হইতে অন্তরিক্ষের, মস্তক হইতে দ্যুলোকের, পাদযুগল হইতে ভূমির, শ্রোত্র হইতে দিক্ সকলের উৎপত্তি হইল। † তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের সপ্তম কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সৃষ্টিসাধন অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, স্বকীয় মুখহইতে সংকল্পদ্বারা প্রথমে দেবতাগণের মধ্যে অগ্নির, তৎপরে ছন্দঃ সকলের মধ্যে গায়ত্রীর, তদনন্তর মনুষ্য সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণের, তৎপরে পশু সকলের মধ্যে অজের

---

* "যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধাব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূপাদা উচ্যেতে॥
"ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"—পুরুষসূক্ত।

† "চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥"
"নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাম্ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকা অকল্পয়ন্॥"—
পুরুষসূক্ত।

সৃষ্টি করিলেন। অগ্ন্যাদি প্রজাপতির মুখহইতে সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া, বক্ষ্যমাণ সৃষ্টিহইতে শ্রেষ্ঠ। ইতঃপর বাহুদ্বয় হইতে তিনি ইন্দ্রদেবতার, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের, মনুষ্যের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের, এবং পশুর মধ্যে অবির (মেষের) সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্রাদি বাহুদেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, সমধিক সামর্থ্যবিশিষ্ট। ইহার পর, মধ্য বা উদর-প্রদেশ হইতে বিশ্বেদেবগণের, জগতীচ্ছন্দের, বৈশ্যজাতির এবং পশুদিগের মধ্যে গোর সৃষ্টি করিলেন। বিশ্বেদেবগণ, জগতীচ্ছন্দঃ, ইহারা অন্নাধার উদরপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, ভোগ্য। বৈশ্যগণ বাণিজ্যদ্বারা ধন-সম্পাদক বলিয়া ভোগ্য, গাবী—ধেনু সকল ক্ষীরাদি সম্পাদনদ্বারা ভোগ্য। ইহার পর, পাদযুগল হইতে অনুষ্টুপ্ ছন্দের, মনুষ্যের মধ্যে শূদ্রের, এবং পশুর মধ্যে অশ্বের সৃষ্টি করিলেন। *

যথোক্ত বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা, আমাদের পক্ষে (আমাদের বর্ত্তমান প্রতিভানুসারে) অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। দর্শনশাস্ত্রেও সৃষ্টির কথা আছে, কিন্তু তাহা ত এত আলঙ্কারিকভাবদ্বারা আবৃত নহে, তাহাতে ত এইরূপ অবিজ্ঞেয় রূপকাদির আবরণ নাই। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া, কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, কার্য্যমাত্রেই চেতনকর্তৃক, অতএব বিশ্বকার্য্যের কোন চেতন কর্ত্তা আছেন, ঈশ্বর পরমাণুপুঞ্জদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, অথবা

---

* "প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত তমগ্নির্দেবতান্বসৃজ্যত গায়ত্রীচ্ছন্দো রথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশূনাং তস্মাত্তে মুখ্যা মুখতো হ্যসৃজ্যন্ত * * *"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা ৭।১।১।

চৈতন্যাধিষ্ঠিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে বিশ্বজগতের সর্ব্ব-প্রকার পরিণাম হইয়া থাকে, এই সকল কথা, কোন রকমে চিন্তার বিষয়ীভূত করা যায়, পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কারকেও না হয়, চিন্তনীয়রূপে গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু এসকল কি কথা? ইহাদের তাৎপর্য্য-পরিগ্রহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বর্ত্তমান-কালে যাঁহারা বেদের প্রতি একটু শ্রদ্ধাবান্, প্রাচীনকালের জিনিস বলিয়াই হউক, অথবা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি বলিয়াই হউক, যাঁহারা বেদকে আদর করিয়া থাকেন, তাঁহারাও কি, সহজজ্ঞানে অর্থশূন্যরূপে উপলভ্যমান এই সকল বাক্যের অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝাইতে পারেন? বুঝাইতে পারা ত দূরের কথা, আপনারা বুঝিতে পারেন কি না, নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহাই বলা যায় না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, "প্রত্যেক জীব-জাতির শরীর ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব বা দৈব-মাধ্যস্থ্য (Divine interposition) হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে, যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধা-ন্তের আশ্রয় করেন, তাঁহারা ব্যবহৃত শব্দসমূহের অর্থের ভাবনা করেন না, উহাদের যোগ্যতা বা আপ্তির বিচার করিতে, তাঁহারা বিমুখ, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যাহা বলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাস নাই, তবে 'আমরা বিশ্বাস করি' তাঁহাদের এই বিশ্বাস আছে সত্য। যে বিষয়ের উপলব্ধি হয় না, সে বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপন করা, কদাচ সম্ভব নহে; বিশ্বাস বিশ্বস্তপদার্থের অনুভবমূলক, 'বিশেষ, বিশেষ জীবজাতির শরীর দৈব-মাধ্যস্থ্য হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে,' এইরূপ বিশ্বাস অনুভবমূলক হওয়া, সম্ভব নহে।" অপিচ—"অসভ্য মানুষেরা মনে করে, প্রত্যেক বিস্ময়াবহ ব্যাপার পৃথক্ পৃথক্ শরীরি-কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, এবং এইরূপ

বিশ্বাস হইতেই বহুদেবতাবাদ জন্মলাভ করিয়াছে। প্রকৃতির ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন-ভিন্ন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, এইরূপ ধারণা যে, মনুষ্যজাতিমাত্রের অসভ্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, অনুসন্ধান করিলে, তাহা জানিতে পারা যায়।" *

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে যে, কোনই সার নাই, তাহা কে বলিবে ? অসভ্যাবস্থাতে মানুষ যে, বিস্ময়াবহ ঘটনামাত্রের দৈব-মাধ্যস্থ্য বা ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বকেই কারণ বলিয়া স্থির করে, তাহা কি মিথ্যা ?

মিথ্যা নহে বটে, তবে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, অসভ্যাবস্থাতে মানুষ যে, বিস্ময়াবহ ঘটনামাত্রের দৈব-মাধ্যস্থ্যকেই কারণ বলিয়া স্থির করে, তাহার কারণ কি ? কার্য্য-কারণজ্ঞানের অপূর্ণতাই তাহার কারণ, অসভ্য লোকদিগের কার্য্য-কারণজ্ঞান নিতান্ত অপরিপুষ্ট, তাহারা সূক্ষ্মদর্শী নহে, তাহাদের ভূয়োদর্শন নাই, সুতরাং তাহাদের ব্যাপ্তিজ্ঞান অত্যন্ত সংকীর্ণ, এইজন্য যে সকল কার্য্যের কারণ স্পষ্টতঃ দেখিতে পায় না, সেই সকল কার্য্যের তাহারা দেবতা বা সূক্ষ্ম চেতন পুরুষ-বিশেষকেই কারণ বলিয়া নিশ্চয় করে, ইহা ছাড়া এই প্রশ্নের আর কি উত্তর হইতে পারে ?

---

* "We all know that the savage thinks of each striking phenomenon, or group of phenomena, as caused by some separate personal agent; that out of this conception there grows up a polytheistic conception, in which these minor personalities are variously generalized into deities presiding over different divisions of nature; and that these are eventually further generalized."

—*Principles of Biology*, *Vol. I.*, *p. 418.*

অতঃপর প্রশ্ন হইবে, 'মনুষ্যজাতিমাত্রের অসভ্যাবস্থায়, ঐরূপ বিশ্বাস হইয়া থাকে', এই বাক্য হইতে 'মনুষ্যজাতির সভ্যাবস্থাতে এতাদৃশ বিশ্বাস থাকে না', এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় কি না? 'যাহা থাকিলে, যাহা হয়, তাহা না থাকিলে, তাহা হয় না', ইহা যদি সত্য হয়, তবে অসভ্যাবস্থা থাকাতে যাহা হয়, অসভ্যাবস্থা না থাকিলে, সভ্যাবস্থার আগমনে, তাহা থাকিবে না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, ন্যায়সঙ্গত বলিতে হইবে। সভ্যাবস্থাতেও অসভ্যাবস্থার বিশ্বাস একেবারে তিরোহিত হয় না, ইহার কারণ কি? নিতান্ত বর্ব্বরাবস্থার লোকসমূহ হইতে কেপ্‌লারকে (KEPLER) অনেকতঃ সভ্য বলিতে হইবে, নিউটন্, য়ুলার, গ্রোভ্, কুক্, টেট্, ব্যাল্‌ফোর ষ্টুয়ার্ট, ওয়ালেস্, বীল্ প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক কুলতিলকদিগকেও, অসভ্য বলা যাইতে পারে না। কেপ্‌লার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ চেতন পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্ব মানিয়াছেন। গ্রহগণ স্ব-স্ব কক্ষায় নিয়ামক চেতনপদার্থ সকলদ্বারা ধৃত হইয়া থাকে ("Kepler assumed guiding spirits to keep the planets in their orbits") কেপ্‌লারের এইরূপ ধারণা ছিল। পণ্ডিত গ্রোভ্ বলিয়াছেন, "যতই নিবিষ্টচিত্তে দৃক্‌গোচর পদার্থজাতের তত্ত্বানুসন্ধান করা যায়, ততই আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হয়, কি ভূত, কি ভৌতিকশক্তি, কোন পদার্থকেই যখন সৃষ্টি বা নাশ করা সম্ভব নহে, অপিচ কোন কার্য্যের মূল কারণাবধারণও যখন অসম্ভব, তখন ঈশ্বরেচ্ছাই অখিল কার্য্যের মূলকারণ, সৃষ্টি ঈশ্বরকৃতি, এই কথা বলাই মানবোচিত।" * অধ্যাপক টেট্ ও ব্যাল্-

* "In all phenomena, the more closely they are investi-

ফোর ষ্টুয়ার্ট, তাঁহাদের 'অন্সিন্ য়ুনিভার্স' (Unseen Universe) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, 'ব্যক্ত জগতের পরিণাম চৈতন্যাধিষ্ঠিত অব্যক্তদ্বারা হইয়া থাকে।' ক্রমবিকাশবাদী ওয়ালেস্ও ঈশ্বরেচ্ছাকেই মূল শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রাসায়নিক পণ্ডিত কুকের কথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, সভ্যাবস্থাতেও অসভ্যাবস্থার বিশ্বাস একেবারে অন্তর্হিত হয় না। কেবল ইহাই নহে, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে (অথ হইতে ইতি পর্য্যন্ত পাঠ করা চাই), অবগত হওয়া যায়, একজন সুসভ্য ব্যক্তিরও অসভ্যোচিত বিশ্বাস, বর্ব্বরাবস্থার সংস্কার অবসর পাইলেই, জাগিয়া উঠে। পণ্ডিত হক্সলীর ১৬ বৎসর পূর্ব্বে যে বিশ্বাস ছিল, ১৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে সংস্কারের প্রেরণায় অচেতন বা জড় প্রোটোপ্লাজম্ হইতে প্রাণের অভিব্যক্তি হওয়া যে, কোনরূপেই সম্ভব নহে, তৎপ্রতিপাদনের জন্য যথাশক্তি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, ১৬ বৎসরের পরে তিনিই আবার 'প্রাণ জড়শক্তিরই পরিণাম, জড়শক্তি ব্যতিরিক্ত শক্ত্যন্তরের অস্তিত্ব সাধনপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না,' মুক্তকণ্ঠে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারই কি, সভ্যোচিত বিশ্বাসকে অটলভাবে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন? অসভ্যকালের সংস্কার কি, তাঁহার সভ্যতাসংস্কৃত হৃদয়ে মধ্যে-মধ্যে জাগিয়া উঠে না? 'ক্রমবিকাশবাদের বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক-

---

gated, the more are we convinced that humanly speaking, neither matter nor force can be created or annihilated, and that an essential cause is unattainable—Causation is the will, Creation the act of God."

—*Correlation of Physical Forces, p. 218.*

দৃষ্টি-প্রতিভাতরূপ জড়বাদাত্মক নহে,আমরা জড়বাদী নহি',পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারও কি, মধ্যে মধ্যে অতর্কিতভাবে এইরূপ কথা বলিয়া ফেলেন না? অতএব 'প্রত্যেক বিস্ময়াবহ ব্যাপারের দৈব-মাধ্যস্থ্যকে কারণরূপে অবধারণ, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন, কেবল অসভ্যলোকেরাই করিয়া থাকে,' এই বাক্যকে অব্যভিচারী বলা যাইতে পারে না। অসভ্যাবস্থাতেও যেমন অসভ্যোচিত জ্ঞান, বিশ্বাসের একেবারে তিরোধান হয় না, সেইরূপ রাগ-দ্বেষবিরহিত, সত্যসন্ধ হৃদয় লইয়া, অনুসন্ধান করিলে, প্রতীতি হয়, অসভ্যাবস্থাতেও চরম-সভ্যোচিত জ্ঞান, বিশ্বাস কচিৎ বিদ্যমান থাকে। ক্রমবিকাশবাদী ওয়ালেস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্পষ্টস্বরে স্বীকার করিয়াছেন, ধর্ম্ম, নীতি, ও দর্শন-সম্বন্ধীয় যাদৃশ উন্নতি অতিপূর্ব্বে প্রাচ্যদেশে হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সময়েও, এই সুসভ্যাবস্থাতেও তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। * বেদ হইতে প্রাচীনতর গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, মোক্ষমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এই কথা বলিয়াছেন। বেদ পাঠ করিলে, প্রতিপন্ন হইবে, বেদে যে সকল উচ্চতম দার্শনিক সিদ্ধান্তবাক্য সন্নিবেশিত আছে,

* "Taken in connection with the great intellectual power of the ancient Greeks—which Mr. Galton believes to have been far above that of the average of any modern nation—and the elevation, at once intellectual and moral, displayed in the writings of Confucius, Zoroaster, and the Vedas, they point to the conclusion that, while in material progress there has been a tolerably steady advance, man's intellectual and moral development reached almost its highest level in a very remote past."—*Natural Selection and Tropical Nature, by A. W. Wallace, pp. 431-2.*

বর্ত্তমান কালের কোন দার্শনিক পণ্ডিত সেই সকল সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণরূপে মর্ম্মগ্রহণেও যোগ্য নহেন। তাহার পর বিজ্ঞানেরও বিমলরূপ বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়। তা'ই বলিতেছি, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসার না হইলেও, ব্যভিচারদোষ-দূষিত। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, ইহারা মহত্তত্ত্বের কার্য্য বা ধর্ম্ম। মহত্তত্ত্ব নিরতিশয় সত্ত্বগুণ-প্রধান প্রকৃতির পরিণাম। মহত্তত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিদ্বয়ের উপরাগবশতঃ ক্ষুদ্র-ধর্ম্ম, অজ্ঞান বা সংকীর্ণজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য ইত্যাদির কারণ হইয়া থাকে। অতএব সংস্কারের মলিনতাবশতঃ বুদ্ধির মালিন্য হয়, দৃষ্টিশক্তি স্থূলেই নিবদ্ধ থাকে। কার্য্য মাত্রের কারণ আছে, এই বিশ্বাস সহজ। এই সহজ বিশ্বাসের বশে লোকে কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে বিবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকে। 'কার্য্যমাত্রের কারণ আছে, এই জ্ঞান সহজ,' ক্যাণ্ট্ প্রভৃতি কতিপয় দার্শনিক, এই কথা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মিল্, স্পেন্‌সার, বেন্ প্রভৃতি পণ্ডিতবৃন্দ তাহা মানেন নাই। মিল্, স্পেন্‌সার, যাহা মানিতে পারেন নাই, ক্যাণ্ট্ প্রভৃতি তাহা মানিলেন, ইহার কারণ কি? ক্যাণ্ট্ হইতে ইহাঁরা অধিকতর সভ্য, ইহাঁদের জ্ঞান প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারবাদী ক্যাণ্ট্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হইতে অধিকতর পরিপুষ্ট ও ব্যাপকতর, এই জন্য, অথবা ইহার অন্য কোন কারণ আছে? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, প্রাচীন জ্ঞান, পুরাতন সংস্কার প্রায়ই সত্যভূমিক নহে ("Early ideas are not usually true ideas")। অপরিপুষ্টবুদ্ধি, ব্যক্তিবিশেষেরই হউক,

অথবা জাতিবিশেষেরই হউক, যে সকল সিদ্ধান্ত করে, তাহাদের সহিত সত্যের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না, তদবধারণার্থ উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা আবশ্যক হয়। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, কোন নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইত না, জ্ঞানের বৃদ্ধি তাহা হইলে, সম্ভব হইত না। পৌরুষেয় বোধ বা প্রমার (Thoughts) সহিত প্রমেয়, বিষয় বা অর্থের (Things) সম্মেলনই—একীকরণই জ্ঞানের উন্নতি, চিত্তবৃত্তির সহিত অর্থ-ক্রিয়ার সংবাদ (Harmony with things) হইতে প্রামাণ্যের বিনিশ্চয় হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আদ্য পৌরুষেয় বোধ সকলের হয়, সর্ব্বতোভাবে অর্থক্রিয়ার সহিত সঙ্গতি নাই, না হয়, নিতান্ত সামান্যভাবের সঙ্গতি আছে। যাহা বলা হইল, যদি তাহার প্রমাণের আবশ্যক হয়, তবে প্রত্যেক বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিবে। * পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার ইতঃপর কতিপয় প্রাচীন জ্ঞান-বিশ্বাসকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রাচীনদিগের জ্ঞান-বিশ্বাস প্রায়ই অপরিপুষ্ট, প্রায়ই ভ্রমাত্মক বা অর্থক্রিয়ায় বিসংবাদী। প্রাচীনদিগের খগোল-সংস্থান (Struc-

* "Undeveloped intellect, be it that of an individual or that of the race, forms conclusions which require to be revised and revised before they reach a tolerable correspondence with realities. Were it otherwise there would be no discovery, no increase of intelligence. What we call the progress of knowledge, is the bringing of thoughts into harmony with things; and it implies that the first thoughts are either wholly out of harmony with things, or in very incomplete harmony with them." —*Principles of Biology, Vol. I., p. 417.*

ture)-বিষয়ক জ্ঞান ভ্রান্ত, এতৎসম্বন্ধীয় উত্তরকালীন সিদ্ধান্ত সকল ক্রমশঃ সত্যের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। পৃথিবীর আকৃতি-সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের যেরূপ ধারণা ছিল, তাহা ভ্রান্ত, এই ভ্রান্ত-ধারণা সভ্যতার প্রথমাবস্থাতেও বিদ্যমান ছিল। প্রাচীনদিগের রূঢ়-পদার্থ বা মূলভূত বিষয়ক বিশ্বাস ভ্রম-প্রমাদ-পরিকলিত, ভৌতিক পদার্থ সকলের রাসায়নিক সংযোগ-বিভাগের তথ্য অতি অল্পদিন হইল, সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে। যন্ত্রবিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রাচীনদিগহইতে নবীনেরা যে, প্রকৃষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন, তাহা অবিসম্বাদিত। অতএব প্রাচীনদিগের বৈশেষিক সৃষ্টিবাদও ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে, ইহা বলা যায় না কি? যাহাদিগের অপেক্ষাকৃত স্থূলবিষয়ের জ্ঞান এত অপরিপুষ্ট, এইরূপ ভ্রমাত্মক ছিল, তাহারা যে, কোন সূক্ষ্মবিষয়-সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছিল, তাহা কি বিশ্বাস হয়? প্রত্যক্ষ যাহাদের এত সংকীর্ণ, এত ব্যভিচারী, তাহাদের পরোক্ষবিষয়ক জ্ঞানকে কি, অব্যভিচারী বলা যাইতে পারে?

ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের এই সকল বচন হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে, ক্যাণ্ট্ প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিত-গণ যে, সহজ-জ্ঞানের (Innate ideas) অস্তিত্ব বিশ্বাস করিয়া-ছিলেন, জ্ঞানের অপরিপুষ্টিই তাহার হেতু। ক্যাণ্ট হইতে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার নবীন, সুতরাং 'প্রাচীনের জ্ঞান-বিশ্বাস ভ্রান্ত', এই ন্যায় অনুসারে ক্যাণ্টের জ্ঞান-বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে, কিন্তু টেট্, ব্যাল্ফোর ষ্টুয়ার্ট্, কুক্, ওয়ালেস্, বীল্, মার্টি-নিউ, গ্রীন্, ইহাঁরা ত প্রাচীন নহেন, ইহাঁরা ত পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্

স্পেন্সারের করমর্দ্দন করেন, তবে ইহাঁরা কেন চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করিতেছেন? ইহাঁরা কেন ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব্বপ্রকার শক্তির মূলরূপে অবধারণ করিতেছেন? 'প্রাচীনের জ্ঞান, বিশ্বাস মাত্রেই ভ্রান্ত', এই কথাই যেন মানিলাম, কিন্তু এই বর্ত্তমান উন্নতির দিনে, বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতে নিযুক্ত টেট্ প্রভৃতি নবীন বৈজ্ঞানিকদিগের মস্তিষ্কে অসভ্যোচিত বিশ্বাস স্থান পাইল কেন, ইহার কিরূপে সমাধান করা যাইবে? সভ্যতার বিমলবায়ূ সেবন করিতে করিতে, সময়ে সময়ে অসভ্যতার ভ্রান্তি-দুর্গন্ধময় হৃৎক্লারজনক বায়ুসেবার ইচ্ছা যে, প্রবল হয়, তাহার কারণ কি? যাহা হউক, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের সিদ্ধান্ত সকল যে, অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তিদোষযুক্ত, তাহা বলিতে হইবে। ক্রমবিকাশবাদের সমর্থক পণ্ডিত ওয়ালেস্ বলিয়াছেন, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই আংশিক সভ্যতা ও বর্ব্বরতা পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করিতে পারে ("Thus in almost every part of the globe there may have been a long succession of partial civilisations, each in turn succeded by a period of barbarism * * * "—*Natural Selection and Tropical Nature, p. 432.*)। পণ্ডিত ওয়ালেস্ যাহা হওয়া সম্ভব, তাহা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহা হওয়া সম্ভব, তাহা কেন হওয়া সম্ভব, তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা যে, প্রাচীন অবস্থা হইতে অবনত, তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। অভ্যুদয়শীল পাশ্চাত্য কোবিদকুলের প্রসাদ-ভোজনপূর্ব্বক নবীন শিক্ষিতম্মন্য ভারতবর্ষীয়গণ পূর্ব্বপুরুষদিগকে অসভ্য বলিতেছেন, বর্ব্বর বলিতেছেন, তাঁহাদিগহইতে আপনাদিগকে সমুন্নত মনে

করিতেছেন, কিন্তু অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যাদৃশ উন্নতি-বিধান করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের উন্নতম্মন্য ভারতসন্তানগণ অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, অদ্যাবধি তাহার সহস্রাংশের একাংশ উন্নতিও কি, করিতে পারিয়াছেন? প্রাচীনদিগের গম্ভীরার্থক, স্বল্পাক্ষর উপদেশ সমূহের অর্থ যথাযথ-ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, বর্ত্তমানকালে উন্নতম্মন্য ভারত-বর্ষীয়দিগের মধ্যে কয়জন তাদৃশ প্রতিভাশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? তাজমহলের কারুকার্য্যের দোষপ্রদর্শন করিবার লোক অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু উহার একখানি প্রস্তরকে তুলিয়া যথাস্থানে ঠিকভাবে বসাইবার লোক বিরল। যে সকল য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় উন্নতিপক্ষে হিন্দুদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকেও মানিতে হইয়াছে, খৃষ্টাব্দের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ কলির প্রারম্ভে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক যে সকল গণনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাতে ভ্রান্তিমাত্র নাই। বেলী-নামক ফ্রান্স্‌দেশীয় একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়াছেন, হিন্দুদিগের যে জ্যোতিষগ্রন্থ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎপাঠে এরূপ প্রতীতি হয় যে, এত প্রাচীনকালেও, হিন্দুরা উক্ত শাস্ত্রের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। কেশিনি, প্লেফেয়ার প্রভৃতি য়ুরোপীয় বিখ্যাত পণ্ডিতেরা এই মতের পোষকতা করিয়াছেন, বলা বাহুল্য, কেহ কেহ ইহার অপলাপও করিয়াছেন। বেণ্টলী নামক একজন ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বেত্তা ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষগ্রন্থসমূহ যে, আধু-

নিক, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অবলম্বন করেন নাই, এমন উপায়ই নাই, কিন্তু তিনিও তাঁহার শেষ-রচিত গ্রন্থে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, প্রায় ৩২৯০ বৎসর পূর্ব্বে, যৎকালে গ্রীসরাজ্যে জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনার সূত্রপাত হয় নাই, তখন হিন্দুরা চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্রভোগ নিরূপণ করিয়াছিলেন। য়ুরোপে যে বিষয় দুইশত বৎসর মাত্র হইল, পরিজ্ঞাত হইয়াছে, ভারতবর্ষে তাহা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাঁরা বিদেশীয় হইয়াও, সত্যের আবিষ্কারার্থ যাদৃশ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন, পিতৃদ্বেষী, স্বদেশের প্রতি মমতাবিহীন, পরপিণ্ডাদ, শিক্ষিতম্মন্য ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কয়জন সত্যের অনুসন্ধান করিবার জন্য তাদৃশ শ্রমস্বীকার করিতে প্রস্তুত? ভগবান্ গুণানুসারেই সুখ-দুঃখের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, পাশ্চাত্যদেশ সত্যসন্ধ, জ্ঞানপিপাসু, স্বদেশপ্রিয়তাদি বিবিধগুণবিশিষ্ট, শৌর্য্য-বীর্য্য সম্পন্ন, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সর্ব্বসাক্ষী সর্ম্মকর্ম্মফলপ্রদ ভগবান্ তাই তাঁহাদিগের হস্তে পৃথিবীর শাসনভার সমর্পণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতা পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, অত্রিকুল-সমুৎপন্ন ঋষিগণ গণিতদ্বারা সূর্য্যগ্রহণবিষয়ক সমীচীন জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। * অতএব ভারতবর্ষে গণিতের সমধিক উন্নতি যে, অতি প্রাচীনকালে হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক পুরাতন জ্যোতিষগ্রন্থ পাঠ করিলে, অব্যক্তগণিত, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতির যে, ভারতবর্ষে স্মরণাতীতকাল হইতে অনুশীলন হইতেছে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। 'যাহা প্রাচীন, তাহাই

* "যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্নহ্যন্যে অশক্নুবন্॥"— ঋগ্বেদসংহিতা ৪।৪।১।১।

ভ্রান্ত', পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের, এই মত যে, সত্যভূমিক নহে, তাহা জানাইবার জন্য দুই এক কথা বলিলাম। ভারতবর্ষে ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতির কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা জানান আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য নহে, অতএব এবিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক আর কোন কথা বলা হইল না।

বেদ হইতে জীবের জন্ম-সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদের 'তাৎপর্য্য' হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, আত্মা, পরমাত্মা, লিঙ্গদেহ, দেবতা, কর্ম্ম, ছন্দঃ, এই সকল পদার্থের স্বরূপ কি, তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। পৌরুষেয় বোধ বা প্রমার সহিত অর্থের সম্মেলন—একীকরণ প্রামাণ্য-বিনিশ্চয়ের উপায় বটে, কিন্তু যে সকল বিষয় স্থূল-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহাদের জ্ঞান কিরূপে অবধারিত হইবে? স্থূল-প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ সকলের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা, যদি সভ্যতার নিয়মবিরুদ্ধ না হয়, উন্নতিপ্রার্থীর যদি তাহাদের তত্ত্বানুসন্ধান প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে, উহাদের স্বরূপাবধারণের উপায় কি, তাহা জানা আবশ্যক। বিনা পরীক্ষায় কাহাকেও সত্য বা মিথ্যারূপে স্থির করা, প্রেক্ষাবানের কর্ত্তব্য নহে। লিঙ্গশরীর থাকিতে পারে না, দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণবিরুদ্ধ, দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন অসভ্যাবস্থার লোকদিগের পক্ষেই সম্ভব, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কি, যথোচিত পরীক্ষাপূর্ব্বক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন?

আমাদে বিশ্বাস, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি জড়ৈকত্ববাদী পণ্ডিতগণ প্রাগুক্ত আত্মাদি পদার্থসমূহের যথাযথভাবে পরীক্ষা

না করিয়াই, 'উহাদের অস্তিত্ব অসম্ভব,' এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন'। অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসস্থাপনের যোগ্যতাও, পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, ছন্দের ভেদে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রবৃত্তি ইত্যাদি সকলেই প্রতিভানুসারে ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করে। যাহা বিশ্বাস করিবার যোগ্যতা লইয়া, যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই তাহা বিশ্বাস করেন, তদতিরিক্ত পদার্থে বিশ্বাস-স্থাপন, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পণ্ডিত স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, "বিশ্বাস অনুভবমূলক, যাহার অনুভব হয় না, তাহাকে বিশ্বাস করা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিশ্বাস করা নহে।" বিশ্বাস যে, অনুভবমূলক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, অনুভব ব্যতিরেকে যে বিশ্বাস হয়, তাহা যে, বস্তুতঃ বিশ্বাস-পদবাচ্য নহে, তাহা যে, আভাসমান বিশ্বাস, শাস্ত্রও তাহা বলিয়াছেন। তবে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার অনুভব বলিতে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, শাস্ত্র ইহার সেইরূপ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। নৈয়ায়িকগণ বুদ্ধিকে (জ্ঞান—উপলব্ধি) অনুভূতি ও স্মৃতি, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অনুভূতিকেও আবার প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দজ, এই চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 'অনুভব' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতে ইহার স্বরূপ সুন্দরভাবে নির্ণীত হইয়া থাকে। 'অনু'পূর্ব্বক 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'অপ্' প্রত্যয় করিয়া, 'অনুভব' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'ভূ' ধাতু প্রাপ্ত্যর্থকও হইয়া থাকে; এবং প্রাপ্ত্যর্থক ধাতু সকল জ্ঞানার্থকও বটে। 'অনু' উপসর্গ, এস্থলে পশ্চাদর্থবাচী। 'অনুভব' সুতরাং 'পাশ্চাত্য-প্রকাশ', এই অর্থের বাচক। 'পশ্চাৎ', 'অপর' শব্দের উত্তর প্রথমা, পঞ্চমী বা সপ্তম্যর্থে 'আতি' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ

হইয়াছে ('পশ্চাৎ।' পা ৫।৩।৩২)। 'অপর', 'পর', 'পূর্ব্ব', ইহারা আপেক্ষিক শব্দ। পূর্ব্বের তুলনায় 'অপর' অপর। অতএব 'অনুভব' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, আমরা যাহা অনুভব করি, তাহা বুদ্ধিস্থ বিষয়। তার্কিকগণ ভাষান্তরে এই বুদ্ধিস্থ সংস্কারকেই, চিত্তে এই পূর্ব্বতর অধিষ্ঠানের প্রকাশকেই 'নির্ব্বিকল্পজ্ঞান' বলিয়া থাকেন। ক্যাণ্ট্ ইহাকেই প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কার'(An *a priori* element in all knowledge) বলিয়াছেন। কোন দ্রব্যের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, যেরূপ ক্রিয়া হয়, অধ্যবসায়িনী বুদ্ধি তাহাকে তদ্রূপে নিশ্চয় করে, বুদ্ধিতে তৎকর্ম্মের সংস্কার লগ্ন হইয়া থাকে। উক্ত দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের পুনর্ব্বার সম্বন্ধজনিত ক্রিয়া পূর্ব্বানুভূত ক্রিয়ার সদৃশ, বুদ্ধি-দ্বারা তাহা নিশ্চিত হইলে, তবে আমরা বুঝিতে পারি, 'ইহা অমুক দ্রব্য'। অতএব 'ইহা এইরূপ' বা 'এইরূপ নহে', বুদ্ধিস্থ সংস্কার বা প্রতিভাদ্বারাই তাহা বিনিশ্চিত হয়। ভর্ত্তৃহরি এইজন্যই বলিয়াছেন, 'ইহা এইরূপ', সকলেই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, জ্ঞান, বিশ্বাস, বিবেক, ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি ইত্যাদির প্রতিভাই নিয়ন্ত্রী—ব্যবস্থাপিকা, প্রতিভাদ্বারাই জাতি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাসাদি ব্যবস্থাপিত হয়। বাহ্যপদার্থ নাই, বিজ্ঞানই একমাত্র সৎ, যিনি এইরূপ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই বিজ্ঞানবাদী (Idealist) হয়েন; জড়পদার্থ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই, যিনি এবম্প্রকার প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছেন, তিনি জড়বাদী হয়েন, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, তদ্ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই বিশ্বজগতের উপাদান, এবং তিনিই নিমিত্তকারণ, যিনি এইরূপ প্রতিভা লইয়া পৃথিবীতে

আগমন করিয়াছেন, তিনি অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন। ফলতঃ সৎকার্য্যবাদ, অসৎকার্য্যবাদ, সৎকারণবাদ, অসৎকারণবাদ, জ্ঞানের স্বতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদ, স্বতঃ প্রামাণ্য ও স্বতঃ অপ্রামাণ্যবাদ, পরতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ অপ্রামাণ্যবাদ, পরতঃ প্রামাণ্য ও স্বতঃ অপ্রামাণ্যবাদ ইত্যাদি সকল বাদই ভিন্ন-ভিন্ন প্রতিভামূলক, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ ছন্দের পরিণাম হইতে পৃথক্ পৃথক্ বাদের আবির্ভাব হয়। যে কারণে বাহ্য-প্রকৃতির বিচিত্রতা হয়, আন্তর প্রকৃতিরও সেই কারণেই বিচিত্রতা হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সত্ত্বাদি গুণভেদেই যে, মত বা জ্ঞানের ভেদ হয়, তাহা বিদিত আছেন, সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যে জ্ঞান-দ্বারা সর্ব্বভূতে—ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত পদার্থসমূহে এক অব্যয়—অপরি-ণামী ভাবের, এক অখণ্ডবস্তুর দর্শন হয়, নানা নাম ও রূপ-ভেদবশতঃ বিভক্ত, ভিন্ন-ভিন্ন রূপে উপলভ্যমান পদার্থজাতের মধ্যে যে জ্ঞানদ্বারা এক অবিভক্ত ভাবের—অদ্বিতীয় অখণ্ডৈকরস পরমাত্মার পরিগ্রহ হইয়া থাকে, সেই ঐকাত্ম্যজ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিবে। সত্ত্বগুণের আধিক্যে বিভক্তের মধ্যে অবিভক্ত ভাবের, বিশেষের মধ্যে সামান্যের (Identity amidst diversity) আবিষ্কার হইয়া থাকে। অধ্যাপক জেবন্স বিজ্ঞানের কিরূপে উদয় হয়, তাহা বুঝাইবার সময়ে বলিয়াছেন, বিশেষ-বিশেষরূপে উপলভ্যমান ভাবজাতের মধ্যে সামান্যভাবের আবিষ্কার হইতে বিজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে, সাত্ত্বিক-জ্ঞানকেই অধ্যাপক জেবন্স্ 'বিজ্ঞান' (Science) এই নামদ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। যে জ্ঞানদ্বারা সর্ব্বভূতে পৃথক্ত্ব-

হেতু পৃথক্ পৃথক্ নানা ভাব অবগত হওয়া যায়, তাহাকে রাজস জ্ঞান বলে। রাজস-জ্ঞানই ভেদবুদ্ধির কারণ। যে জ্ঞানদ্বারা এক কার্য্যেই (দেহেই হউক, প্রতিমাদিতেই হউক) কৃৎস্নবৎ—সমস্ত বা পরিপূর্ণবৎ বিবেচনা হয়, দেহই বা দৃশ্যমান জড়বর্গই আত্মা, জড়শক্তি ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, লোকে এইরূপ অভিনিবেশযুক্ত হয়, যে জ্ঞান অহৈতুক—শাস্ত্রাদি জ্ঞান-হেতু হইতে যে জ্ঞান জন্মলাভ করে না, যে জ্ঞান উপপত্তি বা যুক্তি-শূন্য, যে জ্ঞান পারমার্থিক আলম্বন বিরহিত, অতএব যে জ্ঞান অল্পবিষয়, অল্পফল, সেই জ্ঞান তামস। তমোগুণের আধিক্যে এইরূপ জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। * তামস-জ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তি লৌকিক পদার্থ ব্যতীত কোন অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্ব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না, লৌকিক কর্ম্ম ভিন্ন, স্বর্গাদি-প্রাপক, মোক্ষ-প্রাপ্তির হেতুভূত কোন কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। শ্রীভগবান্ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস, এই ত্রিবিধ জ্ঞানের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা-দের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, 'মতভেদের কারণ কি,' এই প্রশ্নের সুন্দররূপ মীমাংসা হইবে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, জড়ৈকত্ববাদ, বিজ্ঞানৈকত্ববাদ ইত্যাদি বাদসমূহ যে, ত্রিগুণভেদে

---

* "সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামস মুদাহৃতম্॥"— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। অতএব যাঁহার যেরূপ প্রতিভা, তিনি যে, সেইরূপ কর্ম্মই করিবেন, তাঁহার জ্ঞান বিশ্বাস যে, সেইরূপই হইবে, তাহা স্থির।

অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে যে কারণে সকলের বিশ্বাস হয় না, তাহা বুঝিতে পারা গেল। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, লিঙ্গদেহ, পূর্ব্ব-কর্ম্মসংস্কার, এই সকল অলৌকিক—লৌকিকপ্রত্যক্ষের বহির্ভূত পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার যোগ্যতা যাঁহাদের নাই, তাঁহাদিগকে ইহাদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করান অসম্ভব। অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস না হইলেও, বেদাদি শাস্ত্রব্যাখ্যাত সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে উপলব্ধ হইতে পারে না।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত ইত্যাদি দর্শনশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও সৃষ্টিতত্ত্বের যথাশক্তি বিবরণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁদের কেহই ত বেদ বা পুরাণের ন্যায় রূপকাদি আলঙ্কারিক আবরণের ব্যবহার করেন নাই, আল-ঙ্কারিক আবরণের ব্যবহারপূর্ব্বক বেদ বা পুরাণ সৃষ্টিতত্ত্বকে আরও দুর্ব্বোধ্য করিয়াছেন কেন, আমরা অতঃপর সংক্ষেপে এই প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিব। রূপকাদি আলঙ্কারিক আবরণের ব্যবহারপূর্ব্বক বেদ ও পুরাণ সৃষ্টিতত্ত্বকে আরও দুর্ব্বোধ্য করিয়াছেন কেন, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণ যে তত্ত্বের, অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন, বেদ বা পুরাণ, সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে, রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার কারণ কি, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, 'অলঙ্কার' কোন্ পদার্থ, অলঙ্কার-শাস্ত্রের আবির্ভাবের কারণ কি, অলঙ্কার প্রধানতঃ কত

প্রকার, অপিচ দর্শন ও বিজ্ঞান যে রীতিতে পদার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, তাহাহইতে বেদ ও পুরাণের পদার্থতত্ত্ব-ব্যাখ্যানের রীতির কোন্ অংশে পার্থক্য আছে, অগ্রে তাহা জানা বা স্মরণ করা আবশ্যক। বিজ্ঞান জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, অসৎ—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার উৎপত্তি হয় না, অপিচ যাহা সৎ—যাহা বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহারও নাশ অসম্ভব, এই স্বতঃ-সিদ্ধের বা স্বীকৃত বিষয়ের স্মরণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের শক্তি-সাতত্য (Persistence of force) 'সতের নাশ হয় না,' এই সত্যমূলক। 'সতের নাশ অসম্ভব,' এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় ? এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বা পরতঃ-সিদ্ধ—পরীক্ষালব্ধ, উক্ত প্রশ্নের এই দ্বিবিধ উত্তর পাওয়া যায় ? দ্বিবিধ উত্তর পাওয়া যায় কেন ? 'স্বতঃসিদ্ধ' শব্দের অর্থ হইতেছে, আত্মতঃ সিদ্ধ, আপনা হইতে নিষ্পন্ন। 'স্ব' শব্দ 'আত্মা' এই অর্থের বাচক, যাহা 'স্ব' বা আত্মা হইতে সিদ্ধ, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব বলা বাহুল্য, 'স্বতঃসিদ্ধ' শব্দের অর্থ কি, তাহা জানিতে হইলে, 'আত্মা' কোন্ পদার্থ, তাহা জানা আবশ্যক। যিনি সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপক, যিনি নিত্য, তিনি 'আত্মা', 'আত্মন্' শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। সর্ব্ব-গতত্ব—সর্ব্বব্যাপকত্ব, অখণ্ডৈকরসত্ব 'আত্মন্' শব্দের মূল অর্থ বটে, কিন্তু সাত্ত্বিক-জ্ঞান ব্যতীত রাজস বা তামস জ্ঞানদ্বারা, 'আত্মন্' শব্দের এই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থের পরিগ্রহ হয় না, রাজস ও তামসজ্ঞান বিভক্ত জ্ঞানের—ভেদবুদ্ধির জনক। সাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আত্মপর—আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয় না, এইজন্য জ্ঞানের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। যাঁহারা রাজস, তাঁহারা জ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে পারেন না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের ভেদবশতঃ জ্ঞান-বিশ্বাসের যে, ভেদ হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহা বিদিত হইয়াছি।

যাঁহাদের দৃষ্টিতে আত্মা সর্ব্বব্যাপক, আত্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্থান্তরের অস্তিত্ব যাঁহাদের সাত্ত্বিকজ্ঞানে পতিত হয় না, তাঁহারা সকল কার্য্যকেই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া থাকেন, অপিচ তাহা বলাই তাঁহাদের পক্ষে প্রাকৃতিক। আত্মা যাঁহাদিগের দৃষ্টিতে সর্ব্বব্যাপক নহে, 'আন্তর ও বাহ্য স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে,' যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহারা দ্বৈতবাদী হইয়া থাকেন। দ্বৈতবাদের মধ্যেও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যবশতঃ মতের বিবিধ ভেদ হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদিগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি, (যাঁহাদের সত্ত্বগুণ রজোগুণ দ্বারা অভিভূত নহে) স্বতঃসিদ্ধপদার্থ যে, আছে, তাহা মানিয়া থাকেন, 'কার্য্যমাত্রের কারণ আছে,' 'যাহা বস্তুতঃ সৎ, তাহার নাশ হয় না,' ইত্যাদি জ্ঞান যে, মানবের সহজ, স্বতঃসিদ্ধ, তাহা স্বীকার করেন। ফলকথা, 'সতের নাশ হয় না, এ জ্ঞান যে, স্বতঃসিদ্ধ, তাহাতে সন্দেহলেশ নাই। 'আত্মা' নিত্য, অপরিণামী, এই জন্যই লোকের 'সতের নাশ হয় না,' এইরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতে যদি নিত্য বা অপরিণামী পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে, কাহারও অপরিণামী পদার্থের জ্ঞান হইত না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রত্যক্ষের অবিষয় সর্ব্বকার্য্যের কারণ, আদ্যন্ত রহিত, অপরিচ্ছিন্ন সত্তাকে ('An unconditioned Reality, without beginning or end') নিত্য বলিয়াছেন। 'আত্মন্' শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ ও পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের যথোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শক্তিপদার্থ, আপাতদৃষ্টিতে অনেকতঃ সমান বলি-

য়াই প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার যাবৎ উক্ত পদার্থকে চিন্ময় বলিয়া না বুঝিতেছেন, তাবৎ তাঁহার লক্ষিত 'শক্তি', এবং শাস্ত্র ব্যবহৃত 'আত্মন্'-শব্দ অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার শক্তিকে অবিকার-হেতু ও বিকার-হেতু, এই দুই প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বিকারহেতু শক্তিরও ইহাঁর মতে ক্রিয়মাণ ও স্থিতিশীল (Actual and Potential), এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার আত্মার সন্মাত্ররূপের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চিন্ময়ভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই। অসতের উৎপত্তি বা সতের নাশ অসম্ভব, বৈজ্ঞানিকগণ, এই কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি, এই সত্যের ব্যাপকরূপ দেখিয়াছেন? যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহাই সূক্ষ্মাবস্থাতে বিদ্যমান ছিল, তাঁহারা কি, এই কথা বলিতে পারিয়াছেন? নিশ্চয়ই পারেন নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতা বলিয়াছেন, প্রলয়কালে জগৎ পরব্রহ্মে নাম-রূপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান ছিল। বেদপাদাশ্রিত দর্শনসমূহ এই বেদোপদেশেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আস্তিক বা বেদ পাদাশ্রিত ষড়্দর্শনের সৎকার্য্যবাদ, অসৎকার্য্যবাদ ও সৎ-কারণবাদ যে, মূলতঃ পরস্পর বিরোধী নহে, পূর্ব্বে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞান আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দুইটী শক্তিকেই সৃষ্টি ও লয়ের কারণ বলিয়াছেন। বিজ্ঞানের আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ (Attraction and repulsion) শক্তি বেদাদি শাস্ত্রোক্ত রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিদ্বয়েরই পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি। বিজ্ঞান রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়ের একটু বিবরণ প্রদান করিয়া-

ছেন, কিন্তু সত্ত্বগুণের স্বরূপ-নিরূপণে বিশেষ যত্ন করেন নাই। চৈতন্য ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বিজ্ঞান যদি এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ শাস্ত্রের ন্যায় যথাযথভাবে চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে, শাস্ত্রের উপদেশ তাঁহার সমীপে দুর্ব্বোধ্য হইত না। বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই বিশ্বজগতের কারণ। চৈতন্য সর্ব্বব্যাপক, এমন স্থান নাই, যে স্থানে চৈতন্যের ব্যাপ্তি নাই। অতএব প্রত্যেক পরমাণুর স্পন্দন যে, দেবকৃত, প্রত্যেক পরমাণুর স্পন্দন যে, চৈতন্যের অধিষ্ঠানবশতঃ হইয়া থাকে, এই কথা প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইবে কেন? পুরাণ পাঠ করিলে, পাঠক জানিতে পারিবেন, রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব, এই গুণত্রয়কে পুরাণ যথাক্রমে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, সংহারকর্ত্তা রুদ্র, এবং পালনকর্ত্তা জগৎপতি বিষ্ণু, এই নামে উক্ত করিয়াছেন, ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ই রজঃ, তমঃ ও সত্ত্ব, এই গুণত্রয় ("রজো ব্রহ্মা তমো রুদ্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বং জগৎপতিঃ। অতএব ত্রয়ো দেবা অতএব ত্রয়োগুণাঃ॥"—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৬ অধ্যায়)। ণ্ডেয় পুরাণ ৪৬ অধ্যায়)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, ইহাঁরা অন্যোন্য-মিথুন, ইহাঁরা অন্যোন্যাশ্রয়ী, ক্ষণকালের জন্য ইহাঁদের বিয়োগ হয় না, ক্ষণকালও ইহাঁরা পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করেন না। রজোগুণাধিষ্ঠিত চৈতন্যই ব্রহ্মা, তমোগুণাধিষ্ঠিত চৈতন্যই মহেশ্বর এবং সত্ত্বগুণাশ্রিত চৈতন্যই বিষ্ণু। 'রজোগুণ ব্রহ্মা', এতদ্বাক্যের অভিপ্রায় হইতেছে, 'রজোগুণাধিষ্ঠিত' চৈতন্যই 'ব্রহ্মা', বেদ রজোগুণাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা ব্রহ্মাকেই হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বলিয়াছেন। পুরাণের এইকথা যে, বেদের অনুবাদ, পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন। মৈত্র্যুপনিষদে উক্ত হইয়াছে, এক চিদাত্মা উপাধি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের এক একটীর প্রাধান্য বশতঃ

ব্রহ্মাদি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়েন। সংকল্প (ইহা আমার কর্ত্তব্য ইত্যাকার মনোবৃত্তি—মানস বিকার বা কর্ম্ম), অধ্যবসায় (কর্ত্তব্য বিষয়ের স্বরূপ, সাধন এবং ফল, এই সকলের যথাবৎ অবধারণ-রূপ বুদ্ধিবৃত্তি—বৌদ্ধবিকার বা কর্ম্ম), এবং অভিমান (আমি ইহাতে সমর্থ—যোগ্য, আমি ইহা করিতে পারি, ইত্যাদি অহং-কার), অচেতন মৃতশরীরে ইহারা পরিদৃষ্ট হয় না, মৃতশরীরের সংকল্প, অধ্যবসায় বা অহংকার থাকে না, সংকল্পাদি জীবৎশরী-রেই দেখা গিয়া থাকে। মৃতশরীরের যখন সংকল্পাদি থাকে না, এবং সপ্রাণদেহে যখন ইহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, তখন সংকল্পাদি শরীরাতিরিক্ত পদার্থবিশেষের সদ্ভাব—লিঙ্গদেহাদি বিলক্ষণ পদার্থান্তরের অস্তিত্ব প্রমাপক, সংকল্পাদি দেহ ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে, ইহা প্রতিপাদন করে। শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রজাপতি (সমষ্টি বৈরাজপিণ্ড বা বিরাট্ শরীরাভিমানী দেব) ও বিশ্ব, (ব্যষ্টি শরীরাভিমানী দেব) ইহাঁদের, সংকল্প, অধ্যবসায় ও অভিমান, ইহারাই অস্তিত্ব প্রমাপক, সংকল্পাদিদ্বারা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সদ্ভাব সপ্রমাণ হয়। প্রজাপতি প্রভৃতি দেবগণ সত্ত্বগুণ-পরিণামে প্রতিবিম্বিত চিদাত্মারই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ, সত্ত্বগুণ-পরি-ণামেই চিদাত্মার (সর্ব্বব্যাপক হইলেও) বিশেষ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণে রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয়ের সম্পর্কের তার-তম্যানুসারে চিদাত্মার আবির্ভাবের তারতম্য হয়, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম ইত্যাদির হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে ("সংকল্পা-ধ্যবসায়াভিমানলিঙ্গঃ প্রজাপতির্বিশ্বেত্যস্ত প্রাগুক্তা এতাস্তনবঃ।"—মৈত্র্যুপ-নিষৎ)। দেবতা এক, তবে অধিষ্ঠান বা উপাধিভেদে তিনি প্রধানতঃ রুদ্র, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, এই তিন রূপে ত্রিধা হইয়া থাকেন।

তামস উপাধিতে অধিষ্ঠান করাতে, তিনি 'রুদ্র' এই নামে, রাজস উপাধিতে অধিষ্ঠান করাতে, 'ব্রহ্মা' এই নামে, এবং সাত্ত্বিক উপাধিতে অধিষ্ঠান করাতে 'বিষ্ণু' এই নামে অভিহিত হয়েন। তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক, এই তিনটীই সামান্য উপাধি বটে, তবে গুণত্রয়ের পরিণামভেদের নানাত্ববশতঃ উপাধিরও নানাবিধত্ব হইয়া থাকে। শ্রুত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, এইজন্য বিবিধ অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার প্রতিভা লইয়া পৃথিবীতে আগমন করেন নাই, তাঁহারা শাস্ত্র পাঠপূর্ব্বক বহু দেবতার সংবাদ পাইয়া, বিস্মিত হইয়া থাকেন, বৈদিক আর্য্যজাতিকে (অসভ্যদিগের ন্যায় অনেক দেবতা-বাদী বলিয়া) উপেক্ষা করেন, বর্ব্বরেরা যে কারণে বৃক্ষাদি অচেতন পদার্থজাতকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, বৈদিক আর্য্যজাতিও যে, সেই কারণেই অগ্নি, সূর্য্য, জল, পৃথিবী, বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, তরু, লতা ইত্যাদিকে পূজা করিয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এইজন্যই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবাদী ব্যক্তিমাত্রকেই বর্ব্বরশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। যিনি যাহাই করুন, যাহাই বলুন, প্রতিভাই তৎসমুদায়ের মূল। আমাদের বিশ্বাস, বর্ব্বরেরা যে বুদ্ধিতে প্রত্যেক বিস্ময়াবহ ঘটনাকে দেবতাকর্ত্তৃক মনে করে, বৈদিক ঋষি ও আচার্য্যেরা সেই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন নাই। অসভ্যদিগের দেবতাজ্ঞান এবং বৈদিক ঋষি ও আচার্য্যদিগের দেবতা জ্ঞান একরূপ, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহাদের প্রতিভা নিতান্ত তামস। বিনা পরীক্ষায়, বিশেষরূপ তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া, ঝটিতি কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপ-

নীত হওয়া, প্রেক্ষাবানের, সভ্যশিরোমণির অনুচিত। 'রাগ-দ্বেষ-মলীমস চিত্তে সত্যের রূপ যথাযথভাবে পতিত হয় না', এই অমূল্য শাস্ত্রোপদেশ স্মরণ করিলে, অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বর্ব্বরেরা দেবতা বলিতে, বৃক্ষাদির দৃশ্যমান শরীর-কেই লক্ষ্য করে, বৈদিক ঋষি ও আচার্য্যগণ কি, তাহা করিতেন ? "নিতান্ত অসভ্যাবস্থার মানুষগণ তাহাই করিয়া থাকে, বেদের প্রথম বয়সে দেবতা বলিতে দৃশ্যমান অগ্ন্যাদিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তৎপরে সভ্যতার ঈষৎ বিকাশ হইতে আরম্ভ হইলে, দেবতাজ্ঞান ক্রমশঃ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, স্থূলের অন্তরে দেবতা আছেন, এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে, আধ্যাত্মিক, আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক, দেবতার এই রূপভেদের কল্পনার সূত্র-পাত হইয়াছে", যুক্তিকুশল আধুনিক পণ্ডিতগণের এবম্প্রকার মতটাও আমাদের শোনা আছে। এস্থলে এসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, প্রস্তাবিত বিষয় হইতে দূরে আসিতে হইবে, এই জন্য নিরস্ত হইলাম। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-ভেদে যত প্রকার ভাব আছে, বেদাদি-শাস্ত্র পাঠ করিলে, তত-প্রকার দেবতার সংবাদ পাওয়া যায়। দেবতা কত সংখ্যক, এই প্রশ্নের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, অথর্ব্ববেদসংহিতা, যজু-র্ব্বেদসংহিতা, উপনিষৎ ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহ যে উত্তর প্রদান করিয়া-ছেন, নিবিষ্টচিত্তে তাহা চিন্তা করিলে, দেবতাবিষয়ক শাস্ত্রীয়োপ-দেশের গভীরত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক বিস্মিত হইতে হয়। মৈত্র্যুপনিষৎ বলিয়াছেন, এক দেব উপাধিভেদে প্রথমতঃ ত্রিধা হয়েন, তৎপর অষ্টধা হয়েন, একাদশধা হয়েন, দ্বাদশধা হয়েন, অপরিমিতধা হয়েন। প্রাণ, আদিত্য, সনক্ষত্র চন্দ্র, এবং পঞ্চভূত, এই অষ্টবিধ ভাবে অধি-

ষ্ঠান করাতে, তিনি অষ্টধা, একাদশ ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করাতে, একাদশধা, মনঃ ও বুদ্ধি, এই পদার্থদ্বয়ের ভেদবিবক্ষাতে দ্বাদশধা, এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহের অনন্তত্বহেতু অপরিমিতধা হইয়া থাকেন। এক আত্মাই অন্তরে সাক্ষী, প্রমাতৃ ও কর্ত্তৃরূপে, বাহিরে ঈশ্বর, কাল ও দেবতাদিরূপে বিভাবিত হয়েন। আত্মাই ভূতসমূহের অধিষ্ঠাতা, আত্মাই ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, আত্মাই প্রাণের অধিষ্ঠাতা, আত্মাই মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা, আত্মাই ইহাদিগের নিয়ামক, ইহাদের চালক। অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, এই অতীব গুর্ব্বর্থ শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য কি, বৈদিক আর্য্যজাতি কাহার উপাসনা করিতেন, দেবতা কোন্ পদার্থ, অতঃপর তাহা চিন্তনীয়, বিকলাঙ্গ আধুনিক প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ, সেইদিন পূর্ণ বা পরিপুষ্টাঙ্গ হইবে, সেইদিন ইহা, ইতস্ততঃ স্যন্দমান নদীসকল, সরিৎপতির সহিত সম্মিলিত হইবার পর, যেমন স্ব-স্ব পৃথক্ পৃথক্ নাম-রূপ ত্যাগপূর্ব্বক এক অখণ্ড সমুদ্রাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ বেদাদি শাস্ত্রবর্ণিত সুবিশাল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদার্ণবের সহিত সম্মিলিত হইয়া, একাকার ধারণ করিবে। *

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা 'চৈতন্যাধিষ্ঠিত অব্যক্ত

---

* "অথ যোঽখলু বাবাস্য তামসোঽংশোঽসৌ স ব্রহ্মচারিণো যোঽয়ং রুদ্রোঽথ যোঽখলু বাবাস্য রাজসোঽংশোঽসৌ স ব্রহ্মচারিণো যোঽয়ং ব্রহ্মাঽথ যোঽখলু বাবাস্য সাত্ত্বিকোঽংশোঽসৌ স ব্রহ্মচারিণো যোঽয়ং বিষ্ণুঃ স বা এষ একস্ত্রিধাভূতোঽষ্টধৈকাদশধা দ্বাদশধাঽপরিমিতধা বোদ্ভূত উদ্ভূতত্বাদ্ভূতং ভূতেষু চরতি প্রবিষ্টঃ স ভূতানামধিপতির্বভূবেত্যসা আত্মাঽন্তর্বহিশ্চান্তর্বহিশ্চ।"—
মৈত্র্যুপনিষৎ।

মৈত্র্যুপনিষদের এই সকল কথা স্মরণ করিবেন। বেদের সহিত পুরাণের

হইতে ব্যক্ত জগতের পরিণাম হয়, এই কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেক কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বীকার না করিবেন কেন? মৈত্র্যুপনিষৎ বলিয়াছেন ঈশান, শম্ভু, ভব, রুদ্র, তমঃপ্রধান-মায়োপাধিক (তমঃ প্রধান মায়া বা প্রকৃতি হইয়াছে, উপাধি যাঁহার) পরমাত্মার, প্রজাপতি, বিশ্বসৃক্, হিরণ্যগর্ভ, সত্য, প্রাণ, হংস, রজঃপ্রধান-মায়োপাধিক পরমাত্মার, এবং শাস্তা, বিষ্ণু, নারায়ণ, শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান-মায়োপাধিক পরমাত্মার বাচক। 'দেবতা' কোন্ পদার্থ, তাহা না জানিলে, বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের মূল্য যে, যথাযথভাবে উপলব্ধি হইবে না. আমরা পূর্ব্বেই তাহা জানাইয়াছি। শতপথব্রাহ্মণ, অথর্ব্ববেদ, শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার সংবাদ পাওয়া যায়, 'আয়ুস্তত্ত্ব' বা 'ঋষি ও দেবতা' নামক গ্রন্থে আমরা 'দেবতা' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা একবার শ্রবণ করিবেন।

বিজ্ঞান সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া, শক্তিসাতত্য, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, পরমাণু ইত্যাদিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়াছেন। কর্ম্ম সংস্কার যে, সৃষ্টির কারণ, অন্ততঃ সৃষ্টিবৈচিত্র্যের হেতু, স্পষ্ট, অস্পষ্ট, যে ভাবেই হউক, বিজ্ঞানকে তাহা অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে, লিঙ্গদেহের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, আমরা পরে তাহা জানাইব। বিজ্ঞান কোন বস্তুর (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ১৮২ পৃষ্ঠাতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত টিন্ড্যালের বচন স্মরণ করিবেন) আত্যন্তের

বা দর্শনাদি শাস্ত্রের যে, কোন বিরোধ নাই, এতদ্দ্বারা তাহা কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অনুসন্ধান করেন না, কোন্ ব্যক্তি বা বস্তু পরমাণুপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছে, উহাদিগকে বিবিধ ইতরেতর কার্য্যকারিণী আশ্চর্য্য-ভূত শক্তি দিয়াছে, বিজ্ঞান তাহা জানেন না, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াও, বিজ্ঞান কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ব্যক্তজগতের আদ্য বা অব্যক্ত অবস্থায় পরমাণুসকল অনির্দ্দেশ্য দূরবর্ত্তী হইয়াছিল, তৎপরে কি জন্য, এবং কিরূপেই বা উহারা প্রথমতঃ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, বিজ্ঞান এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ সচেষ্ট হওয়া, অনর্থক মনে করেন। জীবের প্রথমাভিব্যক্তি কিরূপে হইল, বিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহেন। বিজ্ঞান একবার বলিয়াছেন, অপ্রাণ হইতে সপ্রাণ পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব, অন্যবার বলিয়াছেন, জীবের প্রথমাভিব্যক্তি যে, অপ্রাণ বা জড় হইতেই হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পুরুষ অগ্নি ও জলের সংযোগদ্বারা বাষ্প প্রস্তুত করে, উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা ঐ বাষ্পের যথাপ্রয়োজন নিরোধ করে, তৎপরে বাষ্পযন্ত্রে কর্ম্ম বা গতি উৎপন্ন হয়, তদনন্তর তৎ-সংযুক্ত রথসকল দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। বাষ্পবলে রথসকল দ্রুতবগে চলিতেই পারে, কিন্তু আপনা হইতে যথাপ্রয়োজন ষ্টেশনে, ষ্টেশনে থামিতে পারে না, ষ্টেশনে, ষ্টেশনে স্থগিত করা, চেতন পরিচালকের কার্য্য। যাঁহারা অগ্নি ও জলের সংযোগদ্বারা বাষ্পোৎপাদন, উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা বাষ্পের নিরোধ ইত্যাদি ব্যাপা-রের কারণানুসন্ধান করেন না, বাষ্পবল, এবং তাহার কার্য্য, এই দুইটীকেই যাঁহারা চিন্তার বিষয়ীভূত করেন, বাষ্পীয়রথের বাষ্প-বল যে, উহাকে ইচ্ছামত চালাইতে বা থামাইতে পারে না, যাঁহারা তাহা ভাবেন না, বাষ্পীয়রথের চলনব্যাপারের মধ্যাবস্থাকেই

যাঁহারা পরীক্ষণীয়রূপে গ্রহণ করেন, তাঁহারা অনায়াসেই বলিতে পারেন, জড় বাষ্পবল ভিন্ন বাষ্পীয়রথের দ্রুতবেগে একদেশ হইতে দেশান্তরে গমনের অন্য কোন কারণ নাই, অচেতন বাষ্পীয় রথ চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া, শুদ্ধ বাষ্পবলদ্বারা একদেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যাঁহারা পরমাণুসকল সুপ্তোত্থিত হইয়া, দীর্ঘকালের বিচ্ছেদের পর, আত্মীয়জনগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, পরস্পরের দিকে, পরস্পর তীব্রবেগে ধাবমান হইতেছে, এই অবস্থাকে আদিরূপে গ্রহণ করেন, প্রাণ মনঃ, বুদ্ধি, চৈতন্য, ইহারা জড়শক্তিরই কার্য্য, নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিতে বা বুঝাইতে না পারিলেও, যাঁহারা প্রতিভা-বিশেষের প্রেরণায় এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, জড়-প্রকৃতির আপেক্ষিক সাম্যাবস্থাপ্রাপ্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ, চরমোন্নতি, যাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত, পরিদৃশ্যমান পৃথিবী-লোক ভিন্ন লোকান্তরের অস্তিত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন না, মনুষ্যব্যতীত উৎকৃষ্টতর জীবের অস্তিত্ব যাঁহাদের মতে অসম্ভব, তাঁহারা অনায়াসে বলিতে পারেন, চেতন পুরুষের কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করা, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা বর্ব্বরের কার্য্য, তাঁহারা উদ্দেশ্যবিহীন অচেতন প্রকৃতি, চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া, স্বভাবতঃ বিবিধ পরিণাম সাধন করিতে পারেন, বিনা বাধায় এইরূপ মত প্রকাশ করিবার যোগ্য।

বেদ বিশ্বজগতের আদ্যন্তের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, জীব যে, জড়প্রকৃতির কার্য্য নহে, তাহা বুঝাইয়াছেন, চেতনের প্রেরণা ব্যতীত অচেতন যে, কোনরূপ ক্রিয়া করিতে

পারে না, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বা ঈশ্বর দ্বারাই যে, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য্য সম্পাদিত হয়, প্রলয়কালে জীবসকল যে, পূর্ব্বকল্পে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের সংস্কার বা অদৃষ্টসহ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে, বেদ তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদ হইতে আবির্ভূত পুরাণ এবং দর্শনাদি শাস্ত্রসমূহও, বিজ্ঞানের (Science) ন্যায় প্রকৃতির মধ্যাবস্থারই কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান-পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, ইহাঁরাও প্রকৃতির আদ্যন্তের স্বরূপ যথাসম্ভব বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছেন। অতএব বেদাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃটিতত্ত্বের সহিত বিজ্ঞানবিবৃত সৃষ্টিতত্ত্বের কিরূপে সর্ব্বাংশে একতা বা সামঞ্জস্য থাকিতে পারে ?

তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যভূমিকাতে পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্য 'বেদ' কাহাকে বলে, বেদের বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ কি, বেদাধ্যয়নের অধিকারী কে, তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, "যে গ্রন্থ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের অলৌকিক উপায় বলিয়া দেয়, তাহা বেদ ; ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের অলৌকিক উপায়ই বেদের বিষয় ; তদ্বোধই বেদের প্রয়োজন, তদ্বোধার্থীই বেদের অধিকারী, এবং ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় কি, যিনি তাহা জানিতে চাহেন, তাঁহার সহিত বেদের উপকার্য্য-উপকারক সম্বন্ধ।" 'ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায়', এই বাক্যের অর্থ কি ? যাহা লোকপ্রসিদ্ধ, লোকবিদিত, তাহা লৌকিক, যাহা তদতিরিক্ত, অর্থাৎ স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা যাহা জানা যায় না, তাহা 'অলৌকিক'। প্রত্যক্ষ ও অনুমান (Experience and reasoning), এই দুইটী-

কেই লোকে জ্ঞানের, কোনরূপ তথ্যের আবিষ্কারের (Discovery of truth) প্রধান উপায় বা সাধন বলিয়া জানেন, প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণদ্বারা যাহা জানা যায় না, প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের যাহা অবিষয়, তাহাকে কোন্ প্রমাণে জানা যাইবে ? বেদই লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থ-তত্ত্বাবধারণের একমাত্র প্রমাণ। বেদই, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থ-তত্ত্বাবধারণের একমাত্র প্রমাণ, এতদ্বাক্যের আশয় কি ? আমরা (পরে 'বেদ ও শব্দতত্ত্ব, এবং অলঙ্কার, ন্যায় ও ব্যাকরণ'-শীর্ষক প্রস্তাবদ্বয়ে) উক্ত বাক্যের আশয় কি, তাহা জানাইতেছি, আপাততঃ শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদ, এই উভয়ের একটু সমালোচনা করিব।

শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও প্রতীচ্য ক্রমবিকাশবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।—পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের যে সকল দোষ দেখাইয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা জানাইয়াছি, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের অনুপপত্তি প্রদর্শনার্থ তিনি যে সকল যুক্তিশর প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারা যে, সত্য-বর্ম্ম-রক্ষিত বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারে নাই, দুই এক কথায় তৎপ্রতিপাদনেরও চেষ্টা করিয়াছি। "কার্য্যমাত্রেই উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের ভেদাভেদ-দৃষ্টি হইতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ

জন্মলাভ করিয়াছে। আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, সকলেই সৃষ্টি-প্রলয়-পরম্পরার অনাদিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে কৃত কর্ম্মসমূহ প্রলয়-কালে সংস্কারাত্মাতে বিদ্যমান থাকে, এই কথা আস্তিক দার্শনিক-মাত্রের অভিমত। কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টি-বৈষম্যের কারণ, আদ্য-সৃষ্টিও (মহাপ্রলয়ের পর যে সৃষ্টি হয়, তাহাকেই এস্থলে আদ্যসৃষ্টি বলা হইতেছে) ইহাঁদের মতে পুণ্য-পাপাপেক্ষ, আদ্যসৃষ্টিতেও ঈশ্বর বা চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করেন, প্রলয়কালে কর্ম্মসমূহ সংস্কারাত্মাতে বিদ্যমান থাকে বলিয়া, আদ্যসৃষ্টিতেও ঈশ্বরের পুণ্য-পাপ-সাপেক্ষত্ব উপপন্ন হয় ("ন কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।"—বেদান্তদর্শন ২।১।৩৫)। ছান্দোগ্যো-পনিষৎ বলিয়াছেন, ইহলোকে জীবগণ যে-যে কর্ম্মনিবন্ধন ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক ইত্যাদি যে যে জাতি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই রূপ কর্ম্ম-জ্ঞান-বাসনাঙ্কিত হইয়া, প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিকালে উহারা তত্তদ্‌ভাবেই আবির্ভূত হইয়া থাকে ("ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবন্তি তদা ভবন্তি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। ভগবান্ মনু এই শ্রুত্যুপদেশের ব্যাখ্যা করিবার জন্য বলিয়াছেন, প্রজাপতি বা ঈশ্বর পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণকে সৃষ্টি করেন, পূর্ব্বকল্পে যে জীব যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তদ্রূপ কর্ম্মানু-সারে যে জাতিতে জন্মগ্রহণ উচিত, সেই জীবকে সেই জাতিতেই উৎপাদন করিয়া থাকেন, শুভকর্ম্মবশতঃ জীবের দেব-মনুষ্যাদি জাতি এবং অশুভ-কর্ম্মবশতঃ তির্য্যগাদি যোনি প্রাপ্তি হয়। ব্যাঘ্রাদি প্রত্যেক জাতির জাত্যুচিত কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে,

পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হইয়াও, জীবগণ স্ব-স্ব জাত্যনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে। যে জীব যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, সে জীব তজ্জাত্যু-চিত কর্ম্মভিন্ন অন্যরূপ কর্ম্ম করিতে ক্ষমবান্ হয় না, তাহার জ্ঞান, তাহার প্রবৃত্তি কদাচ ঈশ্বরকৃত মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে পারে না। কেবল চেতন পদার্থ নহে, অচেতন পদার্থ সকলও স্ব-স্ব বিশিষ্টপ্রকৃতি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকে, ইহারাও স্বভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। বসন্তাদি ঋতুগণ যেমন আপন আপন অধিকারকালে স্ব-স্ব চিহ্ন ধারণ করে, সেইরূপ শরীরধারী পুরুষেরাও আপন আপন কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। * শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের ইহাই তাৎপর্য্য। এক্ষণে ক্রম-বিকাশবাদের আশয় কি, তাহা স্মরণ করিব।

'এভোলিউশন্' (Evolution) শব্দের মূল অর্থ (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) অভিব্যক্তি (The act of unfolding or unrolling)। সূক্ষ্ম বা বীজভাবে বিদ্যমান—কারণাত্মাতে অবস্থিত বস্তুর ক্রম-বিকাশ-ব্যাপার বুঝাইতেই পূর্ব্বে 'এভোলিউশন্' (Evolution) শব্দের ব্যবহার করা হইত, কিন্তু আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ (পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগ, এবং ভৌতিকশক্তির রূপান্তর-প্রাপ্তিকেই যে বাদ সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের কারণরূপে অবধারণ

---

* "যন্তু কর্ম্মণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্ক্ত প্রথমং বিভুঃ।
স তদেব স্বয়ন্তেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥"
হিংস্রো হিংস্রে মৃদুঃ ক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বয়মাবিশৎ॥
যথর্ত্তুলিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তুপর্য্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥" —মনুসংহিতা।

করিতেছেন) 'সূক্ষ্ম বা বীজভাবে বিদ্যমান বস্তুজাতের বিকাশ,' 'এভোলিউশন্' (Evolution) শব্দের এইরূপ অর্থ গ্রহণ আবশ্যক মনে করেন না, যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহাই যে, সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, আধুনিক 'এভোলিউশন্‌বাদ' এবম্প্রকার মত পোষণের কোন কারণ দেখিতে পান না। এভোলিউশন্ (Evolution) শব্দটী ইদানীং উন্নতির (Progress) পর্য্যায়রূপেই ব্যবহৃত হইতেছে, অধস্তন অবস্থা হইতে ঊর্দ্ধে গমনই 'এভোলিউশন্' (Evolution) শব্দের আধুনিক ব্যাবহারিক অর্থ। উন্নতিই যথোক্ত ক্রমবিকাশবাদীদিগের মতে, প্রকৃতির নিয়ম (Progress is the law of Nature.)। উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম, এক জাতীয় জীব ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, ক্রমোন্নতিবাদই যুক্তি বা বিজ্ঞান-সম্মত বাদ, ক্রমোন্নতিবাদিগণ কোন্ প্রমাণে এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ?

স্থূলপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, ক্রমোন্নতিবাদিগণ এই দুইটী প্রমাণেরই প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, এই প্রমাণদ্বয়-দ্বারাই তাঁহারা ঐ সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পরিবর্ত্তন বা পরিণাম যে, জগতের ধর্ম্ম, স্থূলপ্রত্যক্ষদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয়। উন্নতি ও অবনতি, এই শব্দদ্বয়, পরিবর্ত্তনের বাচক, একরূপ পরিবর্ত্তনকে আমরা উন্নতি, এবং অন্যরূপ পরিবর্ত্তনকে অবনতি বলিয়া থাকি। ঊর্দ্ধে গতি 'উন্নতি'-শব্দের, এবং অধোগতি 'অবনতি'-শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা, তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ইত্যাদি শ্রুতিপাঠে অবগত হইয়াছি, 'প্রেতি' বা প্রকৃষ্ট গতিকেই বেদ 'ধর্ম্ম' বলিয়াছেন

("আহ দেবা বৈ ক্ষয়ো দেবেভ্য এব যজ্ঞং প্রাহ প্রেতিরসি ধর্ম্মায় ত্বা ধর্ম্মজিন্বেত্যাহ মনুষ্যো বৈ ধর্ম্মো * * *।"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদসংহিতা)। প্রেতি বা প্রকৃষ্ট গতিই 'উন্নতি'-শব্দের অর্থ। সাংখ্য-কারিকাতে উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মদ্বারা ঊর্দ্ধে গমন হয়, এবং অধর্ম্মদ্বারা অধোগতি হইয়া থাকে, জ্ঞানদ্বারা অপবর্গ বা মুক্তি হয়, তদ্বিপর্য্যয়—তত্ত্বজ্ঞানের অভাব বন্ধনের কারণ ("ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ। জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ ॥"—সাংখ্যকারিকা)। মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন, যাহা হইতে অভ্যুদয়—উন্নতি, এবং নিঃশ্রেয়স (Highest good) সিদ্ধ হয়, তাহা ধর্ম্ম ("যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"—বৈশেষিকদর্শন)। মর্ত্ত্যধামে মনুষ্যকেই শ্রুতি 'ধর্ম্ম' বলিয়াছেন। পৃথিবীতে মনুষ্যই যে, জৈব উন্নতিস্রোতের বিশ্রামস্থল, তাহা বলা যাইতে পারে। 'উন্নতি প্রকৃতির নিয়ম', এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরীক্ষা করিতে হইলে, আমাদিগকে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, 'উন্নতি', 'প্রকৃতি' ও 'নিয়ম', এই শব্দত্রয়ের অর্থ কি, তৎপরে বিচার করিতে হইবে, 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম', এই বাক্যের উদ্দেশ্যের (Subject) সহিত বিধেয়ের সঙ্গতি উপপন্ন হয় কি না, এই বাক্যে যে সকল পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারা যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত কি না। অর্থকে আভ্যন্তর ও বাহ্য, এই দুইরূপে [illegible]গ করা হইয়া থাকে। শব্দ আভ্যন্তর ও বাহ্য, এই দ্বিবিধ অর্থেরই বাচক। যে শব্দের সহিত যে অর্থের নিত্য বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ আছে, সেই শব্দের যদি তদর্থেই ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে, তাহা যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে, তাদৃশ শব্দজ্ঞানই প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। নাগেশভট্ট

বলিয়াছেন, যেখানে আভ্যন্তর অর্থের বাহ্যার্থের সহিত সংবাদ—সংগতি আছে, সেখানে তৎ শব্দকে প্রমাণ, এবং যেখানে তাহা নাই, আভ্যন্তর অর্থের যে স্থলে বাহ্যার্থের সহিত বিসংবাদ উপলব্ধ হয়, সেখানে তৎশব্দকে অপ্রমাণরূপে নিশ্চয় করা হইয়া থাকে। অতএব 'এই শব্দ প্রমাণ কি না,' অপিচ এই জ্ঞান প্রমাণ কি না, ইত্যাদির উপপত্তি হইয়া থাকে ("যত্র হ্যাভ্যন্তরার্থস্য বাহ্যার্থেন সংবাদঃ স শব্দঃ প্রমাণং বিসংবাদে ত্বপ্রমাণমিতি ব্যবস্থা। এবমেবায়ং শব্দঃ প্রমাণং ন বেত্যাদেরিদং জ্ঞানং প্রমাণং ন বেত্যাদেশ্চোপপত্তিঃ * * *।"—মঞ্জূষা)।

'উন্নতি' ও 'অবনতি', এই দুইটী শব্দই আমাদের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'অবনতি'-শব্দবোধ্য আভ্যন্তর অর্থের সহিত বাহ্যার্থের সংবাদ আছে কি না, 'অবনতি'-শব্দবোধ্য অর্থ বা জ্ঞান অবাস্তব—আকাশকুসুমবৎ বৈকল্পিক, অথবা ইহা বাস্তব, বাহ্যজগতে অবনতি পদবোধ্য অর্থের রূপ আমরা দেখিতে পাই কি না? 'অবনতি'-শব্দ প্রমাণ, কি অপ্রমাণ, তাহা স্থির করিতে হইলে, বাহ্যজগতের যতপ্রকার ভাব আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাদের পরিণাম বা পরিবর্ত্তনের, তাহাদের গতির তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। ভৌতিক-রাজ্য, উদ্ভিদ্‌রাজ্য, সংকীর্ণচেতনরাজ্য, এবং বিশিষ্টচেতনরাজ্য, প্রকৃতির এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব—এই চতুর্ব্বিধ সোপানপংক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, অতএব 'অবনতি'-শব্দ প্রমাণ কি অপ্রমাণ, তাহা স্থির করিতে হইলে, এই চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক পর্ব্বেরই পরিবর্ত্তন বা গতির তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভৌতিক-রাজ্যাদি চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক পর্ব্বের মধ্যে উত্তরোত্তরকে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব হইতে সাধারণতঃ উন্নত বলিয়া বিবেচনা

করা হয়। ভৌতিক জগৎ (The material universe) হইতে উদ্ভিদ্ জগৎকে, উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে সংকীর্ণচেতন প্রাণি-জগৎকে, সংকীর্ণ-চেতন প্রাণি-জগৎ হইতে বিশিষ্টচেতন মনুষ্য-জগৎকে যে, উৎকৃষ্টরূপে বিবেচনা করা হয়, তাহার কারণ কি? শ্রুত্যাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে এই প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছি, অগ্রে তাহা জানাইব, পরে প্রতীচ্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবৃন্দ ইহার যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহা নিবেদন করিব।

ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতি বুঝাইয়াছেন, জগৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কার্য্যভূত। কার্য্য কারণানুরূপই হইয়া থাকে, অতএব অখিল জাগতিক পদার্থ সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্ম-স্বভাব-বিশিষ্ট। পঞ্চদশীর 'ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ' শীর্ষক প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে, সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, পরব্রহ্মের স্বভাব এই তিন প্রকার। মৃৎ-পাষাণাদি জড়পদার্থে, সত্তামাত্র অভিব্যক্ত হয়, ইতর স্বভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি হয় না। ঘোর ও মূঢ় বুদ্ধিবৃত্তিতে সত্তা ও চৈতন্য, এই স্বভাবদ্বয়ের বিকাশ হইয়া থাকে। শান্তবৃত্তিতে সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, এই তিনটীই প্রকাশ পায়। ইহাকে 'মিশ্রব্রহ্মজ্ঞান' বলা হয়। * সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের কার্য্যভূত নিখিল জাগতিক পদার্থ সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্ম-স্বভাববিশিষ্ট বটে, কিন্তু সকল পদার্থেই সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্ম-

---

* "সত্তা চিতিঃ সুখঞ্চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্বয়ং॥
সত্তাচিতিদ্বয়ং ব্যক্তং ধীবৃত্ত্যোর্ঘোরমূঢ়য়োঃ।
শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রং ব্রহ্মেত্থমীরিতং॥"—পঞ্চদশী।

স্বভাব অভিব্যক্ত হয় না। অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে আত্মার সত্তামাত্র আবির্ভূত হয়, জড় মৃৎ-পাষাণাদিতে ইতর স্বভাবদ্বয়ের (চিৎ ও আনন্দের) অভিব্যক্তি হয় না। ওষধি, বনস্পতি, ইহারা স্থাবর জীব, শ্বাসরূপ প্রাণধারিগণ জঙ্গমজীব। অচেতন মৃৎ-পাষাণাদি হইতে স্থাবর-জীবরূপ ওষধি-বনস্পতিগণ, এবং ওষধি-বনস্পতিগণ হইতে শ্বাসরূপ প্রাণধারী জঙ্গম-জীবসমূহ আত্মার অধিকতর আবির্ভাব-ক্ষেত্র। ওষধি-বনস্পতিতে জীবাত্মার কিঞ্চিৎ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। প্রাণভৃৎ জঙ্গম-জীবসমূহে চিত্ত আছে, ওষধি-বনস্পতিতে তাহা নাই, এইনিমিত্ত ওষধি-বনস্পতি হইতে প্রাণভৃৎ জঙ্গমজীবগণ আত্মার অধিকতর আবির্ভাব-ক্ষেত্র। পুরুষ বা মনুষ্যগণের মধ্যেও যাঁহারা প্রজ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহাদের বিবেকশক্তি সমধিক বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা লোকালোকদর্শী, ইহলোক ও পরলোক, এই দ্বিবিধ লোকই যাঁহারা অবলোকন করিতে সমর্থ, মর্ত্ত্য বা মরণশীল শরীরে অবস্থান করিয়াও, যাঁহারা অমৃতত্বলাভের ইচ্ছা করেন, মর্ত্ত্যধামে তাঁহারা আত্মার সমধিক বিকাশস্থান ("তস্য য আত্মানমাবিস্তারং বেদাশ্নুতে হাবির্ভূয়ঃ ওষধিবনস্পতয়ো যচ্চ কিঞ্চ প্রাণভৃৎ স আত্মানমাবিস্তারং বেদৌষধিবনস্পতিষু হি রসো দৃশ্যতে চিত্তং প্রাণভৃৎসু প্রাণভৃৎসুত্বেবাবিস্তরামাত্মা তেষু হি রসোঽপি দৃশ্যতে ন চিত্তমিতরেষু পুরুষেত্বেবাবিস্তরামাত্মা স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি বেদশ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ মর্ত্ত্যেনামৃতমীপ্সত্যেবং সম্পন্ন * * *।"—ঐতরেয় আরণ্যক)। ঐতরেয় আরণ্যক শ্রুতির 'অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে আত্মার সত্তামাত্র আবির্ভূত হয়, জড় মৃৎ-পাষাণাদিতে আত্মার ইতর-স্বভাবদ্বয়ের

অভিব্যক্তি হয় না,' ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রায় কি? 'সত্তা' বলিতে শ্রুতি কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন?

যাহা বিদ্যমান, তাহা সৎ, এবং সতের ভাব সত্তা। সত্তা ও শক্তি এক পদার্থ। শক্তির বিকারাত্মিকা ও অবিকারাত্মিকা-ভেদে দ্বিবিধ অবস্থা আছে। বিকারাত্মিকা ও অবিকারাত্মিকা, এই অবস্থাদ্বয়কে না, যথাক্রমে পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, এই নামদ্বয় দ্বারাও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, পরব্রহ্মের শক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়-দ্বারা নিগূঢ়—আবৃত হইয়া আছে, পরব্রহ্মের জগৎ-কারণভূতা ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি, বল বা ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি বিবিধ শক্তি বিদ্যমান আছে। সর্ব্বশক্তিমান্ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যখন যে শক্তিদ্বারা বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন তদ্রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। দেব-মনুষ্যাদির শরীরে পরব্রহ্মের চৈতন্যশক্তির, উপলব্ধি হয়, বায়ুতে স্পন্দনশক্তির, প্রস্তরাদিতে কাঠিন্যশক্তির, জলে দ্রব-শক্তির, অগ্নিতে দাহিকা-শক্তির, আকাশে শূন্য-শক্তির, নশ্বর-পদার্থে বিনাশ-শক্তির, এইরূপ সর্ব্বত্র পরব্রহ্মেরই শক্তি প্রকাশিত হয়। কারণাবস্থায় যেরূপ এক ক্ষুদ্র অণ্ড মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাণ্ড সর্প থাকে, অথবা এক অণুমাত্র বীজমধ্যে ফল, পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা, স্কন্ধ ও মূলবিশিষ্ট বৃহৎ বৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ কারণাবস্থায় এই সমুদায় জগৎ পরব্রহ্মে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে। ভূমিতে সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষবীজ বর্ত্তমান থাকি-লেও, যেমন দেশ ও কালবিশেষে তাহাদের কোথাও কদা-চিৎ কাহারও অঙ্কুরোৎপত্তি হইয়া থাকে, সর্ব্বকারণ, সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বরে বিদ্যমান শক্তিসমূহের মধ্যেও সেইরূপ

কোথাও, কদাচিৎ, কাহারও অভিব্যক্তি হয়। কার্য্যদ্বারা শক্তি অনুমিত হইয়া থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হয়। বীজ হইতে অঙ্কুরকে উৎপন্ন হইতে দেখিলে, আমরা বীজে যে, অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান ছিল, তাহা অনুমান করিয়া থাকি। বীজে অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি বিদ্যমান থাকিলেও, তাহার অভিব্যক্তিতে যে, নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা না থাকিলে, বীজ সর্ব্বদাই অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারগ হইত। বীজ যখন সর্ব্বদা অঙ্কুরোৎপাদন করিতে সমর্থ নহে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তির অভিব্যক্তি-পথে কোন শক্তি প্রতিবন্ধকরূপে বিদ্যমান থাকে। *

'মৃৎ-পাষাণাদিতে ব্রহ্মের সত্তা-স্বভাবের অভিব্যক্তি হয়,' এস্থলে 'সত্তা'-শব্দদ্বারা শ্রুতি তমোগুণ-প্রধান ত্রিগুণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ভৌতিকরাজ্য তমোগুণ-প্রধান, উদ্ভিদ্‌রাজ্য রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান, চেতনরাজ্য সত্ত্বগুণপ্রধান। গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারেই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সামান্যতঃ চতুর্ব্বিধ পর্ব্ব হইয়াছে। প্রত্যেক পর্ব্বের মধ্যেও গুণবৈষম্য-নিবন্ধন যে, বহু প্রকারভেদ হইবে, তাহা সুখবোধ্য। সাংখ্যদর্শন পাঠ করিলে, বুঝিতে পারা যায়, সত্ত্বগুণের আধিকত্যঃ বিকাশকেই উক্ত দর্শন উন্নতি এবং তমোগুণের প্রাধান্যকে অবনতি বলিয়াছেন। শ্রুতির সহিত সাংখ্যদর্শনের এই বিষয়ে যে, কোন বিরোধ নাই, তাহা বলা যাইতে পারে। গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, ইহারা

---

* "শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাদকার্য্যে প্রতিবন্ধনং।
জ্বলতোগ্নেরদাহে স্তানমণ্ডাদিপ্রতিবন্ধতা॥"— পঞ্চদশী।

পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে। পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব। 'পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব,' এই কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে যাইলে, প্রকৃতি যে, ত্রিগুণাত্মিকা, প্রথমে তাহাই স্মরণ হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের অন্যোন্যাভিভবচেষ্টা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতিরেকে পরিণাম হইতে পারে না। প্রকৃতি যখন ত্রিগুণাত্মিকা, গুণত্রয় যখন অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক, অন্যোন্যজননবৃত্তিক, এবং অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, সত্ত্বগুণের আধিক্যকে যখন উন্নতি, এবং তমোগুণের আধিক্যকে অবনতি বলা হইয়াছে, তখন শাস্ত্রদৃষ্টিতে 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম,' এই কথা সত্য হইতে পারে না। প্রকৃতির সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধনের যোগ্যতা আছে, প্রকৃতি দেবশরীর প্রসব করিতে পারেন, প্রকৃতি নর-শরীর উৎপাদন করিতে পারেন, প্রকৃতি তির্য্যগ্‌দেহও নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ, ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, এবং বুদ্ধিরও প্রসবিত্রী। প্রকৃতির আপূরণবশত'ই সর্ব্বপ্রকার জাত্যন্তর-পরিণাম সাধিত হইতেছে। প্রকৃতি সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করিতে পারেন সত্য, তথাপি তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সাধন করেন না, প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষাপূর্ব্বক পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মই যথাক্রমে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট গতি বা উন্নতি ও অবনতির কারণ ("পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি।"—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)। যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পুণ্য-পাপকে শ্রুত্যাদি শাস্ত্রসমূহ যথাক্রমে উন্নতি ও অবনতির কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাধর্ম্মের স্বরূপ কি, তাহা না জানিলে,

উন্নতি ও অবনতির শাস্ত্র-প্রদর্শিত কারণের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইবে না। সাত্ত্বিক কর্ম্ম ধর্ম্ম, এবং রাজসিক ও তামসিক কর্ম্ম অধর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্রিগুণকার্য্য ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে। প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষাপূর্ব্বক পরিণাম সাধন করেন, এতদ্বাক্যের তাহা হইলে, তাৎপর্য্য হইতেছে, প্রকৃতি কর্ম্মসংস্কারানুসারে পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের তারতম্যে, ইহাদের ভাগবৈষম্য-নিবন্ধন যতপ্রকার পরিণাম সঙ্ঘটিত হইতে পারে, প্রকৃতি অনাদি কাল হইতেই ততপ্রকার পরিণাম সাধন করিতেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর, জঙ্গম, চেতন, অচেতন, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, যতপ্রকার পদার্থ পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই ত্রিগুণকার্য্য, গুণত্রয়ের ভেদবশতঃ জাগতিক পদার্থসমূহের অসংখ্য ভেদ হইয়া থাকে। পরমেশ্বর সত্ত্বাদি গুণ বা রজ্জুত্রয়দ্বারা জগৎকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, বিশ্বজগতের বন্ধনরজ্জুস্বরূপ পরমেশশক্তি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়াত্মিকা। শ্রুতি বলিয়াছেন, সর্ব্ববশী পরমপিতা ভূরাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত নিখিল লোকের মর্য্যাদা ভিন্ন না হয়, ব্যবস্থা-বিপর্য্যয় না হয়, কেহ নিয়ম অতিক্রম করিতে না পারে, এই জন্য সেতুর ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। পরমেশ্বর যদ্দ্বারা সেতুর ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সত্ত্বাদি গুণ বা শক্তিত্রয়, সত্ত্বাদি শক্তিত্রয়কে যে, 'গুণ'-নামে অভিহিত করা হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ ("এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায়।"—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ)। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, দিবস, রজনী, পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ, সন্ধি, দান, যজ্ঞ, লোক (ভূরাদি), দেবতা, বিদ্যা, গতি, কাল (বর্ত্তমানাদি), ধর্ম্ম, প্রাণ, এক কথায় জগতে যে কোন

পদার্থ বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই ত্রিগুণাত্মক, গুণত্রয় পর্য্যায়ক্রমে সকল বস্তুতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। দিবসাদি সকলপদার্থই ত্রিবিধ। * সত্ত্বাদি গুণত্রয় কদাচ পৃথক্-পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে না, ইহারা অবিচ্ছিন্নরূপেই লোকের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে। যে স্থানে সত্ত্বগুণ বিদ্যমান, সেই স্থানেই রজোগুণ প্রবৃত্ত হয়, এবং যাবৎ তমঃ ও সত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাবৎ রজঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সংঘাতবৃত্তিক—সংহত-স্বভাব গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া, লোক-ব্যবহার নিষ্পাদন করে। গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়ে—পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে মূর্ত্তি গ্রহণ করে, বিজৃম্ভিত হয়, ইহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, ইহারা পরস্পর পরস্পরের অনুবর্ত্তী। + বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, সংকোচ—গুণত্রয়ের সাম্য, এবং বিকাশ—গুণক্ষোভ, প্রকৃতির এই দ্বিবিধ অবস্থা যথাক্রমে লয় ও সৃষ্টি-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সংকোচ ও বিকাশ, এই অবস্থাদ্বয়োপেত প্রধান বা

---

* "অহস্ত্রিধা তু বিজ্ঞেয়ং ত্রিধা রাত্রির্বিধীয়তে।
মাসার্দ্ধমাসবর্ষাণি ঋতবঃ সন্ধয়স্তথা॥
ত্রিধা দানানি দীয়ন্তে ত্রিধা যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ত্রিধা লোকাস্ত্রিধাদেবাস্ত্রিধাবিদ্যাস্ত্রিধাগতিঃ॥
পর্য্যায়েণ প্রবর্ত্তন্তে তত্র তত্র তথা তথা।
যৎ কিঞ্চিদিহ লোকেস্মিন্ সর্ব্বমেতে ত্রয়োগুণাঃ।"—

মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব্ব।

+ "নৈব শক্যা গুণা বক্তুং পৃথকৃত্বেনৈব সর্ব্বশঃ। অবিচ্ছিন্নানি দৃশ্যন্তে রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা॥ অন্যোন্যমথ রজ্যন্তে হ্যন্যোন্যং চার্থজীবিনঃ। অন্যোন্য-মাশ্রয়াঃ সর্ব্বে তথাঽন্যোন্যানুবর্ত্তিনঃ॥"— মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব্ব।

আ

প্রকৃতি পুরুষোত্তম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহেন, বিষ্ণুই ক্ষোভক, এবং তিনিই ক্ষোভ্য। *

মহাভারতের 'জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, তৎসমুদায়ই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে সামান্যতঃ ত্রিবিধ,' ইত্যাদি বাক্যসমূহের অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, প্রত্যেকজাগতিক পদার্থেরই আপেক্ষিক উন্নত ও অবনত অবস্থা আছে। একের তুলনায় আমরা অন্যকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বলিয়া থাকি। ভূর্লোকের তুলনায় ভুবলোক, এবং ভুবলোকের তুলনায় স্বর্লোক উৎকৃষ্ট, এইরূপ পশ্বাদি ইতর-জীবসমূহের তুলনায় মনুষ্য, মনুষ্যের তুলনায় দেবগণ উৎকৃষ্ট। ভূর্লোকের মধ্যেও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পরিণামবশতঃ দেশাদির উন্নত, অবনত বা উচ্চ, নীচ অবস্থা আছে। ভূর্লোকেও স্বর্গ আছে, নরক আছে, সুর আছেন, অসুর আছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত্রিগুণাত্মক, একথা যাঁহারা স্বীকার করিবেন, তাঁহারা দেশ, কাল, মনঃ, বুদ্ধি ইত্যাদির সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ-নির্ব্বাচন যে, প্রাকৃতিক, তাহাও অঙ্গীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। কৃতাদি যুগভেদ সত্ত্বাদি গুণভেদবশত'ই হইয়াছে। সত্ত্বগুণ যখন উদ্রিক্ত বা প্রবল হয়, মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ যখন সাত্ত্বিক হয়, তখন কৃত বা সত্যযুগ চলিতেছে, বুঝিতে হইবে ("প্রভূতঞ্চ যদা সত্ত্বং মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াণিচ। তদা কৃতযুগং বিদ্যাৎ * * *" গরুড়পুরাণ)। ত্রেতাযুগ সামান্যতঃ রজোগুণ-প্রধান, দ্বাপরযুগ সামান্যতঃ রজস্তমোগুণ-প্রধান, এবং কলিযুগ সামান্যতঃ তমো

* "স এব ক্ষোভকো ব্রহ্মন্ ক্ষোভ্যশ্চ পুরুষোত্তমঃ। স সঙ্কোচ-বিকাশাভ্যাং প্রধানত্বেঽপি চ স্থিতঃ॥"— বিষ্ণুপুরাণ।

গুণ-প্রধান। সত্ত্বগুণের যখন প্রাধান্য হয়, তখন দেশ-কালের, মন-বুদ্ধির, ভৌতিক প্রকৃতির একরূপ অবস্থা হয়, রজোগুণ বা তমোগুণের প্রাধান্যে ইহাদের অন্তরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। গুণত্রয় সর্ব্বপদার্থে পর্য্যায়ক্রমে প্রবৃত্ত হয়, অতএব এবম্প্রকার হওয়া যে, প্রাকৃতিক, চিন্তাশীলের তাহা সুখবোধ্য। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, পুরুষ বা জীবের নিদ্রা, তৎপরিত্যাগ, উত্থান ও সঞ্চরণ, এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা। নিদ্রাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থার মধ্যে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট। নিদ্রাদি অবস্থা-চতুষ্টয় যথাক্রমে 'কলি', 'দ্বাপর', 'ত্রেতা' ও 'কৃত' (সত্য), এই যুগচতুষ্টয়ের সমানার্থক। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের উপদেশ, উপবিষ্ট পুরুষের সৌভাগ্য যেমন তেমনিই থাকে, অভিবৃদ্ধিহেতু উদ্যোগের অভাবনিবন্ধন উহার বৃদ্ধি হয় না। উপবেশন পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থানশীল পুরুষের সৌভাগ্য কৃষি-বাণিজ্যাদির উদ্যোগবশতঃ বৃদ্ধ্যুন্মুখ হয়। শয়ান-পুরুষের সৌভাগ্য সুপ্তাবস্থায় অবস্থান করে, বিদ্যমান ধনের রক্ষণাদি চিন্তার অভাবহেতু বিনাশ হয়। সৌভাগ্যবর্দ্ধনার্থ দেশে দেশে পর্য্যটনশীল পুরুষের সৌভাগ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শয়ন, উপবেশন, উত্থান, এবং অবাধিত ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ বা বিকাশ, অত্যল্প চিন্তাতেই শক্তির এই চতুর্ব্বিধ অবস্থা আমাদের বুদ্ধিগোচর হয়, প্রত্যেক জাগতিক-পদার্থের জীবনে শক্তির শয়ানাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থাই লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন জাগতিক পদার্থের অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তা-বস্থায় আগমনে, অপিচ ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনে, শক্তির শয়ানাদি চতুর্ব্বিধ অবস্থাভিন্ন আমরা আর কি দেখিতে পাই? শয়ন, উপবেশন, উত্থান ও অবাধিতভাবে ইতস্ততঃ

বিচরণ, ইহারা সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরই কার্য্য। 'উন্নতিই' যে, প্রকৃতির নিয়ম, প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণদ্বারাই তাহা প্রতিপন্ন হয় না। জীববিজ্ঞান (Biology) অধ্যয়ন করিলে, জানিতে পারা যায়, ইনি প্রাণশক্তির জন্মাদি ষড়্ভাববিকারেরই বর্ণন করিয়া থাকেন। মানব জন্মগ্রহণ করে, বিদ্যমান থাকে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, তৎপরে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে বিনষ্ট হয়। অথবা কেবল মানব কেন, উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রেই জন্মাদি ষড়্ভাব-বিকারের অধীন। জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রহাদির জন্ম, স্থিতি বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ, এই ছয়টী বিকারেরই তত্ত্ব-নিরূপণের চেষ্টা করেন। গ্রহগণ অভিব্যক্ত হয়, কিছুকাল অবস্থান করে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হয়, তৎপরে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে অন্তর্হিত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ যে, এই কথা অস্বীকার করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। আদিত্যাদি গ্রহ ও উপগ্রহের অবস্থা যে, দিন দিনই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা স্থির। সবিতার সন্তাপনী-শক্তি যে, ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতেছে, বৈজ্ঞানিকগণকেও তাহা মানিতে হই-য়াছে। মনুষ্যজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে, হৃদয়ঙ্গম হয়, মনুষ্যজাতির উৎপত্তি হয়, কিছুকাল ইহা বল্যাবস্থায় অবস্থান করে, তৎপরে যৌবনাবস্থায় পদার্পণ করিয়া থাকে, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম-বিকার প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর ক্রমশঃ প্রৌঢ় ও স্থবিরদশা অতিক্রমপূর্ব্বক কালকবলে কবলিত হইয়া থাকে। পিতার অপেক্ষায় পুত্রকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হইতে দেখা যায়, আবার বিপরীত দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক, সবলদেহ পিতা হইতে মূর্খ, পাপপ্রবণ, রুগ্ন-শরীর, সমাজকলঙ্ক

পুত্রও জন্মগ্রহণ করে। এক ব্যক্তিরই বয়োভেদে শারীর ও মানস, এই উভয়বিধ প্রকৃতিরই পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। কত লোক প্রথম বয়সে ঘোর নাস্তিক থাকিয়া, পরে আস্তিক হইতেছেন, কত জড়বুদ্ধির বিমল প্রতিভার উন্মেষ হইতেছে, আবার আগুবয়সে আস্তিক থাকিয়া, অন্ত্যকালে ঘোর নাস্তিক হইয়াছেন, প্রথমাবস্থায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি থাকিয়া, পরে জড়মতি হইয়াছেন, এ দৃষ্টান্তও নয়নে পতিত হয়। দেশের উন্নতি ও অবনতি-চক্র যে, পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। পুরাণ, ইতিহাস, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি শাস্ত্রনিবহ পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, ভারতবর্ষে কোন সময়ে এরূপ অবস্থা ছিল, যদবস্থায় ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ছিল না, যদবস্থায় কাহারও অকালে মৃত্যু হইত না, যদবস্থায় পর্জন্য যথাকালে যথাপ্রয়োজন বৃষ্টি প্রদান করিতেন, তরু-লতা ফল-পুষ্প-শোভিত থাকিত, বসুন্ধরা প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রসব করিতেন, অধিক কি, যদবস্থায় ভারতবর্ষ সুখ-সমৃদ্ধিতে সুখময়ী অমরপুরীকেও উপহাস করিত, সুরগণ যদবস্থায় দুঃখবিরহিত সুরলোক ত্যাগপূর্ব্বক শান্তিময়, মুক্তিক্ষেত্র ভারতবর্ষে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সে দিন গিয়াছে। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, আধিব্যথিত, শোকোপহত, পাপভরে অবসন্ন, মহামারীর করাল-কবলগ্রস্ত, ভূকম্পবিধ্বস্ত, দুর্গত ভারতবর্ষ এক্ষণে কল্পনা-তূলিকাদ্বারাও আর তাহার সেই শাস্ত্র-বর্ণিত সৌভাগ্যের ছবি, সেই সর্ব্বাঙ্গীন সুখাবস্থার চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন না, ভারতবর্ষের কোন দিন যে, তাদৃশী অবস্থা ছিল, অত্যল্প লোকেই অধুনা তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, ভারতবর্ষের শাস্ত্রবর্ণিত

সৌভাগ্যের দিন যে, কোন কালে ছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার শক্তিও আমাদের আর নাই। ভারতবর্ষের শাস্ত্রবর্ণিত সৌভাগ্যের দিন যে, কোন কালে ছিল, তাহা বিশ্বাস করিবার শক্তি আমাদের আর নাই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা যে, দিন দিন মন্দ হইতেছে, উন্নত হইলেও, সভ্য হইলেও, বিজ্ঞানানুশীলন করিতে শিখিলেও, ঋষিদিগকে অসভ্য ও বর্ব্বর বলিবার, শাস্ত্রকে অকিঞ্চিৎকর পদার্থবোধে অবজ্ঞা করিবার সাহস জন্মিলেও, ভারতবর্ষ যে, দিন দিন অশান্তির লীলাভূমি হইতেছে, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ যে, আধিব্যাধিদ্বারা এইরূপ নিয়ত প্রপীড়িত হইত না, দুর্ভিক্ষের ভীষণরূপ, মহামারীর ঘোরামূর্ত্তি পূর্ব্বে যে, বর্ত্তমান কালের ন্যায় এখানে এইরূপ সাটোপে নৃত্য করিত না, তাহা বিশ্বাস করিতেই হইবে। তাহার পর, যদি প্রাচীন বৈদিক আর্য্যজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিল্প, সাহিত্যের, ধর্ম্ম ও নীতির উন্নতির সহিত, প্রাচীন বৈদিক আর্য্যজাতির ধৃতি, দম, শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, অধ্যবসায়, মনীষা, প্রভৃতি মানবীয় গুণসমূহের সহিত বর্ত্তমান বৈদিক আর্য্যজাতির ঐ সকল মানবীয় গুণের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে, 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম', এইরূপ সিদ্ধান্ত সত্যভূমিক নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। চরকসংহিতার বিমানস্থানে উক্ত হইয়াছে, অধর্ম্মই রোগসমূহের আবির্ভাবের কারণ, অধর্ম্মভিন্ন অন্য কোন কারণ হইতে অশুভোৎপত্তি হয় না। ত্রেতাযুগে চতুষ্পাৎ ধর্ম্মের ক্রমশঃ একপাদ হীন হয়। ধর্ম্মের একপাদ হ্রাস হইলে, পৃথিব্যাদি ভূতনিচয়ের গুণসমূহেরও একপাদ হ্রাস হইয়া থাকে, এবং তন্নিবন্ধন শস্যাদির স্নেহ, বৈমল্য, রস,

বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাবের একপাদ অন্তর্হিত বা প্রণষ্ট হয়। শস্যাদির গুণ একপাদ ক্ষীণ হইলে, আহার-বিহারেরও যথা-নিয়ম গুণপাদের হ্রাস হইবার কথা। এইরূপ ক্ষীণ বা প্রণষ্ট-গুণপাদ আহার-বিহারযোগে শরীরের যথাপূর্ব্ব উপষ্টম্ভন—ধাতু-সাম্যদ্বারা যথাপূর্ব্ব পোষণ বা পালন, ক্ষতিপূরণদ্বারা সাম্য-সংরক্ষণ হয় না। এইনিমিত্ত প্রাণিদিগের আয়ুর (Duration of life) ক্রমশঃ হ্রাস হয়, শরীর ব্যাধিপ্রবণ হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানই রোগোৎপত্তির মূলকারণ, অখিল দুঃখাবির্ভাবের একমাত্র হেতু, সর্ব্বপ্রকার অবনতির নিদান। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এই উভয়ই প্রকৃতির কার্য্য; অধর্ম্ম অবনতির কারণ; অতএব অবনতি-শব্দবোধ্য আভ্যন্তর অর্থের সহিত বাহ্যার্থের বিসংবাদ নাই, অতএব উন্নতি ও অবনতি, এই উভয়কেই প্রাকৃতিক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে বিবিধ বিচিত্র পরিণাম সাধন করেন, এই কথার 'প্রকৃতি অনাদি ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারবশে কর্ম্ম করিয়া থাকেন,' ইহাই তাৎপর্য্য। অণু বা পরমাণু সকল যে ভাবে যত সংখ্যায়, পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইলে, যে বস্তু উৎপন্ন হইবে, তাহা স্থির আছে। যেরূপ কর্ম্ম করিলে যে প্রকার ভোগায়তন দেহ হওয়া উচিত, যিনি সেইরূপ কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই সেই প্রকার দেহে প্রবেশ করিতে হইবে। পতঞ্জলিদেব এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন, ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষমাণা প্রকৃতির আপূরণ হইতে সুর, নর, তির্য্যক্ ইত্যাদির শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির পরিণাম হইয়া থাকে। ধর্ম্মের আতিশয্যে নর-শরীর সুরদেহে পরিণত

হইতে পারে, আবার অধর্ম্মের আধিক্যে মনুষ্যাদির পশ্বাদি-শরীর হওয়াও সম্পূর্ণ সম্ভব।

ভগবান্ পতঞ্জলিদেব কর্ম্মকে সামান্যতঃ কৃষ্ণ, শুক্ল-কৃষ্ণ, শুক্ল এবং অশুক্ল-অকৃষ্ণ, এই চারি প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। কেবল হিংসা প্রভৃতি কুকার্য্যে রত দুরাত্মগণের যে কর্ম্ম, যে কর্ম্ম কেবল পাপজনক, তাহা কৃষ্ণ কর্ম্ম। যে সমস্ত কার্য্য বহিঃ-সাধন-সাধ্য, যে সকল কর্ম্ম (পরপীড়া ও পরানুগ্রহ-নিবন্ধন) পাপ ও পুণ্য, এই উভয়েরই জনক হয়, সেই সকল কর্ম্মকে শুক্ল-কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। তপস্যা, স্বাধ্যায়, ধ্যান প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম বহিঃসাধনাধীন নহে, যাহারা শুদ্ধ মনদ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, যে সকল কর্ম্মনিষ্পত্তিতে পরের কোনরূপ পীড়া হয় না, যে সকল কর্ম্ম কেবল পুণ্যজনক, তাহারা শুক্ল কর্ম্ম। ক্ষীণক্লেশ (ক্ষীণ হইয়াছে, অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ যাঁহাদের), চরমদেহ (যাঁহাদিগের আর শরীর ধারণ করিতে হইবে না), সন্ন্যাসী বা যোগিগণের যে কর্ম্ম, যে কর্ম্ম পাপ বা পুণ্য কাহারই জনক নহে, তাহা অশুক্ল-অকৃষ্ণ নামে উক্ত হইয়াছে। শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্ল-কৃষ্ণ বা পাপজাতীয়, পুণ্যজাতীয় ও পাপ-পুণ্যজাতীয়, এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে যখন জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাক হয়, তখন ঐ বিপাকের অনুকূল (অর্থাৎ, সেই সেই জন্ম প্রভৃতির নির্ব্বাহ যাহা ভিন্ন হইতে পারে না, এইরূপ) সংস্কারগুলিরই উদ্বোধ হয়, অন্যবিধ সংস্কারসমূহ তখন চিত্তে অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যেরূপ কর্ম্ম হইতে দেবশরীর গঠিত হইবে, যেরূপ কর্ম্ম স্বর্গ-প্রাপ্তিজনক, তদ্রূপ কর্ম্ম হইতে নারক, পশু, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি জন্মে যে যে সংস্কারের প্রয়োজন, তাহাদের

উদ্বোধ হয় না, দেবশরীরের উপযুক্ত সংস্কারগুলিরই উদ্বোধ হয়।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সৎকার্য্যের ফল সুখ, এবং অসৎকার্য্যের ফল দুঃখ। সদসৎ কর্ম্মসকল সর্ব্বত্র পরক্ষণেই স্ব-স্ব ফল—সুখ-দুঃখ জন্মাইতে পারে না, স্বর্গ-নরকাদি স্থানে, বহুকাল পরে উহাদের ভোগ হইয়া থাকে। ভোগকালে সদসৎ কর্ম্ম থাকে না, আবার বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, কর্ম্ম করিলে, চিত্ত বা আত্মাতে সংস্কাররূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে। এই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট হইতে যথাসময়ে সুখ-দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হয়। যথোক্ত অদৃষ্ট-নামক পদার্থের অস্তিত্ব অঙ্গীকার না করিলে, জগতের বৈচিত্র্য বা সৃষ্টিবৈষম্যকে নির্নিমিত্ত বলিতে হয়। কতিপয় কর্ম্ম বা অদৃষ্ট একত্র মিলিত হইয়া, এক প্রকার জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের কারণ হয়। মরণের পর যে কর্ম্মসমষ্টি প্রবলভাবে ফলদানোন্মুখ হইয়াছে, উহাকে প্রারব্ধ বলা হইয়া থাকে। ফলোন্মুখ কর্ম্ম বা প্রারব্ধ স্ব-স্ব বিপাক (জাতি অয়ুঃ ও ভোগ) জন্মাইতে যাইয়া, তদুপযোগী সংস্কার সকলের উদ্বোধ করিয়া দেয়। প্রত্যেক জাত্যুচিত ভিন্ন-ভিন্ন-রূপ প্রতিভা বা সংস্কার আছে। যে জীব যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, সে বিনা শিক্ষায়, আপনা হইতেই সেই জাত্যুচিত কর্ম্ম করিয়া থাকে। চিত্তক্ষেত্রে সকল-জাত্যুচিত সংস্কারসমূহই লগ্ন হইয়া আছে, যথা প্রয়োজন উহাদের উদ্বোধ হয়, প্রয়োজন না হইলে, উহারা প্রসুপ্তভাবে অবস্থান করে। এক-এক জাতীয় কর্ম্মসমষ্টি হইতে এক-একরূপ জন্ম হইয়া থাকে। মানব ও

মার্জ্জার-জন্মের প্রাপক কর্ম্ম নিশ্চয়ই একরূপ নহে। যে জাতীয় কর্ম্ম যেরূপ জাতি, আয়ুঃ ও ভোগের জনক হয়, তাহা স্থির আছে। *

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, এবং রাগ ও দ্বেষ, সংসারচক্র এই ছয়টী অরাবিশিষ্ট। ধর্ম্ম হইতে সুখ ও অধর্ম্ম হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়; সুখ হইতে রাগ এবং দুঃখ হইতে দ্বেষ জন্মে; রাগ ও দ্বেষ হইতে প্রযত্নের উৎপত্তি হয়। প্রযত্ন উৎপন্ন হইলে, মনুষ্য মনঃ, বাক্ বা শরীরদ্বারা পরিস্পন্দমান হইয়া, অন্যের উপকার বা অপকার করিয়া থাকে। এই উপকার বা অপকার হইতে পুনর্ব্বার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সুখ-দুঃখের, এবং তাহা হইতে রাগ ও দ্বেষের জন্ম হইয়া থাকে। এই ভাবে ষড়র (ছয়টী হইয়াছে অরা যাহার) সংসারচক্র পরিভ্রমণ করে। অবিদ্যা এই সংসার চক্রের নেত্রী—পরিচালক, অবিদ্যাই সমস্ত ক্লেশের মূল, সাক্ষাৎ-পরম্পরায় অবিদ্যাই সংসারের মূলকারণ। মূলের নাশ হইলে, বাসনার নাশ হয়, বাসনার নাশ হইলে, ভবনিরোধ হইয়া থাকে। † যাবৎ সংসারকারণ অবিদ্যার নাশ না হইতেছে, তাবৎ জীবকে প্রাগুক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। অতএব মনুষ্যজন্মের পরে যে, পশ্বাদি জাতি-প্রাপ্তি হইতে পারে না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। মানুষ কদাচ পশ্বাদি-জাতিপ্রাপক কর্ম্ম করে না, করা সম্ভব নহে, ইহা যদি সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে, মনুষ্যজন্মের পর, পশ্বাদি-জাতিপ্রাপ্তি

---

* "কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্।"— পাং, দং।
"ততস্তদ্বিপাকানুগুণানমেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্।"— ঐ

† "হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ।"—পাং, দং।

হইতে পারে না, ইহাও সপ্রমাণ হইবে। যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, প্রকৃতি তাঁহাকে তদ্রূপ কর্ম্মফলভোগের উপযুক্ত দেহ প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাই ত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ পুনর্জ্জন্মের, লিঙ্গদেহের, মনুষ্য হইতে উৎকৃষ্টতর জীববৃন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মানবের আত্মা যে, পশ্বাদি ইতর-জীবদেহে কদাচ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, তাহা ইহাঁরা বিশ্বাস করেন নাই। 'মানবের আত্মার পশ্বাদি ইতর-জীবদেহে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব,' এই মতের স্থাপনার্থ ইহাঁরা বলিয়াছেন, যে আত্মা বহুবিধ ইতর-জীবের দেহে বাসপূর্ব্বক ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে আত্মার আর অধোগতি হইতে পারে না, যে আত্মা পূর্ব্বে যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে সেই অবস্থায় পুনরাবর্ত্তন করিতে হইবে কেন? ইহাঁদের মতেও জীবের অবনতি (Retrogression) নাই। মানবীয় আত্মার প্রাচ্য ইতর-জীবজাতিত্ব-প্রাপ্তিবাদের প্রতি ইহাঁরা একটু তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। পশ্বাদি ইতরজীবগণ মনুষ্য হইতে নিকৃষ্ট, মনুষ্য জাতি হইতে ইহাদের জ্ঞান অল্পতর, অতএব ইহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম (Merit or demerit) থাকিতে পারে না। অধর্ম্মবশতঃ মানুষের ক্রমোন্নতি-স্রোতের অবরোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া মানুষের ইতর-জীবজাতিত্ব-প্রাপ্তি হইবে না, মানুষ মানুষদেহেই অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিবে। *

* "Our system differs from the old oriental conception, which was embraced by the Egyptians, the Greeks, and the Druids, in our denial that the human soul can ever return to the body of an animal. We believe that the human soul

বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ, মানুষ কর্ম্মদোষে ইতর জীবজাতিতে অবরোহণ করে, অধিক কি, উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐতরেয় আরণ্যক ও ঋগ্বেদসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা পরম-পুরুষার্থকামী তাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই উভয়বিধ মার্গই আশ্রয় করিবেন, জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই উভয়ই পুরুষার্থের সাধন। এই দ্বিবিধ বৈদিক-মার্গ হইতে প্রমাদবশতঃ কদাচ ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নহে। যে সকল নাস্তিক, এই উভয়বিধ আম্নায়মার্গ অতিক্রম করে, তাহারা পরাভূত হয়, তাহারা পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বৈদিক-মার্গ অতিক্রমজনিত পাপের ফলভোগের নিমিত্ত কতিপয় পুরুষ আকাশে বিচরণশীল কাক-গৃধ্রাদি পক্ষি-শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে, কতিপয় পুরুষ বনগত বৃক্ষ ও ব্রীহি-যবাদি ওষধিরূপে পরিণত হইয়াছে, এবং কতিপয় ভূবিলবাসী সর্পাদি হইয়াছে। † ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন, যাহারা রমণীয়-চরণ, যাহারা পুণ্যকর্ম্মা, যাহারা ক্রৌর্য্য, অনৃত ও মায়াবর্জ্জিত, তাহারা রমণীয়যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা পাপকর্ম্মা, যাহারা

---

has already passed through this probation, and that it never can be renewed. * * * The oriental dogma of the metempsychosis misapprehended the great law of progress, which is, on the contrary, the foundation of our doctrine."

—*The Day after Death, pp. 252-3.*

† "প্রজা হ তিস্রো অত্যায়মীয়ুর্ন্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্রে। বৃহদ্ধতস্থৌ-ভুবনেষন্তঃ পবমানো হরিত আবিবেশ॥"—ঋগ্বেদসংহিতা, ৬।৯০।১৪

"প্রজা হ তিস্রঃ আত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রঃ অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ * * *।"— ঐতরেয় আরণ্যক।

অশুভ কর্ম্মসংস্কারবিশিষ্ট, তাহারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধ-বর্জিত জুগুপ্সিতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহারা স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে শ্বযোনি, শূকর-যোনি, চণ্ডালযোনি ইত্যাদি নিকৃষ্টযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞান ও কর্ম্ম, পুরুষার্থসাধন এই দ্বিবিধ আম্নায়-মার্গের মধ্যে যে সকল দ্বিজাতি শুদ্ধ জ্ঞান, অথবা কেবল কর্ম্মমার্গের আশ্রয় করেন, তাহাদের যেরূপ গতি হইয়া থাকে, শ্রুতিতে তাহাও স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা কেবল ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের সেবা করেন, যাঁহারা বিদ্যাসেবী নহেন, তাঁহারা ঘটীযন্ত্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ যথাকর্ম্ম চন্দ্রাদি লোকে আরোহণ এবং ভোগক্ষয় হইলে, পৃথিবীতে অবরোহণ করিয়া থাকেন। যাহারা জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই দ্বিবিধ মার্গের কোন মার্গেরই আশ্রয় করে না, তাহারা উভয়-মার্গ-পরিভ্রষ্ট হইয়া, দংশক, মশক, কীট প্রভৃতি অসকৃদাবর্ত্তী (পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনশীল), জীবযোনি প্রাপ্ত হয়, তাহারা এই ভূর্লোকেই অবিরাম জন্ম ও মরণবিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। *

মানুষের ইতর-জীব-জাতিতে অবরোহণ যে, বেদসম্মত, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইল। যাহা বেদসম্মত, বেদমূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্রসমূহেরও যে, তাহাই অভিমত, তাহা বলা বাহুল্য। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, মনঃ, বাক্ ও শরীর, শুভাশুভ কর্ম্ম-নিষ্পত্তির এই তিনটী সাধন, মানুষ মনঃ, বাক্ ও শরীর, এই

* "তদয ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা * * *।"— ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ত্রিবিধ সাধনদ্বারাই শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকে। মনঃ, বাক্ ও শরীর, এই ত্রিবিধ সাধনদ্বারা কৃত শুভাশুভ কর্ম্মসকলের ফলের ভোগও যথাক্রমে মনঃ, বাক্ ও শরীরদ্বারাই হইয়া থাকে। মনদ্বারা কৃত শুভাশুভ কর্ম্মসকলের ফলের (সুখ বা দুঃখের) ভোগ মনদ্বারাই হয়, বাক্‌কৃত সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল বাক্যদ্বারা, এবং কায়িক শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ শরীরদ্বারা হইয়া থাকে। যদি কোন মনুষ্য বাহুল্যতঃ শারীর অশুভ কর্ম্ম করে, যদি উহার পুণ্যাংশ স্বল্প থাকে, তাহা হইলে, ঐ কর্ম্মফলে উহার স্থাবরত্ব-প্রাপ্তি হয়। অশুভ বাচিক-কর্ম্মফলে তির্য্যগ্-জাতিত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এবং অশুভ মানস-কর্ম্মফলে চণ্ডালাদি নিকৃষ্ট মনুষ্য-জাতিতে জন্ম হয়।*

জ্যোতিষশাস্ত্রে 'বিযোনি-জন্ম'-জ্ঞানসম্বন্ধে অনেক উপদেশ আছে। 'বিযোনি-জন্ম' কাহাকে বলে? বিবিধ তির্য্যক্, পক্ষী ও স্থাবরাদির উৎপত্তিকে 'বিযোনি-জন্ম', এই নামে উক্ত করা হইয়াছে। বরাহমিহির আচার্য্যকৃত বৃহজ্জাতক-নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, কোন জাতকের ক্ষীণচন্দ্রমা যদি দ্বিরস (দ্বাদশ)-ভাগে অবস্থান করেন, এই দ্বাদশভাগ যদি বিযোনি-সংজ্ঞ হয়, বীর্য্যরহিত শুভগ্রহ সকল যদি বলবান্ রব্যাদি ক্রূর-গ্রহগণদ্বারা যুক্ত হয়েন, শনি বা বুধ যদি চতুষ্টয়গত (কেন্দ্রস্থ) হয়েন, তাহা হইলে, তাহার বিযোনি-জন্ম-যোগ আছে, বুঝিতে

* "মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভম্।
বাচা বাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈবচ কায়িকম্॥
শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্য্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্॥"—মনুসংহিতা।

হইবে। কিরূপ গ্রহসমাবেশ হইলে, কোন্ যোনি প্রাপ্তি হয়, জ্যোতিষ-শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাহা অবগত হওয়া যায়। বৃহজ্জাতকে কোন্ কোন্ গ্রাহিক-শক্তির আধিক্যে কোন্ কোন্ বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহারও উপদেশ আছে। * এই সকল শাস্ত্রোপদেশ বর্ত্তমান কালের উন্নতম্মন্য পুরুষবৃন্দের সকাশে শুদ্ধ কল্পনার বিজৃম্ভণ-বোধে উপেক্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই। যাহাই হউক, আশা হয়, বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে, একদিন ইহাদের গুরুত্ব, ইহাদের প্রয়োজনীয়তা যথাযথ-ভাবে উপলব্ধ হইবে। যাঁহারা পরলোকবিদ্বেষী, ইহলোকই যাঁহাদের দৃষ্টিতে একমাত্র লোক, বৃক্ষতত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্রোপ-দেশসমূহ কালে তাঁহাদের নিকটেও সমাদৃত হইবে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্রসকল হইতে স্থূলপ্রত্যক্ষ ও অনুমানকে যাঁহারা অধিকতর প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, উদ্ধৃত শাস্ত্রোপ-দেশসমূহ যে, তাঁহাদের হৃদয়গ্রাহী হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। 'মানুষের ইতর-জীব-জাতিতে অবরোহণ অসম্ভব', যাঁহারা এই-রূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ পাইয়া, ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই, স্ব-স্ব প্রতিভার প্রেরণাতেই তাঁহারা এবম্প্রকার মতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যুক্তি-প্রিয় পুরুষবৃন্দকে কোন কথা শুনাইতে হইলে (যদি সম্ভব হয়), বিশেষতঃ লৌকিক যুক্তির ব্যবহার আবশ্যক হইয়া থাকে।

---

* "ক্রূরগ্রহৈঃ সুবলিভির্বিবলৈশ্চ সৌম্যৈঃ ক্লীবে চতুষ্টয়গতে তদবেক্ষণাদ্বা। চন্দ্রোপগদ্বিরসভাগসমানরূপং সত্ত্বং বদেদযদিভবেৎ স বিযোনিসংজ্ঞঃ ॥"—বৃহজ্জাতক।

ক্রমোন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম, অতএব যে আত্মা যে অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, সে আত্মার পুনর্ব্বার তদবস্থা-প্রাপ্তি যুক্তি-বিরুদ্ধ, যাঁহারা মানুষের ইতর-জীব-যোনিতে জন্ম হইতে পারে না, এইরূপ মতাবলম্বী, অবগত হইয়াছি, ইহাই তাঁহাদের তাদৃশ মতসমর্থক যুক্তি। 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম', এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের পরীক্ষা করিতে হইলে, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রথমে 'উন্নতি', 'প্রকৃতি' ও 'নিয়ম', এই শব্দত্রয়ের অর্থ কি, তাহা স্থির করিতে হইবে, তৎপরে ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের নিয়ত সম্বন্ধ উপপন্ন হয় কি না, তাহা বিচার করিতে হইবে। 'উন্নতি'-শব্দের মূল অর্থ, উর্দ্ধে নতি—উর্দ্ধে গমন। 'উর্দ্ধ'-শব্দবোধ্য অর্থের জ্ঞান 'অধঃ'-শব্দবোধ্য অর্থের জ্ঞানাপেক্ষ। 'প্রকৃতি' বা 'নেচার' (Nature) কোন্ পদার্থ? 'প্রকৃতি'-শব্দের 'যাহা হইতে বা যাহাতে কোন কিছু কৃত হয়, প্রকৃষ্টরূপে করার ভাব, যাহা প্রকৃষ্টরূপে কার্য্য-সম্পাদন বা পরিণাম-সাধন করেন', শাস্ত্র হইতে এই সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। 'প্রকৃতি'-শব্দ উপাদান-কারণ বুঝাইতেই শাস্ত্রের অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'প্রকৃতির আপূরণ (অনুপ্রবেশ)-বশতঃ জাত্যন্তর-পরিণাম হইয়া থাকে' ("জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"), ভগবান্ পতঞ্জলিদেব এস্থলে 'প্রকৃতি'-শব্দের 'উপাদান-কারণ' বুঝাইতে প্রয়োগ করিয়াছেন। অভিধানে গুণসাম্য, অমাত্যাদি, স্বভাব, যোনি, লিঙ্গ, পৌরবর্গ, 'প্রকৃতি'-শব্দের এই সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে। 'প্রকৃতি'-শব্দ যতপ্রকার অর্থেই ব্যবহৃত হউক, যাহা প্রকৃষ্টরূপে ক্রিয়া বা পরিণাম-সাধন করে, যদ্দ্বারা বা যাহাতে কোন কিছু কৃত হয়, 'প্রকৃতি'-শব্দের এই ব্যুৎপত্তিই তৎসমুদায়ের

মূল। 'প্রকৃতি'-শব্দ প্রকৃতপ্রস্তাবে শক্তি বা কারণের সমানার্থক। 'নেচার' (Nature)-শব্দের মূল অর্থের সহিত 'প্রকৃতি'-পদের যথোক্ত অর্থের অনেকতঃ সাদৃশ্য আছে। * উপাদান-কারণ বা কার্য্যশক্তিসমূহই ("The powers concerned to produce existing phenomena, whether in the total or in detail; the agencies which carry on the processes of the creation; the total of all finite agencies and forces as disconnected from a creating or ordering intellegence, often conceived of as a single and separate force.") 'নেচার' (Nature)-শব্দের অর্থ। কর্ম্মদ্বারা আমরা শক্তির অনুমান করিয়া থাকি, ক্রিয়া বা কর্ম্মব্যতীত ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে শক্তির স্বরূপ দেখাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা যাহা জানি, তাহা কার্য্য (Effect)। বেদে কর্ম্ম বুঝাইতে শক্তিপদের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবান্ যাস্ক শক্তিকে কর্ম্মের বাচকরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিলে, আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, কর্ম্মমাত্রেই প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ, এবং স্থিতিশীল তমঃ, এই গুণত্রয়দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব শাস্ত্র প্রকৃতিকে ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়াছেন। কর্ম্মের উদ্দেশ্য কি? বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম হয় না, অতএব কর্ম্মমাত্রেই যে, সপ্রয়োজন, তাহা স্থির। ঈপ্সিততমের প্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া

* ল্যাটিন্ 'নেটস্', (Natus)-শব্দ হইতে 'নেচার' (Nature) শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। নেটস্ (Natus)-শব্দ জাত, উৎপন্ন—প্রসূত, এতদর্থের বাচক।

থাকে, অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্যকে পাইবার নিমিত্ত সকলে কর্ম্ম করে। প্রকৃতি কর্ম্ম করেন কেন? কর্ম্ম করাই প্রকৃতির স্বভাব, প্রকৃতি এইজন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্যকে পাইবার জন্য সকলে কর্ম্ম করে, অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, প্রকৃতির আবার কি প্রাপ্তব্য আছে, যাহাকে পাইবার নিমিত্ত প্রকৃতি কর্ম্ম করিবেন? প্রকৃতি যে, মুহূর্ত্তকালও পরিণামশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারেন না, তাহার কারণ কি? বাধা (Resistance) ব্যতিরেকে গতি বা কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয় না, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইতেছে, কাহাদ্বারা প্রকৃতি বাধিত হয়েন? 'প্রকৃতি'-শব্দ গুণসাম্যাবস্থার বাচক, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই 'প্রকৃতি'-শব্দের মূল অর্থ। প্রকৃতির বা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিক্ষোভই—ক্রিয়া বা কর্ম্ম, ইহার নাম সৃষ্টি। গুণ-ত্রয়ের সাম্য ও বৈষম্য যথাক্রমে লয় ও সৃষ্টির কারণ। গুণত্রয়ের সাম্য ও বৈষম্য, এই দ্বিবিধ অবস্থাপ্রাপ্তির কারণ কি? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার ক্রমবিকাশের স্বরূপবর্ণন করিবার সময়ে বলিয়াছেন, সাম্যভাবের অস্থায়িত্ব (Instability of homogeneous), এবং আগন্তুক বা নৈমিত্তিক-শক্তির ক্রিয়াসমূহের গুণন—অভ্যাসন (Multiplication of the effects), এই দুইটী নিয়মদ্বারাই ক্রমবিকাশ (Evolution) সংঘটিত হইয়া থাকে। অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক (Universally co-existent) আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণশক্তি-বশতঃ ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার জাগতিক-পরিণামই নির্দ্দিষ্ট তালে-তালে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, আকর্ষণ-শক্তির যখন প্রাদুর্ভাব ও বিপ্রকর্ষণশক্তির অভিভব হয়, তখন জগৎ অব্যক্তা-বস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন করে, এবং বিপ্রকর্ষণশক্তির

যখন প্রাদুর্ভাব ও আকর্ষণশক্তির অভিভব হয়, তখন ইহা ক্রমশঃ ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় প্রবেশ করে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, ইহারা সাংখ্যদর্শনের প্রতিধ্বনি-মাত্র। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতি-স্বরূপ, ইহারা প্রকৃতির ধর্ম্ম নহে ("সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ।"—সাং দং, ৬।৩৯)। শ্রুতি ও স্মৃতি পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রকৃতির ধর্ম্ম ও তৎস্বরূপ, এই উভয়রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, ভগবান্ কপিল তবে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রকৃতি-ধর্ম্মত্বের প্রতিষেধ করিয়াছেন কেন? বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে এইরূপ জিজ্ঞাসা-বিনিবৃত্তির জন্য বলিয়াছেন, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রকৃতি-কার্য্যত্বাদি বচনসমূহ, 'পৃথিবী হইতে দীপের উৎপত্তি হয়,' এতদ্বাক্যের ন্যায় অংশতঃ প্রকাশাদি কার্য্যোপহিত অভিব্যক্ত্যাদিকেই বুঝাইয়া থাকে। সত্ত্বাদি গুণত্রয় যদি প্রকৃতির ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে, জানিতে হইবে, ইহারা প্রকৃতির কার্য্যরূপ ধর্ম্ম, অথবা আকাশের বায়ুবৎ সংযোগমাত্র-হেতু নিত্যধর্ম্ম? এক প্রকৃতি হইতে দ্রব্যান্তরের সঙ্গ বিনা বিচিত্র গুণত্রয়ের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। অতএব গুণত্রয়কে প্রকৃতির কার্য্যরূপ ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। নিত্য সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অন্যোন্য-সঙ্গদ্বারাই যখন বিচিত্র সকলকার্য্যের উপপত্তি হয়, তখন গুণত্রয়াতিরিক্ত প্রকৃতি-কল্পনা অনর্থক। *

---

* "সত্ত্বাদিভ্যোঽন্যোন্যসঙ্গেন বিচিত্রসকলকার্য্যোপপত্তৌ তদতিরিক্ত প্রকৃতিকল্পনাবৈয়র্থ্যমিতি * * *।"— সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

প্রধান বা প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রয়োজন কি? নিষ্প্রয়োজন প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, যদি এই কথা অভ্যুপগম বা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, মোক্ষের অনুপপত্তি হয়, অতএব প্রকৃতির প্রবৃত্তির যে, প্রয়োজন আছে, তাহা মানিতে হইবে। সাংখ্য-দর্শন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রকৃতি স্বতঃ সৃষ্টি করেন বটে, তথাপি তাঁহার এই সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন নহে, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রকৃতির সৃষ্টি পরার্থ—পুরুষের নিমিত্ত ("অনুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্যোষ্ট্রকুঙ্কুমবৎ।"—সাং, দং ৬।৪০)। প্রধান যে, স্বতঃ সৃষ্টি করেন, অপিচ প্রধানের এই স্বতঃ সৃষ্টির যে, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গই প্রয়োজন, তাহা শুনিলাম, এখন জ্ঞাতব্য হইতেছে, বিচিত্র সৃষ্টির কারণ কি? জগৎ এমন বৈষম্যময় হইল কেন? কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচিত্রতাই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ ("কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টি-বৈচিত্র্যম্।"—সাং দাং ৬।৪১)। প্রধান বা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয়, তাহা মানিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, প্রলয়ের কারণ কি? এক কারণ হইতে সৃষ্টি ও প্রলয়, এই বিরুদ্ধ কার্য্যদ্বয় কিরূপে সংঘটিত হইবে? ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্য ও বৈষম্য, এই হেতুদ্বয়বশতঃ এক প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি ও লয়রূপ বিরুদ্ধ কার্য্যদ্বয় সংঘটিত হইয়া থাকে ("সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্য্যদ্বয়ম্।"—সাং দং ৬।৪২)। প্রকৃতি মূঢ়া, প্রকৃতি অচেতনা, আমার ইহা ভোগাদি-সাধন, এবম্প্রকার প্রতি-সন্ধান ব্যতিরেকে কাহারও কদাচিৎ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না, মূঢ়া বা অচেতনা প্রকৃতির তাদৃশ প্রতি-সন্ধান বা ঈক্ষণ সম্ভব হয় না; অতএব শুদ্ধ অচেতন প্রকৃতিদ্বারা কিরূপে সৃষ্টি ও লয়, এই বিরুদ্ধ কার্য্যদ্বয় সংঘটিত

হইতে পারে? সাংখ্যদর্শন এতদুত্তরে বলিয়াছেন, প্রকৃতি স্বভাবতঃ—সংস্কারবশতঃ সৃষ্টি ও লয়-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, অনাদি কর্ম্মসংস্কারই, অনাদি কর্ম্মের আকর্ষণই প্রকৃতির প্রবৃত্তিহেতু। সর্গাদিতে প্রকৃতি-ক্ষোভক কর্ম্মের অভিব্যক্তি কালবিশেষমাত্র হইতে হইয়া থাকে, তদুদ্বোধক কর্ম্মান্তরের কল্পনা করিলে, অনবস্থা-প্রসঙ্গ হয়। সাংখ্যদর্শন এইজন্য কাল-বিশেষকেই সর্গাদিতে প্রকৃতি-ক্ষোভক কর্ম্মের অভিব্যক্তির নিমিত্ত বলিয়াছেন। "কাল প্রকৃতি-ক্ষোভক কর্ম্মের অভি-ব্যক্তির নিমিত্ত", এই কথার অর্থ কি? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়, পূর্ব্বে বহুবার উক্ত হইয়াছে, অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা করে। সত্ত্বাদি গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, এইনিমিত্ত গুণত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, কখন সত্ত্বগুণ প্রবল, এবং রজঃ ও তমোগুণ দুর্ব্বল হইতেছে, কখন রজোগুণ প্রবল, এবং সত্ত্ব ও তমোগুণ ক্ষীণ হইতেছে, কখন তমোগুণ প্রবল এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত হইতেছে। ক্রমই (Succession) কালের ধর্ম্ম। অতএব সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পর্য্যায়-ক্রমে পরস্পরকে পরস্পরের অভিভব চেষ্টা হইতে প্রত্যেক পরিণাম নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। কাল কার্য্যমাত্রের সাধারণ নিমিত্ত-কারণ। যে নিমিত্তবশতঃ অসাধারণ উপাদান ও নিমিত্তকারণ সত্ত্বেও কার্য্যের নিষ্পত্তি ক্রমানুসারে হইয়া থাকে, যাহা চির-ক্ষিপ্রাদি ব্যবহার-হেতু, যাহা পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধির কারণ, তাহা কাল-নামক কার্য্যমাত্রের সাধারণ নিমিত্ত-কারণ। *

* জয়ন্তভট্টকৃত ন্যায়মঞ্জরী দ্রষ্টব্য।

ভর্ত্তৃহরি ও নাগেশভট্ট এইজন্য বলিয়াছেন, সকল বিকার বা কার্য্যশক্তি, কারণগর্ভে বিদ্যমান থাকিলেও, উহাদিগকে কালের অপেক্ষা করিতে হয়, অখিল বিকার বা কার্য্যশক্তি কালের প্রতিবন্ধ ও অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী, কাল যখন ইহাদিগকে কার্য্য করিতে অবসর দেন, তখন ইহারা-কার্য্য করে, কাল যখন নিষেধ করেন, তখন নিবৃত্তক্রিয় হয়। কার্য্য-শক্তি কালের ক্রমবৎ-মাত্রারূপদ্বারা প্রবিভজ্যমান হওয়াতেই বিকারগত ভেদের উপলব্ধি হয়, পরত্বাপরত্ব-বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, পরতন্ত্রা জন্মাদিময়ী শক্তিসকল স্বতন্ত্র কালশক্তির প্রতিবন্ধ ও অনুজ্ঞাদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়াতেই ক্রমবতীরূপে লক্ষিত হয়। একরূপ শক্তিদ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না, কর্ম্মের রূপ ভাবিতে যাইলেই, পরস্পর-বিরোধিনী ত্রিবিধ শক্তির রূপ নয়নে পতিত হয়। বাধা অতিক্রমই কর্ম্মের রূপ। প্রতীচ্য বিজ্ঞান আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তিকেই কর্ম্মনিষ্পত্তির—কোনরূপ পরিবর্ত্তন-সংঘটনের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন। বাধা অতিক্রম যখন কর্ম্মের রূপ, তখন ইহা সুখবোধ্য যে, প্রবৃত্তি ও প্রতিবন্ধক শক্তির বলের তারতম্যানুসারে কর্ম্মের নিষ্পত্তি দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিতক্রমে হওয়াই প্রকৃতিক। পরিণামমাত্রেই যখন অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য, তখন সকল পরিণামই যে ক্রমপরিণামী হইবে, তাহা নিশ্চিত, অপিচ পরিণামমাত্রেই ক্রমপরিণামী হইলেও, সকল পরিণামের ক্রম যে, সমান হইতে পারে না, তাহাও স্থির, দ্রব্যের অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারানুসারে পরিণামক্রমের ভিন্নতা অবশ্যম্ভাবিনী। 'পরিণামমাত্রেই ক্রমপরিণামী,' এবং 'গতিমাত্রের তাল আছে'

('All motion is rhythemical.'), আমাদের বিশ্বাস, এই বাক্যদ্বয় সমানার্থক। 'সকল ক্রিয়াই তালে তালে নিষ্পন্ন হয়', এই কথার প্রকৃত অর্থ হইতেছে, আবির্ভাবের পর তিরোভাব, তৎপরে স্থিতি, পরিণামমাত্রেই, এই ত্রিবিধ বিকারসমষ্টি, আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয় নির্দ্দিষ্ট কালাধীন। যে ক্রিয়াতে আবির্ভাবাদি পরিণামত্রয় দ্রুত, মধ্য বা বিলম্বিত, যে প্রকার কালাবচ্ছেদে নিষ্পন্ন হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। অগ্নি ও সোমের, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের, অথবা পঞ্চতন্মাত্রের যে তালের স্পন্দন হইতে যেরূপ ভাববিকারের আবির্ভাব হইতেছে, ইহাদের সেই তালের স্পন্দন হইতে চিরদিনই সেইরূপ ভাববিকারের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইবে। রাসায়নিক-সংযোগের নিয়মাবলী (The Law of Chemical combination) 'গতিমাত্রের নির্দ্দিষ্ট তাল আছে', এই সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্ভূত। "জগৎ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের, অথবা পরমাণু বা পঞ্চতন্মাত্রের স্পন্দনমাত্র, স্পন্দনের তারতম্যনিবন্ধন বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি হয়, স্পন্দনের নির্দ্দিষ্ট তাল বা ছন্দঃ আছে, নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক কোন কার্য্য সংঘটিত হয় না, কার্য্যমাত্রেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন," ইত্যাদি তথ্যসমূহই 'প্রাকৃতিক নিয়ম' (Laws of Nature)-নামে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহারাই রসায়নতন্ত্র, ভূততন্ত্র, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জ্যোতিষ (ভূগোল ও খগোল) প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞানশাখা-ব্যাখ্যাত নিয়মনিচয়ের মূলভিত্তি।

গণনা করিতে হইলে, কাহাকেও আদিরূপে গ্রহণপূর্ব্বক গণনা করিতে হয়। 'গণনা করিতে হইলে যে, কাহাকেও আদি-রূপে গ্রহণপূর্ব্বক গণনা করিতে হয়', ইহার কারণ কি? যাহা

সংখ্যাত বা গণিত হয়, তাহা ক্রিয়া বা কার্য্যপদার্থ, (Function), তাহা আদ্যন্তবিশিষ্ট, তাহা উপক্রম (Beginning) হইতে অপবর্গ বা অবসান (End)-পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপরীভূত ভাববিকার। অতএব কোন ক্রিয়া বা ভাববিকারের স্বরূপাবলোকন করিতে হইলে, কোন ক্রিয়া বা কার্য্যপদার্থের গণনা করিতে হইলে, তাহার আদ্যন্তের স্বরূপদর্শন প্রয়োজন, তাহার পূর্ব্বাপরাংশশূন্য অবস্থা-বিশেষকে (Independent variable) এককরূপে গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বাপরীভূত ভাববিকারসমূহের মধ্যে যে ভাব-বিকারের অন্য পূর্ব্ববর্ত্তিভাব লক্ষিত হয় না, তাহাকে 'আদি', এবং যাহার অন্যপরবর্ত্তিভাব বুদ্ধিগোচর হয় না, তাহাকে 'অন্ত', এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অতএব গণনা করিতে হইলে, কাহাকেও যে, আদিরূপে গ্রহণ করিতেই হইবে, তাহা সুখবোধ্য। এককের (Unit) মাত্রানুসারেই অখিল গণনীয় বা সংখ্যেয় পদার্থের সকল ক্রিয়ার মান অবধারিত হইয়া থাকে। ভগবান্ যাস্ক 'ক্রিয়া' কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, বলিয়াছেন, উপক্রম বা আরম্ভ (Beginning) হইতে অপবর্গ বা অবসান (End) পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপরীভূত ভাবই 'ক্রিয়া'-শব্দদ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। ভগবান্ যাস্কের এই কতিপয় অক্ষরাত্মক উপদেশগর্ভে জগতের চিত্র বিদ্যমান আছে। ক্রিয়াই যে, জগতের স্বরূপ, অপিচ ক্রিয়ামাত্রেই যে, ত্রিগুণাত্মক, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। গুণত্রয় অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, ইহারা পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত ও অভিভূত হইয়া থাকে। গুণত্রয়ের পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোভাবের জ্ঞানই ক্রিয়ার জ্ঞান। ক্রিয়ার ক্রমই এক, দুই, তিন ইত্যাদি সংখ্যা-নামে লক্ষিত হয়।

একরূপ পরিণাম বা একরূপ ত্রিগুণবিকারকে আমরা 'এক' বলিয়া থাকি। প্রবৃত্তি, প্রতিবন্ধ ও প্রকাশ, এই ত্রিবিধ শক্তির অন্যোন্যা-ভিভব-চেষ্টা হইতেই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেক ক্রিয়াই ত্রিগুণাত্মক। ক্রিয়ামাত্রেই ত্রিগুণাত্মক বটে, তবে কোন পরিণাম সাত্ত্বিক—সত্ত্বগুণপ্রধান, কোন পরিণাম রাজসিক—রজোগুণপ্রধান, এবং কোন পরিণাম তামস—তমোগুণ-প্রধান। গুণত্রয়ের এই প্রাধান্য এবং অপ্রধান্যেরও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে।

"সর্গাদিতে প্রকৃতিক্ষোভক কর্ম্মের অভিব্যক্তি কালবিশেষ-মাত্র হইতে হইয়া থাকে" ("সর্গাদিষু প্রকৃতিক্ষোভককর্ম্মাভিব্যক্তিঃ কালবিশেষমাত্রাদ্ভবতি"), এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা এক্ষণে বুঝিবার সুবিধা হইবে।

শাস্ত্র কালকে অখণ্ডদণ্ডায়মান ও কলনাত্মক, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্র যে প্রকার কালকে অখণ্ডদণ্ডায়মান ও খণ্ড বা কলনাত্মক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, পণ্ডিত নিউটন্‌ও সেইপ্রকার কালকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অখণ্ড কালকে পণ্ডিত নিউটন্ সাতত্য বা অবিচ্ছিন্নস্থিতি-শীলতার সমানার্থকরূপে, এবং কলনাত্মক কালকে ক্রিয়াবিশিষ্ট —ক্রিয়াপরিচ্ছিন্ন সাতত্যরূপে অবধারণ করিয়াছেন। *

মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, অখণ্ডদণ্ডায়মান কাল, ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়োপাধিযুক্ত হইয়া, ভিন্ন-ভিন্নরূপে প্রতীয়-

---

* "Absolute time and mathematical time, of itself and from its own nature flows equally without regard to anything external, and by another name is called *duration* ; relative, apparent and common time is some sensible and external measure of duration by the means of motion."

—*Principia, Book I., Translated by Motte, Vol. I., p. 9.*

মান হয়েন। 'কাল' একরূপ ক্রিয়াযুক্ত—একরূপ ক্রিয়াপরিচ্ছিন্ন হইলে, 'দিবস'-রূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, 'রাত্রি'-রূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, 'মাস'-রূপে, একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, 'বৎসর'-রূপে এবং একরূপ ক্রিয়াযুক্ত হইলে, 'যুগ'-রূপে বিশেষিত হইয়া থাকেন। কোন বিষয় জানার নাম পরিচ্ছিন্ন করা। কোন ক্রিয়া বা পরিণামের যাবৎ আদ্যন্ত দর্শন না হয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে আদ্যন্ত দর্শন না হইলেও, যাবৎ উহার ব্যাবহারিক আদ্যন্ত আমাদের বুদ্ধিতে পতিত না হয়, তাবৎ উহা পরিজ্ঞাত হয় না, তাবৎ উহাকে আমরা জানিতে পারি না। সংবেদন (Consciousness) চিত্তের একভাব হইতে ভাবান্তর-প্রাপ্তিরূপক, ইহা পৌর্ব্বাপর্য্যাত্মক ("Consciousness would almost seem to consist in the break between one state of mind and the next, just as an induced current of electricity arises from the beginning or the ending of the primary current."—*The Principles of Science, p. 4.*)। ভগবান্ বেদব্যাস স্বপ্রণীত যোগসূত্রভাষ্যে যে, ক্রমকে ক্ষণপ্রতিযোগী (ক্ষণরূপ প্রতিযোগি-অনুযোগি-ঘটিত পদার্থ), এবং পরিণামের অপরান্ত—অবসানদ্বারা গ্রাহ্য, পরিণামের অন্ত দেখিয়া অবধার্য্য বলিয়াছেন, 'ক্রিয়া বা পরিণামের জ্ঞান উহার আদ্যন্ত-জ্ঞানাত্মক, অপিচ ক্ষণ কলনাত্মক-কালের পূর্ব্বাপরাংশশূন্য অভেদ্য ভাগ (Independent constant), ইহাই তাহার অভিপ্রায়। * দিবাকরের

* পণ্ডিত সালীর 'কাল' (Time) পদার্থ-সম্বন্ধীয় নিম্নোদ্ধৃত উপদেশ এস্থলে স্মর্তব্য।—

"The perfect representation of time involves a combi-

করপাত-নিবন্ধন অন্ধকারের তিরোধানরূপ পরিণামকে 'আদি'-রূপে, এবং উহার পুনরাগমনরূপ পরিণামকে অন্ত্যরূপে গ্রহণ-পূর্ব্বক কালকে 'দিন'-নামে পরিচ্ছিন্ন—খণ্ডিত করা হয়। এই-রূপ সূর্য্যের অস্তকে আদিরূপে, এবং উহার পুনরুদয়কে অন্তরূপে গ্রহণপূর্ব্বক কালকে 'রাত্রি'-রূপে পরিচ্ছিন্ন করা হইয়া থাকে। অতএব গ্রহগণের ক্রিয়া বা গতিদ্বারা কল্পনাত্মক কালের অবয়ব গঠিত হইয়া থাকে। ক্রিয়া-সমষ্টিই মুহূর্ত্তাদি কাল। ক্রিয়ার বস্তুতঃ সমষ্টি হইতে পারে না, অসংখ্য ক্রিয়াভিব্যক্তি একত্র স্থিরভাবে অবস্থান করে না, তথাপি আমরা বুদ্ধিদ্বারা ক্রমজাত ক্রিয়াসমূহকে অভিন্নরূপে, সমষ্টিভাবে কল্পনা করিয়া থাকি। কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি মুহূর্ত্তরূপে, কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি দিনরূপে, কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি মাস-রূপে, কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি সংবৎসররূপে, এবং কতিপয় ক্রিয়া বা পরিণামসমষ্টি যুগরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ন্যায়-বৈশেষিক-মতে কাল একটী অতিরিক্ত নিত্য-পদার্থ, উপাধি-ভেদবশতঃ ইহা ক্ষণাদি মহাপ্রলয়ান্ত ব্যবহারের হেতু হইয়া থাকে। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, ইহারা কালগুণ (প্রশস্তপাদকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। কাল স্বরূপতঃ এক বটে, তথাপি

---

nation of the two kinds of representation just described. Time is for us a succession of events having individually and collectively a certain duration. Just as we only clearly intuit a certain length of space, or distance, when this is marked off or defined by two tangible or visible objects: so the distinct representation of any duration involves that of two defining points, a beginning and an end."

—*Outlines of Psychology, 6th Edition, p. 262.*

ইহার ঔপাধিক ভেদবশতঃ নানাত্বের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। সর্ব্ব-কার্য্যের আরম্ভ—উপক্রম, ক্রিয়াভিনির্বৃত্তি—পরিসমাপ্তি, স্থিতি, নিরোধ, এই সকল উপাধিভেদনিবন্ধন কালের ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে।

কলনাত্মক কাল সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরিণাম-বিশেষ ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। গুণত্রয় স্বভাবতঃ পর্য্যায়ক্রমে অবিভূ্ত ও অভিভূত হইয়া থাকে। রজোগুণের যখন প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, এবং তমোগুণের আধিক্যে লয়পরিণামের আরম্ভ হইয়া থাকে। মৈত্র্যুপনিষৎ বলিয়াছেন, চিদাত্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত প্রবিলীন-কার্য্যাবস্থ তমঃ যখন বিষমত্ব প্রাপ্ত হয়, যখন সাম্যাবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক কার্য্যোন্মুখ হয়, তখন রজোগুণের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। পরমেশ্বর-প্রেরিত তমোগুণের বিষমত্ব-প্রাপ্তিই রজোগুণ, এবং রজোগুণের বিষমত্ব-প্রাপ্তিই সত্ত্বগুণ। সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থায় আগমন, এবং বৈষম্যাবস্থা হইতে সাম্যাবস্থায় গমন, গুণত্রয়ের স্বভাব। প্রকৃতি অনাদি কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারবতী। ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার-সমূহের বৈচিত্র্যবশতঃ প্রকৃতি বিবিধ বিচিত্র পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। এক্ষণে 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম', এতদ্বাক্যের যাথার্থ্য পরীক্ষা করা যাউক।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদী সুধীবর্গ উন্নতির নিয়ম ও কারণের (Progress: its law and cause) স্বরূপ প্রদর্শনার্থ যাহা যাহা বলিয়াছেন, আমরা প্রথমে তাহা স্মরণ করিব, তৎপরে শাস্ত্র হইতে উন্নতির নিয়ম ও কারণসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, তাহা জানাইব, তদনন্তর উন্নতি-বিষয়ক প্রতীচ্য ও প্রাচ্য, এই উভয়বিধ মতের সমালোচনাকরিব।

উল্ফ (WOLFF), গেটে (GOETHE), বন্ বেয়ার (VON BAER) প্রভৃতি জার্ম্মন্‌দেশীয় পণ্ডিতগণ অনুসন্ধানপূর্ব্বক, 'বীজের বৃক্ষরূপে, অথবা অণ্ডকুসুমের (Ovum) জীবাকারে বিপরিণতি, অবিশেষ বা একরূপ সংস্থানের বিশেষ বা নানারূপ সংস্থানত্ব-প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে', এই সত্য প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। প্রত্যেক বৃক্ষ-বীজ বা অণ্ডকুসুম আদ্যাবস্থাতে বিধান ও রাসায়নিক সংযোগ—মিশ্রণ-সম্বন্ধে একরূপ থাকে। উহাদের দ্বিধা সংবিভাগই বিপরিণামের প্রাথমিক পর্ব্ব, বিপরিণামের প্রারম্ভ। এই প্রকার ক্রমশঃ সংবিভাগ (Differentiations) হইতে ঔদ্ভিদ বা জৈবশরীরের গঠন হইয়া থাকে। অবিশেষ বা একরূপ অবস্থা হইতে বিশেষ বা নানারূপ অবস্থা-প্রাপ্তিই উন্নতি। পৃথিবীর বিপরিণাম, ঔদ্ভিদ ও জৈবদেহের বিপরিণাম, মনুষ্যসমাজের বিপরিণাম, রাজ্য, শিল্পকর্ম্ম, বাণিজ্য, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলার বিপরিণাম, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার বিপরিণামই অবিশেষের বিশেষ-বিশেষ ভাব-প্রাপ্তিদ্বারা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। বিশ্বজগতের অনুসন্ধানযোগ্য আদ্য-পরিণাম হইতে আধুনিক সভ্যতা-পরিণাম পর্য্যন্ত পরিণামের স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, উন্নতি যে, তত্ত্বতঃ একজাতির বা অমিশ্র-ভাবের নানা জাত্যন্তর-পরিণাম বা ব্যামিশ্র-ভাব ধারণাত্মক, তাহা সপ্রমাণ হয়। নৈহারিক-সিদ্ধান্ত (Nebular Hypothesis) যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, সৌর-জগতের উৎপত্তি বা বিকাশ-পদ্ধতি, এক-জাতি হইতে নানা জাত্যন্তর-পরিণামই, অসংকীর্ণ বা অমিশ্র-ভাবের সংকীর্ণ বা ব্যামিশ্রভাব ধারণই উন্নতির স্বরূপ, এই সিদ্ধান্তের সমর্থক একটী দৃষ্টান্তের উপকল্পন—সংযোজন (Sup-

ply) করিতেছে, বলিতে হইবে। * নীহারাবস্থাতে এক-জাতীয়—অবিশেষ, আকাশ বা দিগ্‌ব্যাপ্ত উপাদান ছিল, উক্ত একজাতীয় বা অবিশেষ উপাদানের তখন সর্ব্বত্র ঘনত্ব (Density), তাপ ও অন্যান্য ভৌতিক-ধর্ম্মের সমানতা ছিল, তৎপরে এই অবিশেষ বা একজাতীয় পদার্থের সংবিভাগ, ইহার সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি, ইহার জাতিভেদ আরম্ভ হইল। এই অবস্থাতে এই কল্পিত অবিশেষ নীহার-সংঘাতের আন্তর ও বাহ্য, এই উভয়-দেশেই যুগপৎ ঘনত্ব, তাপ ইত্যাদি ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য বা ভেদ (Contrast) হইতে থাকিল, অপিচ উহার সর্ব্বত্র চক্রগতির (Rotatory movements) প্রবৃত্তি হইল। এই চক্রগতির যে, কেন্দ্র হইতে দূরত্বের মাত্রানুসারে বেগের তারতম্য হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। নীহার-সংঘাতের এবম্প্রকার সংবিভাগ

---

* "The investigations of Wolff, Goethe, and Von Baer, have established the truth that the series of changes gone through during the development of a seed into a tree, or an ovum into an animal, constitute an advance from homogeneity of structure to heterogeneity of structure. In its primary stage, every germ consists of a substance that is uniform throughout, both in texture and chemical composition. The first step is the appearance of a difference between two parts of this substance; or, as the phenomenon is called in physiological language, differentiation. * * * It is settled beyond dispute that organic progress consists in a change from the homogeneous to the heterogeneous. Now, we propose in the first place to show, that this law of organic progress is the law of all progress. * * *"

—*Progress: its Law and Cause,—H. Spencer, pp.* [illegible]

(Differentiations) যখন ক্রমশঃ সংখ্যা ও পরিমাণে বাড়িতে লাগিল, তখন সূর্য্য এবং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহগণের অভিব্যক্তি হইল। সূর্য্য, এবং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহসমূহের মধ্যে তাপাদি ভৌতিক-ধর্ম্ম, ক্রিয়া ও আকৃত্যাদি-সম্বন্ধে যে, বহু বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা অনেকেই জানেন। এই নৈহারিক-সিদ্ধান্তের উপপত্তি প্রদর্শন করিতে যাইয়া, বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি অনেক বাধা পান, এই সিদ্ধান্ত সৎসিদ্ধান্ত কি না, তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সুধীবর্গ এখনও স্থিরভাবে এক কোটির আশ্রয়-গ্রহণ করিতে পারগ হয়েন নাই, এখনও বৈজ্ঞানিকের চিত্তে উক্ত সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে বিস্তর সংশয় উদিত হইয়া থাকে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার এইজন্য নৈহারিক-সিদ্ধান্তের উপরি বিশেষতঃ নির্ভর না করিয়া, অনেকতঃ নিঃসন্দিগ্ধ দৃষ্টান্তসমূহের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক, অবিশেষের বিশেষ-বিশেষ ভাব-প্রাপ্তিই যে, উন্নতির স্বরূপ, অপিচ অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভই যে, প্রকৃতির নিয়ম, তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। পৃথিবী যে, প্রথমে জলময়-পদার্থের সংঘাত ছিল, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে কতিপয় মাইল নিম্নে এখনও অত্যুষ্ণ তরল-পদার্থ বিদ্যমান আছে। দৃশ্যমান পৃথিবী প্রথমে যে, একজাতীয় অত্যুষ্ণ তরল-পদার্থ ছিল, তাহা নিশ্চিত। ভূমণ্ডল যখন জলময় ছিল, তখন ইহাতে এত তাপ ছিল যে, কোন জীবের ইহা তৎকালে বাস-যোগ্য হইতে পারে নাই। উত্তরোত্তর তাপের অপগম হওয়াতে পৃথিবীর উপরিভাগের জল ঘনীভূত হইয়া, কঠিন আবরণরূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী ক্রমশ'ই অবিশেষ-ভাব হইতে বিশেষ-

বিশেষ-ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ (Geologists) স্তরের গুণনকেই (Multiplication) পৃথিবীর বিশেষ-বিশেষ ভাবপ্রাপ্তির মুখ্য কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন। পৃথিবীর উচ্চতা-সম্বন্ধেও বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতেছে। অত্যুচ্চ হিমগিরি, আন্দীস্ (Andes) প্রভৃতি পর্ব্বতসমূহ হইতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পর্ব্বতগুলি পুরাতন। ঋতু, জল, বায়ু ইত্যাদিরও যে, ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন, বৈলক্ষণ্য-প্রাপ্তি হইতেছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভূমণ্ডলে প্রথমে উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছিল। সূর্য্যের আলোক ও তাপই উদ্ভিদ্দিগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ। উদ্ভিদ্গণ নির্জ্জীব হইলে, সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপনিবন্ধন শুষ্ক হইয়া, পচিয়া, মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া, নানাবিধ খনিজ-পদার্থে পরিণত হয়। আসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ-সমূহের পর্ব্বত, হ্রদ, নদী, দ্বীপ, অন্তরীপ, প্রভৃতির বিপরিণাম-তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, অবিশেষ-ভাবের বিশেষভাব-প্রাপ্তিই যে, উন্নতি, তাহা উপলব্ধি হয়।

ভৌতিক-জগৎ যে, ক্রমশঃ অবিশেষ বা একজাতি হইতে বিশেষ-বিশেষ ভাবে বা নানা জাতিতে পরিণত হইতেছে, তাহা প্রতিপাদন করিয়া, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার উদ্ভিদ্ এবং জীব-জগৎও যে, এই নিয়মাধীন, উদ্ভিদ্ এবং জীব-জগতের মধ্যেও যে, অবিশেষ-ভাবের ক্রমশঃ বিশেষ-বিশেষ ভাব-প্রাপ্তি হইতেছে, তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিদ্যমান প্রত্যেক ঔদ্ভিদ ও জৈবশরীরের বিপরিণাম যে, অসংকীর্ণ বা অমিশ্রভাব হইতে সংকীর্ণ বা ব্যামিশ্র ভাব-প্রাপ্তি দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণসিদ্ধ তথ্য।

কিন্তু আধুনিক উদ্ভিদ্ ও জীবগণ প্রাচীন উদ্ভিদ্ ও জীবগণ হইতে ব্যামিশ্র সংস্থান-বিশিষ্ট কি না, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, অদ্যাপি তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হয় নাই, ইহা আজিও বিবাদাস্পদ হইয়া আছে। যাহা হউক, বিবিধ যন্ত্রসংকুল ঔদ্ভিদ ও জৈবশরীরের অভিব্যক্তি যে, অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন—নূতনকালীন, জীবাভিব্যক্তি-কাল যতই অগ্রসর হইয়াছে, ততই যে, জীবের জাতিভেদের বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কাশেরুক (কশেরুকাবিশিষ্ট—Vertebrata) জীবসমূহের মধ্যে মৎস্যই প্রথমে অভিব্যক্ত হইয়াছে, কাশেরুক জীবগণের মধ্যে মৎস্যই সর্ব্বাপেক্ষা অসংকীর্ণাঙ্গবিশিষ্ট। মৎস্য হইতে সরীসৃপের এবং সরীসৃপ হইতে স্তন্যপায়ী জীব ও পক্ষিজাতির ভেদ বা বিশিষ্টতা অধিকতর। স্তন্যপায়ী জীবদিগের মধ্যে মনুষ্যের আবির্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। * জীববিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার ক্লস্ (Dr. C. CLAUS) বলিয়াছেন, অবয়ব-সংস্থান

* "Nevertheless we cannot but think that, scanty as they are, the facts, taken altogether, tend to show both that the more heterogeneous organisms have been evolved in the later geologic periods, and that Life in general has been more heterogeneously manifested as time has advanced. Let us cite, in illustration, the one case of the *vertebrata.* The earliest known vertebrate remains are those of Fishes; and Fishes are the most homogeneous of the vertebrata. Later and more heterogenous are Reptiles and birds. * * * The earliest known remains of mammals are those of small marsupials, which are the lowest of the mammalian type; while conversely, the highest of the mammalian type—Man—is the most recent."—*Progress: its Law & Causes, H. Spencer.*

ও গর্ভব্যাকরণগত তুলনা, 'প্রত্যেক জীবজাতির অভিব্যক্তি অনন্য-নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র নহে, জীবগণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ,' এই-রূপ অনুমান যে, অনেকতঃ সংভাব্য—সত্য-সংকাশ, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছে। কীট হইতেই ক্রমশঃ উচ্চতর জীবসমূহের অভিব্যক্তি হইয়াছে। * জীববিজ্ঞান জীবজাতিকে প্রধানতঃ নয়-শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। 'প্রোটোজোয়া' (Protozoa) নীচতম বা প্রাথমিক, এবং কাশেরুক—কশেরুকাবিশিষ্ট (Vertrebrate) অন্ত্য জীবজাতি। †

অবিশেষ বা এক-জাতীয় জীব হইতে যে, নানা-জাতীয় জীবের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে, কোন জীবই যে, অনন্য-সম্বদ্ধ নহে, কোন জীবই যে, বিশেষতঃ সৃষ্ট হয় নাই, ক্রমোন্নতি-বাদিগণ ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সংস্থান বা আকৃতিবিজ্ঞান (Morphology), গর্ভব্যাকরণ (Embryology), উৎখাতদ্রব্য-বিজ্ঞান (Palxontology), ভূবিদ্যা (Geology) ইত্যাদি বিজ্ঞানাবিষ্কৃত তথ্যসকলের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্থান বা আকৃতি-বিজ্ঞান (Morphology) ক্রমোন্নতিবাদের প্রতিষ্ঠাপক্ষে কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন ?

---

* "Likewise the results of anatomical and embryological comparison have rendered it probable that the types are by no means absolutely independent, but are subordinated to one another in more or less close relation, that especially the higher groups are genetically to be derived from the Worms * * *" —*Zoology,—Claus, Vol. I., p. 138.*

† "We consider it, under such circumstances, convenient in the present state of science, to distinguish nine types as the chief divisions, * * *" —*Ibid.*

জীববিজ্ঞানের যে অংশে জীবের সংস্থান বা আকৃতির তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে সংস্থান বা আকৃতি-বিজ্ঞান (Morphology)-নামে, এবং যে অংশে উহার ক্রিয়াতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে 'জীব-কর্ম্মবিজ্ঞান' (Physiology)-নামে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আকৃতিবিজ্ঞান শরীর-সংস্থান-বিস্তারই (Anatomy) অন্তর্গত। জৈবশরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, উপলব্ধি হয়, জীবগণের মধ্যে সংস্থান বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত সাদৃশ্য আছে। কশেরুকাবিশিষ্ট প্রাণিদিগের হস্ত, পদ বা মস্তিষ্কের সংস্থান বা অবয়বব্যূহকে পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিলে, ভিন্ন-ভিন্ন-শ্রেণীর প্রাণীর সংস্থান বা অবয়বব্যূহের বৈশেষিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রভূত ভেদ উপলব্ধ হইলেও, সামান্যতঃ উহা যে, একরূপ, তাহা সপ্রমাণ হয়। এক শ্রেণীর প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শারীর যন্ত্র-সকল হইতে যে, অন্য এক শ্রেণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বা শারীর যন্ত্রসকলের কিছু কিছু ভেদ হয়, পৃথক্ পৃথগ্রূপ কর্ম্মনিষ্পত্তির, ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকার জৈবব্যাপার-সম্পাদনের প্রয়োজনই তাহার কারণ। তিমির দেহধিতে (Fin), পক্ষীর পক্ষে, চতুষ্পদ জন্তুর পূর্ব্বাঙ্গে, এবং মানুষের বাহুতে যে, তুল্য অস্থিসকল বিদ্যমান আছে, তাহা দেখাইতে পারা যায়, তবে উহাদের হ্রস্বত্ব-দীর্ঘত্বাদি ধর্ম্মসম্বন্ধে বৈশিষ্ট্য আছে, সন্দেহ নাই। *

জীবের গর্ভ-ব্যাকরণের তত্ত্বানুসন্ধান করিলেও সপ্রমাণ হয়,

---

* "In the fin of the whale, in the wing of the bird, in the anterior limb of the quadruped, and in the human arm it can be shown that there are present the same bones, here short and broad and immoveably connected, there elongated and jointed in different ways to allow of corresponding movements, sometimes with every part fully developed, some-

একজাতীয় জীব ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে বিবিধ-জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ কিরূপে লাঙ্গূল-বিহীন হইল, গবাদির শৃঙ্গ থাকে, কিন্তু মানুষ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির শৃঙ্গ না থাকিবার কারণ কি, যাঁহাদের মনে এবম্প্রকার প্রশ্ন উঠিবে, ক্রমোন্নতি-বাদিগণ তাঁহাদের উক্তরূপ প্রশ্নেরও উত্তর প্রদান করিয়াছেন। যন্ত্রের ব্যবহার না করিলে, উহা ক্রমশঃ ক্ষীণবীর্য্য হইয়া যায়। যন্ত্রসকলের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে ক্রিয়াশীল থাকে, তাহারা ক্রমশঃ, অথবা হঠাৎ (জীবনের বিশিষ্টরূপ অবস্থা-পরিণামের অভ্যাস বা সঙ্গতিনিবন্ধন, অপিচ ব্যবহারের অভাববশতঃ) নিষ্ক্রিয় হয়। এইরূপ অবস্থাতে কতিপয় বংশ অতীত হইলে, উহারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে পরিশেষে অন্তর্হিত হইয়া থাকে। ডাক্তার ক্লস্ বলিয়াছেন, প্রাথমিক* যন্ত্রসকল (Rudimentary organs) যে, সকল স্থলেই ব্যবহারবিরহিত—সর্ব্বথা ব্যাপার-শূন্য হয়, তাহা আমরা নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিতে পারি না। বংশ-পরম্পরার অনভ্যাসবশতঃ প্রাণিগণের প্রাথমিক যন্ত্রসকলের যে, ক্রমশঃ বিলোপ হইয়া থাকে, ডারুবিন্ তৎপ্রতিপাদনার্থ বলিয়াছেন, শৃঙ্গবিহীন প্রাণিদিগের অতীত-বংশের যে, শৃঙ্গ ছিল, লাঙ্গূলহীন জীবজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ যে, লাঙ্গূলবিশিষ্ট ছিল, পরীক্ষা করিলে, তাহা প্রতিপন্ন হয়, যে যে স্থান হইতে যে যে যন্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে এখন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত- যন্ত্র-সকলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। *

---

times simplified in one way or another, and partly or entirely rudimentary." —*Zoology, by Dr. C. Claus, Vol. I., p. 152.*

* **"Organs which were formerly functional have gradually**

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন স্তরের পরীক্ষাদ্বারা ক্রমোন্নতিবাদের প্রতিষ্ঠার অনেক সহায়তা করিতেছেন। পূর্ব্বে যে সকল জীববংশ ছিল, এক্ষণে তাহাদের মধ্যে কতিপয় বিলুপ্ত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন্ অবস্থায় জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, কোন্ সময়ে মানুষের প্রথম অভিব্যক্তি হইয়াছে, ভূতত্ত্বানুসন্ধান-নিরত সুধীবর্গ এই সকল বিষয়ের অনেক সন্ধান দিতেছেন। ভূতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণের কথার উপরি নির্ভর করিয়া, মানুষের প্রথমাভিব্যক্তি-কালসম্বন্ধে ক্রমোন্নতিবাদিগণ পূর্ব্বে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে, সেরূপ সিদ্ধান্ত সত্যভূমিক নহে। পণ্ডিত ওয়ালেস্ এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক অনেক কথা বলিয়াছেন, যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা ইহাঁর 'প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন' (Natural selection)-নামক গ্রন্থের 'উত্তর আমেরিকাতে মানুষের পুরাতনত্ব' (The Antiquity of man in north America)-শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করিবেন।

ক্রমোন্নতিবাদিগণের দৃষ্টিতে উন্নতির যে রূপ পতিত হইয়াছে, তাহা যথাপ্রয়োজন নিবেদন করিলাম, এক্ষণে উন্নতির কারণ ও

---

or even suddenly become functionless as a result of adaptation to special conditions of life, and, through want of exercise, have, after the lapse of generations, become weaker and finally aborted or degraded." —*Zoology, p. 156.*

"We have plenty of cases of rudimentary organs in our domestic productions—as the stump of a tail in tailless breeds—the vestige of an ear in earless breeds—the re-appearance of minute dangling horns in hornless breeds of cattle."

—*Origin of Species, pp. 451—4.*

নিয়মসম্বন্ধে ইহাঁরা কিরূপ অনুমান করিয়াছেন, এই অবিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষ ভাব-প্রপ্তি বা উন্নতির স্রোত কোথায় গিয়া স্থগিত হইবে, জীব চিরদিনই এইরূপ অবিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, অথবা কোন এক অবস্থাতে উপনীত হইলে, জীবের এইরূপ পরিণামের নিরোধ হইবে, ক্রমোন্নতিবাদিগণ এই সকল প্রশ্নের যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, আমরা ক্রমশঃ সংক্ষেপে তাহা জানাইব, আপাততঃ ক্রমোন্নতিবাদিগণ যে সকল যুক্তির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক স্বমত-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের যথাপ্রয়োজন পরীক্ষা করা যাউক।

প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনই (Natural selection) উন্নতির কারণ। প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের স্বরূপ-চিন্তাপূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, উন্নত না হইলে, চলে না, স্বসত্তা সংরক্ষিত হয় না, জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারা যায় না, বাধা বা দুঃখ বিদূরিত হয় না, এইনিমিত্ত উন্নত হওয়া প্রয়োজন, প্রকৃতি যোগ্যের পরিত্রাণ, এবং অযোগ্য বা দুর্ব্বলের, উপযুক্ত সাধন-বিহীনের বিনাশ করিয়া, দুঃখ দিয়া, জীবকে তাহা বুঝান, 'উন্নত বা প্রকৃষ্ট-সাধনসম্পন্ন হইতে না পারিলে, কষ্ট পাইতে হইবে, সংসারে অধিক দিন বাস করিতে পারিবে না, বংশবিস্তার করিতে পারগ হইবে না, জীবনকে সুখময় করিতে সমর্থ হইবে না, অন্যকে মারিয়া, কাটিয়া, অন্যের মুখ হইতে আহার কাড়িয়া লইয়া, স্বোদর-পূর্ত্তি করিতে ক্ষমবান্ হইবে না', জীবেকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন, জীব এইনিমিত্ত উন্নত হইবার চেষ্টা করে, প্রকৃতি হইতে উপযুক্ত

সাধন সংগ্রহ করিবার জন্য যত্নবান্ হয়। গো, ছাগ, মহিষ, হরিণ প্রভৃতির শৃঙ্গের প্রয়োজন আছে, তা'ই ইহারা শৃঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছে, অশ্ব, ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী, বানর প্রভৃতির শৃঙ্গের প্রয়োজন নাই, এইনিমিত্ত ইহাদের শৃঙ্গ উৎপন্ন হয় না। শৃঙ্গ থাকা উন্নতি, কি শৃঙ্গ না থাকা উন্নতি? যাহাদের শৃঙ্গ আছে, তাহারা শৃঙ্গহীন প্রাণিগণ হইতে প্রাক্কালীন, কি অর্ব্বাচীন? লাঙ্গূল-বিহীন জীবের অভিব্যক্তি প্রথমে হয়, কি পরে হইয়া থাকে? বানরের লাঙ্গূল ছাগলের লাঙ্গূল হইতে বেশী লম্বা, গো-মহিষাদির লাঙ্গূলও দীর্ঘ, অতএব কোন্ জীব যে, কাহার পূর্ব্বে অভিব্যক্ত হইয়াছে, কোন্ জীবজাতির স্থান যে, কোন্ জীবজাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে, ক্রমোন্নতিবাদিগণ বুঝিতে পারিলেও, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। শৃঙ্গ-লাঙ্গূলাদি দিবার শক্তিও প্রকৃতির আছে, আবার ইহাদিগকে কাড়িয়া লইবার শক্তিও ইহাঁর বিদ্যমান, তবে ইনি কাহাকেও শৃঙ্গ-লাঙ্গূলাদি দেন, কাহাকেও যে, এই ধনে বঞ্চিত করেন, তাহার কি, কোন কারণ নাই? যে প্রকৃতিগর্ভ হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন, প্রকৃতির অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ, প্রকৃতির দুর্ভেদ্য রহস্য উদ্ভেদ করিতে ক্ষমবান্, জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য প্রসূত হইতেছেন, আবার ঐ প্রকৃতি-গর্ভই বর্ব্বর, নিতান্ত অসভ্য মানুষ প্রসব করিতেছে, বিবিধ উদ্ভিদ্, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী ইত্যাদিও উৎপাদন করিতেছে, অতএব প্রকৃতির যে, উচ্চাবচ সর্ব্বপ্রকার পদার্থ-প্রসবের সামর্থ্য আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতির শক্তি কাহাদ্বারা নিয়ামিত হয়? সর্ব্বশক্তিমতী প্রকৃতি বানর, বনমানুষ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে মানুষকে সৃষ্টি করিতে না পারিবেন কেন?

যে সকল অণু, পরমাণু বা কোষ (Cells) যে ভাবে, যত সংখ্যায় পরস্পর সমবেত হইলে, মানুষের দেহ উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি-গর্ভে কি, সেই সকল অণু, পরমাণু বা কোষ সর্ব্বদা বিদ্যমান নাই? যদি না থাকে, তবে কেন থাকে না, এইরূপ জিজ্ঞাসা হওয়া কি, অনুচিত? প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, অণ্ডকুসুম (Ovum) শুদ্ধ কোষাত্মক (Nothing but simple cell)। ওয়ালেস্ বলিয়াছেন, জীবের বিপরিণামরীতি পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক চিন্তাশীল পুরুষমাত্রকেই বিস্মিত হইতে হয়। মোলস্ক (Mollusc), ভেক (Frog) এবং স্তন্যপায়ী প্রাণিবর্গ, সকলেই আপাতদৃষ্টিতে একরূপ আদ্যকোষ হইতে জন্মলাভ করে, এবং কিয়ৎকালের জন্য সকলেই সদৃশ-পরিণামদ্বারা অভ্যুদিত হয়, কিন্তু তৎপরে প্রত্যেকে কোন্ নিয়মে, কোন্ শক্তিদ্বারা অত্যন্ত ব্যামিশ্র বা সংকীর্ণভাবে, কুটিল বা বক্রমার্গে অস্খলিত-পদে বিপরিণত হইয়া থাকে, আমরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। *

---

* "The ovum, in its young condition, is obviously nothing but a simple cell."—*Comparative Embryology, by F. M. Balfour, Vol. I., p. 19.*

রসেল্ ওয়ালেসের উক্তি—"No thoughtful person can contemplate without amazement the phenomena presented by the development of animals. We see the most diverse forms—a mollusc, a frog, and a mammal—arising from apparently identical primitive cells, and progressing for a time by very similar initial changes, but thereafter each pursuing its highly complex and often circuitous course of development, with unerring certainty, by means of laws and forces of which we are totally ignorant."

অতএব জ্ঞাতব্য হইতেছে, কোষসমূহের মধ্যে যদি রাসায়নিক বা ভৌতিক ধর্ম্মগত পার্থক্য না থাকে, তবে কোন কোষ হইতে শৃঙ্গবিশিষ্ট প্রাণী, কোন কোষ হইতে লাঙ্গূলবিশিষ্ট প্রাণী, কোন কোষ হইতে তদ্বিহীন জীব উৎপন্ন হয় কেন? কোষের সংখ্যার তারতম্যানুসারে জীবের উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে, যদি এই কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও, চিত্ত শান্তি পায় না। হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতির শরীরে যত কোষ আছে, মানুষের দেহ কি, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক কোষদ্বারা গঠিত হইয়াছে? মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, যে পশ্বাদির বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সমধিক বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে, মানুষ যে, হিতাহিত-বিবেকবিশিষ্ট, লোকালোকদর্শী হইয়াছে, কোষের সংখ্যা-তারতম্যই কি, তাহার কারণ? আধুনিক ক্রমোন্নতিবাদিগণের উপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক আমাদের (হ'তে পারে, আমাদের প্রতিভা মলিন, সেই জন্য) তৃপ্তি হয় নাই। মস্তিষ্কের গুরুত্বের সহিত (Weight of the brain) যে, প্রাণিদিগের বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্যের সম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু যে কোষসমূহ হইতে (Cells) মস্তিষ্কের গঠন হয়, সেই কোষসমূহই যখন শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও উপাদান—ঘটকাবয়ব, তখন মস্তিষ্কস্থ হইয়া, উহারা যে-যে কর্ম্ম নিষ্পাদন করে, শরীরের অন্যত্র স্থিত হইয়া, সেই সেই কর্ম্ম করিতে পারে না কেন?

কোষকে (Cell) প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ সজীব-পদার্থের সাংস্থানিক একক (Structural unit of living things) বলিয়াছেন। নীচতম জীব বা উদ্ভিদ্‌সমূহ এক-কোষাত্মক (Unicellular)। উচ্চতম জীব বা উদ্ভিদ্‌গণও প্রথমতঃ এক-

কোষাত্মক থাকে। মানুষের অণ্ডকুসুম (Ovum) একটী প্রতিরূপক কোষ (A typical ceil) ভিন্ন অন্য কিছু নহে। * কোষসকল, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৯২ ও ৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), পরিস্পন্দন শক্তি, নির্জীব-পদার্থের আশোষণ-শক্তি ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা উহাকে সজীব-পদার্থে (Protoplasm) পরিণত করিবার শক্তি, বর্দ্ধিত হইবার শক্তি, নিঃস্রবণ-শক্তি (Power of secretion), এবং প্রজনন-শক্তি, এই সকল শক্তিবিশিষ্ট। রাসায়নিক শারীরবিজ্ঞান (Chemical Physiology) পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, জল ও কঠিনদ্রব্য, স্নায়ব-সংস্থান এই দ্বিবিধ উপাদানদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। স্নায়ুবিধান সকলের পৃথক্ পৃথক্ দেশের জলীয়াংশের মাত্রা ভিন্ন-ভিন্ন রূপ। শ্বেত-পদার্থ (White matters) হইতে ধূসর-পদার্থে জলের পরিমাণ অধিকতর। স্নায়বসংস্থানের কঠিন উপাদানসমূহকে প্রোটিড্ (Proteids), আল্বুমিনয়িড্স্ (Albuminoids), ফস্ফোরাইজ্ড্ উপাদান (Phosphorised constituents), সেরিব্রীন্স্ (Cerebrins), কোলেষ্টারিন্ (Cholesterin), এক্সট্র্যাক্টীভ্স্ (Extractives), জিলেটিন্ ও ফ্যাট্ (Gelatin and fat) এবং ইন্ অর্গানিক সল্ট্স্ (Inorganic salts), এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যাহা হউক, কার্ব্বন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্, ফস্ফরাস্ ও অক্সিজেন্, ইহারাই স্নায়ব-সংস্থানের প্রধান উপাদান। কোষ-সকল যে, ভিন্ন-ভিন্ন যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, মৎস্যাদি জীবসমূহের মধ্যে দেহ ও

* "The cell is the structural unit of living things, * * * The highest animals and plants are also originally unicellular; the human ovum is, for instance, a typical cell."

— *Chemical Physiology & Pathology, Halliburton, p. 188.*

মস্তিষ্কের গুরুত্বের অনুপাত-সম্বন্ধে যে, ভেদ হইয়া থাকে, জাতি ও লিঙ্গভেদে মস্তিষ্কের গুরুত্বের যে, তারতম্য হয়, প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনই তাহার কারণ। সভ্য মনুষ্যজাতির মস্তিষ্কের গুরুত্ব, অসভ্য বা জড়মতির (Savages or idiots) মস্তিষ্কের গুরুত্ব হইতে অনেক বেশী। ডাক্তার ওয়ালার বলিয়াছেন, স্থূলপ্রমাণে য়ুরোপীয় মস্তিষ্কের ভার সাধারণতঃ ৪৯ আউন্স্, এবং নিগ্রোর মস্তিষ্কের ভার সামান্যতঃ ৪৪ আউন্স। য়ুরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের সাধারণ মস্তিষ্কের ভার ৪৪ আউন্স। কেবল মস্তিষ্কের গুরুত্বের আধিক্যই বুদ্ধিশক্তির আধিক্যের লিঙ্গ নহে, এ নিয়মের বহু ব্যভিচার-স্থলও আছে। *

ক্রমোন্নতিবাদী পণ্ডিতগণ প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনকে সর্ব্বপ্রকার পরিণামের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, শাস্ত্রের উপদেশ, প্রকৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মের মুখাপেক্ষা করিয়া, উচ্চাবচ পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন; পূর্ব্বশরীরে কৃত কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুভাশুভ কর্ম্মের সংস্কারদ্বারা প্রেরিত ভূতসমূহ হইতে বর্ত্তমান শরীর নিষ্পন্ন হয়; পূর্ব্ব-কর্ম্মের ভেদানুসারে শরীরের ভেদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বকর্ম্ম যেমন শরীরোৎপত্তির নিমিত্তকারণ, সেইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন অবয়বের রচনাতে যে, অণুসমূহের বিশেষ-বিশেষভাবে সন্নিবেশ হয়, তাহারও পূর্ব্বকর্ম্ম বা অদৃষ্টই নিমিত্ত-কারণ। সুশ্রুতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, যে সকল সত্বভূয়িষ্ঠ,

* "Taken in the rough, the intellectual rank of animals bears some relation to the weight of the brain. * * * * But mere weight of brain is not a regular index of degree of intellegence in individual cases; there are many exceptions to the general rule." —*Human Physiology*, *Waller*, *p. 521.*

শাস্ত্র-বুদ্ধি-যুক্ত পুরুষ, পূর্ব্বজন্মে শাস্ত্র-ভাবনায় সতত কালক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহজন্মে জাতিস্মর হইয়া থাকেন। জীব যে কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হয়, পুনর্জ্জন্মে তাহাই প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বজন্মে যাহার যে সকল গুণ অভ্যস্ত থাকে, এই জন্মেও সে সেই সকল গুণ প্রাপ্ত হয় ("ভবিতাঃ পূর্ব্বদেহেষু সততং শাস্ত্রবুদ্ধয়ঃ॥ ভবন্তি সত্ত্ব-ভূয়িষ্ঠাঃ পূর্ব্বজাতিস্মরা নরাঃ॥ কর্ম্মণা চোদিতোযেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে, অভ্যস্তাঃ পূর্ব্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্॥"—সুশ্রুতসংহিতা)। কেবল সুশ্রুতসংহিতা নহে, বেদাশ্রিত বা বেদমূলক শাস্ত্রমাত্রেই এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সত্ত্বগুণের সমধিক বিকাশ হইলে, অধর্ম্মের সংস্কার মন্দীভূত হইলে, নিরোধ-শক্তির আধিক্য হইলে, মানুষ যে, জাতিস্মর হয়, ঋগ্বেদসংহিতাতেও তাহা উক্ত হইয়াছে। বেদ-ভক্ত ঋষি বা যোগিগণ যেরূপ সাধনাদ্বারা জাতিস্মর হইয়াছিলেন, শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। জাতিস্মর পুরুষের কথাকেই, আমাদের বিশ্বাস, পুনর্জ্জন্ম হয় কি না, মানুষের কর্ম্ম-দোষে ইতর-জীবযোনিতে জন্ম হইতে পারে কি না, ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের সমাধানার্থ প্রমাণরূপে গ্রহণ করা উচিত। স্থূল-প্রত্যক্ষের অবিষয়-পদার্থের তত্ত্বাবধারণের ইহা হইতে অস্খলন-শীল, প্রমাদাক্ষম, নিশ্চিত উপায় আর কি হইতে পারে? ফলতঃ অদৃষ্ট বা পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কার স্বীকার না করিলে, কেবল প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনদ্বারা 'সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ কি', এই প্রশ্নের কোনরূপ সমাধান হয় না। অধ্যাপক ক্লস্ (CLAUS) একজন জার্ম্মন্‌দেশীয় প্রসিদ্ধ জীববিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত, ইনি যে, ক্রমোন্নতি-বাদের পক্ষপাতী, প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনবাদকে যে, ইনি সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত বাদ বলিয়া, মনে করিবেন, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ যে,

ইহাঁর দৃষ্টিতে যুক্তিবিরুদ্ধরূপে প্রতিভাত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তথাপি ইনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, সৃষ্টি-পৌনঃপুন্য-বাদের প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক যদি তৎস্থলে প্রাকৃতিক-বিপরিণাম বা ক্রমোন্নতিবাদকে প্রতিষ্ঠাপিত করা হয়, তাহা হইলেও, জীবের প্রথমাভিব্যক্তি-তত্ত্বের (বিশেষতঃ বিবিধ যন্ত্র-সংকুল, সমধিক উপচিতাবয়ব জীবগণের অভিব্যক্তি যে নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুসারে হইয়া থাকে, সেই ক্রমের) স্বরূপের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, ক্রমোন্নতিবাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে এই সকল বিষয়ের যথোচিত ব্যাখ্যা হয় না। জীবজগতের বহু বিস্ময়াবহ ঘটনার, তন্মধ্যে (বিশেষতঃ মানুষের আপ্লাবিক বা তৃতীয় অব-স্থাতে—Diluvial or Tertiary period) জীবের প্রথমাভিব্যক্তির তত্ত্ব আমাদের সমীপে প্রহেলিকাবৎ আছে, আমরা আজিও এ রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারগ হই নাই, ভবিষ্যত্তত্ত্বানু-সন্ধায়িগণদ্বারা যদি ইহার উদ্ভেদ হয়। * বৈশেষিক-সৃষ্টি-বাদের প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক, তৎপরিবর্ত্তে ক্রমোন্নতিবাদের স্থাপনার্থ ক্রমোন্নতিবাদিগণ যে সকল যুক্তি-প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা

---

* "If the theory of repeated acts of creation be rejected and the process of natural development be established in its place, there is still the first appearances of organisms to be accounted for, and especially the definite course which the evolution of the complicated and more highly developed organisms has taken has to be explained. In the many wonderful phenomena of the organic world, amongst others in the origin of Man in the diluvial of tertiary period, we have a riddle the solution of which must remain for future investigators." —*Zoology*, *p. 179.*

বেদাদি শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের ভিত্তি বিচলিত না হইয়া, বরং সুদৃঢ় হইয়াছে।

জীবদেহের সংস্থানগত সাদৃশ্যকে ক্রমোন্নতিবাদিগণ এক-জাতীয় জীব হইতে যে, ক্রমশঃ অসংখ্যেয় জীবের অভি-ব্যক্তি হইয়াছে, তাহার প্রমাণরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। শাস্ত্রের উপদেশ, শরীর ভোগায়তন, পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্ম্মের ভোগের জন্য শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের সংস্কার লিঙ্গদেহে, চিত্ত বা আত্মাতে লগ্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বশরীরে যে জীব যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, সেই জীবের লিঙ্গদেহ, চিত্ত বা আত্মা তদুপযুক্ত স্থূলদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাদৃশ কর্ম্ম, প্রকৃতি তাদৃশ স্থূল-দেহ প্রদান করেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের ভাগ-বৈষম্য-বশতঃ যতপ্রকার কর্ম্ম হইতে পারে, ভোগায়তন দেহ ততপ্রকার হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম। দেহের প্রত্যেক যন্ত্রের উৎপত্তি গুণত্রয়ের ভিন্ন-ভিন্নরূপ মাত্রা বা ছন্দ অনুসারে হইয়া থাকে। যেরূপ কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইলে, পরমাণু-সকল পরস্পর যত সংখ্যায়, যে ভাবে সম্মূর্চ্ছিত হইয়া, যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, তাহা স্থির আছে। অস্থির উৎপত্তিতে প্রধানতঃ সংসর্গবৃত্তি (Attractive or aggregative)-শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। আকৃতি-গঠনের নিয়ম পর্য্যালোচনা করিলে, জানিতে পারা যায়, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণশক্তির তারতম্যানুসারে বিবিধ আকৃতির উৎপত্তি হয়। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ-শক্তির তারতম্যের প্রতি পূর্ব্ব-কর্ম্মসংস্কারই কারণ। কর্ম্মের তুল্যতাবশতঃ, কর্ম্মের ফল-ভোগায়তন দৈহিক যন্ত্রসকলের যে, তুল্যতা হইবে, তাহা সুখ-বোধ্য। কর্ম্মের বিচিত্রতা-নিবন্ধন দেহের বিচিত্রতা হইয়া

থাকে। আমার পূর্ব্বকর্ম্মের সহিত অন্য এক ব্যক্তির পূর্ব্বকর্ম্মের যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে, আমার দেহের সহিত তাহার দেহেরও সাদৃশ্য থাকিবে, কারণ, যেরূপ কর্ম্মের ফলভোগার্থ আমি যেরূপ দেহ পাইয়াছি, অন্যেও তদ্রূপ কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া, তদ্রূপ দেহই পাইবে। যেরূপ কর্ম্মপ্রেরিত হইয়া পরমাণু বা কোষসমূহ অস্থি নির্ম্মাণ করে, যেরূপ কর্ম্মপ্রেরিত হইয়া, পরমাণু বা কোষসমূহ স্নায়ু, শিরা, ধমনী, পেশী, ফুস্-ফুস্, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, প্লীহা, ইত্যাদি শারীর-যন্ত্রসমূহ উৎপাদন করে, তাহা নিশ্চয়ই স্থির আছে। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, স্থূল, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ এবং কারণ, এই ত্রিবিধ শরীরের সংবাদ পাওয়া যায়। স্থূলাদি ত্রিবিধ শরীরের সমীচীন জ্ঞানব্যতিরেকে কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণভাবে অর্জ্জিত হয় না। বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও ক্রমোন্নতিবাদ, এই দ্বিবিধ বাদের মধ্যে কোন্ বাদ সত্য, শুদ্ধ সত্যানুসন্ধিৎসা-প্রেরিত হইয়া, যিনি তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাকে স্থূলাদি ত্রিবিধ শরীরেরই তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। রাগ-দ্বেষবর্জ্জিত না হইলে, প্রতিভা বিমল না হইলে, কেহ কখন বিশুদ্ধ সত্যের রূপ দেখিতে সমর্থ হয়েন না। "লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মশরীর বস্তুতঃ নাই, বালকোচিত বুদ্ধিতেই লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে," রাগ-দ্বেষোপহত চিত্তেই, মলিন প্রতিভাতেই এবম্প্রকার বিশ্বাস প্রাকৃতিক-নিয়মে স্থান পায়। 'সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ নাই', যাঁহারা এইরূপ মত-পোষণ করেন, তাঁহাদের এইরূপ মত-পোষণ করিবার কারণ কি, একটু নিবিষ্টচিত্তে তাহা চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, যাহা স্থূলপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার

করিব না, এইরূপ প্রতিভাই—এবম্প্রকার সংস্কারই উক্তরূপ মত-পোষণের কারণ। তা'ই বলিতেছি, প্রতিভা বিমল না হইলে, বিশুদ্ধ সত্যের রূপ জ্ঞাননেত্রে পতিত হয় না। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়-গম্য, তাহা সূক্ষ্ম-পদবাচ্য নহে, যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গম্য নহে, তাহাই সূক্ষ্ম-পদবাচ্য। অতএব স্থূল ইন্দ্রিয়দ্বারা জানা যায় না বলিয়া, সূক্ষ্মপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিব না, যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের প্রতিভা যে, মলিন, তাহা নিঃসন্দেহ, তাঁহারা যে, পুনর্জ্জন্মাদি সূক্ষ্ম-পদার্থসমূহের প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করিবেন, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। শ্রুতি এইজন্যই বলিয়াছেন, যাহারা লোকালোকদর্শী নহে, তাহারা আসন্নচেতন।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পঞ্চকোশের স্বরূপ-দর্শন ব্যতিরেকে শরীর, মনঃ ও আত্মা, এই পদার্থত্রয়ের তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত হওয়া অসম্ভব। প্রাণময়-কোশ, মনোময়কোশ ও বিজ্ঞানময়কোশ, এই কোশত্রয় ও সূক্ষ্ম-শরীর—সূক্ষ্মউপাধি এক-পদার্থ। কারণশরীর ও আনন্দময়কোশ এক-সামগ্রী। অন্নময়কোষই স্থূলশরীর। লিঙ্গদেহের সহিত স্থূল-দেহের সম্বন্ধই জন্ম, এবং ইহাদের বিচ্ছেদই মরণ। লিঙ্গদেহ যেরূপ কর্ম্মসংস্কারদ্বারা বাসিত হয়, জীবকে তদনুরূপ স্থূল-দেহ গ্রহণ করিতে হয়। অন্নময়কোশ তামস,—তমোগুণের আধিক্যে অন্নময়কোশের উৎপত্তি হয়। তামস বলিয়া, ইহা জাড্যবহুল। প্রাণময়কোশ রজোগুণবহুল—রাজস। রাজস বলিয়া, ইহা প্রবৃত্তি বা ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট। মনোময়কোশ, বিজ্ঞানময়কোশ ও আনন্দময়কোশ, ইহারা সত্ত্বগুণপ্রধান—সাত্ত্বিক। গুণত্রয়ের ভেদবশত'ই যে, বিবিধ জীবের আবির্ভাব

হইয়াছে ও হইতেছে, পূর্ব্বে তাহা জানান হইয়াছে। আমাদের শরীরে জ্ঞানশক্তি, পরিচালনশক্তি ও পোষণশক্তি, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। আমাদের শরীরে যখন প্রধানতঃ ত্রিবিধ শক্তির ক্রিয়া হয়, তখন শারীরযন্ত্রসমূহ যে, প্রধানতঃ ত্রিবিধ হইবে, তাহা সুখবোধ্য। পোষণ ও প্রাণনক্রিয়া এক পদার্থ। পোষণ-যন্ত্র, পরিচালন-যন্ত্র ও জ্ঞানশক্তি-যন্ত্র, আমাদের শরীর সমাসতঃ এই ত্রিবিধ যন্ত্রসমষ্টি। পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাস-যন্ত্র, শোণিত-সঞ্চালন-যন্ত্র ও সমুৎসর্গ-যন্ত্র, ইহারা পোষণ-যন্ত্রবিভাগের অন্তর্ভূ'ত। পৈশিক-সংস্থান ও স্নায়ুবিধান যথাক্রমে পরিচালন ও জ্ঞান-যন্ত্রশ্রেণীর অন্তর্গত। পাশ্চাত্য নরশরীর-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে, জানিতে পারা যায়, নরদেহে যে সকল যন্ত্র আছে, তাহাদিগকে পরিপাক-যন্ত্র, শ্বাস-যন্ত্র, শোণিত-সঞ্চালন-যন্ত্র, সমুৎসর্গ-যন্ত্র, প্রজনন-যন্ত্র, পৈশিক-সংস্থান বা পরিচালন-যন্ত্র এবং স্নায়বসংস্থান বা নিয়ামক-যন্ত্র, সামান্যতঃ এই সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ, এই ত্রিবিধ ক্রিয়াদ্বারা দেহ রক্ষিত হইয়া থাকে। যে শক্তিদ্বারা শরীর ধৃত হইয়া থাকে, শ্রুতি তাহাকে 'প্রাণশক্তি' বলিয়াছেন। শরীর যখন বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ, এই ত্রিবিধ ক্রিয়াদ্বারা ধৃত হইয়া থাকে, তখন প্রাণশক্তি যে, বিসর্গ, আদান ও বিক্ষেপ, এই ত্রিবিধ ক্রিয়াত্মিকা, তাহা বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্য নরশরীর-বিজ্ঞান বলিয়াছেন, সপ্রাণ-দেহের ধারণার্থ আদান ও বিসর্গ, সামান্যতঃ এই দ্বিবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। ডাক্তার ওয়ালার, ল্যাণ্ডোই, হালিবর্টন প্রভৃতি শারীরবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতবর্গ আদান-ক্রিয়াকে সংবিধানাত্মিকা (Constructive), সংপূরণা-

ত্মিকা, সংশ্লেষাত্মিকা (Integrative, Synthetic), ইত্যাদি নামে এবং বিসর্গ-ক্রিয়াকে অপক্ষয়াত্মিকা (Destructive), বিশ্লেষণা-ত্মিকা (Analytic) ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

মনুষ্য-শরীর যে সকল কর্ম্ম-সম্পাদনার্থ গঠিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মনিষ্পত্তির জন্য যতসংখ্যক ও যতপ্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন, আমাদের শরীরে ঠিক ততসংখ্যক ও ততপ্রকার যন্ত্র আছে। আদান, বিসর্গ ও বিক্ষেপ, এই ত্রিবিধ ব্যাপারবিশিষ্ট প্রাণন-কার্য্য প্রাণিমাত্রের সাধারণ। স্ব-সত্তাসংরক্ষণ ও বংশ-বিস্তার, এই দুইটীই সাধারণ জৈবকর্ম্ম। স্ব-সত্তাসংরক্ষণ ও বংশবিস্তার, এই দ্বিবিধ কর্ম্ম সাধনের জন্য সাধারণতঃ যে সকল যন্ত্রের আবশ্যক, জীবমাত্রেই সেই সকল যন্ত্র বিদ্যমান আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষের দেহে জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ ক্রিয়া হইয়া থাকে। জ্ঞান, পরিচালন ও পোষণ, ইহারা যথাক্রমে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য। জগতের প্রত্যেক পদার্থই যখন ত্রিগুণ-পরিণাম, গুণত্রয় যখন অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিক, অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, তখন কোন জাগতিক পদার্থই যে, শুদ্ধ তামস, নিরবচ্ছিন্ন রাজস বা কেবল সাত্ত্বিক হইতে পারে না, তখন তামস-পদার্থেও যে, সত্ত্ব ও রজঃ, এই গুণদ্বয় (স্বল্পপরিমাণে হইলেও) বিদ্যমান আছে, তাহা বলা বাহুল্য। পোষণ-যন্ত্র, পরিচালন-যন্ত্র ও জ্ঞান-যন্ত্র, ইহারা যে, ইতরেতরাশ্রয়ী, এতদ্দ্বারা তাহাও সূচিত হইল। পরিচালন ও পোষণশক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞানশক্তি ক্রিয়া করিতে পারে না, এইরূপ পরিচালনশক্তিও জ্ঞান ও পোষণশক্তির সাহায্য ব্যতি-রেকে, স্বকার্য্যসাধনে অপারগ হইয়া থাকে। শক্তিত্রয় অন্যোন্যা-

শ্রেণী, বহুবারই এই কথা বলা হইয়াছে। অতএব নিতান্ত নিকৃষ্ট জীবেও ত্রিবিধ শক্তি এবং ত্রিবিধ যন্ত্র আছে। যে কোষকে (Cell) প্রতীচ্য নরশরীর-বিজ্ঞান সজীব-পদার্থের সাংস্থানিক একক বলিয়াছেন, সেই কোষও ত্রিগুণাত্মক। অধ্যাপক ম্যাকালিষ্টার (MACALISTER) বলিয়াছেন, সকল প্রোটোপ্লাজম্ই (Protoplasm) বাহ্যশক্তি কর্ত্তৃক প্রাণনব্যাপার-নিষ্পাদন ও বলবিসর্গার্থ উত্তেজিত হইতে পারে। অনন্যসহায় একটী প্রোটোপ্লাজম্ প্রাণধারণোপযোগী সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মনিষ্পাদনে যোগ্য। তবে জীবজাতির উন্নতি-বিষয়ক, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম-বিকারজনক পৃথক্করণ-ব্যাপার (Differentiation) আরম্ভ হইলে, বহু শেল্‌সে শারীর-কর্ম্মনিষ্পত্তির শ্রমের বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং তজ্জন্য কোষাত্মক শারীর-বিধানের এক অংশের সংকোচনশীলত্বের আধিক্য হইয়া, পেশী গঠিত হয়, এবং অন্যাংশের কোষসমূহের স্তরপৃষ্ঠে সংবেদন-যোগ্যতা সমুপচিত বা সমাহিত হয়। আমাদের বিশ্বাস, ইহা হইতে কোষ সকলও ত্রিগুণাত্মক, ভিন্ন-ভিন্ন যন্ত্র গুণত্রয়ের ভাগবৈষম্যে জন্মলাভ করে, সংস্কারবিশিষ্ট গুণত্রয় যথাপ্রয়োজন ভিন্ন-ভিন্ন যন্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এই সিদ্ধান্তের মূল্য অধিক। একরূপ কারণ হইতে কখনও সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ কার্য্য হইতে পারে না।

নিম্নশ্রেণীর বহু-কোষাত্মক জীবগণের পৈশিক ও স্নায়ব, এই উভয়বিধ কার্য্য বাহ্যত্বক্কোষসমূহ (Ectodermal cells)-দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়, এবং এইজন্য উক্ত কোষ সকল স্নায়ব-পৈশিক-কোষ (Neuro-muscular cells), এই নামে অভিহিত হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর জীবসংঘের সংস্কার-গ্রহণ ও সঞ্চারণ-

শক্তি কেবল নির্দ্দিষ্ট অঙ্গের উপরিভাগের কোষসমূহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। এই সকল কোষকে স্নায়ুকোষ বলা হয়। *

উচ্চশ্রেণীর জীবসংঘের সংস্কার-গ্রহণ ও সঞ্চারণ-শক্তি যে, কেবল নির্দ্দিষ্ট অঙ্গের উপরিভাগের কোষসমূহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ তৎসম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি?

সমান কারণ হইতে সমান কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কারণের ভেদে কার্য্যের ভেদ হয়। সর্ব্বাংশে সমান কারণ হইতে কখন ভিন্নরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। অস্থি, পেশী, ধমনী, শিরা, লসীকা, কণ্ডরা, মাংস, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু, যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্, হৃদয়, মস্তিষ্ক, উণ্ডুক, বৃক্ক, আমাশয়, পক্বাশয়, মূত্রাশয়, গর্ভাশয় ইত্যাদি শারীরযন্ত্রসমূহের কারণ কোষ (Cell)। মানুষের অস্থি প্রভৃতি যন্ত্রসমূহের, যে কোষ নামক পদার্থ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, বানরাদি ইতর-জীববৃন্দের অস্থ্যাদি শারীরযন্ত্রসমূহও সেই অবিশেষ কোষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অস্থ্যাদির মধ্যে যে, বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বাংশে সমান কারণ হইতে কখন ভিন্নরূপ কার্য্য হইতে পারে না। অতএব অঙ্গীকার করিতে হইবে, এক অবিশেষ কোষ-নামক পদার্থ হইতে অস্থ্যাদি ভিন্ন-ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয় নাই, যে

---

* "In animals of a higher grade, the capacity of receiving and transmitting impressions becomes limited to the cells of a certain part of the surface only, and these, which are called *nerve-cells*, become differentiated from the cells of the muscular system, although correlative to them in function."

—*Human Anatomy,—Macalister, p. 49.*

কোষ হইতে বানর জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ঠিক সেই কোষ হইতে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণির উৎপত্তি হয় নাই।* অণুবীক্ষণ-যন্ত্র কোষসমূহের বৈশিষ্ট্য ধরিতে না পারিলেও, রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা উহাদের ইতর-ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম উপলব্ধ না হইলেও, উহাদের মধ্যে যে, সূক্ষ্ম বৈধর্ম্য আছে, তাহা অনুমান করিতে হইবে। অণুসকলের সংখ্যা ও জাতিগত সমানতা থাকিলেও, শুদ্ধ সন্নিবেশের (Arrangement) ভেদবশতঃ ভৌতিক ও রাসায়-নিক ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তুসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শারীর-যন্ত্রসকল, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পঞ্চভূতের ভিন্ন-ভিন্ন তালের—ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দের স্পন্দন হইতে উৎপন্ন হয়। কুম্ভকার যে প্রকার ঘট-শরাবাদি নির্ম্মাণের পূর্ব্বে মনে মনে ঘট-শরাবাদির রূপ কল্পনা করে, ঘট-শরাবাদির আকৃতি চিত্রিত করে, কুম্ভ-কারের মানস-স্পন্দনই যেরূপ মৃত্তিকাতে সংক্রামিত হইয়া, মৃত্তিকাকে ঘট-শরাবাদির আকারে আকারিত করে, সেইরূপ লিঙ্গদেহের ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দের স্পন্দন পঞ্চভূতে, অথবা হাইড্রোজেন,

---

* ডাক্তার বীল্ বলিয়াছেন,—"Although there may be no Physical or chemical differences, we know that the life history of these several forms is very different, while the results of their living are sufficient to prove that they must have been diverse from the very first."

—*Protoplasm or Matter & Life*, p. 285.

"* * * 'I do not, however, admit as a fact that the resemblance at the time selected is very great. By careful examination of well prepared specimens any accurate observer would be able to point out many strong points of difference, even at this early stage of development.'"

—*Ibid.*, p. 285.

অক্সিজেন্ প্রভৃতি পদার্থে সংক্রামিত হইয়া, ভিন্ন-ভিন্ন শারীরযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। যকৃৎ, ফুস্‌ফুস্, মস্তিষ্ক, হৃদয়, উণ্ডুক, বৃক্ক, স্নায়ু, পেশী, ধমনী ইত্যাদি, ইহারা পঞ্চভূতের ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দঃ। সুশ্রুতসংহিতা বলিয়াছেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উৎপত্তিতে যে গুণাগুণসমূহ বিদ্যমান থাকে, তাহারা গর্ভের ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তজ। লিঙ্গদেহের সংস্কারের সাদৃশ্যানুসারে এক জাতীয় জীবের সহিত অন্য এক জাতীয় জীবের স্থূলদেহের যন্ত্র বা বাহ্য আকৃতির সাদৃশ্য থাকা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক। জীবত্বধর্ম্ম জীবমাত্রের সাধারণ-ধর্ম্ম। জীবের শরীর প্রকৃতি বা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়, উদ্ভিদের শরীর প্রকৃতি বা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়, পাষাণাদির মূর্ত্তিও প্রকৃতি বা পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়। যেরূপ কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া ভূতসমূহ জীবশরীর নির্ম্মাণ করে, বৃক্ষাদির শরীর-নির্ম্মাণকালে, ইহারা নিশ্চয়ই তদ্রূপ কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হয় না। এইরূপ প্রত্যেক জীবজাতির শরীরোৎপাদক কর্ম্মও পৃথক্ পৃথক্। যেরূপ কর্ম্মদ্বারা ব্যাঘ্রদেহ উৎপন্ন হয়, হস্তী, কুক্কুর বা বিড়ালের দেহ তদ্রূপ কর্ম্মদ্বারা উৎপন্ন হয় না। বানরের দেহের সহিত মানুষের দেহের যত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, কুক্কুরের দেহের সহিত তত সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না, এইনিমিত্ত বানর হইতে মানুষের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন অব্যভিচারী হেতু নাই। বানরদেহোৎপাদক কর্ম্মের সহিত মানুষের দেহোৎপাদক কর্ম্মের কিছু সাদৃশ্য আছে, ইহা স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু তাহা বলিয়া, বানর হইতেই মানুষ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে যাইব কেন? যে কর্ম্মহেতু মানুষদেহ নির্ম্মিত হয়, বানর জন্মিবার পূর্ব্বে সেরূপ

কর্ম্ম সংস্কারাবস্থায় থাকে না, যদি ইহা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে, বানর হইতেই মানুষ হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কি, সপ্রমাণ হয়? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়কে যদি নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহারাই সর্ব্বপ্রকার শরীরের উপাদানকারণ, ইহা যদি অভ্যুপগম করা হয়, প্রকৃতি অনাদি কর্ম্ম-সংস্কারবতী, ইহা যদি মানা যায়, তাহা হইলে, মানুষের দেহ বানরের দেহের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে অভিব্যক্ত হইতে পারে না, তাহা কোন্ প্রমাণে প্রতিপন্ন হইবে? প্রকৃতিকে যদি সর্ব্বশক্তিমতী বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে, কি, উক্তরূপ অনুমানকে দোষযুক্ত বলা যুক্তিসঙ্গত নহে? প্রকৃতি যদি নিত্যা হয়েন, তবে তাঁহার কর্ম্মও যে নিত্য, তাহা মানিতে হইবে, কারণ, পরিণামই প্রকৃতির ধর্ম্ম, প্রকৃতি কদাচ পরিণাম-শূন্য হইয়া অবস্থান করেন না। কল্পিত নৈহারিক অবস্থাই যাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রকৃতির আদি, ইহার পূর্ব্বে প্রকৃতি ছিলেন না, কর্ম্ম ছিল না, এই বর্ত্তমান সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কখনও জগতের সৃষ্টি হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে, তবে সেই পূর্ব্ব-সৃষ্টিতে যে সকল জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, বা ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার প্রকৃতিগর্ভে পরমাণু বা জড়শক্তিরূপে বিলীন হইয়া গিয়াছে (মুক্ত হইয়াছে, বলিতে পারিলাম না, কারণ, শাস্ত্র হইতে মুক্তির স্বরূপ-সম্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছি, তাহাতে যথোক্ত ক্রমোন্নতিবাদানুসারে কাহারও তৎপ্রাপ্তি উপপন্ন হয় না), যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, যেরূপ কর্ম্ম হইতে কীটের উৎপত্তি হয়, জীব-প্রসবে প্রবৃত্তা প্রকৃতিকে প্রথমে তাদৃশ কর্ম্মই করিতে হইবে, প্রকৃতি অগ্রে কীট প্রসব

না করিয়া, অণ্ডজীব প্রসব করিতে পারেন না, সে সামর্থ্য প্রকৃতির (সর্ব্বশক্তিমতী হইলেও) নাই, যাঁহাদের এইরূপ মত, তাঁহারা অনায়াসেই বলিতে পারেন, একজাতীয় জীব হইতে ক্রমশঃ নানা-জাতীয় জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা বলিতে পারেন, বানর বা বনমানুষ হইতে মানুষ অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা বলিতে পারেন, বানর বা বনমানুষের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে মানুষের অভিব্যক্তি হওয়া অসম্ভব।

শাস্ত্র প্রকৃতিকে নিত্যা বলিয়াছেন, সংকোচ ও বিকাশ প্রকৃতির স্বভাব, অতএব সৃষ্টি ও প্রলয় পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করিয়া থাকে, শাস্ত্রে এইনিমিত্ত সৃষ্টি ও লয়-পরম্পরার অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, পূর্ব্বসৃষ্টিতে কৃত কর্ম্মসমূহ প্রলয়কালে সংস্কারাবস্থাতে বিদ্যমান থাকে, শাস্ত্র এইকথা অভ্যুপগম করিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবৃত্তিশক্তির সংরক্ষণ (Conservation of Energy)-তত্ত্ব, আমাদের বিশ্বাস, শাস্ত্রোপদিষ্ট যথোক্ত কর্ম্মতত্ত্বেরই পরিচ্ছিন্নরূপ। যে-যেরূপ কর্ম্ম প্রেরিত হইয়া, ভূতসমূহ যে-যে রূপ স্থূলদেহ নির্ম্মাণ করে, সেই সেই রূপ কর্ম্মের সংস্কার প্রকৃতিতে চিরদিনই বিদ্যমান আছে, শাস্ত্রের ইহাই অশায়। যাবৎ মুক্তি-সাধন জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ জীবকে কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ পরিণাম-স্রোতে ভাসিতে হয়। সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, কুক্কুর, শৃগাল, বানর, বিবিধ কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, সরীসৃপ, সুর, নর ইত্যাদি জীবসমূহ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রয়ের ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কর্ম্মভেদই সৃষ্টিভেদের কারণ। বেদ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ, বৎসর, নক্ষত্র, গ্রহ, বাক্, মনঃ, গো, অশ্ব, ছাগ, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক পদার্থজাতকে 'ছন্দঃ' বলিয়াছেন

("পৃথিবী ছন্দঃ। অন্তরিক্ষং ছন্দঃ। দৌশ্ছন্দঃ। সমাশ্ছন্দঃ। নক্ষত্রাণি ছন্দঃ। বাক্ ছন্দঃ। মনশ্ছন্দঃ। কৃষিশ্ছন্দঃ। হিরণ্যং ছন্দঃ। গৌশ্ছন্দঃ। অজাছন্দঃ। অশ্বশ্ছন্দঃ।"—শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা ১৪।১৯)। গুণত্রয়ের যে-যে ছন্দে, যে-যেরূপ তালের স্পন্দনে, যে-যে জীবদেহের, যে-যে উদ্ভিদের, যে-যে ভূত ও ভৌতিকপদার্থের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহা স্থির আছে, প্রকৃতিগর্ভে সর্ব্বপ্রকার ছন্দঃ নিত্য বিদ্যমান আছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ এইনিমিত্ত বলিয়াছেন, ইহলোকে জীবগণ যে-যে কর্ম্মনিবন্ধন ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক ইত্যাদি যে-যে জাতি প্রাপ্ত হয়, সেই সেইরূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও বাসনাঙ্কিত হইয়া, প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিকালে উহারা তত্তদ্‌ভাবেই আবির্ভূত হইয়া থাকে।

একজাতীয় জীবের দেহযন্ত্রের সহিত যদি অন্য একজাতীয় জীবের দেহযন্ত্রের অনেকতঃ সাদৃশ্য উপলব্ধ হয়, তাহা হইলেই উহারা পৌর্ব্বাপর্য্যভাব-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, উহাদের মধ্যে একজাতীয় জীব অন্যজাতীয় জীব হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন সদ্‌যুক্তি নাই। বিপরিণাম-প্রাপ্ত বা বিকসিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জীবগণের মধ্যে দৈহিক সংস্থানগত যাদৃশ সাম্য উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইতে কোষ (Cells) সমূহের মধ্যে যে, অধিকতর সাদৃশ্য আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে; ভিন্ন-ভিন্ন জীবের কোষ (Cells) পরীক্ষা (কি আণুবীক্ষণিক, কি রাসায়নিক, এই উভয়বিধ) করিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম্মগত কোনপ্রকার বৈলক্ষণ্য অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অতএব সকল জীব হইতে সকল জীব আবির্ভূত হইতে পারে, এইরূপ অনুমান করিবার আপত্তি

কি? ক্রমোন্নতিবাদিগণ জীবসকলের জ্রূণাবস্থার সাদৃশ্যকে উপেক্ষা করেন কেন? ডাক্তার বীল্ এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। *

জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, নির্জীব-পদার্থ হইতে সজীব-পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না, ক্রমোন্নতি-বাদিগণ এইরূপ মতাবলম্বী, ক্রমোন্নতিবাদিগণ যাদৃচ্ছিক উৎপত্তি (Spontaneous generation)-বাদের বিরোধী। পণ্ডিত ডারুবিন্ বলিয়াছেন, আমার দৃষ্টিতে সকল জীবই বহু-পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় জীবের অন্বয় বা কুলক্রমাগত, কোন জীবই বিশেষতঃ সৃষ্ট নহে ("I view all beings, not as special creations, but as the lineal discendants of some few beings which lived long before the first bed of the Cambrian system was deposited."—*Origin of Species, p. 402.*)। জীবের প্রথমাভিব্যক্তি কিরূপে, এবং কোন্ সময়ে হইয়াছে, ডারুবিন্ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। অধ্যাপক আবুয়েন্ (OWEN) বলিয়াছেন, জীবোন্নতি-স্রোতঃ বহুমুখ ও বিচিত্র, অতএব প্রাণিগণকে

---

* "It is indeed very remarkable that evolutionists who are always on the look out for points of resemblance between different living beings, should manifest the strangest indisposition to acknowledge the likeness of different kinds of living matter to one another. How it is that he who takes pleasure in showing the likeness between man and apes, and in comparing them, bone with bone, muscle with muscle, and brain with brain, does not appear to be much interested in the fact that the living matter of all parts of the body of man is indistinguishable from that of animals below him?" —*Protoplasm or Matter & Life, p. 282.*

সাধারণতঃ উহাদের উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে শ্রেণীকৃত করা যায় না, যথাযথভাবে জৈব উন্নতিপর্ব্বসমূহের আনুপূর্ব্ব্য-নির্ব্বাচন অসম্ভব, বহু জীবজাতি যেন ঠিক এক পর্ব্বেই আছে বলিয়া বোধ হয়। * ডাক্তার বীল্ বলিয়াছেন, ক্রমোন্নতিবাদের প্রতিষ্ঠাপকগণ যখন কতিপয় পূর্ব্ববর্ত্তী জীবের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, তখন পাঁচ, দশ হাজার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবের অস্তিত্ব মানিতে তাঁহাদের বাধা কি?

মনুষ্যের জন্ম যে, বহু ইতর-জীবযোনি-ভ্রমণানন্তর হইয়া থাকে, পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে। অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, জীব ক্রমশঃ উন্নত হইতে হইতে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, এই মতের সহিত, তাহা হইলে, শাস্ত্রের ঐক্য আছে বলা যাইবে না কেন? বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে, জীবসকল কর্ম্মপাশে নিয়ন্ত্রিত, কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে তদুপযোগী ফলভোগ করিতেই হইবে, ইহাই জীবের নিয়তি। কর্ম্মপাশদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া, জন্তুসকল স্বর্গাদি পুণ্যস্থানে পুণ্যভোগ, অথবা নরকাদিতে অতীব দুঃখতর পাপফল অনুভব করিয়া, পরে কর্ম্মাবসানে, ইহলোকে আগমন করে, সর্ব্বভয়-বিকল, মৃত্যু-বাধাসংযুক্ত স্থাবরাদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, তৃণ, গিরি প্রভৃতি স্থাবর নামে অভিহিত হয়। স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়াও, ইহারা মুহূর্ত্তের জন্য সুখভোগ করিতে পারে না, প্রাকৃতিক-পীড়নে ইহাদিগকে

* "Animals in general cannot be arranged in a series proceeding from less to more perfect in any way, so many, in different natural series, being on a par."

—*Life of Professor Owen, I., p. 252.*

তখনও নিরন্তর প্রপীড়িত হইতে হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, দাবানল, প্রভৃতি নানাবিধ উপসর্গ উত্থিত হইয়া, ইহাদিগের প্রাণসংহার করে। তাহার পর কৃমি হইয়া, সদা যাতনা ভোগ করে, ক্ষণার্দ্ধে জাত ও ক্ষণার্দ্ধে মৃত হইয়া থাকে, বলবৎ প্রাণিগণ-কর্তৃক পীড়া নিবারণে অক্ষম এবং শীত-বাতাদি ক্লেশদ্বারা অভি-ভূত হইয়া, নিত্য ক্ষুদ্বাধিত হইয়া, মল-মূত্রাদিতে সংসরণপূর্ব্বক অশেষ যাতনা ভোগ করে। তৎপরে পশু-যোনিতে আগমন করে, পশু-যোনিতেও বিবিধ যাতনা ভোগ করিতে হয়। বন্য-পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া, কখন মাংস, আবার কখনও বা কন্দ-মূলাদি আহারপূর্ব্বক জীবন ধারণ করে, বলবান্ প্রাণিদিগদ্বারা বাধিত হয়, পরপীড়া-পরায়ণ হয়। তদনন্তর গবাদি গ্রাম্য-পশু-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। গবাদি গ্রাম্য-পশুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, কিছুমাত্র সুখভোগ করিতে পারে না, স্বজাতি-বিয়োগ ভারোদ্বহন, পাশাদি-বন্ধন, তাড়ন ইত্যাদি বিবিধ কারণ হইতে সর্ব্বদা দুঃখানুভব করে। এইরূপ বহুযোনি ভ্রমণপূর্ব্বক জীব মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। *

ঐতরেয় আরণ্যক পাঠ করিলেও, ক্রমোন্নত পর্ব্বসমূহের সংবাদ পাওয়া যায়। অপ্রাণ-স্থাবর, সপ্রাণ-স্থাবর, সংকীর্ণচেতন ও বিশিষ্টচেতন, ঐতরেয় আরণ্যকে যে, এই চতুর্ব্বিধ ক্রমোন্নত পর্ব্বের কথা আছে, আমরা পূর্ব্বে তাহা জানাইয়াছি। ঐতরেয় আরণ্যকে ভোগাধিষ্ঠানের—গো, অশ্ব, পুরুষাদির শরীরের, ভোগ-করণের—বহ্ন্যাদি দেবতাধিষ্ঠিত বাক্-চক্ষুরাদির, এবং ভোগ্য-বর্গের সৃষ্টির উপদেশ আছে। ভোগাধিষ্ঠান গবাদি শরীর-

* বৃহন্নারদীয় পুরাণের ত্রিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

'সমূহের মধ্যে মনুষ্যের শরীরই যে, পর্য্যাপ্ত ভোগাধিষ্ঠান তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া সমুদ্রবৎ অত্যন্ত বিস্তৃত বিরাড্‌দেহে প্রপতিত হয়েন। তৎপরে পরমেশ্বর অখিল ইন্দ্রিয় ও তদ্দেবতা-গণের অধিষ্ঠানভূত বিরাড্‌দেহ ক্ষুৎ-পিসাসাদ্বারা সংযোজিত করেন। বিরাড্‌দেহকে ক্ষুৎ-পিপাসাদ্বারা সংযোজিত করিলে, বিরাড্‌দেহে প্রপতিত ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণ পরমেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, পরমেশ্বর এই বিরাড্‌দেহ আমাদের ভোগক্ষম নহে, এই অতিবিস্তীর্ণ বিরাড্‌দেহ ব্যাপিয়া, প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আমরা অসমর্থ, যাদৃশ অল্পশরীরে প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমরা দেহ-পর্য্যাপ্ত অন্ন ভোজন করিতে পারগ হইব, আমাদিগের জন্য তাদৃশ আয়তন—শরীর সম্পাদন করুন। পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাগণের এতদ্বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদের ভোগের জন্য গোদেহ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবতাগণ গোদেহ পাইয়া, পরমেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, ইহা আমাদের ভোগের উপযুক্ত অধিষ্ঠান নহে। পরমেশ্বর তাহা শুনিয়া, তাঁহাদিগকে অশ্বদেহ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবতাগণ অশ্বদেহ পাইয়াও বলিয়াছিলেন, ইহাও আমাদের ভোগের পর্য্যাপ্ত আয়তন নহে। পরমেশ্বর তাহার পর তাঁহাদিগকে বিবেকসম্পন্ন পুরুষ (মনুষ্য)-দেহ প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যদেহ পাইয়া দেবতাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পরমেশ্বরকে বলিয়াছিলেন, এইবার আমাদের উপ-যুক্ত দেহ হইয়াছে। * দেবতাগণ প্রজাপতির—পরমেশ্বরের

---

* "তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতং স্তমশনাপিপাসা-ভ্যামন্ববার্জৎ তা এনমব্রুবন্নায়তনন্নঃ প্রজানীহি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা অন্নমদামেতি

সারভূত কার্য্য। দেবতাগণ পরমেশ্বরের সারভূত কার্য্য কেন? দেবতাগণ সাত্ত্বিক—সত্ত্বগুণ-প্রধান, এইনিমিত্ত দেবতাগণকে পরমেশ্বরের সারভূত কার্য্য বলা হইয়াছে। মনুষ্যদিগের রাজসত্ব, এবং গবাদির তামসত্ববশতঃ ইহারা সারভূত কার্য্য নহে। দেবতা-গণের সারভূত কার্য্য বৃষ্টি; বৃষ্টির সারভূত কার্য্য ওষধিগণ; ওষধি-গণের সারভূত কার্য্য অন্ন; অন্নের সারভূত কার্য্য রেতঃ; রেতের সারভূত কার্য্য পুত্রাদিরূপ প্রজা; প্রজার সারভূত কার্য্য হৃদয়; হৃদয়ের সারভূত কার্য্য মনঃ (জ্ঞানশক্তি বলিয়া); মনের সারভূত কার্য্য বেদরূপা বাক্; বেদের সারভূত কার্য্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম। পূর্ব্বজন্মে যে পুরুষ এই বেদোপদিষ্ট অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহজন্মে বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, ব্রহ্মের উপাসনা করিতে, ও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে যোগ্য হইয়া থাকেন, নিরতিশয় সুকৃতি ব্যতিরেকে ঈদৃশ জন্ম হয় না, পুরুষ বা মনুষ্যই উপাসনীয় ও বেদনীয় ব্রহ্মের স্থান, পুরুষ বা মনুষ্যভিন্ন অন্য কোন জীব ব্রহ্মের উপাসনা করিতে ব্রহ্মকে জানিতে বা লাভ করিতে পারগ হয় না। অতএব পুরুষ বা মনুষ্যের মহত্ত্ব সিদ্ধ হইল। *

তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি তাভ্যোঽশ্বমানয়ত্তা অব্রুবন্ন বৈ নোঽয়মলমিতি তাভ্যঃ পুরুষমানয়ত্তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি পুরুষো বাব সুকৃতং * * *।"— ঐতরেয় আরণ্যক।

ইহার সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

* "অথাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ প্রজাপতে রেতো দেবা দেবানাং রেতো বর্ষং বর্ষস্য রেত ওষধয় ওষধীনাং রেতোঽন্নমন্নস্য রেতো রেতো রেতসোরেতঃ প্রজাঃ প্রজানাং রেতো হৃদয়ং হৃদয়স্য রেতো মনো মনসো রেতোবাক্ বাচোরেতঃ কর্ম্ম তদিদং কর্ম্মকৃতময়ং পুরুষো ব্রহ্মণো লোকঃ।"— ঐতরেয় আরণ্যক।

সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

মনুসংহিতা প্রাকৃতিক পরিণামকে প্রথমে সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক, এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়া, পরে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভাগের প্রত্যেককে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সাত্ত্বিক, তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, যে ব্যক্তি রাজস—রজোগুণ-বৃত্তিতে অবস্থিত, তিনি মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন, যে ব্যক্তি তামস, সে পশু-পক্ষ্যাদি-যোনি প্রাপ্ত হয় ("দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বং চ রাজসাঃ। তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥"—মনুসংহিতা, ১২শ অধ্যায়)। সত্ত্বাদি গুণত্রয়নিবন্ধন যে ত্রিবিধ গতি উক্ত হইল, ইহারা আবার দেশকালাদি-ভেদে, সংস্কারহেতুভূত কর্ম্মভেদে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন প্রকার হয়। বৃক্ষাদি স্থাবর, কৃমি—সূক্ষ্ম-প্রাণী, কীট—কৃমি হইতে ঈষৎ স্থূলপ্রাণী, মৎস্য, সর্প, কূর্ম্ম, পশু ও মৃগ (অরণ্যচর ও গৃহপালিত সামান্য পশু), ইহারা তামস অধমগতি। হস্তী, ঘোটক, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, নিতান্ত অসভ্য মনুষ্য ইত্যাদি, ইহারা তামস মধ্যমগতি। চারণ, সুপর্ণ, দাম্ভিকপুরুষ (যাহারা ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করে), রাক্ষস ইত্যাদি, ইহারা তামস উত্তমগতি। ঝল্ল, মল্ল, নট (রঙ্গাব-তারক, পরিহাসজীবী), শস্ত্রজীবী ইত্যাদি, ইহারা রাজস অধম গতি। অভিষিক্ত রাজা, জনপদের শাসনকর্ত্তা, ক্ষত্রিয়-জাতিমাত্র, রাজপুরোহিত ও শাস্ত্রার্থে কলহপ্রিয়—বাদযুদ্ধ প্রধান, ইহারা রাজস মধ্যমগতি। গন্ধর্ব্ব, এবং গুহ্যক (যক্ষ), বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ, ইহারা রাজস উত্তমগতি। বানপ্রস্থ এবং যতি, ব্রাহ্মণ, পুষ্পকাদি বিমানচারিগণ ইত্যাদি, ইহারা সাত্ত্বিক অধমগতি। যাগশীল ঋষি, বেদাদি বিগ্রহ-

বিশিষ্ট দেবতা, ধ্রুব প্রভৃতি জ্যোতির্গণ, পিতৃগণ, সাধ্যগণ ইত্যাদি, ইহারা সাত্ত্বিক মধ্যমগতি। ব্রহ্মা ও মরীচ্যাদি সৃষ্টিকর্ত্তা, ধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত, ইহারা সাত্ত্বিক উত্তমগতি।

বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বর সৃজ্য-পদার্থসমূহের সৃষ্টিতে, ব্রীহি-যবাদির উৎপত্তিতে পর্জন্যের ন্যায়, নিমিত্তমাত্র, সৃজ্যশক্তিই—সমুদায় জন্যপদার্থের পরিণামশক্তিই সৃষ্টির প্রধান বা মুখ্য (অসাধারণ) কারণ। কারণাত্মাতে বিদ্যমান—সূক্ষ্ম-ভাবে অবস্থিত বস্তুসকল স্ব-স্ব পরিণামশক্তিদ্বারাই স্থূলরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সৃজ্য-পদার্থজাত স্থূলরূপ পরিণামের জন্য, অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনের নিমিত্ত একমাত্র নিমিত্তকারণ ব্যতীত আর কিছুরই অপেক্ষা করে না ("নিমিত্তমাত্র-মেবাসীৎ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ॥ নিমিত্তমাত্রং মুক্তৈ্বকং নান্যৎ কিঞ্চিদবেক্ষ্যতে। নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠঃ স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্॥"—বিষ্ণুপুরাণ)। যাঁহারা কেবল প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনকেই পরিণামের একমাত্র কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃতি যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারানুসারে পরিণাম সাধন করেন, এই কথাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, শরীরি-পদার্থসমূহ যে, পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা কেবল তাহাদের সংস্থান বা অবয়বসন্নি-বেশানুসারে নহে, পরিবর্ত্তনশীল বস্তুসকলের সংকল্পানুসারেও উহাদের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় ("Organism may vary not only in respect of their structures, but in respect of their tendencies to do this or the other, in all kinds

of ways * * *"—*Types of Ethical Theory, Vol. II., p. 570.*)। তা'ই মনে হয়, শাস্ত্রের মহত্ত্ব অভ্যুদয়শীল প্রতীচ্য কোবিদকুলদ্বারাই পরে যথাযথভাবে খ্যাপিত হইবে।

বিষ্ণুপুরাণে প্রাকৃত, বৈকৃত এবং প্রাকৃত-বৈকৃত, প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ সৃষ্টির বর্ণন আছে। পরমেশ্বর হইতে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়; তৎপরে তন্মাত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা ভূতসৃষ্টি-নামে অভিহিত হয়; তদনন্তর ঐন্দ্রিয়ক-সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহার নাম 'প্রাকৃত'-সৃষ্টি। মহত্তত্ত্ব, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টির পর উদ্ভিদ্‌গণের সৃষ্টি হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌গণের সৃষ্টিকে 'মুখ্যসর্গ', এই শব্দে অভিহিত করা হয়। উদ্ভিদ্‌গণের সৃষ্টিকে 'মুখ্যসর্গ', এই শব্দে অভিহিত করিবার কারণ কি? 'মুখ্য'-শব্দ প্রধান বা প্রথম, এই অর্থের বাচক। উদ্ভিদের সর্গ প্রথমে হয়, এইনিমিত্ত ইহাকে 'মুখ্যসর্গ', এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে ("মুখমিব প্রথমং ব্রহ্মণঃ সর্গো ভবতীতি মুখ্যানার্গাঃ স্থাবরাঃ।"—শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা)। মহত্তত্ত্বাদি ত্রিবিধ প্রাকৃত-সর্গের পর মুখ্যসর্গ হইয়া থাকে, অতএব মুখ্যসর্গকে বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থসর্গ বলিয়াছেন। তির্য্যক্-স্রোতের সৃষ্টি পঞ্চম। পশু, পক্ষী, প্রভৃতি তির্য্যক্‌যোনিই 'তির্য্যক্-স্রোতঃ'-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধস্রোতঃ বা দেবগণের সৃষ্টি ষষ্ঠ। অর্ব্বাক্‌স্রোত বা মনুষ্যগণের সৃষ্টি সপ্তম। সাত্ত্বিক ও তামস, এই উভয়-স্বভাবাপন্ন অন্যবিধ দেবগণের সৃষ্টি (অনুগ্রহ-সৃষ্টি) অষ্টম। মুখ্যসর্গাদি পঞ্চবিধ সৃষ্টিকে বৈকৃতসৃষ্টি বলা হয়। প্রকৃতি-সম্বন্ধিনী সৃষ্টি তিন প্রকার, এবং বৈকৃতসৃষ্টি পঞ্চপ্রকার। কৌমারসৃষ্টি নবম। কৌমার-সৃষ্টির মধ্যে রুদ্রসৃষ্টি প্রাকৃত,

কারণ, তিনি প্রকৃতি হইতে স্বয়ং উদ্ভূত হইয়াছেন। সনৎ-কুমারাদির সৃষ্টি বিকৃত-ভাবাপন্ন ব্রহ্মাকর্ত্তৃক কৃত হওয়াতে 'বৈকৃত'-সৃষ্টিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

বেদ পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, বিশ্বজগৎকে শ্রুতি ভোক্তৃ ও ভোগ্য, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভোক্তৃ ও ভোগ্য বা অন্নাদ ও অন্ন, বিশ্বজগৎকে বিশ্লেষ করিলে, এই দ্বিবিধ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃতি ভোগ্য, এবং পুরুষ ভোক্তা, প্রকৃতি ও পুরুষ, ইহাঁরাই মূল ভোগ্য ও ভোক্তৃ-পদার্থ। প্রাকৃতিক পদার্থসমূহও যে, পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, শ্রুতি তাহা বুঝাইয়াছেন। ভূত সকলের মধ্যে অগ্নি ও বায়ুকে শ্রুতি ভোক্তৃভূত, এবং জল ও পৃথিবীকে ভোগ্যভূত বলিয়াছেন। প্রাণভৃৎদিগের মধ্যেও ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ আছে। মর্ত্ত্যধামে মনুষ্য ভোক্তা, ইতরজীববৃন্দ ভোগ্য। ইতর-জীববৃন্দকেও শ্রুতি ভোক্তৃ ও ভোগ্য, এই দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন। ভোক্তৃত্ব স্বাতন্ত্র্যের, এবং ভোগ্যত্ব পার-তন্ত্র্যের বাচকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ডারুবিন্ প্রভৃতি প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদী পণ্ডিতগণ 'যোগ্যতম' (Fittest) বলিতে অনেকতঃ ভোক্তৃপ্রপঞ্চকেই যে, লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। *

অতএব প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদের সহিত শাস্ত্রের কোন্ কোন্ বিষয়ে একত্য, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে অনৈক্য আছে, সত্যানু-

* "ভবতস্থান্নমোষধিবনস্পতয়োঽন্নং প্রাণভৃতোঽন্নাদমোষধিবনস্পতীন্ হি প্রাণভৃতোঽদন্তি তেষাং য উভয়দন্তাঃ পুরুষস্থানুবিধাং বিহিতাস্তেঽন্নাদা অন্নমিতরে পশবঃ * * *।"— ঐতরেয় আরণ্যক।

সন্ধিৎসুর তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের স্বরূপ-চিন্তাপূর্ব্বক আমাদের যাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, অতঃপর সংক্ষেপে তাহা জানাইতেছি। প্রকৃতি ও কর্ম্মসংস্কার অনাদি; প্রকৃতি ও কর্ম্মসংস্কার বিশ্বজগতের সৃষ্টি এবং সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মভেদে দৃশ্যপদার্থ-সমূহের উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে। অপ্রাণস্থাবর, সপ্রাণস্থাবর সংকীর্ণচেতন, এবং বিশিষ্টচেতন, এই চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক-পর্ব্বের প্রত্যেকের মধ্যেও গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারে উচ্চনীচ অবস্থা আছে। যাবৎ মুক্তিসাধন জ্ঞানের বিকাশ না হয়, যাবৎ জীব স্বরূপে—স্বীয় অস্খলনশীল বা স্থায়ি-সাম্যাবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, তাবৎ তাহার কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ অবস্থাপ্রাপ্তি অবশ্য-স্তাবিনী। প্রকৃতি নিত্যপরিণামিনী, পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব, পরিণাম গুণত্রয়ের অন্যোন্যাভিভববৃত্তির ফল, অতএব প্রকৃতিতে পর্য্যায়ক্রমে সাত্ত্বিক—সত্ত্বগুণ-প্রধান, রাজসিক—রজোগুণপ্রধান, এবং তামসিক—তমোগুণপ্রধান, এই ত্রিবিধ পরিণাম সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক ক্ষণে, প্রত্যেক জাতিতে, প্রত্যেক প্রাকৃতিক-দ্রব্যে পর্য্যায়ক্রমে ত্রিগুণচক্রের আবর্ত্তন হয়। প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুর এক-একটি আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা (Relative equilibrium) আছে, এই আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইলে, জাত্যন্তর-পরিণাম হইয়া থাকে; এই জাত্যন্তর-পরিণাম, উন্নতিপ্রবণ এবং অবনতিপ্রবণ, দুইই হইতে পারে, ইহা তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের উপরি নির্ভর করে। প্রকৃতি ও কর্ম্ম, এই পদার্থদ্বয়কে যদি সর্ব্বপ্রকার পরিণামের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহাদিগকে যদি প্রবাহরূপে

নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করা হয়, তাহা হইলে, কোন প্রাকৃতিক-পর্ব্বের যে, কদাচ জাত্যুচ্ছেদ হয় না, তাহাও মানিতে হইবে। প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদিগণ পুরুষ ও প্রকৃতি, এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ যথাযথভাবে চিন্তা করেন নাই, সৃষ্টি ও প্রলয়ের তত্ত্ব ভাল করিয়া বিচার করেন নাই, গহন কর্ম্মের গতির যথাপ্রয়োজন পরীক্ষা করেন নাই, এইনিমিত্ত (পূর্ব্বেই বলিয়াছি) তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ এইজন্য অপূর্ণাবস্থাতে বিদ্যমান আছে। প্রাকৃত, বৈকৃত, ও প্রাকৃত-বৈকৃত, এই ত্রিবিধ সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে হইতেছে, নিত্য প্রকৃতিগর্ভে সমুদায় জন্যপদার্থের পরিণামশক্তি নিত্য বিদ্যমান আছে, যথাকালে ইহারা ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এই দ্বিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে উন্নত ও অবনত প্রাকৃতিক-পর্ব্বের বর্ণন আছে, শাস্ত্র উন্নত ও অবনত প্রাকৃতিক পর্ব্বসমূহের অভিব্যক্তিকালের নিয়ম প্রদর্শন করিয়াছেন, গুণ-ত্রয়ের ভাগবৈষম্য বা কর্ম্মবৈচিত্র্যবশতঃ সামান্যতঃ কতপ্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে, শাস্ত্র তাহা বুঝাইয়াছেন, গুণভেদে কতপ্রকার প্রাকৃতিক ছন্দঃ হওয়া সম্ভব, কোন্ ছন্দের পর কোন্ ছন্দের প্রাদুর্ভাব হয়, শাস্ত্র এই সকল তত্ত্বের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। সতত পরিণামী-ভূত ও ভৌতিক-শক্তিব্যতীত, যাঁহাদের দৃষ্টিতে অপরিণামী, চিন্ময় পুরুষ পতিত হয়েন নাই, তাঁহাদের 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম,' এই কথা প্রকৃতপ্রস্তাবে অর্থশূন্য। সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, বিমুক্ত পুরুষের মোক্ষের জন্য প্রকৃতি পরিণাম সাধন করেন। জিজ্ঞাস্য হইবে, যিনি বিমুক্ত, তাঁহার মোক্ষের জন্য চেষ্টা করিবার প্রয়োজন কি? আমরা যথাস্থানে

ইহার উত্তর প্রদান করিব। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, প্রকৃতি স্বভাবতঃ এই ত্রিবিধ পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক পরিণামকে যদি উন্নতি, এবং রাজস ও তামস পরিণামকে যদি অবনতি বলা হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বে জানাইয়াছি, উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম, এই কথা বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে পরিণামসাধন প্রকৃতির নিয়ম, এই কথাই সত্য, এই কথাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। "মানুষযোনি প্রাপ্ত হইবার পর, আর ইতর-যোনিতে জন্ম হইতে পারে না," ইহাও সম্পূর্ণতঃ যুক্তি-সঙ্গত কথা নহে। মানুষের মধ্যে নিরোধ ও ব্যুত্থান, এই দ্বিবিধ বিরুদ্ধশক্তির অবিরাম অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, মানুষের মধ্যে দেখিতে পাই, বহু ব্যক্তি প্রধানতঃ পশ্বাদি ইতর জীব-জাত্যুচিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পশ্বাদি ইতর-জীবগণ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে, ইহারা প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করে না, মানুষ তাহা করে। পশ্বাদি ইতর-জীবযোনি ভ্রমণ করিলেও, জীব যাবৎ মানবীয় স্থায়ি-সাম্যাবস্থাতে (Stable equilibrium) উপনীত হইতে না পারিবে, তাবৎ তাহার ইতর-যোনিতে অবরোহণের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা* আছে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, উদ্ভিদ্ ইত্যাদি, ইহারা এক-একরূপ ত্রিগুণবিকারের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা মাত্র। স্থায়ী (Stable), অস্থায়ী (Unstable) ও উদাসীন (Neutral), সাম্যাবস্থাকে (Equilibrium), এই তিন-ভাগে বিভক্ত করা হয়। ভারকেন্দ্র (Centre of gravity) যখন সম্ভাব্য উচ্চতম বা নীচতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই সাম্যাবস্থা হইয়া থাকে। কোন দ্রব্যের ভারকেন্দ্র যখন উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার স্থায়ি-সাম্যাবস্থা হইয়া থাকে,

এবং পক্ষান্তরে যখন উহা সম্ভাব্য নীচতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার অস্থায়ি-সাম্যাবস্থা হয়। যখন কোন মণ্ডল বা চক্র সমভূভাগে স্থিরভাবে অবস্থান করে (Rests on a horizontal plane), তখন উহার ভারকেন্দ্র উন্নমিত বা অবনমিত হয় না, এই অবস্থাতে উদাসীন-সাম্যাবস্থা হইয়া থাকে। অস্থায়ি-সাম্যাবস্থায় উৎপতন, অধঃপতন দুইই হইতে পারে। প্রকৃতির রাজস ও তামস পরিণাম-চক্রের আবর্ত্তনকালে, যাঁহাদের সাম্যাবস্থা একটু বিচলিত (Slightly displaced) হইলেও, স্বাধিকার ভ্রষ্ট হয় না, তাঁহাদের নিরোধশক্তি সমধিক বলবতী হইয়াছে, তাঁহাদের আর পতনের আশঙ্কা নাই। কিন্তু ইহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করেন, মনুষ্যদেহে বিদ্যমান জীবমাত্রেই পূর্ণমনুষ্য নহে, সকলেই মানবীয় পরিণামের স্থায়ি-সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাহার পর, ক্রিয়মাণ, সঞ্চিত ও প্রারব্ধ, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের স্বরূপদর্শন ব্যতিরেকে, কেহই নিশ্চয়-পূর্ব্বক বলিতে পারেন না, কোন্ ব্যক্তি মৃত্যুর পর কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। মৎস্যপুরাণ বলিয়াছেন, যুগস্বভাববশতঃ মন্বন্তর সকলের পরিবর্ত্তন চিরপ্রবৃত্ত। জীবলোক ক্ষণকালও একভাবে, পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারে না; ক্ষয় ও উদয় বা তিরোভাব ও আবির্ভাবদ্বারা ইহা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ("মন্বন্তরাণাং পরিবর্ত্তনানি চিরপ্রবৃত্তানি যুগস্বভাবাৎ। ক্ষণং ন সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ॥"—মৎস্যপুরাণ)। কর্ম্ম, লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ, ইত্যাদি বিষয়ের তত্ত্ব চিন্তা করিবার সময়ে, আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক কিছু বলিব, এক্ষণে উন্নতি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া এপ্রস্তাব সমাপ্ত করিব। পিতার অভ্যাস ও অনভ্যাসের ফল পুত্রে

সংক্রমণ করে কি না, আধুনিক ক্রমোন্নতিবাদিগণের মধ্যে যে, এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে, পূর্ব্বে তাহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, আমাদের বিশ্বাস, এই বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা হয়। অথর্ব্ববেদসংহিতা বলিয়াছেন, ক্ষয়-কুষ্ঠাদি দোষদূষিত মাতৃ-পিতৃ-শরীরাবয়ব হইতে পুত্রাদির (পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদির) শরীরে ঐ সকল রোগ সংক্রমণ করে ("ক্ষেত্রিয়াৎ ত্বা নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ।" —অথর্ব্ববেদসংহিতা, ২।২।১০)। পুত্রশরীরে পিত্রাদি শরীরাবয়বের সংক্রান্তি শ্রুত্যন্তরেও শ্রুত হইয়াথাকে ("অঙ্গাদ্ অঙ্গাৎ সংভবাসি হৃদয়াদ্ অধিজায়সে।"—আশ্বলয়ন গৃহ্যসূত্রধৃত শ্রুতি)। অবার এই নিয়মের ব্যভিচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যভিচারের কারণ কি, তাহা জানা না থাকাতেই প্রতীচ্য ক্রমোন্নতিবাদিগণ এই সত্যের প্রকৃত রূপ দর্শনে ক্ষমবান্ হয়েন নাই। যথাস্থানে ইহারও আলোচনা করা হইবে।

পরিণামের কি অন্ত আছে? জগৎ চিরদিনই কি, অনন্ত পরিণামস্রোতে, অবশভাবে ভাসিয়া যাইবে? অবিরাম অবিশেষ হইতে বিশেষ, বিশেষভাব প্রাপ্ত হইবে? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, না, তাহা হইবে না, পরিণামের অন্ত আছে, সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তিই পরিণামের শেষসীমা, সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই, পরিণাম নিরুদ্ধ হইবে ("Equilibration is the final result of these transformations which an evolving aggregate undergoes."—*First Principles*.)। যাদৃশ পরিণাম বা পরিবর্ত্তনসমূহ সাক্ষাৎ-পরম্পরা যে ভাবেই হউক, মানবের সুখ-সম্বর্দ্ধন প্রাণীভূত, পণ্ডিত স্পেন্সারের মতে,

তাদৃশ পরিণাম বা পরিবর্ত্তনই অভ্যুদয়াত্মকরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। অবিশেষ হইতে বিশেষভাবপ্রাপ্তিকেই, জাতিভেদ বা জাগতিক প্রবৃত্তির বিসদৃশ পরিণামকেই উক্ত পণ্ডিত উন্নতির স্বরূপ বলিয়াছেন ("Only those changes are held to constitute progress which directly or indirectly tend to highten human happiness."—*Essays, by H. Spencer.*)। যাবৎ সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণত্ব-প্রাপ্তি না হয়, যাবৎ পূর্ণ-সুখে সুখী হওয়া না যায়, তাবৎ পরিণাম-ক্রমের সমাপ্তি হয় না, তাবৎ অবিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষভাব প্রাপ্ত হইতে হইবে, তাবৎ পরিণামস্রোতে অবশভাবে ভাসিতে হইবে (" Evolution can end only in the establishment of the greatest perfection and the most complete happiness."—*First Principles, p. 517.*)। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার উন্নতির (Progress) যে চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমাদের ধারণা হইয়াছে, অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত শক্তির স্থূলাবস্থা-প্রাপ্তি বা বিকাশ উন্নতির স্বরূপ। বীজের অঙ্কুরাবস্থা-প্রাপ্তি, অঙ্কুরের শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরূপে পরিণতি উন্নতি; একজাতীয় বৃক্ষের অন্যজাতিতে পরিণতি উন্নতি; ভ্রূণের হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি বা বিকাশ, কোষসমূহের সংবিভাগ ও সংহতি, অবয়বব্যূহন, এক-কোষাত্মক জীবের বহুকোষাত্মক জীব-জাতিতে পরিণতি উন্নতি; সমাজশরীরের সম্মূর্চ্ছন উন্নতি। বিকাশ ও বিনাশ (অদর্শন—অন্তর্ধান) বা সৃষ্টি ও লয় (Evolution and Dissolution), প্রকৃতি যে, এই দ্বিবিধ পরিণামই সাধন করেন,

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বিকাশ যদি উন্নতি হয়, তবে বিনাশকে (Dissolution) অবনতি বলিতে হইবে। অতএব 'উন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম', এই কথাকে সত্য বলা যাইবে কিরূপে? আকর্ষণ (Attraction) ও বিপ্রকর্ষণ (Repulsion), অথবা সংসর্গবৃত্তিক ও ভেদবৃত্তিক, এই দ্বিবিধ শক্তি যে, পর্য্যায়ক্রমে প্রাচুর্ভূত হইয়া থাকে, আকর্ষণ-শক্তির প্রাচুর্ভাবকালে সৃষ্টি, এবং বিপ্রকর্ষণ-শক্তির প্রাচুর্ভাবকালে যে, লয়পরিণাম হয়, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার তাহা মানিয়াছেন। আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, প্রকৃতিতে এই দ্বিবিধ শক্তি নিত্য বিদ্য-মান আছে। অবিশেষ হইতে বিশেষ-বিশেষ ভাব-প্রাপ্তির, এবং বিশেষ-বিশেষ ভাব হইতে অবিশেষভাবে প্রত্যাগমনের কারণ প্রকৃতিগর্ভে সদা বিরাজ করিতেছে। ক্রিয়ামাত্রেই জন্মাদি ষড়্ভাব-বিকারাত্মক, জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ, সকল ক্রিয়াই, দ্বার-দ্বারিভাবে সম্বদ্ধ এই ষড়্বিধ অবস্থাবিশিষ্ট। একটী লোষ্টের উৎক্ষেপ ও অবক্ষেপ-কর্ম্মের তত্ত্বচিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, সকলকর্ম্মই জন্মাদি ষড়্ভাব-বিকারাত্মক। নিস্তব্ধ নিশীথসময়ে বীণা হইতে একটী মধুর ঝঙ্কার উঠিল, স্বরলহরী গগনমার্গে প্রসারিত হইল, বৃদ্ধি ও বিপরিণাম প্রাপ্ত হইল, ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম হইল, এবং বায়ু-সাগরে বিলীন হইয়া গেল, আর কিছুই শুনা গেল না, নিস্তব্ধ নিশীথকাল আবার নিস্তব্ধতা প্রাপ্ত হইল। অতএব সকল ক্রিয়াই যে, চরমাবস্থায় শান্তি-দেবীর ক্রোড়ে গিয়া নিদ্রিত হয়, সকল কর্ম্মই শেষে যে, স্থৈর্য্য-প্রাপ্ত হয়, প্রবৃত্তিমাত্রেরই চরমাবস্থা যে, নিবৃত্তি, কর্ম্মমাত্রেই যে,

স্থিতিপ্রার্থী, সাম্যাবস্থা পাইবার জন্যই যে, কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহাই বোধ হয়। রজঃশক্তি যখন তমঃ-শক্তি-দ্বারা, অথবা ব্যুত্থানশক্তি যখন নিরোধ-শক্তিদ্বারা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখনই গতি স্থগিত হয়। ব্যুত্থানের ক্রমশঃ হ্রাস, এবং নিরোধ-সংস্কারের বৃদ্ধি হইতে হইতে পরিশেষে প্রশান্তাবস্থা প্রাপ্তি হয়, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি বা পরিণামের নিরোধ হয়। * ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, সর্ব্বার্থতা—বিক্ষিপ্ততা, নানাবিষয়ে গমনশীলতা, এবং একাগ্রতা—একটিমাত্র বিষয়ে স্থিতিশীলতা, এই উভয়ই চিত্তের ধর্ম্ম। চিত্তের সর্ব্বার্থতা-ধর্ম্মের ক্ষয়—তিরোধান, এবং একাগ্রতা-ধর্ম্মের উদয়—আবির্ভাব হইতে উহার সমাধি-পরিণাম হইয়া থাকে ("সর্ব্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ।"—পাং, দং, বি পা, ১১ সূ)। নিরোধ-সংস্কারের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান হইলে, উহাতে যখন দক্ষতা জন্মে, তখন ইচ্ছামাত্রেই নিরোধ করিতে পারা যায়, তখন চিত্ত হইতে ব্যুত্থানজনিত সমস্ত সংস্কার তিরোহিত হইয়া, নিরোধ-সংস্কারের পরম্পরারূপ প্রশান্তবাহিতা জন্মে। এই নিরোধ-সংস্কার যাবৎ সুদৃঢ় না হয়, যাবৎ উহা মন্দ বা ক্ষীণভাবে সঞ্চিত হয়, তাবৎ বলবৎ ব্যুত্থান-সংস্কারদ্বারা উহা অভিভূত হইয়া যায় ("নিরোধ-সংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারাভ্যাসপাটবপেক্ষা প্রশান্তবাহিতা চিত্তস্য ভবতি. তৎসংস্কারমান্দ্যে ব্যুত্থানধর্ম্মিণা সংস্কারেণ নিরোধধর্ম্মসংস্কারোঽভিভূয়ত ইতি।" – যোগসূত্রভাষ্য)। চিত্তের পরিণাম প্রদর্শনদ্বারা পঞ্চভূত

---

* "বুত্থান নিরোধসংস্কারয়োরভিভব প্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণ চিত্তান্বয়ো নিরোধ পরিণামঃ।"— পাং দং।

"তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ।"—পাং দং।

এবং ইন্দ্রিয়সমূহেরও ধর্ম্মপরিণাম, লক্ষণপরিণাম ও অবস্থাপরিণাম, এই ত্রিবিধ পরিণাম ব্যাখ্যাত—প্রদর্শিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ("এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ ব্যাখ্যাতাঃ।"—পাং দং)। ধর্ম্মী বা বস্তুতে ব্যুত্থান ও নিরোধরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের যথাক্রমে অভিভব ও প্রাদুর্ভাবকে ধর্ম্মপরিণাম বলে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার গতি বা ধর্ম্মপরিণামের সাম্যভাব-প্রাপ্তির তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাদের সহিত ভগবান্ পতঞ্জলিদেব ও বেদব্যাসের নিরোধপরিণাম-বিষয়ক উপদেশসমূহের তুলনা করিলে, পাঠক বিশেষ উপকৃত হইবেন, পাতঞ্জলদর্শন কি বস্তু, তাহার একটু আভাস পাইয়া, পাঠক কৃতার্থম্মন্য হইবেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার সাম্যাবস্থার কথা বলিয়াছেন, সকল গতি বা প্রবৃত্তিই যে, পরিশেষে সাম্যা-বস্থা প্রাপ্ত হইবে, নিরোধ ও ব্যুত্থান, এই দ্বিবিধ সংস্কারের অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইতে হইতে যে, ক্রমশঃ সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বিবিধ দৃষ্টান্তদ্বারা তৎ-প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, নিরোধ ও ব্যুত্থান, এই দ্বিবিধ শক্তির অভিভব ও প্রাদুর্ভাব হইতে হইতে যেরূপে নিরোধ পরিণাম হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন, তথাপি তিনি উন্নতির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমরা উন্নতির সে চিত্র দেখিয়া হতাশ হইয়াছি। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, প্রকৃতিগর্ভে স্থিত, প্রকৃতি-কর্ত্তৃক বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া রূপ উন্নতি, আমাদের স্পৃহণীয় নহে। বেদাদি শাস্ত্র হইতে আমরা উন্নতির স্বরূপসম্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছি, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, তাদৃশ উন্নতির রূপ আধুনিক উন্নতম্মন্য বৈজ্ঞানিকগণের অদ্যাপি

কল্পনারও বিষয়ীভূত হয় নাই। ক্রমোন্নতিবাদ যাহাকে উন্নতি বলিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানকালের দৃষ্টিতে, এই তামস কলিযুগে উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রকৃত উন্নতি নহে, সে উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেও, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি-রূপ পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, পরিণামক্রম পরিসমাপ্ত হয় না, প্রকৃতির আবর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায় না।

অবিশেষভাব হইতে বিশেষ বিশেষভাব প্রাপ্তি, জগতের বিকাশের বা সৃষ্টির লক্ষণ। অবিশেষ (Homogeneous)-ভাব বলিতে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্‌সার কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন? শাস্ত্র অব্যক্ত, প্রধান বা প্রকৃতি, শক্তি, অব্যাকৃত ইত্যাদি শব্দদ্বারা যৎপদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, পণ্ডিত স্পেন্‌সার কি, অবিশেষ বলিতে তৎপদার্থকেই গ্রহণ করিয়াছেন? অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হইয়া থাকে, শাস্ত্রমুখেও এইকথা শুনিয়াছি। অব্যাকৃত অবস্থা হইতে নাম-রূপদ্বারা জগতের বিকাশকে শাস্ত্র 'ব্যাকরণ', এই নামে উক্ত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ-সংহিতা বলিয়াছেন, প্রলয়কালে এই বিবিধ, বিচিত্ররূপভূয়িষ্ঠ বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিভাগাপন্ন অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ, এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্বের বর্ণন করিয়াছেন। কারণ বা সূক্ষ্ম অবস্থাকে অপেক্ষা করিয়া, কার্য্যকে 'বিশেষ' বলা হইয়া থাকে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, ইহারা শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রের বিশেষ। পঞ্চ স্থূলভূত, এবং একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শটী বিশেষ-পরিণাম। পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা বা অহংকার, এই ছয়টী অবিশেষ-পরিণাম। এই ছয়টী অবিশেষ পরিণাম আবার

মহত্তত্ত্বের পরিণাম। মহত্তত্ত্বকে 'লিঙ্গমাত্র-পর্ব্ব' এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা, এই ছয়টী অবিশেষ সৃষ্টিকালে সত্তামাত্র মহত্তত্ত্বে অবস্থানপূর্ব্বক বিবৃদ্ধিকাষ্ঠা—পরিণামের শেষ প্রাপ্ত হয়, গো-ঘটাদি পর্য্যন্ত অন্ত্য অবয়বিভাবে পরিণত হয়। প্রলয়কালে—উৎপত্তির বিপরীত-ক্রমে উহা ঐ মহত্তত্ত্বে অবস্থিত থাকিয়া ক্রমশঃ প্রকৃতিতে লীন হয়। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিরূপে পরিণত হইতে পারিলেই, প্রকৃতি পুরুষার্থসাধনে সমর্থা হয়েন, মূলপ্রকৃতি অবস্থায় তাহাতে সমর্থা হয়েন না। মহদাদি সমস্ত পরিণামেই সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের অনুগম আছে, গুণত্রয়ের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই। লিঙ্গমাত্র মহত্তত্ত্ব অলিঙ্গ প্রধানভাবে অবস্থিত থাকিয়া, উহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে আবির্ভূত হয়, এইরূপ অবিশেষ ছয়টী তত্ত্ব মহত্তত্ত্বে অবস্থানপূর্ব্বক, তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবির্ভূত হয়, কারণ, উৎপত্তির ক্রমের পরিবর্ত্তন হয়, পরিণামক্রমের নিয়ম স্থির আছে। পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহারা উক্ত ছয়টী অবিশেষ-তত্ত্বে অবস্থিত থাকিয়া পৃথগ্‌ভাবে আবির্ভূত হয়। ষোড়শটী বিশেষ-পদার্থের আর তত্ত্বান্তর নাই, ইহাদের তত্ত্বান্তররূপে পরিণাম হয় না, তবে ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ পরিণাম হয়। * সূক্ষ্মতম অবয়বরাশি ক্রমশঃ একত্র মিলিত হইয়া বৃহত্তর অবয়বী উৎপন্ন করে। অতিক্ষুদ্র বটবীজ কখন একেবারে অতিবৃহৎ বটবৃক্ষরূপে পরিণত হয় না, উহাতে ক্রমশঃ অবয়বের উপচয় হইয়া, পরিশেষে অতিবৃহৎ বটবৃক্ষ হইয়া থাকে। গুণ-

---

* "বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি।"— পাং দং। এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ত্রয়রূপ প্রকৃতি বা প্রধান হইতেও একেবারে ইন্দ্রিয় বা মহাভূত হয় না, ক্রমশঃ এক-একটী অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া, উত্তরকালে ভূত ও ইন্দ্রিয়রূপ পরিণাম হইয়া থাকে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার উন্নতির স্বরূপবর্ণন করিতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, এই সকল শাস্ত্রোপদেশেরই যে তাহারা বিকৃত-প্রতিধ্বনি, পক্ষপাত-বিরহিত-হৃদয় তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন। এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, অব্যক্ত বা অবিশেষে বিশেষ-বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা পূর্ব্বহইতে সংস্কারভাবে বিদ্যমান থাকে, অথবা ইহা বহির্দ্দেশ হইতে আগমন করে? ইহা আগন্তুক? কার্য্য হইতে কারণের শক্তি ব্যাপকতর, কি অল্পতর? ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধীশক্তি, বিদ্যা, সত্য, বৈরাগ্য, ঔদাস্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, সন্তোষ ইত্যাদি ধর্ম্ম-গুলি কি, কেবল হাইড্রোজেনাদি রূঢ়পদার্থ সমূহ হইতে উৎপন্ন অবিশেষ কোষ-নামক পদার্থের বিশেষ-বিশেষ পরিণাম? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, বিকাশের মাত্রা যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই গতির ক্ষয় হয়, ততই জড়ত্বের বৃদ্ধি হয়, অতএব গতির ক্ষয় (Dissipation of motion) এবং জড়ত্বের বৃদ্ধিই কি, উন্নতির লক্ষণ? বাষ্প হইতে জল, এবং জল হইতে হিমশিলা কি, ক্রমোন্নত? যদি তাহাই স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও ক্রমোন্নতিই প্রকৃতির নিয়ম, এই কথার সত্যতা সপ্রমাণ হয় না, উন্নতি ও অবনতি, এই দুইটীই প্রকৃতির নিয়ম, এই কথাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্ম উন্নিতির, এবং অধর্ম্ম অবনতির কারণ, সত্ত্বগুণের আধিক্যে উন্নতি, এবং তমোগুণের আধিক্যে অবনতি হইয়া থাকে, এই শাস্ত্রোপদেশই

সারবান্ বলিয়া মনে হয়। শক্তির পরিচ্ছিন্নতাই অবনতির লক্ষণ। শাস্ত্রমতে আত্মদর্শনই জীবের চরম উন্নতি, আত্মদর্শন হইলেই, জীবের পরিণামক্রমের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, নিত্যপরিণামিনী প্রকৃতির রাজ্যে পরাধীন প্রজার ন্যায় বাস করিয়া, কেহ কখন প্রকৃত সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন না, পারা সম্ভব নহে। আনন্দময়—সুখস্বরূপ দেশতঃ, কালতঃ ও বস্তুতঃ অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মভাবে অবস্থান করিতে না পারিলে, মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের উপায় নাই, ভূমা-সুখপ্রাপ্তির আশা নাই। সত্তা, চিৎ ও আনন্দের অবাধিত অবস্থাই বস্তুতঃ পূর্ণাবস্থা, পণ্ডিত স্পেন্সার পূর্ণাবস্থা বলিতে যৎপদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহা বস্তুতঃ পূর্ণাবস্থা নহে। প্রকৃত পূর্ণাবস্থার রূপ বেদভিন্ন আর কেহ বর্ণন করিতে পারেন নাই, পারিবেন না। অপূর্ণ কখন প্রকৃত পুর্ণের রূপ হৃদয়ে ধারণ করিবার যোগ্য নহেন, পূর্ণ না হইয়া, কেহ কখন পূর্ণকে জানিতে পারেন না। বেদই লৌকিক-প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থতত্ত্বাবধারণের এক-মাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রোক্ত বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও ক্রমবিকাশবাদের সংক্ষেপে সমালোচনা করা হইল, এক্ষণে 'বেদই লৌকিক-প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের অগম্য পদার্থ-তত্ত্বাবধারণের একমাত্র প্রমাণ', এই কথার আশয় কি, তাহা জানাইব।



জৈমিনি বলিয়াছেন, শব্দের সহিত তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের যে, শক্তি-রূপ সম্বন্ধ, তাহা ঔৎপত্তিক, তাহা স্বাভাবিক, অতএব তাহা নিত্য, তাহা কল্পিত সঙ্কেতাত্মক (Conventional) নহে। অতএব শব্দ বা নিত্য বেদঘটকপদ যথার্থজ্ঞানের করণ। লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রমাণান্তরমূলকের প্রামাণ্য, এবং তদ্বিপরীতের অপ্রামাণ্য বিনিশ্চিত হইয়া থাকে ; 'পর্ব্বত বহ্নিমান্', 'নদীতীরে ফল আছে', ইত্যাদি বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক, যাবৎ প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা উহাদের প্রামাণ্য বিনিশ্চিত না হয়, তাবৎ উহাদিগের সত্যতা-সম্বন্ধে কাহারও দৃঢ় প্রত্যয় হয় না, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, শব্দ বা বেদের প্রামাণ্য যদি প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তবে উহাকে প্রমাণ বলা যাইবে কেন? মহর্ষি জৈমিনি এতদুত্তরে বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অনুপলব্ধ অর্থের অব্যভিচারী উপদেশদ্বারাই, ইতর-প্রমাণের অনপেক্ষ বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সপ্রমাণ হয়। শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ আছে, এই শব্দের, এই অর্থ, লোকে এইরূপ সঙ্কেতদ্বারা শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই। অতএব শব্দ বা বেদ প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। ভগবান্ বাদরায়ণও এইজন্য বেদকে স্বতঃ-প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত লোকে বিনা পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রমাণ্য স্বীকার করে না। 'নদীতীরে ফল আছে', এই বাক্য সত্য হইতে পারে, আবার নাও পারে, কারণ, ইহা আপ্তবাক্য নহে। বেদ আপ্তবাক্য, বেদ পুরুষবুদ্ধি-কল্পিত নহে, অতএব বেদের প্রামাণ্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না ("ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যা-

নপেক্ষত্বাৎ।"—পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।৫)। 'পর্ব্বত বহ্নিমান্' এই বাক্য দোষবিশিষ্ট পুরুষের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে, ইহা আপ্তবাক্য নহে, এই নিমিত্ত ইহার ব্যভিচারের আশঙ্কা আছে, এই নিমিত্ত ইহার প্রামাণ্য-নিশ্চয় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাপেক্ষ,'স্বর্গকাম অগ্নিহোত্র-হোম করে', এই বাক্যের অর্থের কোনকালে ব্যভিচার হয় না, অতএব বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ, বেদই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায়, বেদই সত্যজ্ঞানের স্থির প্রমাণ। *

জৈমিনির এইরূপ উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, অনেকের সমীপে ইহা প্রমাণবিরুদ্ধরূপেই প্রতিভাত হইবে। 'শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, এসম্বন্ধ কৃতক বা কল্পিত সংকেতাত্মক নহে, সাধারণে এই কথাকে যুক্তিশূন্যই বলিবেন। অগ্নির দাহকতাশক্তি মনুষ্যকৃত নহে, পৃথিব্যাদির আকর্ষণশক্তি যেমন মানবকল্পিত নহে, ইত্যাদি বাক্যের অর্থও যাহা, 'শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, ইহা কল্পিত সংকেতাত্মক নহে', এই কথার অর্থও তাহা। জিজ্ঞাস্য হইবে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যদি সাময়িক (Conventional) না হইবে, তবে অগ্নির দাহকতাশক্তির ন্যায়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত, শব্দ উচ্চারিত হইলে, সকলের হৃদয়েই তাহার জ্ঞান হয় না কেন? অগ্নিতে হাত দিলেই হাত পুড়িয়া যায়, শিশু, যে জানে না যে, অগ্নির দাহকতাশক্তি আছে, অগ্নির সহিত তাহার

* "অয়ং ভাবঃ পর্ব্বতো বহ্নিমানিতি দোষবৎপুরুষপ্রযুক্তমর্থং ব্যভিচরত্যতঃ প্রামাণ্যনিশ্চয়ে প্রত্যক্ষাদিকমপেক্ষতে তথাগ্নিহোত্রং জুহোতীতি বাক্যং কালত্রয়েঽপ্যর্থং ন ব্যভিচরতি অত ইতরনিরপেক্ষং ধর্ম্মে প্রমাণমিতি।"—
জৈমিনিসূত্রবৃত্তি।

অঙ্গের সম্বন্ধ হইলে, তাহাকেও দাহযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, অজ্ঞ বলিয়া, অগ্নি স্বীয় শক্তিকে প্রকটিত করিতে বিরত হয় না। শব্দ কি, এইরূপ অর্থানভিজ্ঞকে নিজ অর্থ জানাইয়া থাকে? প্রতিবাদী যে সকল দৃষ্টান্তদ্বারা শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যে, নিত্য নহে, তৎপ্রতিপাদনের চেষ্টা করেন, ব্যাকরণাদি শাস্ত্র সেই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারাই, স্বমত (শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, এই পক্ষ) স্থাপন করিয়া থাকেন। ভর্ত্তৃহরি বুঝাইয়াছেন, 'অগ্নি' শব্দ, দাহকতাশক্তি তাহার অর্থ। 'পৃথিবী' শব্দ, গুরুত্ব তাহার অর্থ। অগ্নিকে মানুষ দাহকতাশক্তিবিশিষ্ট করে নাই, দাহকতাশক্তি অগ্নির ধর্ম্ম, ইহা যদি সত্য হয়, তবে 'শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের বাচ্য-বাচক বা প্রকাশ্য-প্রকাশক সম্বন্ধ নিত্য', এই কথাও সত্য। 'অগ্নি' এই শব্দ উচ্চারিত হইলে কি, কেহ দগ্ধ হয়? প্রতিবন্ধক শক্তিদ্বারা বাধিত হইলে কি, অগ্নি পোড়াইতে পারে? আধার শক্তিবিশেষের সাহায্য লইলে কি, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আমাকে ফেলিয়া দিতে পারে? ব্যোমযান কি, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিকে জয় করে না? বৃক্ষের ফলের উপরি পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি নিয়ত ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া কি, ফল যখন তখন ভূমিতে পতিত হয়? চকমকী পাথরের সহিত ইস্পাতের সংঘর্ষণ হইলে, অগ্নির আবির্ভাব হয়, এই উভয়ের সংঘর্ষণ হইতে প্রাদুর্ভূত অগ্নি দহন করে, কিন্তু ঘর্ষণের পূর্ব্বে চকমকীতে বা ইস্পাতে হাত দিলে কেমন ঠাণ্ডা বোধ হয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, চকমকীতে বা ইস্পাতে যে অগ্নি আছে, ঘর্ষণ না করিলে কি তাহা জানা যাইত? বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশ, শব্দ যথাযথভাবে উচ্চারিত হইলে, তাহার অর্থ আপনা হইতেই

প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সত্যের রূপ প্রকাশিত হয়, ইহারা সত্যের উৎপাদক নহে। যাহা সৎ, তাহাকে আমরা যে, জানিতে পারি না, ইন্দ্রিয়দোষ, সংস্কারদোষ ইত্যাদি দোষই তাহার কারণ, রজঃ ও তমোগুণের প্রতিবন্ধকতাই তাহার হেতু। জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম, অথবা আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা চিন্ময়। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ বা চিন্ময় হইলেও, ইনি আমাদের চিত্তের মলিনতাবশতঃ স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন না। চিত্তমল অপনোদিত হইলে, আত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে। বেদান্ত ও পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শন এইজন্য বলিয়াছেন (বহুবার উক্ত হইয়াছে), প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ, ইহার সিদ্ধি প্রমাণান্তর-সাপেক্ষ নহে। প্রসিদ্ধ প্রামাণ্যের প্রামাণ্য অন্যদ্বারা পরীক্ষা করিতে হয় না ("ন চ প্রসিদ্ধস্য প্রামাণ্যস্য প্রামাণ্যমন্যেন পরীক্ষিতব্যম্।"—শাস্ত্রদীপিকা)। প্রামাণ্যের স্বতঃসিদ্ধতা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সকলকেই অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে। যাহার মানে অন্যের মান অবধারিত হইবে, যদি তাহার মান নিশ্চিত না থাকে, তাহাও যদি সাধ্য—নির্ণেয় হয়, তাহা হইলে, কখনই কোন পদার্থের মান অবধারিত হয় না। গণনা করিতে হইলে, কাহাকেও আদিরূপে গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা গণনা হইতে পারে না। গণনা করিতে হইলে, যে সংখ্যাকে আদিরূপে গ্রহণপূর্ব্বক গণনা আরম্ভ হয়, আদিরূপে গৃহীত সেই সংখ্যাকে 'একক' (Unit) বলা হইয়া থাকে। যে রাশিদ্বারা কোন পরিচ্ছেদ্য বা প্রমেয় পরিমাণ (Any measurable quantity) নিরূপিত—প্রমিত (Represented) হয়, তাহা যখন উক্ত পরিমাণের মাননিরূপক এককাধীন—কল্পিত এককাপেক্ষ, তখন সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়,

অখিল প্রমেয় পরিমাণের উৎকর্ষাপকর্ষ-বোধক বা প্রচয়াপচয়-জ্ঞাপক রাশি মাননিরূপক কল্পিত এককের (Unit) মাত্রানুসারেই নিরূপিত হইয়া থাকে। * অতএব মানিতে হইবে, স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ আছে, যদি প্রত্যেক প্রমাণের প্রামাণ্য প্রমাণান্তরদ্বারা পরীক্ষণীয় হয়, তবে প্রামাণ্যের বিনিশ্চয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা নিত্য, যাহা সত্য, যাহা অব্যভিচারী, দেশ, কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে, যাহা পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহাই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ হইবার যোগ্য, তাহার প্রামাণ্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। জৈমিনি, বাদরায়ণ, কপিল, পতঞ্জলি, পাণিনি, কাত্যায়ন, ভর্তৃহরি, যাস্ক, ইহাঁরা শব্দ বা বেদকে তাদৃশ প্রমাণ বলিয়াছেন। শব্দ বা বেদ যে, তাদৃশ প্রমাণ, তাহার প্রমাণ কি, যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করেন, ঋষি ও আচার্য্যেরা তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, অব্যভিচারিত্বই সত্যের লক্ষণ, বেদের ব্যভিচার কোন দেশে বা কোন কালে হয় না, লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব বেদই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, বেদের মানে লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য বিনিশ্চিত হইয়া থাকে, বেদের বিরোধী প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না।

যাঁহারা প্রতীচ্য দার্শনিকদিগের মত বিদিত আছেন, মোক্ষ-

---

* "Since in general the number by which any measurable quantity is represented depends upon the *unit* with which the quantity is compared, it follows that a finite magnitude may be represented by a very great or by a very small number according to the unit to which it is referred."—
—*An Elementary Treatise on the Differential Calculus, by E. Williamson, p. 36.*

মূলর, সেশ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ-বিরচিত বাগ্‌বিজ্ঞান (Science of language) যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের শব্দসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, ইহা সাময়িক বা কল্পিত (Conventional) নহে, এই কথা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইবেন, সন্দেহ নাই, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, এই মত সাধারণ প্রতিভারও বিসংবাদী। যাহা হউক, ঋষি ও বৈদিক আচার্য্যেরা এ সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জানাইলাম। এস্থলে ইহা বলিয়া রাখিতেছি যে, মহর্ষি গোতম ও কণাদ যে অর্থে শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে সাময়িক বলিয়াছেন, প্রতীচ্য দার্শনিকগণ ঠিক সেই অর্থে উহাদের সম্বন্ধকে সাঙ্কেতিক বলেন নাই। নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরের সংকেত স্বীকার করিয়াছেন, বেদের যথার্থ জ্ঞান-জননশক্তি অভ্যুপগম করিয়াছেন, বেদকে আপ্তোপদেশ বলিয়া মানিয়াছেন। আস্তিক দার্শনিকদিগের মধ্যে সকলেই বেদের প্রবাহনিত্যতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীমৎকুমারিলভট্ট স্বপ্রণীত শ্লোকবার্ত্তিকের 'সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহার' নামক পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, শব্দের সহিত অর্থের শক্তিরূপ সম্বন্ধ নিত্য, তবে, ইহার নিয়োগের—ব্যবহারের অনিত্যতা অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রয়োগের অনিত্যতাবশতঃ শক্তিরূপ সম্বন্ধও অনিত্য, লোকের এবম্প্রকার ভ্রান্তি হইয়া থাকে (তত্রাপি শক্তিনিত্যত্বং নিয়োগস্য ত্বনিত্যতা। তদ্গতাচ্চাপ্যনিত্যত্বাচ্ছক্তৌ ভ্রান্তিঃ প্রবর্ত্ততে।"—শ্লোকবার্ত্তিক)। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ যদি নিত্য বা স্বাভাবিক হয়, তবে প্রথম শ্রবণেই শব্দের অর্থ প্রতীতি হয় না কেন? 'এই শব্দের এই অর্থ', গুরুমুখে

ইহা শ্রবণ করিবার পর, তবে শব্দের অর্থাববোধ হইয়া থাকে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যদি স্বাভাবিক বা নিত্য হইত, তাহা হইলে, বিনা উপদেশে শব্দের অর্থ প্রতীতি হইত। 'ইহার এই অর্থ', পুরুষবিশেষদ্বারা এইরূপ কথিত হইলে পর, যখন শব্দের অর্থ-বোধ হয়, তখন শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে পৌরুষেয় বলাই সঙ্গত। মীমাংসকশ্রেষ্ঠ পার্থসারথিমিশ্র এতদুত্তরে বলিয়াছেন, 'এই শব্দের এই অর্থ', ইহা সম্বন্ধকরণ নহে, ইহা প্রসিদ্ধ সম্বন্ধের কথন। কিরূপে তাহা জানা যাইবে? যে শব্দের যাহা অর্থ, যদি কেহ তৎশব্দের তদর্থ না বলিয়া, অন্য অর্থ বলে, তবে বহুব্যক্তি তাহাকে নিবারণ করিয়া থাকে। 'গো' শব্দের যদি কোন ব্যক্তি অশ্ব বা গবয়, এই অর্থ করে, তাহা হইলে, অনেকে তাহাকে অশ্ব বা গবয় 'গো' শব্দের অর্থ নহে, এইরূপে নিষেধ করে। শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ পুরুষকৃত হইলে, লোকে কখন এইরূপ নিবারণ করিত না। শব্দের প্রত্যায়কত্ব (প্রকাশকত্ব) যদি স্বাভাবিক হইত, তাহা হইলে, প্রথম-শ্রবণেই উহার অর্থের প্রতীতি হইত, এবম্প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে না। শব্দের স্বাভাবিক প্রত্যায়কত্ব অবগত হইলে, তবে উহা অর্থ প্রতিপত্তির নিমিত্ত হয়, স্বাভাবিক প্রত্যায়কত্ব প্রতিপন্ন বা অবগত না হইলে, লোকে সাধারণতঃ প্রথম-শ্রবণে অর্থের প্রতীতি না হওয়াই প্রাকৃতিক। *

পার্থসারথিমিশ্রের এই সকল কথা আপাত দৃষ্টিতে বিশেষ

* "নহ্যস্যায়মর্থ ইতি সম্বন্ধকরণমিদং, প্রসিদ্ধসম্বন্ধকথনং হ্যেতৎ। * * * স্বাভাবিকে তু প্রত্যায়কত্বে প্রথমশ্রবণেঽপি প্রতীতিঃ স্যাদিতি চেৎ ন। স্বাভাবিকমপি প্রত্যায়কত্বমবগতং সৎ অর্থপ্রতিপত্তৌ নিমিত্তং, নাপ্রতিপন্নমিতি যুক্তৈব প্রথমশ্রবণেঽর্থস্যাপ্রতীতিঃ।"—শাস্ত্রদীপিকা—প্রথমপাদ।

সারবান্ বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, ইহারা গম্ভীরার্থক, ইহাদের গর্ভে বহু তথ্য বিরাজ করিতেছে।

বেদ-ব্যাখ্যাত সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে (আমাদের বর্ত্তমান প্রতিভানুসারে) অসম্ভব, কারণ, বেদোপদিষ্ট সৃষ্টিতত্ত্বের তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে যাইলে, এইরূপ বহু শব্দ শ্রবণ করিতে হয়, যাহাদের অর্থ আমরা যথাযথভাবে ধারণা করিতে পারি না, অনেক সময়ে আমাদের সহজ-জ্ঞানে ঐ সকল শব্দ অর্থ-শূন্যরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। তাহার পর বেদের উপদেশসমূহ প্রায়ই রূপকাদি অলঙ্কারদ্বারা আবৃত থাকাতে, আমাদের আরও দুর্ব্বোধ্য হয়। রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার পদার্থ-তত্ত্বাবধারণের বিশেষ উপকারক হয়, এইজন্য বেদ বাহুল্যতঃ রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন, এই কথাও বলা যায় না, কারণ, রূপকাদি অলঙ্কারের উন্মোচন করিলে, বেদের উপদেশের কোন কোন অংশ বরং কথঞ্চিৎ সুখবোধ্য হয়, কিন্তু বেদের উপদেশবাক্য সকলের অঙ্গে যাবৎ অলঙ্কার থাকে, তাবৎ উহাদের প্রকৃতরূপ নিতান্ত দুর্নিরূপণীয় হয়। অপিচ রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার যদি পদার্থ-তত্ত্বাবধারণের উপকারক হইত, তাহা হইলে, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরাও বেদ বা পুরাণের পদার্থতত্ত্বব্যাখ্যানের রীতির অনুবর্ত্তন করিতেন, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেও তাহা হইলে, অলঙ্কারের আধিক্যতঃ ব্যবহার করা হইত। জীবের উৎপত্তি বা বিশ্বের সৃষ্টিবিষয়ক বেদের উপদেশ শ্রবণানন্তর, পাঠকগণের মধ্যে অনেকের মনে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হওয়া সম্ভব, আমরা

এই জন্য বেদ হইতে সৃষ্টিবিষয়ক যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিলাম, কিরূপে তাহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইতে পারে, বেদ বা পুরাণ কি জন্য বাহুল্যতঃ রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন, দর্শন ও বিজ্ঞান যে রীতিতে পদার্থতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইতে বেদ ও পুরাণের পদার্থতত্ত্ব ব্যাখ্যানের রীতির কোন্ অংশে পার্থক্য আছে, যথাশক্তি তাহা জানিবার চেষ্টা করিতেছি।

বেদ হইতে জীবের জন্ম বা বিশ্বের সৃষ্টিসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে, 'আত্মা', 'পরমাত্মা', লিঙ্গদেহ, দেবতা, কর্ম্ম, ছন্দঃ, যজ্ঞ, এই সকল পদার্থের স্বরূপ কি, তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। আত্মা, পরমাত্মা, লিঙ্গদেহ, দেবতা ইত্যাদি পদার্থ-সমূহের স্বরূপনিশ্চয় লৌকিক প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা হইতে পারে না, কারণ, ইহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না। যাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, প্রত্যক্ষবাদীরা (যাঁহারা প্রত্যক্ষ ব্যতীত প্রমাণান্তরের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন) তাহাকে জানিবার চেষ্টা করেন না, লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থকে জানা অসম্ভব, ইহাঁরা এইরূপ মতাবলম্বী। যাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহা সাধারণের সমীপে অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া, লৌকিক প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, কি বিজ্ঞোচিত? হ্যামিল্টন্, মিল্, জেবন্স প্রভৃতি কতিপয় পাশ্চাত্য চিন্তাশীল দার্শনিকও স্বীকার করিয়াছেন, যাহাকে আমরা জানিতে পারি না, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব, এবম্প্রকার অনুমানের কোনই ভিত্তি নাই, এইরূপ পদার্থসমূহ থাকিতে

পারে, অথবা নিশ্চয়ই আছে, লৌকিকবুদ্ধি স্বতঃ যাহাদের উপপত্তি বা সম্ভাব্যতার ব্যাখ্যা করিবার সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য। * যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব স্থূলপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমানাদি প্রমাণ (উপলব্ধি-হেতু—অবগতি-কারণ)-দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না, সেই সকল পদার্থকে জানিবার কি, কোন উপায় নাই? ঋষি ও আচার্য্যগণের উপদেশ, অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহকে জানিতে হইলে, বেদ বা আপ্তোপদেশের—শব্দ-প্রমাণের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, বেদ বা আপ্তোপদেশের শরণ-গ্রহণ ব্যতিরেকে অলৌকিক পদার্থ সকলকে জানিবার অন্য উপায় নাই। বেদ ভিন্ন অলৌকিক পদার্থসমূহের তত্ত্ব জানিবার যখন অন্য উপায় নাই, তখন যাঁহারা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের অলৌকিক উপায় জানিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন, তাঁহাদের বেদের স্বরূপ-দর্শন, বেদের শরণগ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। বেদের স্বরূপ জানিতে হইলে, শব্দের স্বরূপ কি, তাহা জ্ঞাতব্য, কারণ, শব্দ ও বেদ এক পদার্থ। ভগবান্ বাদরায়ণ স্বপ্রণীত বেদান্তসূত্রে 'বেদ' বুঝাইতে অনেক স্থলে 'শব্দ', এই পদের ব্যবহার করিয়াছেন। শারীরকসূত্র বলিয়াছেন, শব্দ বা বেদ হইতে দেবতাদি অখিল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে ("শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ

---

* "Sir William Hamilton holds as I do, that inconceivability is no criterion of impossibility. 'There is no ground for infering a certain fact to be impossible, merely from our inability to conceive its possibility.' 'Things there are which *may*, nay must, be true, of which the understanding is wholly unable to contrue to itself the possibility."

—*Mill's Logic.*

প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।"—বেদান্তসূত্র ১।৩।২৮)। বৈয়াকরণ, বৈদান্তিক ও মীমাংসকগণ শব্দকে নিত্য বলিয়াছেন। যাহা দেবতাদি অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ, তাহা যে, নিত্যপদার্থ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ("অতএব চ নিত্যত্বম্।"—বেদান্তদর্শন ১।৩।২৯)। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ ও নিত্য, ইহা কৃতক বা সংকেতাত্মক নহে। 'শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ নিত্য—স্বাভাবিক', এই কথার অর্থ কি, তাহা জানিতে হইলে, বলা বাহুল্য, শব্দ, অর্থ, এবং নিত্য বা স্বাভাবিক, এই পদত্রয়ের স্বরূপ কি, তাহা চিন্তনীয়। যে শব্দকে সর্ব্বপ্রকার চেতনাচেতন পদার্থের কারণ-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা যে, 'শব্দ' বলিতে আমরা সাধা-রণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তৎপদার্থ নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভর্তৃহরি শব্দকেই পরমাণু, শব্দকেই ইন্দ্রিয়, শব্দকেই সর্ব্বপ্রকার জড়শক্তি এবং শব্দকেই চিচ্ছক্তি বলিয়াছেন। সকল অর্থজাত সূক্ষ্মরূপে শব্দে অধিষ্ঠিত হইয়া আছে, বিশ্বনিব-ন্ধনী শক্তি শব্দাশ্রিতা। অধিষ্ঠানের পরিণামবশতঃ আত্মাভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া, অর্থ সকল বাচ্য-বাচকভাবরূপ ভেদাত্মাতে প্রতীয়-মান হয়। বাক্ বা শব্দই অর্থ দর্শন করেন, বাক্ বা শব্দই শব্দ উচ্চারণ করেন, বাক্ বা শব্দই অর্থ সমুদায়কে সন্নিহিত করেন, বাক্ বা শব্দ দ্বারাই বিশ্ব বহুরূপে নিবদ্ধ হইয়া আছে ("শব্দেষেবাশ্রিতাশক্তির্বিশ্বস্যাস্য নিবন্ধনী।"—বাক্যপদীয়) শব্দ বা বেদ-সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতে যে সকল উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করিলে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, এই কথা যে, অত্যন্ত সারগর্ভ, তাহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে সকলে এই

দুইটীকেই প্রমাণ বা উপলব্ধি-হেতু বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত-সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, * এক্ষণে তথ্যের আবিষ্কার কিরূপে হয়, বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপে তথ্যের আবিষ্কার করেন, তাহা শ্রবণ করিতে হইবে।

* শবরস্বামী অনুমানের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, আমরা তাহা জানাইয়াছি। শবরস্বামী 'প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ' এবং 'সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ', অনুমানকে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 'সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ' নামক অনুমানের শবরস্বামী যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান হইতে সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমানের পার্থক্য বিশদভাবে বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহাদের এই বিষয় ভাল করিয়া জানিবার আবশ্যক হইবে, আমরা তাঁহাদিগকে শ্লোকবার্ত্তিক, শাস্ত্রদীপিকা, ন্যায়মঞ্জরী, ভাট্টচিন্তামণি (গাগাভট্ট-বিরচিত), ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতিমিশ্রকৃত তাৎপর্য্যটীকা ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বাৎস্যায়ন মুনি স্বপ্রণীত ন্যায়দর্শনের ভাষ্যে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট, এই ত্রিবিধ অনুমানের লক্ষণ ও উদাহরণ প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, 'যে স্থলে কারণদ্বারা কার্য্য অনুমিত হয়, তৎস্থলে তাদৃশ অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অনুমান বলা হয়।' মেঘের উন্নতি দর্শনপূর্ব্বক বৃষ্টি হইবে, এইরূপ যে অনুমান হয়, তাহা পূর্ব্ববৎ অনুমান। যেস্থলে কার্য্যদ্বারা কারণের অনুমান হয়, তৎস্থলে তাদৃশ অনুমানকে শেষবৎ অনুমান বলা হইয়া থাকে। নদীতে পূর্ব্বে যেরূপ জল ছিল, এখন আর সেইরূপ জল দৃষ্ট হইতেছে না, এখন ইহা জলপূর্ণ দেখা যাইতেছে, ইহার স্রোতের শীঘ্রত্ব—বেগবত্তা লক্ষিত হইতেছে। অতএব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। নদীর জলপূর্ণত্বাদি দেখিয়া, বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, এইরূপ যে অনুমান হয়, তাহা 'শেষবৎ' অনুমান। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বাৎস্যায়ন-মুনি, শবরস্বামী যে উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন, ইনিও সেই উদাহরণেরই ব্যবহার করিয়াছেন। বিনা গতিতে কাহারও একদেশ হইতে দেশান্তরে গমন হয় না, ইহা প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, আদিত্যকে একস্থান হইতে স্থানা-

রিচার্ড হেয়েট্‌লী (R. WHATELY) বলিয়াছেন, আধিভৌতিক পরীক্ষা এবং যৌক্তিক অনুসন্ধান (Physical investigation and Logical investigation), এই দুইটীদ্বারা তথ্যের আবিষ্কার (Discovery of truth) হইয়া থাকে। 'আধিভৌতিক পরীক্ষা'

স্তরে যাইতে দেখিয়া, ইহারও স্থানান্তর-প্রাপ্তি যে, গতিপূর্ব্বক, তাহা অনুমান হয়; এইরূপ অনুমানের নাম 'সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।' ইহা ত কার্য্য দেখিয়া কারণের জ্ঞানরূপ শেষবৎ অনুমানেরই উদাহরণ, আদিত্যের দেশান্তর-প্রাপ্তি-রূপ কার্য্য দেখিয়া, তৎকারণ গতির অনুমান শেষবৎ অনুমান হইতে কোন্ অংশে ভিন্ন? ন্যায়বার্ত্তিককার ও বাচস্পতিমিশ্র এই কথাই বলিয়াছেন ("সামান্যতোদৃষ্টোদাহরণং ভাষ্যকারীয়ং দুরববোধং শেষবদুদাহরণান্তর্গতং চ। অত্রাপি কার্য্যেণ সবিতুর্দেশান্তরপ্রাপ্ত্যা তৎকারণস্য ব্রজ্যায়া অনুমানাৎ।"—ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা)। কুমারিলভট্টও শ্লোকবার্ত্তিকে বলিয়াছেন, 'প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান' ও 'সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান', অনুমানের এই দ্বৈবিধ্য উপপন্ন হয় না। পরস্পর অসংকীর্ণ বা ভিন্ন (একের সহিত অন্যের যেখানে মিলন দেখা যায় না) বিধাদ্বয়েরই (দুইটী প্রকারের—Two modes) দ্বৈবিধ্য উপপন্ন হয়, পরস্পর সংকীর্ণ বিধাদ্বয়ের দ্বৈবিধ্য উপপন্ন হইবে কেন? সামান্যতোদৃষ্টের যথোক্ত উদাহরণেও গতিপ্রাপ্তিসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-দৃষ্টত্ব আছে। অতএব সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান ও প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ অনুমান, অনুমানের এই দ্বৈবিধ্য সিদ্ধ হয় না ("দ্বৈবিধ্যং নোপপন্নং তু যথৈব হ্যগ্নিধূময়োঃ। প্রত্যক্ষদৃষ্টঃ সম্বন্ধোগতিপ্রাপ্ত্যোস্তথৈব হি॥"—শ্লোকবার্ত্তিক)। 'সামান্যতোদৃষ্ট' এই শব্দের অর্থ হইতেছে, সামান্যদ্বারাদৃষ্ট—অবিশেষ অবিনা-ভাবিহেতু বা ব্যাপ্তিদ্বারা লক্ষিত। যেখানে অকার্য্য-কারণভূত লিঙ্গ—অবিনা-ভাবিহেতুদ্বারা কোন ধর্ম্মীর অনুমান হয়, সেখানে তাদৃশ অনুমানকে 'সামান্য-তোদৃষ্ট' বলা হয় ("সামান্যতোদৃষ্টং নাম অকার্য্যকারণীভূতেন যত্রাসিনাভাবিনা বিশেষণেন বিশেষ্যমাণো ধর্ম্মী গম্যতে তৎসামান্যতোদৃষ্টং।"—ন্যায়বার্ত্তিক)। প্রত্যক্ষদ্বারা যাহা গৃহীত হয়, তাহা সামান্য বা বিশেষ, অথবা তাহা সামান্য ও

ও 'যৌক্তিক (তার্কিক) অনুসন্ধান', তথ্যের আবিষ্কারোপায় বা জ্ঞানসাধন এই দ্বিবিধ পদার্থের স্বরূপ কি?

'আধিভৌতিক পরীক্ষা' (Physical investigation) বলিতে 'হোয়েট্‌লী' চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য অর্থ বা বিষয়ের যথাযথভাবে গ্রহণকে, এবং 'যৌক্তিক অনুসন্ধান' (Logical investiga-

---

বিশেষ, এই উভয়াত্মক? দার্শনিকদিগের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ আছে. কাহারও মতে প্রত্যক্ষদ্বারা বিশেষই গৃহীত হইয়া থাকে, সামান্যের গ্রহণ প্রত্যক্ষদ্বারা হয় না, সামান্য অনুমানগম্য। বৌদ্ধগণ এইরূপ মতাবলম্বী। মীমাংসকগণ বলিয়াছেন, সামান্যকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার না করিলে, অনুমানের উচ্ছেদ হয়, কারণ, অনুমিতিতে পক্ষধর্ম্মতাদ্বারা লিঙ্গ গ্রহীতব্য, লিঙ্গ সামান্য, লিঙ্গ বিশেষ নহে। প্রত্যক্ষদ্বারা যদি সামান্যভূত লিঙ্গের গ্রহণ না হইল, তবে অনুমান হইবে কিরূপে? যেখানে প্রত্যক্ষদ্বারা বিশেষদ্বয়ের সম্বন্ধ গৃহীত হয়, সেখানে তাহাকে 'প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ', এবং যেখানে প্রত্যক্ষদ্বারা সামান্যদ্বয়ের সম্বন্ধ গৃহীত হয়, সেখানে তাহাকে সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ বলা হইয়া থাকে। শবরস্বামী এইজন্য অনুমানকে 'প্রত্যক্ষতোদৃষ্টসম্বন্ধ' ও 'সামান্যতোদৃষ্টসম্বন্ধ,' এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এবং বিশেষদৃষ্ট হইতে ভিন্ন নিঃসন্দিগ্ধ সামান্যদৃষ্টের প্রদর্শনার্থ আদিত্যের উদাহরণ দেখাইয়াছেন ("সামান্যদৃষ্টমেকান্তাদত্রেত্যাদিত্য উচ্যতে॥"—শ্লোকবার্ত্তিক)। জয়ন্তভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে কপিত্থের রূপদ্বারা রসের অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রূপ ও রস, এই উভয়েরই সমবায়িকারণ এক কপিত্থাদি দ্রব্য। রূপ ও রস, ইহাদের মধ্যে পরস্পর কার্য্য-কারণভাব নাই ("যথা কপিত্থাদৌরূপেণ রসানুমানম্। রূপ রসয়োঃ সমবায়িকারণমেকং কপিত্থাদি দ্রব্যং ন তু তয়োরন্যোন্যং কার্য্যকারণভাবঃ।"—ন্যায়মঞ্জরী)। বিষয়টী বিশদভাবে বুঝান হইল না. গ্রন্থান্তরে যথাশক্তি বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

tion) বলিতে, তর্ক, বিচার বা মননকে (Reasoning) লক্ষ্য করিয়াছেন। শুদ্ধ মননদ্বারা কোন তথ্যের আবিষ্কার হয় না, আবার আধিভৌতিক পরীক্ষাও তথ্যাবিষ্কারের একমাত্র উপায় নহে। জেবন্স বলিয়াছেন, দর্শন (Observation) ও পরীক্ষা (Experiment), এই দুইটীদ্বারাই পদার্থের তত্ত্ব জানা যায়। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে নৈসর্গিকনিয়মে যে সমুদায় ঘটনা সংঘটিত হয়, যখন আমরা সেই সমুদায় ঘটনাকে শুদ্ধ মনোযোগপূর্ব্বক ঈক্ষণ ও স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখন আমাদের তাদৃশী চেষ্টা 'দর্শন' (Observation) নামে, এবং যখন আমরা আমাদের পেশীয় বলের প্রয়োগদ্বারা প্রাকৃতিকপ্রবর্ত্তনের (Natural course) পরিবর্ত্তন, এবং এইরূপে অপূর্ব্ব সংযোগের (Unusual combinations) উৎপাদন ও বস্তুজাতকে অস্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করি, তখন আমাদের তাদৃশ কার্য্য 'পরীক্ষা' (Experiment) শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। হার্শেল্ বলিয়াছেন, দর্শন ও পরীক্ষা (Observation and Experiment) সর্ব্বথা পৃথক্ সামগ্রী নহে। উভয়ই ঐন্দ্রিয়ক কার্য্য, উভয়েই ইন্দ্রিয়দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, তবে শুদ্ধ দর্শনে (Passive observation) আলোচিত বস্তুজাতের বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্মের সম্যগ্রূপে অনুসন্ধান করা হয় না, পরীক্ষাতে (Active observation) উহাদের বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্ম সম্যগ্রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ও বিস্তৃত দর্শনকেই পরীক্ষা (Experiment) বলিয়াছেন। যখন আমরা কতিপয় সামগ্রীকে গ্রহণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সন্তাপপ্রয়োগ, নানাপ্রকারে আপীড়ন, তাড়িতবিক্ষোভ (Electric disturbance), রাসায়নিক প্রক্রিয়া-বিশেষ ইত্যাদি দ্বারা উহাদিগের মধ্যে যে,

যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করি এবং প্রত্যক্ষীভূত বিষয়সমূহকে চিত্তপটে লিখিয়া রাখি, তখন আমাদের তাদৃশ কার্য্যকে ভৌতিক ও রাসায়নিক পরীক্ষা বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি? পণ্ডিত জেবন্স বলিয়াছেন, কিরূপ পূর্ব্ববর্ত্তি-ভাব বা ভাবসমূহ বিদ্যমান থাকিলে, কিরূপ ঘটনা বা ঘটনাপুঞ্জ সংঘটিত হইবে, তদ্বিনিশ্চয়ই ঐরূপ পরীক্ষার উদ্দেশ্য। অতএব বলা যাইতে পারে, কার্য্যকারণভাবের তত্ত্বানুসন্ধানই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। *

কোন এক পদার্থ, যদি পদার্থান্তরের সহিত নিয়ত অবস্থান করে, কোন পদার্থের অভাব হইলে, যদি তৎসঙ্গে অপর এক পদার্থেরও অভাব হয়, কোন পদার্থ উৎপন্ন হইলে, তৎসঙ্গে, অথবা তাহার অব্যবহিত পরে যদি অন্য এক পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে, উহারা যে, পরস্পর স্বাভাবিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহা বলিতে হইবে। একটী পদার্থের সহিত অপর একটী পদার্থের এই স্বাভাবিক সম্বন্ধ 'অবিনাভাব-সম্বন্ধ' বা 'ব্যাপ্তি', এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পদার্থসমূহের মধ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহাই যুক্তির পূর্ব্বরূপ, এবং মননশীল মনুষ্যের মনে তাহার অভ্রান্তসংস্কার সঙ্কলিত হওয়াই, ইহার উত্তর রূপ। এই উভয়বিধ রূপ একীভূত হইলেই, যৌক্তিকজ্ঞান জীবন লাভ করে।

---

* "Our object in inductive investigation is to ascertain exactly the group of circumstances or conditions which being present, a certain other group of phenomena will follow."
—*Principles of Science.*

অন্বয়-ব্যাপ্তি, ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি এবং অন্বয়ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি এই ত্রিবিধ স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে। যাহা থাকিলে, যাহা অবশ্য থাকে, তাহাদের মধ্যে অন্বয়-ব্যাপ্তি আছে। একটার অভাব হইলে, তৎসঙ্গে যে, অন্য একটার অভাব হয়, তাহা ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির কার্য্য, যাহা থাকিলে, যাহা নিশ্চয় থাকে, এবং না থাকিলে, নিশ্চয় থাকে না, তাহা অন্বয়-ব্যতিরেক-ব্যাপ্তির লিঙ্গ—চিহ্ন। অনুমান ব্যাপ্তি-জ্ঞানপূর্ব্বক, ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে অনুমান জন্মলাভ করে। ব্যাপ্তি-জ্ঞান যখন অনুমানের কারণ, তখন ব্যাপ্তির প্রকার-ভেদানুসারে যে, অনুমানের প্রকার-ভেদ হইবে, তাহা স্থির। নব্যন্যায়ে এইজন্য অনুমানকে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী, এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। * ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকরাচার্য্যও বলিয়াছেন, অনুমান অন্বয়ী, ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী, এই ত্রিবিধ ("ত্রিবিধমিতি। অন্বয়ী ব্যতিরেকী অন্বয়-ব্যতিরেকী চেতি।"—ন্যায়বার্ত্তিক)। প্রতীচ্য নৈয়ায়িকদিগের সহিত যে, এই বিষয়ে প্রাচ্য নৈয়ায়িকদিগের মতের অনেকতঃ সাদৃশ্য আছে, তাহা বলা যাইতে পারে। অধষ্টিপ্পনীতে য়ুবার্‌ওয়েগের লজিক্ হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল, পাঠক তাহা স্মরণ করিবেন। †

---

* "তচ্চানুমানং ত্রিবিধং কেবলান্বয়ি-কেবলব্যতিরেক্যন্বয়ব্যতিরেকি-ভেদাৎ।"—তত্ত্বচিন্তামণি।

† "The principles of inference are the axioms of *identity* and correspondence, of contradictory disjunction (or of Contradiction and Excluded Third) and of *sufficient reason.* * * *

"The Axiom of Identity, should be thus expressed: A is A, *i.e.*, everything *is what it is,* * * *

ব্যাপ্তি বা অনুমানসম্বন্ধে কোন কথা বলা এগ্রন্থের উদ্দেশ্য না হইলেও, আমরা যে, এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক দুই এক কথা বলিলাম, তাহার প্রথম কারণ হইতেছে, "বৈদিক আর্য্যজাতি কেবল মানস বা আধ্যাত্মিক-রাজ্যেই বিচরণ করিতেন, তাঁহারা আধিভৌতিক পরীক্ষাতে (Physical investigation) বিশেষ মনোনিবেশ করেন নাই, এবং এইজন্য আধিভৌতিক বিজ্ঞানের এ দেশে সমধিক উন্নতি হয় নাই," যাঁহারা এইরূপ অনুমান করেন, তাঁহাদের অনুমানটা কতদূর সত্য, তদবধারণ, দ্বিতীয় কারণ অলঙ্কারশাস্ত্রের (Rhetoric) সহিত ন্যায়শাস্ত্রের (Logic) কি সম্বন্ধ তদ্বিনিশ্চয়। বেদে অলঙ্কারের ব্যবহার করা হইয়াছে কেন, তাহা জানিতে হইলে, অলঙ্কারশাস্ত্রের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি, তাহা জানা আবশ্যক হইয়া থাকে।

'জেবন্স' প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক পরীক্ষার (Experiment) যে লক্ষণ ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, ব্যাপ্তিনিশ্চয়ই পরীক্ষার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। অতঃপর ব্যাপ্তিনিশ্চয় কিরূপে হয়, শাস্ত্র হইতে এই প্রশ্নের যে যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা জানাইব, প্রাচ্য পণ্ডিতগণ কিরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় করিতেন, তাহা জানিতে পারিলে, ইহাঁরা আধিভৌতিক পরীক্ষাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন কি না, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। 'ভারতবর্ষীয় নৈয়ায়িকগণ উন্নয়নাত্মক অনু-

---

"The Axiom of the Contradiction is—*judgements opposed* contradictorly to each other (As—A is B, and A is not B) cannot both be true. The one or the other must be false. * * *"
—*System of Logic, by Ueberweg.*

মানের (Inductive inference) তত্ব জানিতে পারেন নাই', এইরূপ মতের মূলেই বা কতটুকু সত্য আছে, এই প্রসঙ্গে তাহারও একটু আভাস দিব।

কোথাও ব্যাপ্তিদর্শন হইলে, তাহা স্বাভাবিক, কি অস্বাভাবিক, তাহা পরীক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষাদ্বারা যদি 'উহা স্বাভাবিক ব্যাপ্তি নহে, উহা পদার্থান্তরের সংযোগবশতঃ ঘটিয়াছে,' ইহা বিনিশ্চিত হয়, তবে উহাকে অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি বলিয়া পরিহার করিতে, এবং যদি পরীক্ষাদ্বারা উহাতে পদার্থান্তরের সংযোগ লক্ষ্য না হয়, তাহা হইলে, উহাকে স্বাভাবিক ব্যাপ্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কোথাও ধূম ও বহ্নির সামানাধিকরণ্য (একস্থানে অবস্থান) দৃষ্ট হইল। এখন পরীক্ষা করিতে হইবে, ধূম ও বহ্নি, এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টীর সহিত কোন্‌টীর স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, বহ্নির সহিত ধূমের, কিংবা ধূমের সহিত বহ্নির? যদি বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা বিনিশ্চিত হয়, তাহা হইলে, ধূমের সত্তায় বহ্নির সত্তা নির্ণীত হইবে, আর যদি ধূমের সহিত বহ্নির অবিনাভাব থাকা স্থির হয়, তবে বহ্নির সত্তায় ধূমের সত্তা নির্ণয় করিতে হইবে, অর্থাৎ যেখানে বহ্নি আছে, সেইখানে ধূম আছে, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। কাহার সহিত কাহার স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহা স্থির করিতে হইলে, পরীক্ষা (Experiment) করা আবশ্যক। কিরূপে পরীক্ষা করা হইবে? অগ্নিতে দাহ্যপদার্থের প্রক্ষেপদ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। বহ্নিতে একখণ্ড আর্দ্রকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, ধূম হয়, কিন্তু একখণ্ড স্বর্ণ নিক্ষেপ করিলে, ধূম হয় না। এইরূপ পরীক্ষাদ্বারা স্থির হইতেছে যে, অগ্নিতে জলীয়

অণুবহুল দাহ্যপদার্থের সংযোগ হইলেই ধূম উৎপন্ন হয়, তৈজস-পদার্থের সংযোগে ধূম জন্মে না। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, বহ্নির সহিতই ধূমের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, ধূমের সহিত বহ্নির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি নাই, যেখানে ধূম থাকে, সেখানে বহ্নি থাকে, যেখানে বহ্নি থাকে সেখানে ধূম (উপাধিবিশেষের সংযোগ না থাকিলে) থাকে না। ধূমের সহিত বহ্নির যে ব্যাপ্তি, তাহা স্বাভাবিক নহে, তাহা ঔপাধিক, তাহা পদার্থান্তরের—দাহ্য-সংযোগ-নিবন্ধন। যদ্দ্বারা ব্যাপ্তির অস্বাভাবিকত্ব নির্ণীত হয়, বিশেষের তাহার নাম উপাধি (Condition)। পণ্ডিত জেবন্স পরীক্ষার (Experiment) স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি, পদার্থ-সমূহের অনৌপাধিক ব্যাপ্তি বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ-নির্ণয়ই পরীক্ষার স্বরূপ।* পরীক্ষা কাহাকে বলে, তাহা যথা-প্রয়োজন শ্রবণ করিলাম, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, স্বাভাবিক সম্বন্ধের অবধারণ কি, শুদ্ধ-মানস ব্যাপারদ্বারা হয়? অথবা কেবল আধিভৌতিক পরীক্ষা-দ্বারা হইয়া থাকে? বাচস্পতিমিশ্র স্ব-প্রণীত ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য্য টীকাতে বলিয়াছেন, স্বাভাবিক সম্বন্ধের অবধারণ শুদ্ধ মানস নহে, অনপেক্ষ মনের (যাহা ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা করে না) যদি বাহ্যপ্রবৃত্তি—বহির্দেশে গমন—বিষয়-গ্রহণ সম্ভব হইত, তাহা হইলে, পৃথিবীতে অন্ধ-বধিরাদির অভাব হইত। ভূয়োদর্শনাপেক্ষ মনঃ স্বাভাবিক সম্বন্ধের অবধারণ করে, যদি এই কথা বলা হয়,

---

* পণ্ডিত জেবন্স বলিয়াছেন,—"The great method of experiment consists in removing, one at a time, each of those conditions which may be imagined to have an influence on the result." —*Principles of Science.*

তাহা হইলেও, প্রমাণান্তর স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যক্ষ মনো-নিমিত্ত, মনের অনুপস্থিতিতে প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব প্রত্যক্ষকে মানস বলিতে পারা যায়। কোন প্রত্যয় বা জ্ঞানই অমানস নহে, যে কোনরূপে জ্ঞান হউক, তাহাতেই মনের নিমিত্তত্ব আছে, মনঃ জ্ঞানমাত্রের সাধারণ নিমিত্ত। মনঃ প্রত্যয়মাত্রের যখন সাধারণ নিমিত্ত, তখন প্রত্যক্ষকে মানস বলা যাইতে পারে না। মনঃ পরীক্ষার সাধারণ কারণ, এবং ভূয়োদর্শন অসাধারণ কারণ। ভূয়োদর্শনজনিত সংস্কার-সহিত ইন্দ্রিয়কে বাচস্পতি মিশ্র স্বাভাবিক-সম্বন্ধ-গ্রাহী বা ব্যাপ্তি-গ্রাহক বলিয়াছেন। * কেশবমিশ্র স্ব-প্রণীত তর্কভাষা নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, উপাধির (Condition) অভাব-গ্রহণজনিত ও ভূয়োদর্শনজনিত সংস্কার-সহকৃত, সাহচর্য্য (Concomitance)-গ্রাহী প্রত্যক্ষ-দ্বারা ব্যাপ্তি অবধারিত হইয়া থাকে। গঙ্গেশোপাধ্যায় ও গাগাভট্টের মতে ব্যভিচারজ্ঞানের বিরহ—অভাব এবং সহচারদর্শন—সহচারজ্ঞান (Knowledge of the invariable concomitance), ইহারাই ব্যাপ্তিগ্রহের হেতু, ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহের হেতু নহে। একত্র অব্যবস্থা বা অনৈকান্তিকরূপ হেতু-দোষের—হেত্বাভাসের (A fallacious হেতু, the present of হেতু without the সাধ্য, oppo. to সহচার or invariable concomitance) নাম 'ব্যভিচার'। ব্যভিচার-জ্ঞান যথার্থ ও অযথার্থ বা নিশ্চয় ও শঙ্কাভেদে দ্বিবিধ, শঙ্কা (Doubt) কচিৎ উপাধি-সন্দেহ হইতে,

---

* "তদিদমবধারণং ন মানসম্ অনপেক্ষস্ত মনসোবাহ্যপ্রবৃত্তাবন্ধবধিরাদ্যভাবপ্রসঙ্গাৎ। * * * ভূয়োদর্শনজনিতসংস্কারসহিতমিন্দ্রিয়মেব ধূমাদীনাং বহ্ন্যাদিভিঃ স্বাভাবিকসম্বন্ধগ্রাহীতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ।"-ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা।

ক্বচিৎ বিশেষের অদর্শন-সহিত সাধারণ-ধর্ম্ম-দর্শন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যভিচারগ্রহ ব্যাপ্তিগ্রহের প্রতিবন্ধক, এই নিমিত্ত ব্যভিচারজ্ঞানের বিরহ বা অভাব ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ। ভূয়োদর্শন ব্যাপ্তিগ্রহের হেতু নহে, কারণ, যেখানে ব্যভিচারের স্ফূর্ত্তি হয় না, সেখানে সকৃৎ (একবার) দর্শনেই ব্যাপ্তিগ্রহ হইয়া থাকে। ভূয়োদর্শন ব্যভিচারশঙ্কার অপনোদনপূর্ব্বক ব্যাপ্তিগ্রহের উপকার করে। যেস্থলে ভূয়োদর্শনদ্বারাও শঙ্কার (Doubt) নিবৃত্তি হয় না, তৎস্থলে বিপক্ষবাধক তর্ক অপেক্ষিত হইয়া থাকে। 'বহ্নিবিরহিত দ্রব্যেও ধূম থাকিতে পারে', যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়, তবে বহ্নি ও ধূম, এই পদার্থদ্বয়ের কার্য্যকারণভাবের অনুসন্ধানদ্বারা তাহা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। * এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শব্দ), এই তিনটী প্রমাণই ব্যাপ্তিগ্রাহক।

প্রমাণ ও তর্কদ্বারা বস্তুর তত্ত্বাবধারণের নাম 'পরীক্ষা' (Experiment)। অতএব বিনা পরীক্ষাতে যে, বস্তুর তত্ত্বাবধারণ হইতে পারে না, তাহা স্থির। স্থূলপ্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ নহে, স্থূলপ্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থসমূহও আছে। যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইল না, অথবা যাহা স্থূলপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইবার নহে, তাদৃশ পদার্থ নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, নিতান্ত দুর্ভাগ্য স্থূলদর্শীরই কার্য্য। অনেক সময়ে আমরা প্রত্য-

---

* "অত্রোচ্যতে ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃতসহচারদর্শনং ব্যাপ্তিগ্রাহকং * * *"— তত্ত্বচিন্তামণি।

"তাদৃশব্যাপ্তিগ্রহে ব্যভিচারগ্রহঃ সহচারগ্রহশ্চ হেতুঃ। ভূয়োদর্শনং তু ন হেতুঃ। ব্যভিচারাস্মরণে সকৃদ্দর্শনেনাপি ব্যাপ্তিগ্রহাৎ। ভূয়োদর্শনং তু ক্বচিদ্ ব্যভিচারশঙ্কানিবর্ত্তকম্। ক্বচিত্তর্কঃ।"—ভাট্টচিন্তামণি।

ক্ষের অগোচর পদার্থকে যুক্তিদ্বারা জানিয়া থাকি। আবার এই-রূপ পদার্থসকলও আছে, যাহারা যুক্তির অধিকারে আসে না, যুক্তি যাহাদের ছায়া স্পর্শ করিবারও যোগ্য নহে। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ এইজন্য বলিয়াছেন, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা অতীন্দ্রিয় প্রধান, পুরুষ, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, মহত্তত্ব, ইহাদের প্রতীতি হইয়া থাকে। কার্য্যের কারণ আছে, ইহা প্রত্যক্ষ-পূর্ব্বক, সামান্যতঃ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, কোন কার্য্য দর্শনানন্তর তাহার কারণের জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ মহত্তত্ত্বাদিরূপ কার্য্যপদার্থের জ্ঞান জন্মিলে, মহত্তত্ত্বাদি কার্য্য-পদার্থ, এইরূপ বোধ উৎপন্ন হইলে, তৎকারণ অতীন্দ্রিয় প্রকৃত্যা-দির অনুমান হইয়া থাকে। যাহা কার্য্য, তাহার কারণ আছে, মহত্তত্ত্ব কার্য্য, অতএব মহত্তত্ত্বের কারণ আছে। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা এইরূপ অতীন্দ্রিয় প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র ইত্যাদি পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। সামান্যতঃ প্রত্যক্ষজাতীয় ধর্ম্মগ্রহণ-পুরঃসর ব্যাপ্তিগ্রহণ হইতে পক্ষতাধর্ম্মবল-দ্বারা যে, তদ্বিজাতীয় অপ্রত্যক্ষপদার্থের জ্ঞান হয়, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানই তাহার কারণ। প্রত্যক্ষ ও পূর্ব্ববৎ অনুমান (ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমানকে—অর্থাৎ প্রত্যক্ষীকৃতজাতীয়-বিষয়ক অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অনুমান বলে)-দ্বারা ব্যক্তপদার্থসমূহের, এবং শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা অতীন্দ্রিয় প্রকৃত্যাদি পদার্থজাতের প্রতীতি হইয়া থাকে। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারা কি, অতীন্দ্রিয় পদার্থমাত্রের জ্ঞান হয়, ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন, না, তাহা হয় না, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারাও জানা যায় না, এইরূপ পদার্থও আছে। সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানদ্বারাও যে সকল পদার্থের সিদ্ধি

হয় না, আপ্তবাক্য বা বেদই তাদৃশ পরোক্ষ পদার্থসমূহের উপলব্ধিহেতু, আপ্তবাক্য বা বেদপ্রমাণদ্বারা তাহাদের সিদ্ধি হইয়া থাকে। অদৃষ্ট, দেবতা, পরলোক ইত্যাদি পদার্থের জ্ঞান আপ্তবাক্য হইতে জন্মিয়া থাকে। *

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, এই দ্বিবিধ পদার্থের জ্ঞানই যে, প্রমাণসিদ্ধ, অপিচ বৈদিক আর্য্যজাতি যে, আধিভৌতিক পরীক্ষারও (Physical investigation) ব্যবহার করিতেন, এতদ্দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইবে। বৈদিক আর্য্যজাতি যদি আধিভৌতিক পরীক্ষার ব্যবহার না করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহারা কখনও চিকিৎসা, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, জ্যোতিষ, শিল্প ইত্যাদি বিদ্যা ও কলার এতদূর উন্নতি সাধন করিতে পারগ হইতেন না।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য হইবে, আধিভৌতিক পরীক্ষাদ্বারা যেমন ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থসমূহের ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থসমূহের ধর্ম্ম অবগত হইয়া, লোকে যেমন উহাদিগদ্বারা ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বা আপ্তবাক্য, এই প্রমাণদ্বয়দ্বারা পরিজ্ঞাত অপ্রত্যক্ষ পদার্থসমূহদ্বারা কি, লোকে সেইরূপ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ প্রয়োজন সাধনে পারগ হইয়া থাকে? পরোক্ষ পদার্থজাত কি, আমাদের কোন ব্যবহারে আসে?

বেদ পরোক্ষ পদার্থসমূহের কেবল নামমাত্র শুনিয়া রাখিবার জন্য উহাদের উপদেশ করেন নাই, পরোক্ষ পদার্থসমূহও যেরূপে প্রত্যক্ষীভূত হয়, যেরূপে আমাদের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহাররূপ

---

* "সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥"— সাংখ্যকারিকা।

প্রয়োজন সাধন করে, বেদ তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। বেদ যে সকল পরোক্ষপদার্থের সংবাদ দিয়াছেন, সেই সকল পদার্থ বস্তুতঃ সৎ কি না, লোকে তাহার যথারীতি পরীক্ষা করে, ইহাই মঙ্গলময় বেদের ইচ্ছা। যাঁহারা কেবল বেদ শ্রবণ করিবে, বেদোপদিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, বেদোপদেশের পরীক্ষা করিবে না, তাহারা, বেদের উপদেশ, ঘোর তমসাচ্ছন্নলোকে গমন করিবে, অবিদ্যার ঘনতরপর্ব্ব প্রাপ্ত হইবে। বেদোপদিষ্ট কর্ম্মই বেদোপদেশের পরীক্ষা। যাঁহারা বিনা পরীক্ষায় কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না, তাঁহারা যদি বেদের উপদেশ সমূহের যথারীতি পরীক্ষা করিতেন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইতেন। বেদভক্ত আর্য্যবংশধরগণ বিনা পরীক্ষায় বেদকে সত্যস্বরূপ বলিয়া পূজা করেন নাই, বেদোপদিষ্ট কর্ম্ম করিয়া তাঁহারা ফল পাইয়াছেন, দেবতাগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিয়া, তাঁহারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন, বেদের উপদেশ মত কর্ম্মসম্পাদনপূর্ব্বক কত অপুত্রক পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া সুখী হইয়াছেন, কত মুমূর্ষু জীবন পাইয়াছেন, আহা! তাই তাঁহারা করুণাপরবশ হইয়া, 'বেদ সত্য' 'বেদ অভ্রান্ত', 'বেদ ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই,' পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে সকলকে এই সকল কথা শুনাইয়াছেন। আপ্তোপদেশ ও প্রত্যক্ষ, এই দ্বিবিধ প্রমাণদ্বারাই প্রতিপন্ন হয়, যোগীরা যোগসাধন-বিকাশিত শক্তিদ্বারা অতীত, অনাগত, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট সকলবস্তুই সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, দেশ ও কাল যোগীর সর্ব্বদর্শি-নয়নের গতিকে বাধা দিতে সমর্থ নহে, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যোগী, সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই সকল বিষয় গ্রহণ করিতে ক্ষমবান্। শরীর হইতে বহু-

দূরে বিদ্যমান পদার্থসকলও জিতেন্দ্রিয় যোগীর বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে, অধিক কি, প্রকৃতি তাঁহার বশীভূতা হয়েন। শ্রুতি বলিয়াছেন, যোগী ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দ শ্রবণ, এবং পৃষ্ঠদ্বারা রূপসন্দর্শন করিয়া থাকেন ("ঘ্রাণতঃ শব্দং শৃণ্বন্তি পৃষ্ঠতো রূপাণি পশ্যন্তি"।) * বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ে নিপতিত হইয়া, বিষয়ের যেরূপ আকার তদাকারে পরিণত হয়, এইরূপ পরিণামই বৃত্তিরূপ জ্ঞান। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও, চৈতন্যোজ্জ্বলিত অন্তঃকরণ যাবৎ না ইন্দ্রিয়গৃহীত বিষয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তাবৎ অর্থের উপলব্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষে বিশিষ্ট কারণ মাত্র, এতদ্দ্বারা কেবল চিত্তের বৃত্তিপ্রতিবন্ধক তমঃ বিনিবৃত্ত হয়। চিত্ত যখন নিখিল আবরণমল-মুক্ত হয়, তখন ইহা অনন্ত বা পরিচ্ছেদ রহিত হইয়া থাকে, বিমল চিত্ত তখন অপেতমল মুকুরের ন্যায় অন্যসাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া, সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা বলিয়াছেন, স্বভাবে স্থিত, অমৃত মনঃ ত্রিকাল-সম্বদ্ধ বস্তুজাতকে গ্রহণ করিয়া থাকে, কি বর্ত্তমান, কি অতীত, কি ভবিষ্যৎ, কোন বস্তুই ইহার সর্ব্বব্যাপি-নয়নকে অতিক্রম করিতে পারে না ("যেনেদং ভূতং ভুবনং

---

* 'যোগী ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দ শ্রবণ, এবং পৃষ্ঠদ্বারা রূপ-সন্দর্শন করিয়া থাকেন', এ কথা অনেকের সমীপে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইবে। তবে আশা হয়, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রতীচ্য পুরুষ যোগকে অসারপদার্থবোধে ঘৃণা না করিয়া, ইহার যথাশক্তি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই শ্রুত্যুপদেশ শিরোধার্য্য করিবেন। ক্লারোভয়েণ্ট্‌দিগের সকাশে উহা অপ্রাকৃতিক কথা বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতমমৃতেন সর্ব্বম্।"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ৩৪।৪)। যাহা হয়, যাহা হইয়াছে, 'বেদপ্রাণ' ঋষিরা তাহাকেই সম্ভব বলিয়াছেন, অধিকার বা যোগ্যতানুসারে তাহা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যক্ষপ্রমাণ ঋষি ও আচার্য্যগণের সকাশ হইতে যেরূপ আদর পাইয়াছেন, বর্ত্তমানকালের প্রত্যক্ষবাদীরা অদ্যাপি ইহাকে তাহার সহস্রাংশের একাংশও আদর করিতে পারেন নাই। ঋষিরা তাঁহাদের ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত বেদকেই প্রকৃত বা অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। অনুমান প্রত্যক্ষ বা শব্দমূলক, শব্দব্যতিরেকে অনুমান হয় না, শব্দ ব্যতিরেকে দর্শন ও পরীক্ষা হয় না। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, পুরুষ যে, তর্ক করে, পরীক্ষা করে, তাহা শব্দের প্রসাদে, শব্দাশ্রিত শক্তিই, পুরুষাশ্রয় (পুরুষ হইয়াছে, আশ্রয় যাহার) তর্ক, তর্ক শব্দসামর্থ্য ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে। যাঁহারা তর্ক যে, শব্দসামর্থ্য ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে, ইহা জানিতে পারেন না, তাঁহারা কেবল সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য-জ্ঞানের (Knowledge as conjoining difference and agreement) অনুসরণপূর্ব্বক অনিবন্ধন—শুষ্কতর্ক করিয়া থাকেন ("শব্দানামেব সা শক্তিস্তর্কো যঃ পুরুষাশ্রয়ঃ। স শব্দানুগতো ন্যায়োঽনাগমেষ্বনিবন্ধনঃ॥"—বাক্যপদীয়)। বিদ্যা, শিল্প ও কলাদিদ্বারা লৌকিক ও বৈদিক অর্থে মনুষ্যগণের প্রায় সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার প্রতিবদ্ধ হইয়া আছে। যে বিদ্যাদি দ্বারা মনুষ্যগণের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার প্রতিবদ্ধ হইয়া আছে, সেই বিদ্যাদি আবার বাগ্‌রূপ বুদ্ধিতে নিবদ্ধ। ঘটাদি বস্তুজাতের নিষ্পাদনে প্রযোজ্য ও প্রয়োজকদিগের উপদেশ ও চেষ্টাদি, শব্দরূপ বুদ্ধি অনুসারে হইয়া থাকে। সমানাকার অভিনিষ্পন্ন বস্তুসমূহের বিভাগও শব্দ বা

বাক্‌কৃত। প্রথমোৎপন্ন বালকের ইন্দ্রিয়-বিন্যাসাদি, শারীরযন্ত্র সকলের যথাযোগ্য ক্রিয়ানিষ্পাদন শব্দ হইতে হইয়া থাকে। * অতএব শব্দই যে, অনুমান ও পরীক্ষার, শব্দই যে, জ্ঞান এবং শিল্পের কারণ, তাহা (শব্দ বা প্রতিভা বলিবার অধিকার দিলে) বলা যাইতে পারে। 'বেদ' কোন্ পদার্থ, বেদকে কেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা হইয়াছে, বেদ হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্ম কি, চিন্তাশীল পাঠক অতঃপর তাহা চিন্তা করিবেন। তাপ, তড়িৎ, আলোক, অণু, পরমাণু ইত্যাদি বাহ্য প্রাকৃতিক পদার্থসমূহ শব্দের পরিণাম, মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ইহারাও শব্দের পরিণাম। শব্দই প্রকৃতি, আবার শব্দই পুরুষ বা চিচ্ছক্তি। বেদ ও শব্দ এক পদার্থ, বেদসম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, এই সকল কথা স্মরণ করা উচিত। 'বাক্ বা শব্দই আদিভূত পদার্থ, বাক্ বা শব্দই ঈশ্বর', বাইবেলও এই বেদোপদেশের প্রতিধ্বনি করিয়া-

---

* "সা সর্ব্ববিদ্যা-শিল্পানাং কলানাং চোপবন্ধনী।
তদ্বশাদভিনিষ্পত্তৌ সর্ব্বং বস্তু বিভজ্যতে॥"--

* * * *

"আদ্যঃ করণ-বিন্যাসঃ প্রাণস্যোর্দ্ধং সমীরণম্।
স্থানানামভিঘাতশ্চ ন বিনা শব্দভাবনাম্॥"—বাক্যপদীয়।

পরীক্ষক যে, পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, পরীক্ষার্থ যে যে সামগ্রী ও যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, তিনি যে, সেই সেই সামগ্রী ও যন্ত্রের সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন, উহাদিগের যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও শব্দের প্রসাদে, শব্দ-সংস্কারই পরীক্ষককে এই সকল ব্যাপারনিষ্পাদনে সমর্থ করিয়া থাকে। কথাগুলি শ্রবণমাত্রেই বিস্মিত হইবেন বটে, কিন্তু বিনা পরীক্ষায় (অবশ্য যাঁহাদের প্রতিভা প্রতিকূল নহেন) অসার মনে করিবেন না।

ছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জন খ্রীষ্টান বাইবেলের এই উপ-দেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করেন, কয়জন খ্রীষ্টান উক্ত বাক্যে আস্থাবান্?

বেদে কি, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, গণিত ইত্যাদি বিজ্ঞানের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়? বেদ পাঠ করিলে কি, আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় প্রকৃতির নিয়মসমূহ অবগত হইয়া, বর্ত্তমান জীবনকে এমন সুখময় করিতে পারগ হই? যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করিবেন, আমরা বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, 'বেদ' কোন্ পদার্থ, অগ্রে তাঁহারা তাহা জানিবার চেষ্টা করুন, তৎপরে বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য যোগ্য হউন্, তদনন্তর আগমকাল, স্বাধ্যায়কাল, প্রবচন কাল ও ব্যবহারকাল, এই চতুর্ব্বিধ প্রকারে বেদবিদ্যাকে উপযুক্ত করুন, তৎপরে বেদে কি আছে, না আছে, তাহা পরীক্ষা করুন। বেদদ্বারা কি হইতে পারে, না পারে, তবে তাহা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। বৈজ্ঞানিক হইতে হইলে কি, এত কাণ্ড করিতে হয়? প্রশ্নটীর উত্তর দিবার পূর্ব্বে প্রশ্নকর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কাহাকে বলে, তাহা কি, আপনি যথাযথভাবে চিন্তা করিয়াছেন? কিরূপে বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়, তাহা কি, ভাবিয়াছেন? দুই চারিখানা বিজ্ঞানগ্রন্থ পাঠ ও প্রয়োগকুশল অধ্যাপকের পরীক্ষা (Experiment)-সন্দর্শন, বৈজ্ঞানিক হইবার এই দুইটী উপকরণ বা সাধন নহে। বৈজ্ঞানিক হইবার প্রতিভা লইয়া, যিনি পৃথিবীতে আসিয়াছেন, তিনিই বৈজ্ঞানিক হয়েন। দুই চারিখানা বিজ্ঞানগ্রন্থ পাঠ, ও প্রয়োগকুশল অধ্যাপকের পরীক্ষা সন্দর্শন, ইহারাই যদি বৈজ্ঞানিক হইবার পর্য্যাপ্ত সাধন হইত,

তাহা হইলে, পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকের স্থান হইত না। নিউটনের ন্যায় প্রতিভাশালী পুরুষের সংখ্যা কি, স্বল্প নহে? যতদিন হইতে পৃথিবীতে বৃক্ষের আবির্ভাব হইয়াছে, ততদিন হইতেই উহা ফল প্রসব করিতেছে, ততদিন হইতেই যথাসময়ে পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি বৃক্ষের ফলসকলকে ভূমিতে নিপাতিত করিতেছে, বৃক্ষ হইতে পৃথিবীতে ফলের পতনব্যাপার নিউটনের পূর্ব্ববর্ত্তী বহুপুরুষেরই নয়নে পড়িয়াছিল। যাবৎ সভ্য মনুষ্যগণের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাবৎ তাহারা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অন্ন পাক করিতেছে, জলপূর্ণ স্থালীর মুখে শরা ঢাকা দিয়া জ্বাল দিলে, শরাখানি যে, উথলিয়া উঠে, তাহা কত লোকই না, প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, বৃক্ষ হইতে ফলের পতন বা শরার উথলিয়া উঠা, এই ব্যাপারদ্বয় সন্দর্শনপূর্ব্বক সকলেই মাধ্যাকর্ষণ ও বাষ্পীয়যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে পারগ হয়েন নাই কেন? অতএব বৈজ্ঞানিক কাহাকে বলে, কিরূপে বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়, প্রশ্নকর্ত্তা তাহা চিন্তা করিবেন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বস্তুত'ই অধিক নহে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের উপদেশের প্রতিধ্বনি করিবার, তাঁহার কর্ম্মের অনুকরণ করিবার লোকের সংখ্যা অধিক হইলেও, পৃথিবীতে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অত্যল্পই আছেন বা হইয়াছেন। ইহার পর প্রশ্নকর্ত্তা চিন্তা করুন, যাঁহারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা কিরূপে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন? তাঁহাদের মস্তিষ্ক ভারী বা বৃহৎ, উহাতে বহুসংখ্যক শেল্‌স (Cells) আছে, এই জাতীয় উত্তর পাইয়া প্রশ্নকর্ত্তা যেন নিশ্চিন্ত না হয়েন। জগদীশ বসু মহাশয় যে সকল বিজ্ঞান-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রশ্নকর্ত্তা হয়ত ইচ্ছা করিলে, সেই সকল বিজ্ঞানগ্রন্থ পড়িতে পারেন, জগদীশ

বাবুর মত তিনিও বিলাতে গিয়া, রীতিমত বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আসিতে পারেন, তথাপি তিনি জগদীশ বাবুর মত মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তাই বলিতেছি, বৈদিক হইতে হইলে, অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয়, অনেক বিধি-নিষেধ পালন করিতে হয়, বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, এইজন্য যাঁহারা বৈদিক না হইয়া, বৈজ্ঞানিক হইতে ইচ্ছা করেন (বৈজ্ঞানিক হইতে ইচ্ছা করেন, এই দুর্গত ভারতবর্ষে তাদৃশ লোকও যদি অধিক পরিমাণে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে, দেশের অনেক কল্যাণ হইত, বৈজ্ঞানিক হইতে অত্যল্প লোকই ইচ্ছা করেন, তবে বৈদিক হইবার ভয়ে যদি কেহ বৈজ্ঞানিক হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা) তাঁহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি। যাঁহারা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, যাঁহারা প্রকৃত দার্শনিক, তাঁহারা কোন না, কোন কালে, বৈদিক হইবেন। 'বৈদিক' বলিতে আমরা ৺কাশীধামবাসী কোন আধুনিক বৈদিককে লক্ষ্য করি নাই, বৈদিক বলিতে আমরা দাক্ষিণাত্যবাসী কোন যাজ্ঞিকের দিকেও দৃষ্টিপাত করি নাই, বৈদিক বলিতে আমরা মন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষদিগকে লক্ষ্য করিয়াছি, যাঁহারা শব্দকে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-হেতু, শব্দকে প্রকৃতি, শব্দকে পরমাণু, শব্দকে পুরুষ, ও শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া, বুঝিয়াছেন (Realise), যাঁহারা মন্ত্রশক্তিদ্বারা সর্ব্বকার্য্য সাধন করিতে পারগ, বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এক কথায় যাঁহারা শাস্ত্রবর্ণিত ঋষির ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, বৈদিক বলিতে আমরা তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছি। বেদবিৎ মহর্ষি শৌনক স্ব-প্রণীত ঋগ্‌বিধানে বলিয়াছেন, "কলিকলুষনিবন্ধন বেদমন্ত্র সকলের নিষ্কৃতি

হয় না, বেদমন্ত্র সকল যথাশক্তি ক্রিয়া করিতে পারেন না, অতএব কলি-দোষের নিবৃত্তির জন্য দ্বিজ প্রথমে গায়ত্রীর আশ্রয় করিবেন, গায়ত্রীমন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত তিন অযুত গায়ত্রী জপ (যথাবিধি জপ করিতে হইবে, যথাবিধি জপ না করিলে, তিন অযুত কেন, তিন কোটি গায়ত্রী জপ করিলেও, ফললাভ হইবে না, বর্ত্তমানকালে লক্ষ লক্ষ গায়ত্রী জপ করিয়াছেন, এইরূপ পুরুষও দুই চারি জন পাওয়া যায়, কিন্তু যত সংখ্যক গায়ত্রী জপ করিলে, শাস্ত্র যে ফল হইবে, বলিয়াছেন, যিনি তাহা হইতে অধিকতর সংখ্যক জপ করিয়াও, সেই ফল প্রাপ্ত হয়েন নাই, আমরা বলিব, তাঁহার যথাযথভাবে জপ করা হয় নাই) করিবেন, অপিচ সর্ব্ব বেদমন্ত্রসিদ্ধির জন্য এক লক্ষ গায়ত্রী জপ করিবেন। তিন অযুত গায়ত্রী জপপূর্ব্বক যাঁহার গায়ত্রী-সিদ্ধি হইবে, সেই ভূদেবের সহিত ত্রিদিববাসী দেবগণের কোন অংশে পার্থক্য থাকিবে না। তাহার পর যিনি লক্ষ গায়ত্রী জপ করিবেন, তাঁহার সর্ব্ববেদমন্ত্রের সিদ্ধি হইবে, বেদমন্ত্র সকল তাদৃশ পুরুষের সমীপে কামধেনুর ন্যায় হইবেন।” ইহার পর মহর্ষি শৌনক কোন্ বেদমন্ত্রের কিরূপ শক্তি, কোন্ মন্ত্রদ্বারা কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হয়, বিস্তার-পূর্ব্বক তাহা বুঝাইয়াছেন। মহর্ষি শৌনক কোন মন্ত্রের কি শক্তি তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমেই বলিয়াছেন, হে ভূসুরবৃন্দ (হে ব্রাহ্মণগণ)! তোমরা বিশ্বাসদ্বারা সমাহিত-চিত্ত হইয়া, আমি বেদমন্ত্রের শক্তিসম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। * মহর্ষি শৌনকের এই সকল কথাতে বিশ্বাস স্থাপন

---

* “নিষ্কৃতির্নহি বেদানাং মন্ত্রাণাং কলিদোষতঃ।
কলিদোষনিবৃত্ত্যর্থং গায়ত্রীমাশ্রয়েদ্দ্বিজঃ॥

করিতে পারেন, এই ভারতবর্ষে (ব্রাহ্মণবংশধরদিগের মধ্যেও) কয়-জন তাদৃশ পুরুষ আছেন? ব্রাহ্মণ ভিন্ন শৌনকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। ব্রাহ্মণ বলিতে কাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছি? মহর্ষি শৌনক 'ভূসুর' বলিতে যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া-ছেন,'ব্রাহ্মণ' বলিতে আমরা তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছি, যজ্ঞো-পবীতধারী পুরুষমাত্রকেই লক্ষ্য করি নাই। শৌনকের কথায় যাঁহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না, শৌনকের উপদেশানু-সারে যাঁহারা বেদমন্ত্র সকলকে কামধেনু করিবার জন্য যথাপ্রাণ চেষ্টা করিবেন না, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, তাঁহারা ব্রাহ্মণোচিত প্রতিভা-বিহীন, তাঁহাদের গুণগত ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। এস্থলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, এই অকিঞ্চন গ্রন্থলেখকও আপনাকে অব্রাহ্মণ বলিয়াই বিশ্বাস করে।

কর্ম্মসমূহের স্বরূপ চিন্তা করিলে, প্রতিপন্ন হয় না কি, শব্দই বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের নিষ্পাদক? আমি যে, ইচ্ছামাত্র আমার হাত তুলিতে পারি, পা নাড়িতে পারি, একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে সমর্থ হই, তাহার কারণ কি? বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম (Voluntary action) কিরূপে সম্পন্ন হয়? যে সকল কর্ম্ম সংকল্পপূর্ব্বক, মানস কর্ম্ম যাহাদের পূর্ব্বভাব, অধ্যবসায়াদি সূক্ষ্ম অবস্থাসমূহ অতিক্রমপূর্ব্বক যাহারা স্থূল অবস্থায়

---

*   *   *

প্রথমং লক্ষ গায়ত্রীং সপ্তব্যাহৃতিসংপুটাং।
ততঃ সর্ব্বৈ র্বেদমন্ত্রৈঃ সর্ব্বসিদ্ধিং চ বিন্দতি॥

*   *   *

বেদমন্ত্রাস্ততঃ সম্যগ্‌দ্বিজানাং কামধেনবঃ।"—শৌনকোক্ত ঋগ্‌বিধান।

উপনীত হয়, যাহারা মনের শাসনাধীন, তাহাদিগকে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বলা হয়, এবং যে সকল কর্ম্ম সংকল্পপূর্ব্বক নহে, মানসকর্ম্ম যাহাদের পূর্ব্বভাব নহে, যে সকল কর্ম্মের উপরি মনের প্রভুত্ব নাই, সেই সকল কর্ম্মকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক (Involuntary action) বলা হইয়া থাকে। নরশরীর-বিজ্ঞান (Human physiology) শারীর কর্ম্মসমূহের ব্যাখ্যা করিবার, এবং মনোবিজ্ঞান (Psychology) মানস-কর্ম্মসমূহের স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করেন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানকে শরীরবিজ্ঞান হইতে পৃথগ্‌রূপে অবধারণ করা কঠিন হইয়াছে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান ক্রমশঃ শরীরবিজ্ঞানেরই আকার ধারণ করিতেছেন। তাহা না করিয়াই বা করেন কি? অবুদ্ধিপূর্ব্বককর্ম্মকে নরশরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান স্বয়ংসিদ্ধ (Automatic), প্রত্যাবৃত্ত (Reflex), সাহজিক বা যাদৃচ্ছিক (Spontaneous) ইত্যাদি নামে লক্ষ্য করিয়াছেন। স্বয়ংসিদ্ধ (Automatic) কর্ম্ম ও প্রত্যাবৃত্ত (Reflex) কর্ম্ম, ইহারা ভিন্ন-জাতীয় কর্ম্ম নহে। ডাক্তার ওয়ালার (A. WALLER, M.D.) বলিয়াছেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম (Voluntary action) এবং স্বয়ংসিদ্ধ ও প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্ম, আধিভৌতিক দৃষ্টিতে (Objective point of view) ইহাদের ভেদ (*Differentia*) কেবল কাল বা সংখ্যাকৃত—শুদ্ধ ক্রমজনিত। অব্যবহিত বা দ্রুত এক—অদ্বিতীয় পরিস্পন্দ-প্রতিক্রিয়াই প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া; অব্যবহিত পরিস্পন্দ-প্রতিক্রিয়ামালাই স্বতঃসিদ্ধ ক্রিয়া; এবং বিলম্বিত পরিস্পন্দ-প্রতিক্রিয়াই বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম। * বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে, অবুদ্ধিপূর্ব্বক

---

* "From the objective point of view of the observer and experimenter, the most definite *differentia* between re-

কর্ম্ম হইতে ভিন্ন-জাতীয় নহে, আধুনিক নরশরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মও অত্যন্ত গূঢ় এবং জটিল প্রত্যাবৃত্তক্রিয়াবিশেষ (A highly disguised and complicated form of reflex action), ওয়ালার এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও, বলা বাহুল্য, এইরূপ মতাবলম্বী। যাহাই হউক, এখন বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহা চিন্তা করিতে হইবে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, বুদ্ধি, মনঃ, ইচ্ছা ইত্যাদি পদার্থের তত্ত্ব অনুসন্ধেয়। বুদ্ধি, মনঃ, ইচ্ছা, ইহারা চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরই পরিণাম। কাম, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি ইত্যাদিকে শ্রুতি মনেরই ভিন্ন-ভিন্ন বৃত্তি বলিয়াছেন। ন্যায়মতে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, দ্বেষ ইত্যাদি আত্মার ধর্ম্ম বা গুণ। একথাও শ্রুতি বা অন্যান্য দর্শনের বিসংবাদী নহে। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং ঐতরেয় আরণ্যক প্রাণ, মনঃ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে আত্মারই কর্ম্মজ নাম বলিয়াছেন। 'আত্মা' শব্দটী এস্থলে জীবাত্মারই বাচক বুঝিতে হইবে। 'আত্মার কর্ম্মজ নাম', এই কথাটীর গর্ভে অনেক তথ্য আছে। আত্মা হইতে ইচ্ছার (Valition) উৎপত্তি হয়, ইচ্ছা হইতে প্রযত্নের উৎপত্তি হয়, প্রযত্ন হইতে চেষ্টার উৎপত্তি হয়, এবং চেষ্টা হইতে বাহ্য-

---

flex, automatic, and voluntary actions is afforded by the time factor. A reflex act is a single immediate motor reaction ; an automatic action is a series of immediate motor reaction ; voluntary action is delayed motor reaction."

—*Physiology*, p. 297.

কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহর্ষি কণাদ কর্ম্মকে প্রযত্ন-নিষ্পাদ্য (Determinable by volition) ও নোদনাদি-নিষ্পাদ্য (Produced by impulse, impact, &c.), এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যখন আমরা আমাদের হস্ত উত্তোলন করি, তখন হস্তে প্রযত্ননিষ্পাদ্য কর্ম্ম হইয়া থাকে। হস্তের উত্তোলন, পদসঞ্চারণ ইত্যাদি পৈশিক কর্ম্মবিশেষ (Particular kind of muscular action)। হস্তের উৎক্ষেপণরূপ কর্ম্মের হস্ত সমবায়িকারণ, প্রযত্নবৎ আত্মসংযোগ অসমবায়িকারণ, এবং প্রযত্ন (Volition) নিমিত্তকারণ ("আত্মসংযোগ-প্রযত্নাভ্যাং হস্তে কর্ম্ম।"—বৈশেষিকদর্শন)। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, হস্তের উত্তোলন-কর্ম্মের ব্যাখাদ্বারা মনের কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে ("হস্তকর্ম্মণ মনসঃ কর্ম্ম ব্যাখ্যাতম্।"—বৈশেষিকদর্শন)। কি জড়বিজ্ঞান, কি অধ্যাত্মবিজ্ঞান, সকলেই কর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন করেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ম্মেরই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ। জড়বিজ্ঞান কর্ম্মের স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া, ভূত বা পরমাণু এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই শক্তিদ্বয়, ইহাদিগকে কর্ম্মের কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাত্মরাজ্যের কর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, অধ্যাত্মতত্ত্ব-চিন্তকগণ আত্মা, বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও স্থূল-শরীর, এই সকল পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। কি বাহ্যপদার্থ, কি আন্তরপদার্থ সকলেই যে, ত্রিগুণপরিণাম, শ্রুত্যাদি শাস্ত্র পাঠে তাহা বিদিত হইয়াছি। বেদ ও বেদবাদী বৈয়াকরণেরা, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, শব্দকেই বিশ্বজগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ বলিয়াছেন, ইহাঁদের মতে পদার্থমাত্রেই শব্দ। বেদ ও বেদাঙ্গ ব্যাকরণশাস্ত্র যে শব্দকে বিশ্বজগতের কারণ

বলিয়াছেন, বিশ্বকারণ সেই শব্দ কি, নৈয়ায়িকদিগের ঈশ্বর, আত্মা, পরমাণু কাল ও অদৃষ্ট? সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ? বিজ্ঞানের পরমাণু এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণশক্তি? ইহারা কি, এক অবিশেষ শব্দনামক পদার্থ? প্রশ্নটীর সমাধান করিতে হইলে, বৈয়াকরণেরা শব্দ বলিতে কোন্ পদার্থকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করা উচিত। শব্দ বলিতে বিজ্ঞান বায়ুর ক্রিয়া বা গতি-বিশেষকেই (Motion) লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ন্যায়-বৈশেষিকমতে শব্দ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণপদার্থ।

বৈয়াকরণ-শিরোমণি ভর্তৃহরি স্ব-প্রণীত বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থে 'শব্দ' বলিতে মায়াশবল ব্রহ্মকেই গ্রহণ করিয়াছেন ("অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥" —বাক্যপদীয়)। শব্দই জ্ঞাতা, আবার শব্দই জ্ঞেয়, শব্দই গ্রাহক, আবার শব্দই গ্রাহ্য। গ্রাহ্যত্ব ও গ্রাহকত্ব, ইহারা যেমন এক তেজের দুই শক্তি, সেইরূপ প্রতিপাদ্যত্ব ও প্রতিপাদকত্ব, ইহারা এক শব্দেরই দুই শক্তি ("গ্রাহ্যত্বং গ্রাহকত্বং চ দ্বে শক্তী তেজসো যথা। তথৈব সর্ব্বশব্দানামেতে পৃথগবস্থিতে॥"—বাক্যপদীয়)। শব্দ হইতে কিরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে, ব্রহ্ম হইতে যেরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা পুরুষ বা চৈতন্যাধিষ্ঠিত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে যেরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা ঈশ্বর, পরমাণু, অদৃষ্ট, কাল ও আত্মা হইতে যেরূপে জগতের আরম্ভ হইয়াছে, অথবা ভূত, ভৌতিকশক্তি ও ভৌতিক শক্তিসাতত্য হইতে যেরূপে বিশ্বের পরিণাম হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। ভর্তৃহরি দেখাইয়াছেন, শব্দকেই পরমাণুবাদিরা পরমাণুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, প্রযত্নদ্বারা সমীরিত—প্রণোদিত শব্দাখ্য

পরমাণুসমূহ অভিব্যজ্যমান স্বীয়শক্তিতে, বাষ্প যেমন মেঘরূপে প্রচিত—ঘনীভূত হয়, সেইরূপ ঘনীভূত—প্রচিত হইয়া থাকে। ভেদ ও সংসর্গ (Separative and aggregative power)-বৃত্তিক, পরমাণুসমূহ শব্দ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। প্রযত্ন-সমীরিত আকাশ হইতে শব্দাখ্য পরমাণুসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্দকে বায়ুর বিকার বা কার্য্য বলা হয় কেন? অজস্রবৃত্তি ধ্বনি বা শব্দ সূক্ষ্ম বায়ুর ন্যায় অখিল মূর্ত্তদ্রব্যের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত আছে। এই ধ্বনিকে কেহ কেহ 'আকাশ' বলিয়া থাকেন। সূক্ষ্ম-বায়ুর যেমন স্বীয় স্পন্দন হইতেই অভিব্যক্তি স্থূলতা-প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম শব্দ স্ব-নিমিত্তদ্বারা অভিব্যক্ত, প্রচিত ও বিক্রিয়ারূপ হইয়া, শ্রোত্রদেশ প্রাপ্ত হইলে, উপলব্ধ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত শব্দকে বায়ুর কার্য্য বলা হয়। বায়ু বস্তুতঃ স্পন্দন বা গতির (Motion) বাচক। * শব্দের গ্রাহ্য (Objective)-রূপ দেখাইয়া, ভর্ত্তৃহরি ইহার গ্রাহক (Subjective)-রূপ দেখাইয়াছেন, জ্ঞান যে, শব্দ ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা বুঝাইয়াছেন। সূক্ষ্ম বাগাত্মাতে অবস্থিত আন্তর জ্ঞান, স্বীয় অভিব্যক্তির নিমিত্ত শব্দরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই জ্ঞানাত্মক শব্দ মনোভাব প্রাপ্ত ও তেজদ্বারা পরিপক্ক হইয়া প্রাণবায়ুতে প্রবেশ করে।

---

* "অজস্রবৃত্তির্যঃ শব্দঃ সূক্ষ্মত্বাচ্চোপলভ্যতে।
ব্যঞ্জনাদ্বায়ুরিব স স্বনিমিত্তাৎ প্রতীয়তে॥"
"অণবঃ সর্ব্বশক্তিত্বাদ্ভেদসংসর্গবৃত্তয়ঃ।
ছায়াতপতমঃশব্দভাবেন পরিণামিনঃ॥
স্বশক্তৌ ব্যজ্যমানায়াং প্রযত্নেন সমীরিতাঃ।
অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ॥"— বাক্যপদীয়।

তদনন্তর ইহার স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হয়।* পাণিনীয়-শিক্ষা-তেও শব্দের অভিব্যক্তি-সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ আছে। ভর্তৃহরি শব্দের যে রূপ দেখাইয়াছেন, বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই শব্দের সে রূপকে বিশ্বের কারণ বলিতে অসম্মত হইবেন না। রাসায়নিক পণ্ডিত শব্দকে তাঁহার হাইড্রোজেনাদি রূঢ়পদার্থরূপে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইবেন না। সাংখ্যাচার্য্যগণের কি, যথোক্ত-লক্ষণ শব্দকে পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে? আমাদের মনে হয়, কোনই আপত্তি হইতে পারে না। ভগবান্ বাদরায়ণ যখন শব্দকে দেবতাদি অখিল প্রপঞ্চের প্রভব—উৎপত্তি-কারণ বলিয়াছেন, তখন তিনি যে, যথোক্ত-লক্ষণ শব্দকে বিনা বাধায় বিশ্বকারণ বলিবেন, তাহা বলা বাহুল্য। মহর্ষি জৈমিনিরও এই মত। নৈয়ায়িকগণ (নব্য-নৈয়ায়িকগণকে লক্ষ্য করি নাই) 'শব্দ' এই নামের জন্য কিছু আপত্তি করিতে পারেন, কিন্তু 'শব্দ', এই পদদ্বারা যৎপদার্থ লক্ষিত হইয়াছে, তৎপদার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনরূপ আপত্তি না হইবারই কথা।

শব্দের পরিচিত রূপের তত্ত্বচিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই, সর্ব্বাগ্রে বর্ণের কথা মনে পড়িয়া থাকে। বর্ণেরসমূহ পদ, পদের-সমূহ বাক্য। বর্ণ কোন্ পদার্থ? বর্ণ কোন্ পদার্থ, যথাযথভাবে তাহা জানিতে হইলে, শক্তি এবং শক্তির স্পন্দনতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত হইতে হইবে। প্রাতিশাখ্য (শৌনকমুনি-বিরচিত পার্ষদ-সূত্র বা ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, শুক্ল ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় প্রাতিশাখ্য,

---

* "অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্ম-বাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে॥"— বাক্যপদীয়।

সামবেদীয় প্রাতিশাখ্য ইত্যাদি), পাণিনি, বার্ত্তিক ও মহাভাষ্য, শিক্ষাগ্রন্থসমূহ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই সকল বেদাঙ্গের সদ্গুরুর সকাশ হইতে অধ্যয়ন আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হওয়া প্রয়োজনীয়। তাহার পর, যথোচিত জ্ঞানপিপাসা, সত্যানুসন্ধিৎসা, শ্রমশীলতা ইত্যাদি গুণ থাকা চাই, তাহার পর হৃদয়কে বিগলিতাভিমান করিতে হইবে, সরল করিতে হইবে, যথাসম্ভব রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত করিতে হইবে। এই সকল উপদেশ সাধারণতঃ হৃদয়গ্রাহী হইবে না জানিয়াও, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, বন্ধুভাবে তাহা নিবেদন করিতেছি। এইরূপ উপদেশমত কার্য্য করা, না করা ত শ্রোতার ইচ্ছাধীন। প্রাতিশাখ্য, পাণিনি, শিক্ষা ইত্যাদি অধ্যয়ন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা না করিলে কি, মানুষের অভীষ্ট সিদ্ধির অন্য পথ নাই? ঋষিরা কি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়াছিলেন? যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করিবেন, আমরা তাঁহাদিগকে কোন কথা বলিতেছি না, বুঝিতে হইবে। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক না হইলে, বৈদিক হওয়া যায় না, দূরবগাহ শাস্ত্র-পারাবারে অবগাহন করা যায় না, ঋষিত্ব প্রাপ্তি হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না, ইহা জানানই আমাদের উদ্দেশ্য। ঋষিরা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতে যাইবেন কেন? তাঁহারা বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান বস্তুতঃ প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা বিশেষিত হয়েন না। আমরা এক্ষণে বিজ্ঞান-বিহীন হইয়াছি, প্রতীচ্য-দেশবাসিগণ বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছেন, তা'ই 'পাশ্চাত্য' শব্দ প্রয়োগ করিবার আবশ্যক হইয়াছে। যাউক এ সকল কথা।

মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, 'প্রযোক্তার ঈহা—চেষ্টা বা প্রযত্ন গুণসন্নিপাতে গুণবিশেষযোগবশতঃ ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণের আকার ধারণ করিয়াছে ("প্রযোক্তুরীহা গুণসন্নিপাতে বর্ণাভবন্ গুণবিশেষযোগাৎ।"—ঋক্প্রাতিশাখ্য)। মহর্ষি শৌনকের এই অতীব গম্ভীরার্থক স্বল্পাক্ষর উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে ও বুঝাইতে হইলে, কিরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন, ধীমান্ পাঠক তাহা চিন্তা করিবেন। মহর্ষি শৌনকের বর্ণের স্বরূপনিরূপক এই স্বল্পাক্ষর উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে কি, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও গণিতের (গণিত বলিতে কেবল পাটীগণিতের হরণ-পূরণকে লক্ষ্য করি নাই। বীজগণিত, ক্ষেত্রমিতি, ত্রিকোণমিতি, বল-বিজ্ঞান, স্থিতিবিজ্ঞান ইত্যাদি উচ্চগণিতকে লক্ষ্য করিয়াছি) সমীচীন জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না? শরীরবিজ্ঞান ও মনো-বিজ্ঞানের সাহায্য-গ্রহণ আবশ্যক হয় না? শৌনকের উক্ত উপ-দেশের মর্ম্মগ্রহণ কি, প্রকৃত দার্শনিক ভিন্ন অন্যের সাধ্য হইতে পারে? যোগী ভিন্ন ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে কি, অন্য কেহ যোগ্য হইতে পারেন? বেদ ও বেদাশ্রিত শাস্ত্রসমূহ বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে বিশ্বের সৃষ্টিসম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রহইতে যে সকল কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, তৎসমুদায়ের নির্গলিতার্থ 'মহর্ষি শৌনকের এই কতিপয় অক্ষরাত্মক উপদেশগর্ভে বিরাজ করিতেছে। কেবল তাহা নহে, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও গণিত, ইহাদের বীজও উহার মধ্যে নিহিত আছে। বিশ্বজগৎ শব্দের পরিণাম, ছন্দঃ বা বেদ হইতে বিশ্বজগৎ প্রথম বিবর্ত্তিত হইয়াছে ("শব্দস্য পরিণামোঽয়মিত্যাম্নায়বিদো বিদুঃ। ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং

ব্যবর্ত্তত॥”—বাক্যপদীয়), বেদবাদীদিগের এই কথার মধ্যে কি, কোন সার আছে? যদি থাকে, তবে তাহা কিরূপে সমধিগত হইতে পারে? বেদান্তের চর্চ্চা আজকাল এ দেশে প্রবলবেগেই চলিতেছে, যেখানে সেখানে বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়, এ দেশের ইদানীং বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই বৈদান্তিক। তা'ই জিজ্ঞাসা করিতেছি, শারীরকসূত্রপ্রণেতা ভগবান্ বাদরায়ণের "দেবতাদি বিশ্বপ্রপঞ্চ শব্দ হইতে সম্ভূত হইয়াছে", নবীন বৈদান্তিকগণ আমাদিগকে দয়া করিয়া, এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন? ভগবান্ বাদরায়ণের এই কথার কোনই অর্থ নাই, ইহা যুক্তি বা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা, অন্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিতে পারিলেও, আমাদের ধারণা, বৈদান্তিকগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিবেন না।

বর্ণের উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, পিঙ্গলাচার্য্য বলিয়াছেন, "আত্মা বুদ্ধিদ্বারা অর্থ বা প্রয়োজন নিশ্চয়পূর্ব্বক, মনকে তাহা বলিবার জন্য—প্রকটিত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন; মনঃ কায়ান্তর্বর্ত্তী অগ্নিকে, এবং অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। বায়ু এইরূপে প্রেরিত হইয়া, উদীর্ণ—উর্দ্ধগত ও মূর্দ্ধদেশে অভিহত হইয়া, মুখবিবরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বর, কাল, প্রযত্ন, স্থান ও অনুপ্রদান, ইহাদের ভেদানুসারে ক, খ, গ, ইত্যাদি বর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকেন। * শব্দ বা বাক্‌কে বেদ

---

* "আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥"
* * * * *
সোদীর্ণো মূর্দ্ধ্ন্যভিহতো বক্ত্রমাপদ্য মারুতঃ।

ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারি-ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈখরী শব্দের সহিতই আমাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, শব্দের আর ত্রিবিধ অবস্থা গুহানিহিত, হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী, আমাদের অতীন্দ্রিয়। ঋগ্বেদসংহিতার দ্বিতীয়াষ্টকের ১৬৪ সূক্তে উক্ত হইয়াছে, লোকে যে বাক্ বিদ্যমান, তাহা চতুর্দ্ধা বিভক্ত, অখণ্ড—অব্যাকৃত কৃৎস্ন বাক্ চতুর্দ্ধা—চারি প্রকারে ব্যাকৃত বা বিভক্ত হইয়া থাকেন। তৈত্তিরীয়সংহিতা বা কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ বলিয়াছেন, বৈদিক মন্ত্ররূপা বাক্ পূর্ব্বে (সৃষ্টির অগ্রে) সমুদ্রঘোষবৎ এক অখণ্ড বা অবিভক্তভাবে বিদ্যমান ছিলেন ("বাগ্বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদৎ * * * "—তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬।৪।৭)। তৎপরে ইন্দ্র—পরমেশ্বর দেবতাগণ-কর্ত্তৃক 'অব্যাকৃত বাক্‌কে ব্যাকৃত—বিভক্ত করিয়া দিন্', এইরূপে প্রার্থিত হইয়া, উহাঁকে চারি-ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। * সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন, এক নাদাত্মিকা বাক্ মূলাধার হইতে উদিতা হইয়া, 'পরা', এই নামে অভিহিতা হয়েন। নাদের সূক্ষ্মত্ববশতঃ দুর্নিরূপণীয় বলিয়া, হৃদয়গামিনী সেই পরাবাক্ 'পশ্যন্তী', এই নামে (যোগীগণের দ্রষ্টব্যা, তা'ই 'পশ্যন্তী' নাম হইয়াছে) উক্তা হয়েন। হৃদয়াখ্য মধ্যদেশে উদীয়মানা তিনিই বুদ্ধিগত বিবক্ষা (বলিবার ইচ্ছা) প্রাপ্ত হইলে, 'মধ্যমা' এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন। এবং

বর্ণাজ্ঞনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধাস্মৃতঃ।
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানুপ্রদানতঃ॥"— পাণিনীয়-শিক্ষা।

"চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা।

বক্ত্রে অবস্থানপূর্ব্বক কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানের ব্যাপারদ্বারা যখন বহির্গমন করেন, তখন 'বৈখরী', এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন।' সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র, বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রবর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত এই সকল বাক্যের কতদূর একতা আছে, জ্ঞানপিপাসুর তাহা চিন্তনীয়। সারদাতিলক প্রভৃতি তন্ত্রশাস্ত্রে, মহাভারতে, ভর্ত্তৃহরি-বিরচিত বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থে শব্দের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার স্বরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শব্দব্রহ্মই 'পরা'-নামক শব্দাবস্থা, তিনিই চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলী-শক্তি। এই চৈতন্যরূপিণী কুণ্ডলীশক্তি বা পরা শব্দাবস্থা হইতে পশ্যন্ত্যাদিরূপে বেদরাশির আবির্ভাব হইয়া থাকে। বৈখরী শব্দই বিরাট্‌স্থানীয় ("বিশেষেণ খরত্বাদ্বৈখরী বিরাট্‌স্থানীয়া।"—ধ্যানবিন্দূপনিষদের দীপিকা)। পরশক্তিরূপত্ববশতঃ 'পরা', এবং জ্ঞানাত্মকত্ববশতঃ 'পশ্যন্তী', এই নাম হইয়াছে। নারায়ণতীর্থ বলিয়াছেন, মধ্যমা হিরণ্যগর্ভস্থানীয়। শব্দসৃষ্টি ও অর্থসৃষ্টি, সৃষ্টিকে শাস্ত্র প্রকারান্তরে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সর্ব্বসৃষ্টির মূলস্বরূপ, সৃষ্ট্যুন্মুখ অব্যক্ত বা বিন্দু হইতে মহতের ও মহৎ হইতে অহংকারের উৎপত্তি হয়। অহংকার সাত্ত্বিক বা বৈকারিক, রাজস বা তৈজস, এবং ভূতাদি বা তামস, এই ত্রিবিধ।' বৈকারিক অহংকার হইতে দেবগণের, তৈজস অহংকার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের, এবং ভূতাদি বা তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইতঃপর বিরাটের আবির্ভাব হয়। ইহার নাম 'অর্থসৃষ্টি'। শব্দ ব্রহ্ম হইতে যে, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চতুর্ব্বিধ শব্দ-বিভাগ, তাহা 'শব্দসৃষ্টি'।

পূজ্যপাদ নাগেশভট্ট স্বপ্রণীত মঞ্জূষানামক উপাদেয় গ্রন্থে (মঞ্জূষা ব্যাকরণ-দর্শন) শব্দহইতে কিরূপে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন, 'নিয়তকাল-পরিপক্ব' নিখিল প্রাণিকর্ম্ম, উপভোগদ্বারা প্রক্ষীণ হইলে, জগৎ স্থূল অবস্থা ত্যাগ করিয়া স্বকারণ ঈশ্বরে প্রলীন—লয়প্রাপ্ত হয়। 'লয়প্রাপ্ত হয়', বলাতে ইহা একেবারে প্রধ্বস্ত হয়, বুঝিতে হইবে না। 'লয়' প্রাদুর্ভাবফলক (প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ফল যাহার, তাহা প্রাদুর্ভাব-ফলক), ইহা আত্যন্তিক নাশার্থক নহে। প্রলয়াবস্থাতে কিছু-কাল অবস্থান করিবার পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ান্যায়ে, প্রাণিদিগের সকামভাবে কৃত কর্ম্ম সকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদ ভগবানের অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি—মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হয়, তৎপরে পরমেশ্বরের সিসৃক্ষাত্মিকা (সিসৃক্ষা—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে আত্মা—স্বরূপ যাহার) মায়ার বৃত্তি স্ফুরিত হইয়া থাকে। তদনন্তর বিন্দুরূপ ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহারই নাম 'শক্তিতত্ত্ব'। এই বিন্দুর অচিদংশ (জড়ভাগ) 'বীজ', চিদচিৎ-মিশ্র অংশ 'নাদ', এবং চিদংশ 'বিন্দু'। 'অচিদংশ' কাহাকে বলে? 'অচিৎ' শব্দদ্বারা শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ের সংস্কাররূপ 'অবিদ্যা' নামক পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে। 'শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ের সংস্কাররূপ অবিদ্যা-নামক পদার্থ ই 'অচিৎ' শব্দদ্বারা লক্ষিত হইয়াছে', এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 'অনাদি কর্ম্মসংস্কারই অবিদ্যা', শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতাতে 'অবিদ্যা' শব্দের কর্ম্ম বুঝাইতে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কর্ম্ম শব্দ ও অর্থের সংস্কার ব্যতীত হয় না। কি জড়, কি উদ্ভিদ্, কি জীব, সকলেই শব্দার্থের সংস্কার (Impression

registered)-বশে কর্ম্ম করিয়া থাকে। এই শব্দার্থের সংস্কারকে গ্রন্থান্তরে 'প্রতিভা'-নামেও উক্ত করা হইয়াছে। ভর্ত্তৃহরি এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), ইন্দ্রিয়গণের বিন্যাস, প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধে গমন ইত্যাদি ব্যাপার শব্দ-ভাবনা—শব্দ-সংস্কার ব্যতীত হয় না। নরশরীরবিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান, ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র, ইহারাও যে, স্পষ্টভাবেই হউক, অস্পষ্টভাবেই হউক, এই কথা বলিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক একটু চিন্তা করিলে, তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে 'শব্দ', এই পদ বেদাদি শাস্ত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অগ্রে তাহা স্থির করিতে হইবে, 'সাউণ্ড' (Sound), এই পদের সাধারণতঃ পরিচিত অর্থ উক্ত শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য-গ্রহণ-পথের বিশেষ সহায় হইবে না। আধিভৌতিক—দৃষ্টিতে 'শব্দ'-পদ শক্তি, কর্ম্ম বা মোশন্ (Motion)-মাত্রের বাচক। তাপ, তড়িৎ, আলোক, চৌম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, সংহতি (Cohesion), রাসায়নিক আকর্ষণ ইত্যাদি পদার্থ শব্দেরই ভিন্ন-ভিন্ন পরিণাম, এই কথা স্মরণ করিতে হইবে।

যথোক্ত 'বিন্দু' নামে লক্ষিত পদার্থ হইতে শব্দব্রহ্মাপর-নামধেয় (শব্দ ব্রহ্ম হইয়াছে অপর—অন্য নাম বা সংজ্ঞা যাহার), বর্ণাদি বিশেষরহিত, জ্ঞানপ্রধান, সৃষ্ট্যুপযোগী অবস্থা-বিশেষ-রূপ, চেতনমিশ্র নাদমাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। জগতের উপাদান এই শব্দব্রহ্ম বা নাদ-সংজ্ঞক পদার্থ পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারি অবস্থায় বিভক্ত হয়েন। *

সারদাতিলক নামক তন্ত্রগ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে, শক্তিময়

* "প্রলয়ে নিয়তকালপরিপাকানাং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মণামুপভোগৈন প্রলয়াল্লীন-

পরমেশ্বর জগদাকার ধারণ করিবার সময় বিন্দু, নাদ ও বীজ, এই ত্রিধা ভিন্ন হয়েন, পুরুষ প্রকৃতি ও কাল, এই ত্রিবিধভাবে বিবর্ত্তিত হযেন। 'বিন্দু' শিবাত্মক (চিদাত্মক), 'বীজ' শক্ত্যাত্মক, এবং 'নাদ' উভয়াত্মক, 'নাদ' শিব-শক্ত্যাত্মক বা চিদচিদাত্মক ("বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ। সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥"—সারদাতিলক)। ধ্যানবিন্দূপনিষদের দীপিকাতে এই বিষয়টী বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নারায়ণতীর্থ বলিয়াছেন, 'বিন্দু' শিব ও শক্তি, এই উভয়াত্মক, ইনি ক্ষোভ্য, ক্ষোভক ও সম্বন্ধরূপ, এই ত্রিবিধ। শিবাত্মাতে ইনি 'বিন্দু'-নামে, শক্ত্যাত্মাতে 'বীজ'-নামে, এবং সম্বন্ধরূপে 'নাদ', এই সংজ্ঞায় উক্ত হইয়া থাকেন। 'নাদ' হইতে সংস্থানাদি-ভেদে বর্ণসকলের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ("স চ বিন্দুঃ শিব-শক্ত্যুভয়াত্মকঃ ক্ষোভ্য-ক্ষোভক-সম্বন্ধরূপশ্চেতি ত্রিবিধঃ। শিবাত্মনা বিন্দুসংজ্ঞঃ শক্ত্যাত্মনা বীজসংজ্ঞঃ সম্বন্ধরূপেণ নাদসংজ্ঞঃ।"—ধ্যানবিন্দূপনিষদ্দীপিকা)।

বর্ণের উৎপত্তি কিরূপে হয়, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল, শব্দই যে, সর্ব্ববর্ণের প্রকৃতি—মূলকারণ, তাহা একরূপ হৃদয়ঙ্গম হইল। এক্ষণে বর্ণের ভেদসম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে, 'শব্দই সর্ব্ববর্ণের প্রকৃতি—মূলকারণ' ("শব্দঃ প্রকৃতিঃ সর্ব্ববর্ণানাম্।"—তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য, ২২শ অধ্যায়)। কারণের রূপভেদে কার্য্যের রূপভেদ হয়, অতএব বর্ণের যে, রূপভেদ হয়, বর্ণের প্রকৃতিভূত শব্দের রূপভেদই তাহার কারণ ("তস্য রূপান্যত্বে বর্ণান্যত্বম্।"—তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য)।

সর্ব্বজগৎকামায়া চেতন ঈশ্বরেলীয়তে। লয়শ্চায়ং পুনঃপ্রাদুর্ভাবফলকো নাত্যন্তিকো নাশঃ উত্তরসর্গানুপপত্তেঃ।"— মঞ্জূষা।

'অ', 'আ', 'ই', 'ক', 'খ', 'গ', ইত্যাদি ইহারা বর্ণের রূপভেদ। পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ন ও অনুপ্রদান, এই পাঁচটী বর্ণবিশেষের হেতু। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত-ভেদে স্বর ত্রিবিধ। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব উদাত্তাদি ত্রিবিধ স্বরের স্বরূপসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞান-পিপাসুর অবশ্য শ্রোতব্য। আয়াম—গাত্রের দৈর্ঘ্য, দারুণ্য—স্বরের কঠিনতা, অণুতা—গলবিবরের সংবৃতত্তা, ইহারা শব্দের উদাত্ত-হেতু, উচ্চশব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে, এই সকল কর্ত্তব্য। অন্ববসর্গ—গাত্রের বিস্তৃততা, মার্দ্দব—স্বরের স্নিগ্ধতা, গলবিবরের উরুতা—স্থূলতা, ইহারা শব্দের অনুদাত্ত-হেতু। বর্ণসকলের যে, হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, এই ত্রিবিধ ভেদ, তাহা কালকৃত। কণ্ঠাদি উচ্চারণস্থানের ভেদনিবন্ধন বর্ণসকলের মধ্যে যে ভেদ হইয়া থাকে, তাহাকেই স্থানতঃ ভেদ বলা হয়। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে প্রযত্ন দ্বিবিধ, এই দ্বিবিধ প্রযত্নের মধ্যে পৃষ্ট, ঈষৎ পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত, ইহারা আভ্যন্তর প্রযত্ন, এবং বিবার, সংবার, শ্বাস, নাদ, ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত, ইহারা বাহ্য-প্রযত্ন। 'অনুপ্রদান' শব্দের অর্থ হইতেছে, 'পশ্চাৎ-প্রদান'। স্ব-স্ব স্থান হইতে উচ্চারণ ভেদে যে, অন্য স্থান প্রদত্ত হয়, তাহা 'অনুপ্রদান'। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য বলিয়াছেন, 'অনুপ্রদান', 'সংসর্গ', 'স্থান', 'করণ-বিন্যয়' (করণবিন্যাস), এবং 'পরিমাণ' (মাত্রাকাল), এই পাঁচটী কারণদ্বারা বর্ণবিশেষের উৎপত্তি হয়। *

---

* "অথ বর্ণ-বিশেষোৎপত্তিঃ"।—

যাঁহারা বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক, তাঁহারা অতঃপর চিন্তা করুন, এই সকল শাস্ত্রোপদেশের মধ্যে ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও গণিততন্ত্রের বীজ আছে কি না। রসায়নতন্ত্র ভূত ও ভৌতিক-পদার্থজাতের বৈশেষ্যসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ভূততন্ত্র তাপাদি ভৌতিক-শক্তিসমূহের ইতরেতরাশ্রয়-সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বলবিজ্ঞান গতির (Motion) তারতম্যের যে সকল উপপত্তি করিয়াছেন, উক্ত স্বল্পাক্ষর শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, সেই সকল উপদেশের মূলতত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যা না করিলে, এই সকল শাস্ত্রোপদেশের গুরুত্ব কত, তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব। তবে আশা হয়, যাঁহারা হৃদয়বান্ বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা স্ব-স্ব প্রতিভাবলে, ইহাদের কথঞ্চিৎ মর্ম্ম-গ্রহণে সমর্থ হইবেন।

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ, বারি, গ্রহ, নক্ষত্র, তরু, লতা, সকলেরই ভাষা আছে, সকলেই নাদাত্মক, সকলেই শব্দের ব্যবহার করে। বেদ বলিয়াছেন, শব্দতত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণগণ সকলের ভাষাই বুঝিতে পারেন, দেবগণের ভাষাও ইহাঁদের সুখবোধ্য, পশু-পক্ষ্যাদির ভাষাও ইহাঁদের দুর্বোধ্য নহে, আবার ভূত ও ভৌতিকশক্তির ভাষাও ইহাঁরা অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ। * শব্দ হইতে যখন বিশ্বজগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, তখন

"অনুপ্রদানাৎ সংসর্গাৎ স্থানাৎ করণবিন্যয়াৎ।
জায়তে বর্ণবৈশেষ্যং পরিমাণাচ্চ পঞ্চমাৎ॥"— তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য।

* "সা বৈ বাক্ সৃষ্টা চতুর্ধা ব্যভবদেষেব লোকেষু ত্রীণি পশুষু তুরীয়ং যা পৃথিব্যাং সাগ্নৌ সারথন্তরে সান্তরিক্ষে সাবায়ৌ সা বামদেব্যে যা দিবি সাদিত্যে সাবৃহতি সা স্তনয়িত্নাবথ পশুষু ততো যা বাগত্যরিচ্যত তাং ব্রাহ্মণেষ্বদধুস্তস্মাদ্

সকলের ভাষা আছে, এই কথা বিস্ময়জনক হইবে কেন? বৈজ্ঞানিকগণ ভূত ও ভৌতিকশক্তির ভাষা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহাঁরা এই জন্য ভূত ও ভৌতিকশক্তির ভাষা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারগ হইয়াছেন, তা'ই ভূত ও ভৌতিক-শক্তির সহিত ইহাঁদের আলাপ হয়, ভূত ও ভৌতিকশক্তিকে ইহাঁরা যাহা বলেন, উহারা তাহা (অবশ্য শব্দ প্রয়োগে যদি কোনরূপ ভ্রান্তি না থাকে) শ্রবণ করে, তাহার উত্তর প্রদান করে। শব্দতত্ত্ববিদ্‌ বা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ত্রিলোকের শব্দ বুঝিতেন, এই জন্য তাঁহারা ত্রিভুবনের সহিত সম্বন্ধ-স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যে ছন্দে, যে স্বরে, যে কালে, যে মন্ত্রে যে দেবতাকে আবাহন করিলে, তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, বেদের কৃপায়, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহারা দেবতাগণকে আবাহন করিতে পারিতেন, এই জন্য দেবতাগণ তাঁহাদিগকে দেখা দিতেন, তাঁহাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিতেন, উভয়ে উভয়ের ভাষা বুঝিতেন। বিজ্ঞান-লব-দুর্দ্দগ্ধ, ঈদৃশ ব্রাহ্মণদিগকেও ঈষৎ সভ্য বা বর্ব্বর বলেন, অহো কালমাহাত্ম্য! অহো দৈব-বিড়ম্বনা!

'সকলেরই ভাষা আছে', এই কথা সাধারণের প্রত্যয়-বিরুদ্ধ হওয়াই সম্ভব। অধ্যাপক বেন্‌ (Prof. BAIN) বলিয়াছেন, 'শব্দ বা ভাষাব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে।' এদেশের নৈয়ায়িকদিগের মধ্যেও অনেকে এই কথা বলিয়াছেন। যোগিশ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞান-পারদর্শী ভগবান্‌ পতঞ্জলিদেবের উপদেশ—"শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়

ব্রাহ্মণা উক্তবাং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণামিত্যথৈবাক্ষরস্ত।"

—নিরুক্তধৃতব্রাহ্মণ।

(জ্ঞান), ইহাদিগের ইতরেতর অধ্যাসবশতঃ তিনটীকেই এক বলিয়া বোধ হয়। বিভাগপূর্ব্বক ইহাদের প্রত্যেকে সংযম করিলে, সর্ব্বভূতের—সকল প্রাণীর ভাষাজ্ঞান হইয়া থাকে। পশু-পক্ষিগণ কি উদ্দেশ্যে, কখন কিরূপ শব্দ করিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক শিক্ষিতম্মন্য পুরুষবৃন্দের রুচিকর হইবে না জানিয়াও, সত্যনিষ্ঠ ঋষি ও আচার্য্যগণের বহুশঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ তথ্য বলিয়া, জানাইতেছি, জ্যোতিষশাস্ত্রে পশু-পক্ষ্যাদির শব্দ দ্বারা শুভাশুভ লক্ষণ অবগত হইবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা ঋষিগণ কোন্ কোন্ বর্ণের সহিত কোন্ কোন্ রাশির, কোন্ কোন্ গ্রহের, কোন্ কোন্ ভূত ও ভৌতিকশক্তির ছন্দোগত সাদৃশ্য আছে, স্পন্দনের সাম্য আছে, তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন, বহু পরীক্ষাদ্বারা এই সত্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, শব্দের সহিত তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের সম্বন্ধ যে, নিত্য, ইহা যে, কাল্পনিক বা সাময়িক (Conventional) নহে, তাহাতে (অবশ্য আমাদের ধারণা) সন্দেহলেশ নাই। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে যাইয়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগকে যেরূপ সঙ্কটাপন্ন হইতে হয়, বেদাদি শাস্ত্র হইতে শব্দের স্বরূপ শ্রবণ করিলে, তাঁহাদিগকে উক্ত দ্বিবিধ কর্ম্মের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সেইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইতে হইবে না, তাহা হইলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, এই উভয়ের কোন্ কোন্ অংশে পরস্পর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা অনায়াসে বিনিশ্চিত হইবে। কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, উভয়ই বেদ বা শব্দদ্বারা

নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, শব্দের ভাবনা বিনা পেশী আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হয় না, শব্দের ভাবনাব্যতীত স্নায়ু উত্তেজিত হয় না। কতিপয় পেশী আমাদের ইচ্ছাধীন হইল, এবং কতিপয় তদ্বিপরীত হইল, ইহার কারণ কি? বৈজ্ঞানিকগণ আমাদিগকে আজিও এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দান করেন নাই।

'নরশরীর-বিজ্ঞান' (Human Physiology) ও 'মনোবিজ্ঞান' (Psychology) 'উত্তেজন', (Excitation)-শব্দের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। 'একসাইটেশন্' (Excitation)-শব্দের মূল অর্থ হইতেছে, 'বাহির হইতে ডাকা'—আহ্বান করা (Call from without)। শব্দ ব্যতিরেকে কেহ কাহাকেও আহ্বান করিতে পারে না। হস্তাদি অঙ্গের সঞ্চালনদ্বারা আহ্বান করাও কি, শব্দদ্বারা আহ্বান করা? নিশ্চয়, মানস-শব্দের প্রবাহ হস্তে না আসিলে, হস্তের পেশী ক্রিয়া করে না, আমরা শব্দ বলিতে যাহা বুঝি, তাহাও মানসশব্দের মুখাদি স্থানভেদে বিশেষ-বিশেষভাবে অভিব্যক্তরূপ, তাপের উত্তেজন, রাসায়নিক ক্রিয়ানিমিত্তক উত্তেজন, তাড়িতক্রিয়াহেতুক উত্তেজন ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্নরূপ শব্দে উত্তেজনেরই ভিন্ন-ভিন্ন সংজ্ঞা। তাপ, তড়িৎ, আলোক ইত্যাদি পদার্থজাত যদি শব্দ হইতে ভিন্ন পদার্থ না হইবে, তবে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইল কেন? তাপাদি তাহা হইলে, শব্দের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইল কেন? যে শব্দের কথা হইতেছে, তাহা যথোক্ত নাদের বাচক, অতএব এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার কোন কারণ নাই।

চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুজাত কর্তৃক শরীরের বিশেষতঃ উত্তেজনীয় বা সংক্ষোভ্য অঙ্গসমূহ উত্তেজিত হইলে, উহা উত্তেজক বস্তুজাতের

অভিমুখে বা তদ্বিমুখে স্পন্দিত হয়, অথবা এইরূপ সংস্কার ধরিয়া রাখে, যাহা উহার ভবিষ্যৎ স্পন্দন বা গতির রূপপরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। শরীরের বিশেষতঃ উত্তেজনীয় (Excitable) অংশ সকল বর্হির্ভাগেই অবস্থান করে। 'স্নায়ু'-নামক পদার্থ বিশেষতঃ উত্তেজনীয় (Specially excitable)। 'স্নায়ু'-নামক পদার্থ বিশেষতঃ উত্তেজনীয় হইল কেন? শাস্ত্র হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কোনরূপ সমাধান করিয়াছেন বলিয়া, বোধ হয় না। 'স্নায়ু' সকল উত্তেজিত হইবার ধর্ম্ম বা যোগ্যতাবিশিষ্ট, নরশরীরবিজ্ঞান (Human Physiology) এই মাত্র বলিয়াছেন। * 'প্রোটোপ্লাজম্' (Protoplasm) (শরীরের মূল উপাদানকে এই নামে উক্ত করা হইয়াছে) উত্তেজনীয়। 'আমিবা' (Amœba) শুদ্ধ প্রোটোপ্লাজমের সংঘাত (Simple lump of protoplasm), ইহা এই নিমিত্ত উত্তেজনীয় ও সঙ্কোচার্হ (Excitable and contractile)। কারণের গুণ কার্য্যে থাকিবার কথা, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'আমিবার' উত্তেজনীয়ত্ব ও সঙ্কোচার্হত্বধর্ম্ম যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, সেইরূপ শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উক্ত ধর্ম্মদ্বয় সমভাবে বিদ্যমান থাকে না কেন? † শাস্ত্র শাদাকথায়, এই

---

* "Nerves possess the property of being thrown into a state of excitement by stimuli, and are, therefore, said to be *excitable* or irritable."—*A Text book of Human Physiology, by Dr. Landois, Vol. II., p. 778.*

† "Protoplasm is excitable. When any part of a lump of protoplasm is excited, the lump moves. * * * An amœba is a simple lump of protoplasm, excitable and contractile in

প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, আমাদের কাছে সেই উত্তরই সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাপক রজোগুণের সত্ত্বগুণই তপ্য (Excitable), সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ স্নায়ুগণ (Nerves) বিশেষতঃ উত্তেজনীয় হইয়াছে। "পরিস্পন্দাত্মক কর্ম্মবিশিষ্ট হইবার যোগ্যতার নাম পরিস্পন্দনীয়তা (Vibrativity)। দ্রব্যের অবয়ব-সন্নিবেশের ভেদবশতঃ, এই পরিস্পন্দনীয়তার তারতম্য হইয়া থাকে। তাপাদি বাহ্যশক্তির ক্রিয়া যে, সকল দ্রব্যে সমভাবে হয় না, দ্রব্য সকলের আণবিক সন্নিবেশের ভেদই তাহার কারণ।" অধ্যাপক বেমার এই সকল কথাকেও আমরা উক্ত শাস্ত্রোপদেশের ন্যায় বিশুদ্ধ ও ব্যাপকার্থক বলিয়া বুঝিতে পারগ হই নাই।

বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় কোন কর্ম্ম হয় না, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়োন্মুখ অবস্থা-প্রাপ্তি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় হইতে পারে না। ডাক্তার ওয়ালার প্রযত্নের (Volition) উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, পূর্ব্বসংবেদনের সংস্কার মস্তিষ্কে লগ্ন হইয়া থাকে, প্রযত্ন (Volition) অতীত ও বর্ত্তমান সংবেদনেরই ফল। অতএব বলিতে পারি, ডাক্তার ওয়ালার 'শব্দভাবনাই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মূলকারণ', ভর্ত্তৃহরির এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিবেন। *

---

all parts of its substance, and not more so or less so in one part than in another."—*Human Physiology, by Waller, M.D., F. R. S., p. 290.*

* "But it is more logical to admit that previous sensations have been registered, and volition is a resultant of past as well as of present sensations."—*Human Physiology, by Waller, p. 297.*

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি (২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) যাহাদিগকে আমরা স্বাভাবিক বা স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্ম বলি, তাহারাও বুদ্ধিপূর্ব্বক। যে সকল কর্ম্ম সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকেই আমরা সচরাচর 'বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম' বলিয়া বুঝিয়া থাকি, এবং যে সকল কর্ম্ম তামস অহংকারদ্বারা নিষ্পাদিত হয়, অথবা যাহারা সমষ্টি বা ব্যষ্টি মহত্তত্ত্বকর্ত্তৃক, তাহারাই আমাদের সমীপে 'অবুদ্ধি-পূর্ব্বক কর্ম্ম', এই নামে লক্ষিত হইয়া থাকে। কর্ম্মমাত্রেই পূর্ব্বসংস্কারের মুখাপেক্ষা করে। সংস্কারের নূতনত্ব-পুরাতনত্ব, বা সাদিত্ব, অনাদিত্বও কর্ম্মকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দুই-ভাগে বিভক্ত করিবার হেত্বন্তর। জীববৃন্দ যে, স্ব-স্ব জাত্যুচিত সংস্কারবশে কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বলা হয়। জীববৃন্দ যে, বিনা শিক্ষায়, স্বভাবতঃ জাতমাত্রেই স্ব-স্ব জাত্যুচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, পূর্ব্বসংস্কারই তাহার কারণ। এই সংস্কার বা কর্ম্মবাসনা প্রকৃতির অংশরূপ মহত্তত্ত্বে অবস্থান করে। কতিপয় বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে, অভ্যাসের গাঢ়তাবশতঃ মনের অবধান ব্যতিরেকে, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের ন্যায় সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের তত্ত্বনিরূপণের উপরি দর্শনশাস্ত্রের বহু বিবাদাস্পদ সমাধান নির্ভর করিতেছে। বিশ্বজগৎ অন্ধ জড়শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অচেতন প্রকৃতিই জগতের একমাত্র কারণ, অথবা জগতের সৃষ্টিতে চেতনেরও কর্ত্তৃত্ব আছে, সঙ্কল্পের অপেক্ষা আছে, ইচ্ছা, প্রযত্ন (Will, volition), ইহারা শুদ্ধ স্নায়ুর স্পন্দন বিশেষ, অথবা ইহাদের সহিত চিচ্ছক্তির কোন সম্বন্ধ আছে, ইচ্ছাদির অভি-

ব্যক্তিতে চেতনপদার্থেরও কর্তৃত্ব আছে, স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) নামক পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় কি না, ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের সমাধান করিতে যাইলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ-নিরূপণ আবশ্যক হয়, বুদ্ধি-পূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ-নিরূপণ, এবং এই সকল প্রশ্নের সমাধান, অত্যল্পচিন্তাতেই হৃদয়ঙ্গম হয়, ভিন্ন-জাতীয় বিষয় নহে, ইহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে সম্বদ্ধ, একের সমাধানে অপরের সমাধান হয়, একের অপ্রতিপত্তিতে অন্যের অপ্রতিপত্তি হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বা পুণ্য ও পাপ, এই পদার্থদ্বয়ের তত্ত্ব-বিনিশ্চয় করিতে যাইলেও, বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ-নিরূপণ আবশ্যক হয়, কারণ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বা পুণ্য ও পাপ, কর্ম্মেরই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ; কর্ম্মের তত্ত্ববিনিশ্চয় ব্যতিরেকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণীত হওয়া অসম্ভব। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কর্ম্মের যখন, এই দুইটী প্রধানবিভাগ, তখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের তত্ত্বনির্ণয় যে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপা-বধারণের উপরি নির্ভর করিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের তত্ত্ব-নিরূপণ দার্শনিকগণের প্রধান কার্য্য, সন্দেহ নাই। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত), ব্যাকরণ, শিক্ষা, আয়ুর্ব্বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, সকলেই বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। প্রতীচ্য দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণও ইহাদের স্বরূপাবধারণের চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন।

বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধকর্ম্মের তত্ত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণতঃ কোন্ কোন্ কর্ম্মকে পরীক্ষার্থ গ্রহণ করিয়াছেন? প্রশ্নটীর উত্তর দিবার পূর্ব্বে 'দর্শন' (Philosophy) ও 'বিজ্ঞানের' (Science) প্রয়োজন, বিষয় ও সম্বন্ধ কি, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারই জীবের প্রয়োজন, ব্যক্তিগত প্রতিভাও বোধ হয়, জীবের উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্নের 'ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারই জীবের উদ্দেশ্য', এই উত্তরই দিয়া থাকে। 'ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার', জীবমাত্রের সাধারণ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হইলেও, প্রকৃতিভেদে ইষ্টানিষ্টবোধের ভিন্নতা হইবার কথা, অতএব সকলের ইষ্টপ্রাপ্তির ও অনিষ্টপরিহারের একরূপ উপায় অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার করিতে হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর স্বরূপ-দর্শন, কার্য্যের কারণানুসন্ধান বা দৃশ্য ও দ্রষ্টা, এই পদার্থদ্বয়ের তত্ত্বাবধারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান' (Philosophy and Science) তাহাই করিয়া থাকেন। 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান', এই উভয়ের মধ্যে কি, কোন পার্থক্য আছে? নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে, পার্থক্য না থাকিলে, এক সঙ্গে 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান', এই শব্দদ্বয়ের ব্যবহার হইবে কেন? প্রতীচ্য দার্শনিকগণ দর্শন (Philosophy) ও বিজ্ঞানের (Science) যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিয়াছি, ইহাদের মধ্যে বিজাতীয়ভেদ না থাকিলেও, সজাতীয় ভেদ আছে, শাখী ও শাখার মধ্যে যেরূপ ভেদ লক্ষিত হয়, নদী ও সমুদ্রের যাদৃশ পার্থক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে, সামান্ত ও বিশেষের মধ্যে যে ভেদ বিদ্য-

মান আছে, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যেও সেইরূপ ভেদ আছে। দর্শন শাখী, বিজ্ঞান শাখা, দর্শন সমুদ্র, বিজ্ঞান নদী, দর্শন সামান্য, বিজ্ঞান বিশেষ, দর্শন বিশ্বজগতের কারণ অনুসন্ধান করেন, পরমকারণকে জানিবার চেষ্টা করেন, বিশেষের মধ্যে পরসামান্যের আবিষ্কারার্থ দর্শন যত্নশীল, বিজ্ঞান বিশেষ-বিশেষ ভাবপুঞ্জ বা কার্য্যসমূহের কারণ অনুসন্ধান করেন, ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থসকলের, ব্যষ্টিজগতের তত্ত্বনিরূপণের চেষ্টা করেন, পরম-কারণের স্বরূপাবধারণ, পরসামান্যভাবের আবিষ্কার বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে। পণ্ডিত য়ুবারওয়েগ্ (UEBERWEG) বলিয়াছেন, দর্শনকে (Philosophy) 'বিশ্ববিজ্ঞান' (As the science of the universe), এই নামে লক্ষ্য করা যাইতে পারে, দর্শন প্রত্যেক ব্যষ্টিভাবের (Individual existence) তত্ত্ব নির্ণয় করেন না, ব্যষ্টিভাব সকল যে আদি-কারণবশতঃ উৎপন্ন বা পরিচ্ছিন্ন হয়, ইনি সেই আদি-কারণের স্বরূপ নিরূপণ, অথবা বিশেষ-বিশেষ বিজ্ঞান হইতে যে সকল তথ্য অবগত হওয়া যায়, সেই সকল তথ্যের মূল-তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। অতএব বলা যাইতে পারে, দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের মূলতঃ ভেদ নাই, দর্শনের সহিত বিজ্ঞান ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। দর্শন অঙ্গী, বিজ্ঞান অঙ্গ। অঙ্গ শূন্য অঙ্গীও যাহা, বিজ্ঞান-বিরহিত দর্শনও তাহা, অপিচ অঙ্গী-শূন্য অঙ্গও যাহা, দর্শন-বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানও তাহা। ওয়েবার (A. WEBER) বলিয়াছেন, বিজ্ঞান-বিরহিত দর্শন, কাব্য ও উহার অমূলক চিন্তা বা কল্পনা হইতে কোন অংশে পৃথক্ পদার্থ নহে ("Philosophy, without the sciences, is a soul without a body, differing in nothing from poetry and its dreams."

—*History of Philosophy*)। কারণানুসন্ধায়িনী সহজ প্রতিভার (প্রতিভা এবং শব্দভাবনা—শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ের সংস্কার এক পদার্থ) প্রেরণায় মানব দৃশ্যমান কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমে বিশেষ-বিশেষ ভাবসমূহের মধ্যে সামান্য ভাবের আবিষ্কারার্থ চেষ্টা করে, তৎপরে ক্রমশঃ কার্য্যমাত্রের পরমকারণ বা মূলতত্ত্বকে ধরিবার যত্ন করিয়া থাকে। ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, গণিত, শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞানশাখাদ্বারা বিশেষ, বিশেষ কার্য্য বা ভাববিকারের তত্ত্বনিরূপণপূর্ব্বক, মানব সকল বিজ্ঞানশাখাকে একীভূত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়, পরমাত্মার দর্শন-লাভার্থ ব্যগ্র হয়। দর্শন মানবের এই সর্ব্বকার্য্যের মূলতত্ত্ব জানিবার চেষ্টার ফল। দর্শন মানবের সর্ব্বকার্য্যের মূলতত্ত্ব জানিবার চেষ্টার ফল বটে, কিন্তু মানবগণ যাবৎ পদার্থসমূহের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে পারগ না হয়, তাবৎ ইহারা কল্পনা বা বালকোচিত বিচিত্র প্রতিভা—সহজজ্ঞান (Wonderful instinct of childhood) দ্বারা, রীতিমত অনুসন্ধান ব্যতিরেকে সত্যের অনুমান করিয়া থাকে। প্রাচীনদিগের প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারবাদাত্মক, মনঃকল্পিত বা বিজ্ঞানবাদমূলক (Aprioristic, idealistic and fantastic) দর্শনসমূহের যে, আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ। দর্শন ও পরীক্ষালব্ধ প্রমা বা সত্যজ্ঞানের সম্ভার (Positive knowledge) যে মাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যে মাত্রায় বিজ্ঞানশাখাসমূহের পরিপুষ্টি হয়, দর্শন (Philosophy) সেই মাত্রায় কাব্য বা কল্পনার আবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। *

---

* "It makes up for its ignorance of reality either by means

পণ্ডিত ওয়েবারের- (WEBER) এই সকল কথাকে আমরা সর্ব্বথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন পারি নাই, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক জানাইবার ইহা উপযুক্ত স্থল নহে, পণ্ডিত ওয়েবারের সকল কথাকে যে জন্য আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, এস্থলে সংক্ষেপে তাহা জানাইতেছি।

বিজ্ঞান বা যথোক্ত প্রকৃত দর্শন (True philosophy), ওয়েবার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে ভূয়োদর্শন ও ব্যাপ্তিগ্রহ (Observation or Experiment and induction) হইতে জন্মলাভ করে। ভূয়োদর্শন হইতে বিশুদ্ধ ব্যাপ্তিজ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, বিশুদ্ধ-ব্যাপ্তিজ্ঞানের বৃদ্ধি হইলেই, বিজ্ঞান ও ক্রমশঃ প্রকৃত দর্শনের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কাব্য বা কল্পনার আবরণে আবৃত প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারবাদাত্মক, মনঃকল্পিত বা বিজ্ঞানবাদমূলক, অপ্রকৃত দর্শনসমূহের বিকাশ কিরূপে হইয়া থাকে ? শুদ্ধ প্রাগ্‌-ভবীয় সংস্কারমূলক তর্ক বা মননই (*A priori* reasoning) উক্ত দর্শনসমূহের উৎপত্তি-কারণ। বিজ্ঞানবাদের (Idealism) সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞানই (Thought) আদ্যতত্ত্ব (Original fact), বিজ্ঞানই সত্যপদার্থ, বিজ্ঞানবাদ এইজন্য শুদ্ধ প্রাগ্‌ভবীয় সংস্কারমূলক তর্ক-কেই জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ-বাদের (যে বাদ দর্শন ও পরীক্ষাকেই জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র কারণ বলিয়া থাকেন—Empiricism) সিদ্ধান্ত ঠিক ইহার বিপ-রীত, বিজ্ঞান (Thought) আদ্য কারণ নহে, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী বাহ্য-

of the imagination, or by that wonderful instinct of childhood and of genious which devines the truth without searching for it."—*History of Philosophy, by A. Weber, p. 3.*

সৎ হইতে জন্মলাভ করে (Derived from a pre-existing reality), প্রত্যক্ষবাদ এইরূপ সিদ্ধান্তমূলক। এই প্রত্যক্ষবাদ যখন আগু-কারণকে অচেতন (Unconscious), বিশ্বের সৃষ্টিকে অবুদ্ধি-পূর্ব্বক (Involuntary) বলিয়া স্থির করে, তখন ইহা জড়বাদে (Materialism and mechanism) পরিণত হয়, দ্বৈতবাদ ও একত্ববাদের কথা পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে। দ্বৈতবাদ দৃশ্য ও দ্রষ্টা, এই পদার্থদ্বয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন, একত্ববাদ তাহা স্বীকার করেন না। একত্ববাদের মধ্যেও জড়ৈকত্ববাদ, বিজ্ঞানৈকত্ববাদ, শক্তিবাদ, পরমাণুবাদ (Dynamism or atomism), ইত্যাদি ভেদ আছে।

এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, 'বিজ্ঞানবাদ', 'জড়প্রত্যক্ষবাদ' ইত্যাদি পরস্পর-বিরুদ্ধ বাদসমূহের মধ্যে কোন্ বাদ সত্য? অপিচ কোন্ বাদই বা সর্ব্বাগ্রে জন্মলাভ করিয়াছে? ওয়েবার, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয় বলিবেন, জড়প্রত্যক্ষবাদই সত্য, কারণ, ইহা দর্শন ও পরীক্ষা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যে বাদ সত্য, ইহাঁদের মতানুসারে তাহাই পরে আবির্ভূত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়গম্য ধর্ম্মই 'বিজ্ঞান' (Science) ও 'প্রত্যক্ষবাদাত্মক দর্শনের' (Empirical Philosophy) প্রতিপাদ্য বিষয়, ইন্দ্রিয়-গম্য ধর্ম্ম (Phenomena) ব্যতীত ইহাঁরা কোন পদার্থের স্বরূপ বা তত্ত্ব (Realities) নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন না, প্রাত্যক্ষিক সংবেদন ও তৎসমষ্টিই (Possible sensations and clusters of sensation) ইহাঁদের মতে জ্ঞাতা, অপিচ ইহারাই জ্ঞেয়, প্রাত্যক্ষিক সংবেদনই মনকে নির্ম্মাণ করে, সম্বিৎ বা জ্ঞান (Con-

sciousness) প্রাত্যক্ষিক সংবেদন (Sensation) হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। আমাদের বহিঃস্থিত বস্তুসমূহের, অপিচ শরীরের যে জ্ঞান হয়, তাহা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়ার মনে সংলগ্ন (অথবা মস্তিষ্কবাসিত) উপরাগ (Impression)-মূলক। ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জনিত ক্রিয়ার চিত্তসংলগ্ন উপরাগসকল যখন প্রজ্ঞা (Reason)-সাহায্যে ব্যাখ্যাত বা প্রকটীভূত হয়, তখনই আমাদের বাহ্যার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান-নিষ্পত্তিতে বিষয়, ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা, এই তিনটীর প্রয়োজন। শাস্ত্রের উপদেশ—বিষয়, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও আত্মা, এই পদার্থ চতুষ্টয়ের সংযোগ প্রাত্যক্ষিক প্রত্যয়ের কারণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে, প্রাত্যক্ষিক প্রত্যয়ের উদয় হইয়া থাকে। আত্মা, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও অর্থ, ইহাদের পরস্পর সংযোগ-ব্যতিরেকে প্রাত্যক্ষিক প্রত্যয়ের উৎপত্তি হয় না ("আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মনঃ ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়মর্থেনেতি।"—বাজসনেয়ি-সংহিতাভাষ্য)। মহর্ষি গোতম প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিবার সময়ে, ইন্দ্রিয় ও অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষকেই প্রত্যক্ষের কারণ বলিয়াছেন, আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষের কথা বলেন নাই, অতএব জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আত্মা ও মনঃ, এই উভয়ের সন্নিকর্ষও যদি প্রত্যক্ষের কারণ হয়, তবে মহর্ষি গোতম প্রত্যক্ষ-লক্ষণসূত্রে ইহাদের নাম-গ্রহণ করেন নাই কেন? কোন পদার্থের লক্ষণ করিতে হইলে, তাহাতে যে সকল বিশেষ ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তৎসমুদায়েরই উল্লেখ করিতে হয় ("All the essential elements of the content of the notion, or all the essential properties of the objects of the notion, must be

stated in the definition."—*System of Logic,—Ueberweg*)। মহর্ষি গোতম প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে যাইয়া, এই নিমিত্ত জ্ঞানমাত্রের সাধারণকারণ আত্মা ও মনের সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষের লক্ষণরূপে নির্ব্বাচন করেন নাই ("আত্মমনসোস্ত সদপি জ্ঞানজনকত্বমিহ ন সূত্রিতং সর্ব্বপ্রমাণসাধারণত্বাদিতি।"—জয়ন্তভট্টকৃতন্যায়-মঞ্জরী)। যে কোনরূপ অনুভূতি হউক, আত্মা ও মনের সংযোগ তাহার সাধারণ কারণ। মহর্ষি গোতম জ্ঞানকে আত্মগুণ বলিয়াছেন। যে কোনরূপ জ্ঞান হউক, তাহাই আত্ম-লিঙ্গ—আত্মার অনুমাপক। অতএব প্রত্যক্ষলক্ষণে 'আত্মা' শব্দের উল্লেখ না করাতে প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্র দূষিত হয় নাই ("জ্ঞানলিঙ্গত্বাদাত্মনো নানবরোধঃ।"—ন্যায়দর্শন ২।১।২৩)। 'আত্মা', 'ইন্দ্রিয়' ও 'বিষয়', ইহারাই যদি জ্ঞানের কারণ হইত, তাহা হইলে, সকল ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ-জনিত ক্রিয়ার যুগপৎ উপলব্ধি হইত। কিন্তু তাহা হয় না, আমরা ঠিক এক সময়ে একাধিক ঐন্দ্রিয়ক ক্রিয়ার উপলব্ধি করিতে পারগ হই না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যুগপৎ ক্রিয়া করিলেও, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের স্ব-স্ব বিষয়ের সহিত যুগপৎ সন্নিকর্ষ হইলেও, যাহার জন্য আমাদের যুগপৎ সকল ঐন্দ্রিয়ক ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা ইন্দ্রিয় ও বিষয়-ব্যতিরিক্ত 'মনঃ', এই শব্দদ্বারা লক্ষিত স্বতন্ত্র জ্ঞাননিমিত্ত ("যুগপজ্জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসোলিঙ্গম্।"—ন্যায়দর্শন, ১।১।১৬)। বৃহদারণ্যক উপনিষৎও বলিয়াছেন, 'আত্মা' মনদ্বারাই দর্শনাদি কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। আত্মা যে, মনদ্বারা দর্শনাদি কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ কি? মনের অনবধানতাতে ঐন্দ্রিয়ক-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হয় না, মনের অসন্নিধিতে ঐন্দ্রিয়ক-

জ্ঞানের অনুপলব্ধি, এবং সন্নিধিতে ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, অতএব প্রত্যক্ষব্যাপার-নিষ্পত্তিতে যে, মনের কার্য্যকারিতা আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। "আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, তা'ই দেখিতে পাই নাই, অন্যমনস্ক ছিলাম, তা'ই শুনিতে পাই নাই" লোকে এইরূপ কথা বলিয়া থাকে। অন্যমনস্ক হইলে যে, দেখা শুনা যায় না, ইহা হইতে তাহা সূচিত হইতেছে ("অন্যত্রমনা অভূবন্না-দর্শমন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষমিতি মনসাহ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)। বেদান্ত এবং বৈশেষিক-দর্শনও এই কথা বলিয়াছেন। * যাহা উৎপত্তিশীল, তাহা কার্য্যপদার্থ। কার্য্য-মাত্রেই কর্ত্তৃকরণাদি কারকদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। উৎপত্তি-শীল জ্ঞান কার্য্যপদার্থ, অতএব জ্ঞান-কার্য্যনিষ্পত্তিও জ্ঞাতৃ, জ্ঞান (জ্ঞানকরণ) এবং জ্ঞেয় (বিষয়), এই ত্রিবিধ পদার্থদ্বারাই হয়। আমরা যাহা জানি, যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহা জ্ঞেয় (Object), যিনি জানেন, জ্ঞানকার্য্য-নিষ্পত্তিতে যৎপদার্থকে কর্ত্তৃরূপে গ্রহণ করা হয়, তিনি 'জ্ঞাতা' (Subject), এবং জ্ঞাতা যদ্দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন, জ্ঞানক্রিয়ানিষ্পত্তির যাহা সাধকতম, তাহা জ্ঞান-করণ—জ্ঞানেন্দ্রিয়।

প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান-নিষ্পত্তিতে যে, বিষয়, ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা (Reason), এই তিনটীর প্রয়োজন, 'হল্‌মন্' (S. W. HOLMAN) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। অধ্যাপক ল্যাড্, তাঁহার 'ফিজিয়োলজিক্যাল্ সাইকোলজী' (Elements of physiological psychology)-নামক গ্রন্থে মস্তিষ্ক ও মনের

* "আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজ্ঞানস্য ভাবোঽভাবশ্চ মনসোলিঙ্গম্।"
—বৈশেষিকদর্শন।

বেদান্তদর্শনের ২।৩।৩২ সূত্র ও উহার শারীরকভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধশীর্ষক প্রস্তাবে, ভৌতিকবস্তুজাত বা বিষয়সমূহ, এবং চিদাত্মক বিষয়ী,এতদুভয়ের সর্ব্বপ্রকার সন্নিকর্ষকে বাহ্য ভৌতিকশক্তি-কারণক (Physical), ইন্দ্রিয়-নিমিত্তক (Physiological), এবং তৃতীয় মানস (Psychical), এই ত্রিবিধ ব্যাপারাত্মক বলিয়াছেন। বিষয় বা বাহ্যশক্তির সহিত চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের অন্ত্যদেশের সম্বন্ধবশতঃ যে ক্রিয়া হয়, তাহাই বাহ্য ভৌতিকশক্তি-কারণক (Physical)। বিষয় বা বাহ্য ভৌতিকশক্তির সহিত চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-যন্ত্র সমূহের অন্ত্যদেশের সম্বন্ধবশতঃ যে ক্রিয়া হয়, স্নায়ুযন্ত্রে তৎক্রিয়াজনিত বিক্ষোভের সঞ্চারণ-ব্যাপারই ইন্দ্রিয়নিমিত্তক (Physiological)। স্নায়ুযন্ত্র-প্রবাহিত ঊর্ম্মিসমূহ মানস বিশিষ্টশক্তিদ্বারা যে যে ভাবে গৃহীত হয়, বাহ্যার্থ সকল সেই সেই ভাবে জ্ঞাত হইয়া থাকে। অতএব ঐন্দ্রিয়কজ্ঞানের বাহ্যশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি এবং মানসশক্তি, এই তিনটীই কারণ। নরশরীরবিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক ল্যাণ্ডোই (Dr. A. LANDOIS) বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যজগতের বিবিধ ক্রিয়ার উপরাগকে, মস্তিষ্কের যে স্থানে কেন্দ্রে রেখাসমূহের ন্যায় সংজ্ঞাবাহী ও সঞ্চালক স্নায়ুবৃন্দ সম্মিলিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য নরশরীরবিজ্ঞানে যে স্থান সংবেদনক্ষেত্র (Sensorium),এই নামে অভিহিত হইয়াছে, তৎস্থানে প্রবাহিত করে। ইন্দ্রিয়সমূহ বস্তুতঃ ঐন্দ্রিয়কজ্ঞান নিষ্পত্তির অন্তর্ব্বর্ত্তী যন্ত্র। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান-নিষ্পত্তিতে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের (উহার অন্ত্যপ্রদেশের সহিত) সংস্থান ও ক্রিয়াগত অবিকল অবস্থায় অবস্থিতি প্রয়োজনীয়; দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়যন্ত্র সমূহের যথাস্ব বিষয় বা উদ্দীপকের বিদ্যমানতা আবশ্যক; তৃতীয়তঃ স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কের বৃহত্তম ও ঊর্দ্ধতন প্রদেশের (Ceribrum—অধিপতি)

সহিত সংযোগ, অপিচ ইহার নোদনপ্রবাহপথের অনবরোধ আবশ্যক ; চতুর্থতঃ ইন্দ্রিয়যন্ত্রের মস্তিষ্কে উত্তেজনা-প্রবাহকালে মনের তাহাতে দত্তাবধান থাকা প্রয়োজনীয় (Attention must be directed to the process)। ইহা হইলেই, আলোচন-জ্ঞানের (Sensation) উৎপত্তি হইয়া থাকে। আলোচন-জ্ঞান হইবার পর, মানস ক্রিয়াবিশেষদ্বারা বাহ্য কারণের সহিত উৎপন্ন আলোচন-জ্ঞানের সম্বন্ধ সংকল্পিত বা নিরূপিত হইলে, তবে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের (Sensory perception) উদয় হয় ("Lastly when by a psychical act the sensation is referred to the external cause, then there is a conscions sensory perception"—*A Text-book of Human Physiology, Vol. II., p. 1022)*। প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান-নিষ্পত্তিতে বিষয়, ইন্দ্রিয় ও মনঃ, এই তিনের সংযোগ যে, আবশ্যক, বুঝিতে পারা গেল, অধ্যাপক ল্যাণ্ডোই, এতদ্দ্বারা তাহাই বলিয়াছেন।

যাহা জানে, জ্ঞান-কার্য্যের যাহা কর্ত্তা, পাশ্চাত্য দর্শনে তাহা 'মাইণ্ড' (Mind), 'সব্‌জেক্‌ট্‌' (Subject), 'ইগো' (Ego) ইত্যাদি নামে লক্ষিত হয়, এবং 'ম্যাটার' (Matter), 'অব্‌জেক্‌ট্‌' (Object), 'নন্‌-ইগো' (Non-Ego) ইত্যাদি শব্দ জ্ঞেয়পদার্থের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহ্যার্থের প্রত্যক্ষ-নিষ্পত্তিতে জ্ঞাতা, জ্ঞানকরণ (আন্তর ও বাহ্য) ও জ্ঞেয়, এই তিনটী পদার্থের যে, প্রয়োজন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে, তবে প্রতিভা বা প্রয়োজন-ভেদবশতঃ জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই পদার্থত্রয়ের স্বরূপসম্বন্ধে বহু পরস্পর-বিরুদ্ধ মত জন্মলাভ করিয়াছে।

জড়ৈকত্ববাদীদিগের অনুমান, ভূত বা ম্যাটারই (Matter) একমাত্র সৎপদার্থ, মনঃ বা আত্মা (জ্ঞাতা—Mind) স্বতন্ত্র-সত্তাক (স্বতন্ত্র বা ভূত ব্যতিরিক্ত সত্তা—Substantial reality আছে যাহার, তাহা 'স্বতন্ত্রসত্তাক') পদার্থ নহে, ইহা কেবল সচেতন অবস্থা-সমূহের গ্রন্থ (Only the series of conscious states), এবং এই সচেতন অবস্থাসমূহ ভূত বা ম্যাটার হইতেই কোন না কোনরূপে উৎপন্ন হয়, অপিচ উহারা ম্যাটারেরই অধীন। প্রাচীন জড়ৈকত্ব-বাদীদিগের বিশ্বাস ছিল, ভৌতিক—ভূত হইতে নির্ম্মিত 'আত্মা' (Soul) আছে। এই আত্মা সাধারণ পরমাণুসমূহ হইতে সূক্ষ্মতর পরমাণু-বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং কোনরূপে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, উক্ত ভৌতিক আত্মা অতিমাত্র দ্রুত স্পন্দনদ্বারা প্রত্যেক বাহ্য উপরাগের প্রতিবচন বা উত্তর প্রদান করে ('Responding by vibrations of extreme rapidity to every impression from without'), সম্বিৎ বা জ্ঞান (Consciousness) ইহারই স্পন্দনের ফল। আধুনিক জড়ৈকত্ববাদী-দিগের অনুমান, মনঃ বা জ্ঞাতা (Mind) মস্তিষ্কস্থ সূক্ষ্মতর পরমাণু-বিশেষের কার্য্য নহে, ইহা সমস্ত মস্তিষ্কের সমবেত ব্যাপারের ফল। মস্তিষ্ক যখন কোনরূপ যান্ত্রিক (Mechanical) বা রাসায়-নিক ক্রিয়াদ্বারা উত্তেজিত হয়, তখনই চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দন মন্দীভূত হইলে, চৈতন্যের অন্তর্ধান হয়। নিদ্রাদি অবস্থার ইহাই কারণ।

কোথা হইতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়, অপিচ কোথায়ই বা ইহার লয় হইয়া থাকে, জড়ৈকত্ববাদদ্বারা তাহার কোনরূপ মীমাংসা হয় না। ভৌতিক শক্তিসমূহ পরস্পর পরস্পরের ভাবে

পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাপ আলোকের ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাড়িৎ তাপের আকার ধারণ করে। মস্তিকস্থ ভৌতিকশক্তি কি, এইরূপ চিচ্ছক্তিতে পরিণত হয়?

তাপ, তড়িৎ, আলোক, রাসায়নিকশক্তি ইত্যাদি প্রকৃত-প্রস্তাবে ভিন্ন-ভিন্নরূপ আণবিক স্পন্দন ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নহে। অতএব শক্তির রূপান্তর-প্রাপ্তি (Transformation), এই শব্দের অর্থ হইতেছে, একরূপ আণবিক স্পন্দনের তিরোভাব হইয়া অন্য প্রকার আণবিক স্পন্দনের আবির্ভাব। সম্বিৎ বা জ্ঞান (Consciousness) যদি তাড়িত, রাসায়নিক বা তাপাদি শক্তির রূপান্তর হইতে সম্ভূত পদার্থ হইত, তাহা হইলে, অণুসমূহের বিভিন্নরূপ গতি বা পরিস্পন্দনে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইত। 'অণুসমূহের বিভিন্নরূপ গতি বা পরিস্পন্দন হইতে চৈতন্যের অভি ব্যক্তি হয়', ইহা কি দর্শন ও পরীক্ষালব্ধ সত্য? অথবা প্রত্যক্ষবাদীদিগের জড়প্রতিভা-প্রসূত, হেত্বাভাস (Fallacy)-দূষিত অনুমান? তাপাদি ভৌতিক শক্তিসমূহের মধ্যে কোন ভৌতিকশক্তি চিচ্ছক্তিরূপে পরিণত হয়, ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে, চিচ্ছক্তির প্রাদুর্ভাবকালে, মস্তিষ্কের ভৌতিক শক্তি-বিশেষের মাত্রার হ্রাস হইত, কিন্তু তাহা হয় কি? চিচ্ছক্তির প্রাদুর্ভাব-কালে মস্তিষ্কের ভৌতিক শক্তি-বিশেষের মাত্রার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। অতএব ভৌতিকশক্তির রূপান্তর হইতে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব কোনমতেই সম্ভবপর হয় না। জড়ৈকত্ববাদ দ্বারা কি, আত্ম-চৈতন্যের একত্বের (Unity of self-consciousness) উপপত্তি হয়? মস্তিষ্ক (Brain) অসংখ্য পরমাণু ও অণুর সমষ্টি, ইহাতে লক্ষ লক্ষ কোষ বা শেলস্

(Cells) আছে, বহু স্নায়ুগ্রন্থি (Ganglia) আছে, সকলেই অবিরাম পরিবর্ত্তিত হইতেছে, নিরন্তর উহাদের মধ্যে ভেদ ও সংসর্গ বা বিলয়ন ও সংঘাত (Integration and disintegration)-কর্ম্ম চলিতেছে, পরমাণু প্রভৃতির মধ্যে কেহই মুহূর্ত্তের জন্য পরিণামশূন্য হইয়া, অবস্থান করে না। আত্ম-চৈতন্যের যে, পরিবর্ত্তন হয় না, তাহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। মাস, পক্ষ, বৎসর, যুগ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান প্রভৃতি সকল কালেই স্বয়ংপ্রভা—স্বপ্রকাশস্বরূপ সম্বিৎ একভাবে বিদ্যমান থাকেন, ইহাঁর পরিবর্ত্তন হয় না। * অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে, নিয়ত পরিণামী পদার্থসমূহ কিরূপে এক চিরস্থায়িনী সম্বিদ্‌কে প্রসব করে? মহর্ষি গোতম চৈতন্য যে, শরীর বা ভূতের গুণ নহে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, আমরা যথাস্থানে তাহা জানাইব।

ভূত বা ম্যাটারের (Matter) অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা ম্যাটারকে জানিয়া থাকি। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা যাহা জানিয়া থাকি, তাহার স্বরূপ কি? পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, "অতঃপর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ম্যাটারের ধর্ম্ম বা গুণ বলিয়া আমরা যাহা জানি, তাহা কেবল অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বাহ্যার্থ-সমুৎপাদিত আমাদের এক-এক প্রকার মানস-পরিণাম—আমাদের মানসবিকার। ম্যাটারের গুরুত্ব

---

* "মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা॥"— পঞ্চদশী।

বা প্রতীঘাতধর্ম্মও তদ্ব্যতীত অন্য কিছু নহে।” * জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ (J. S. MILL), ফিক্স (FIXE) প্রভৃতি পণ্ডিতগণও বলিয়াছেন, বাহ্যজগৎ, পরমাণু, শক্তি, গতি ইত্যাদি শব্দবোধ্য অর্থের প্রকৃত রূপ কি, তাহা আমরা জানিতে পারি না, আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহা আমাদের মানসভাব, আমাদের মনের অবস্থা। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে পদার্থের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, আমাদের মনোমধ্যে ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, আমাদের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, তৎপদার্থই, সেই নিত্যসংবেদন-শক্যতাই (Permanent possibility of sensation) ম্যাটার। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, তাহা হইলে, বিজ্ঞানবাদকে অপ্রকৃত দর্শনশ্রেণীভুক্ত করা হইতেছে কেন? বিজ্ঞানবাদের অপরাধ কি? যিনি যাহাই বলুন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বিজ্ঞানবাদীদিগের ‘বাহ্যার্থ বস্তুতঃ সৎ নহে,’ এই হুঙ্কারে প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ও প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণকে সদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়, ‘বাহ্যার্থ নাই, বিজ্ঞানই সৎ,’ বিজ্ঞানবাদের এই ভয়সূচক ঘণ্টানাদ শ্রবণে উদ্বিগ্ন হইয়াই টেট্, হক্স্লী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকশিরোমণিদিগকে সুদৃঢ় তর্কবর্ম্মদ্বারা স্ব-স্ব মতকে আচ্ছাদিত করিতে হইয়াছে। অধ্যাপক হক্স্লী এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। †

---

* “Thus we are brought to the conclusion that what we are conscions of as properties of matter, even down to its weight and resistance, are but subjective affections produced by objective agencies that are unknowu and unknowable.” —*The Principles of Psychology, Vol. I., p. 20.*

† “The arguments used by Descartes and Berkeley to

মনঃ ব্যতিরেকে যখন ম্যাটারকে জানা যায় না, তখন এক অর্থে ম্যাটারকে মনের কার্য্য বলা যাইতে পারে। অতএব ম্যাটারদ্বারা কখন মনের তত্ত্ব জানা সম্ভবপর হয় না, মন দ্বারাই ম্যাটার পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। জড়ৈকত্ববাদীরা একবার বলেন ম্যাটারদ্বারাই মনকে জানা যায়, ম্যাটার ব্যতীত মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, অন্যবার বলেন, ম্যাটার কোন্ পদার্থ, আমরা নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহা বলিতে পারি না, মনঃ আমাদিগকে ম্যাটারের যে রূপ দেখায়, ম্যাটারের সেই রূপের সহিতই আমাদের পরিচয় আছে। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে 'চক্রক তর্ক' (Circle in reasoning) বলিবেন না কি? যে দর্শনে ম্যাটার-ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয় না, যে দর্শন দ্রষ্টা ও দৃশ্যের স্বরূপ দেখিতে পায় না, যে দর্শন পদে পদে প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস করে, স্ববচনবিরোধ যে দর্শনের দোষ বলিয়া বোধ হয় না, হেত্বাভাস যে দর্শনের অঙ্গের আভরণ, সে দর্শনকে আমরা প্রকৃতদর্শন বলিতে (দুর্ভাগ্যবশত'ই হউক, আর সৌভাগ্য-নিবন্ধনই হউক) অপারগ। ওয়েবার যে বিজ্ঞানবাদমূলক দর্শনকে অপ্রকৃত দর্শন বলিয়াছেন, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ কি, সেই বিজ্ঞান-বাদেরই (স্পষ্ট, অস্পষ্ট, যে ভাবেই হউক) সমর্থন করেন নাই, ?

---

show that our certain knowledge does not extend beyond our states of consciousness, appear to me as irrefragable now as they did when I first aquainted with them half-a-century ago. All the materialistic writers I know of who have tired to bite that file have simply broken their teeth."

—*Fortnightly Review, December, 1886.*

আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কি, হেগেলের দর্শনকেই বিশেষতঃ আদর করেন না? ফলকথা, জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, এই উভয়ের একটীকে ছাড়িলেই দর্শন বিকলাঙ্গ হইবেন। জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, ইহারা দর্শনের দুই অঙ্গ, সুতরাং একের অভাবে দর্শন অর্দ্ধ হইবেন, একপক্ষ দ্বিজের (পক্ষীর.) ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইবেন। বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের সমান প্রয়োজন, ইহাদের মিলনে দর্শনের পূর্ণরূপ প্রকটিত হয়। 'বেদ' এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের মিলিতরূপ। 'জ্ঞানযজ্ঞ' ও 'দ্রব্যযজ্ঞ' বেদাদি শাস্ত্র যে, প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ যজ্ঞের তত্ত্ব-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। 'জ্ঞানযজ্ঞ' ও 'দ্রব্যযজ্ঞ', এই দ্বিবিধ যজ্ঞের (যজ্ঞ অসভ্যোচিত কর্ম্ম, এই বিশ্বাসের বশে) শাস্ত্রব্যাখ্যাত রূপের দিকে ইদানীং অত্যল্প ব্যক্তিই নয়ন প্রেরণ করেন। আমাদের ধারণা, 'জ্ঞানযজ্ঞ' ও 'দ্রব্যযজ্ঞ', এই দ্বিবিধ যজ্ঞের শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত রূপের দিকে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নয়ন প্রেরণ করিলে, বেদই যে, দর্শনের পূর্ণ ও বিশুদ্ধ রূপ, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সুশ্রুতসংহিতা আধুনিক গ্রন্থ নহে, সুশ্রুতসংহিতা যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, গ্রীস্‌ও তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন নীহারাবস্থাতে বিদ্যমান ছিলেন। সুশ্রুতসংহিতা পাঠ করিলে 'অর্দ্ধবেদধর' এই পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যিনি কেবল শাস্ত্রজ্ঞ (অর্থাৎ যিনি শাস্ত্রপাঠই করিয়াছেন, পঠিত শাস্ত্রের ব্যবহার করেন নাই, যিনি কর্ম্মকুশল নহেন) অথবা যিনি কেবল কর্ম্মকুশল—ব্যবহারনিপুণ, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ নহেন, সুশ্রুতসংহিতা বলিয়াছেন, এই উভয়ের কেহই স্বীয় কর্ম্ম নিষ্পা-

দনে সমর্থ হয়েন না, ইহাঁরা একপক্ষ দ্বিজের ন্যায় 'অর্দ্ধবেদধর'। * 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম,' ইহারা যে, বেদের দুইটী অঙ্গ, 'অর্দ্ধবেদধর' পদদ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে, ঋষিদিগকে যাঁহারা শুদ্ধ কল্পনারাজ্যে বিচরণশীল (Speculative) পুরুষ বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহাদের গবেষণা নিতান্ত সংকীর্ণ, রাগ-দ্বেষমলীমস হৃদয় লইয়া, তাঁহারা তথ্যের অনুসন্ধান করেন। বেদাদি শাস্ত্রে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের অলৌকিক উপায় সকলের উপদেশ আছে, আধুনিক সংকীর্ণ প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকগণ এইজন্য বেদাদি শাস্ত্রসমূহকে শুদ্ধ মনঃকল্পিত (Speculative) বলিয়া থাকেন, কাব্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করেন। ইহা উন্নতির লক্ষণ বটে, স্থূলদর্শন ও পরীক্ষাদ্বারা যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না, তাহাদের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা অনর্থক, এইরূপ বিশ্বাস অভ্যুদয়শীল পুরুষ-ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে? বেদাদি শাস্ত্রসমূহকে আপাততঃ মনঃকল্পিত বলিতে পার, কাব্য বলিয়া উপেক্ষা করিতে পার, পরলোক, ঈশ্বর, আত্মা, লিঙ্গদেহ, ধর্ম্ম ইত্যাদি পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধানকে পণ্ডশ্রম-বোধে সম্প্রতি উহাদের স্বরূপ জানিতে বিরত থাকিতে পার, কিন্তু প্রকৃতির কশাঘাত একদিন মত-পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিবে, অনুতাপানলে একদিন দগ্ধ হইতেই হইবে, বেদাদি শাস্ত্রসমূহের চরণে একদিন লুণ্ঠিত-বিলুণ্ঠিত হইতেই হইবে, যাঁহারা ইদানীং অসভ্যজ্ঞানে উপেক্ষিত হইতেছেন, বর্ব্বর-বোধে অবগণিত হইতেছেন, একদিন নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে

---

* "উভাবেতাবনিপুণাবসমর্থৌ স্বকর্ম্মণি।
অর্দ্ধবেদধরাবেতাবেকপক্ষাবিব দ্বিজৌ॥"--সুশ্রুতসংহিতা।

পরমারাধ্য দেবতা বলিতে হইবে, একদিন অহো শাস্ত্র! অহো শাস্ত্র! অহো শাস্ত্র বলিয়া কাঁদিতে হইবে।

শাস্ত্র পাঠ করিলে কি, ইহা জানিতে পারা যায় না যে, ইহাঁরা কাহাকেও শুকপক্ষীর ন্যায় শাস্ত্রবচন সকলকে কেবল কণ্ঠে রাখিবার উপদেশ প্রদান করেন নাই? যেরূপে যে কর্ম্ম করিলে, যে ফললাভ হইবে, শাস্ত্র তাহাই বলিয়াছেন, এবং সেই-রূপে সেই কর্ম্ম করিতে উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্রোপদিষ্ট কর্ম্মসমূহকে অসম্ভব বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কি, পরীক্ষাপূর্ব্বক শাস্ত্রোপদিষ্ট রীত্যনুসারে কর্ম্ম করিলে, ফল পাওয়া যায় না, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? যাহা হউক, যাহাতে স্থূলপ্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের তত্ত্বোপদেশ আছে, তাহাই মনঃ-কল্পিত, তাহাই কাব্য, তাহাই অগ্রাহ্য, এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত করা, উন্নতিপ্রার্থী মানবের কর্ত্তব্য কি না, চিন্তাশীল তাহা বিচার করিবেন।

বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের তত্ত্বনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণতঃ কোন্ কোন্ কর্ম্মকে পরীক্ষার্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইলে, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন, বিষয় ও সম্বন্ধ কি, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক, আমরা এইজন্য দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন, বিষয় ও সম্বন্ধ কি, তাহা স্মরণ করিতেছি। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরি-হারই যে, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন, আমাদের তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহার, লৌকিক ও অলৌকিক-ভেদে দ্বিবিধ। বেদাদি শাস্ত্রসমূহ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের লৌকিক ও অলৌকিক, এই দ্বিবিধ উপায়েরই উপদেশ করিয়া-

ছেন। শ্রুতি বিদ্যাকে 'পরা' ও 'অপরা', এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যে বিদ্যাদ্বারা পরব্রহ্মকে জানা বা পাওয়া যায়, তাহা 'পরাবিদ্যা', এবং যে বিদ্যাদ্বারা অপরব্রহ্ম বা বিশ্বজগতের সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবের স্বরূপ অবধারিত হয়, তাহা 'অপরাবিদ্যা'। 'অপরাবিদ্যা' পরাবিদ্যারই অঙ্গ। ব্যাকরণ, শিক্ষা, কল্প, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ইত্যাদি ইহারা 'অপরাবিদ্যা'। ব্যাকরণাদি যে, বেদের অঙ্গ, তাহা অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন, সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের সম্বন্ধ কি, তাহা স্মরণ করিবার সময়ে আমরা বলিয়াছি, দর্শন অঙ্গী, বিজ্ঞান অঙ্গ, দর্শন সমুদ্র, বিজ্ঞান নদী, দর্শন শাখী, বিজ্ঞান শাখা, দর্শন সামান্য, বিজ্ঞান বিশেষ। অতএব এক্ষণে বলিতে পারি, 'বেদ', দর্শন, ব্যাকরণাদি বিজ্ঞান। দর্শনাদি নামে প্রসিদ্ধ শাস্ত্রসমূহকেও, শাস্ত্র পাঠ করিলে, জানা যায়, বেদেরই উপাঙ্গ বলা হইয়াছে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, বেদাখ্য ব্রহ্মের অঙ্গ হইতে সম্যগ্‌জ্ঞান-হেতু, অপিচ পুরুষ-সংস্কার-হেতু জ্যোতিষাদি, এবং উপাঙ্গ হইতে চিকিৎসাদি বিদ্যাভেদের আবির্ভাব হইয়া থাকে ("বিধাতুস্তস্য লোকানামঙ্গোপাঙ্গ-নিবন্ধনা। বিদ্যাভেদাঃ প্রতায়ন্তে জ্ঞানসংস্কারহেতবঃ॥"—বাক্যপদীয়)। ভর্তৃহরি 'সম্যগ্‌জ্ঞান-হেতু' ও 'পুরুষসংস্কারহেতু' ('জ্ঞানসংস্কারহেতবঃ'), এই দুইটী পদের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন? দ্বৈতবাদ, একত্ব-বাদাদি যত প্রকার ভিন্ন-ভিন্ন বাদের আবির্ভাব হইয়াছে, পুরুষের বুদ্ধি, প্রতিভা বা সংস্কারভেদই তাহাদের আবির্ভাব-কারণ, বেদের উপদেশই প্রতিভাভেদে পৃথক্, পৃথগ্‌ভাবে গৃহীত হওয়ায়, পৃথক্ পৃথক্ বাদের উৎপত্তি হইয়াছে। 'প্রতিভা' কোন্ পদার্থ? ভর্তৃহরির উত্তর, শব্দের অভ্যাসই প্রতিভার হেতু, জড়

ও চেতন, এই উভয়বিধ পদার্থের শব্দই প্রতিভার কারণ। 'এই শব্দের, এই অর্থ', লোকে এইরূপ সময় (Convention) বা সংকেত বিদিত হইয়া, তবে উচ্চারিত শব্দের অর্থ-পরিগ্রহে সমর্থ হয়, অতএব শব্দকে প্রতিভার হেতু বলা যাইবে কিরূপে? অবিদিত-সংকেত (এই শব্দের, এই অর্থ, যে এইরূপ সংকেত বিদিত নহে) পুরুষের কি, শব্দার্থ প্রতীতি হয়? জড়প্রায় বালক, অথবা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ইহারা যে, প্রতিভা (Instinct)-বশে কর্ম্ম করিয়া থাকে, পদ্মিনী যে, সূর্য্যোদয়ে প্রফুল্ল এবং তাঁহার অস্তময়ে ম্লানমুখ হয়, অয়স্কান্ত যে, লৌহকে আকর্ষণ করে, অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি ভৌতিকপদার্থ-জাত যে, পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহার কারণ কি? সদ্যস্ক শিশু যে, স্তনের সহিত মুখের সংযোগ হইলে, স্তন হইতে দুগ্ধকে আকর্ষণ করে, তাহাও শব্দ-নিমিত্ত, সকল ব্যবহারের মূলভূত প্রতিভাবশতঃ করিয়া থাকে। পশু, পক্ষী ও কীট, পতঙ্গেরাও যে, জাতমাত্রেই স্ব-স্ব জাত্যুচিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, অনাদি বাসনা, শব্দসংস্কার বা প্রতিভাই তাহার কারণ। কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, প্রতিভাই তৎসমুদায়ের নিষ্পাদক। প্রতিভার কারণ কি? অভ্যাসই প্রতিভার কারণ। প্রতিভা বা সংস্কারের কারণ, এই অভ্যাস কি, ইদানীন্তন, অথবা জন্মান্তরভাবী?

সংস্কার বা বাসনার অস্তিত্ব যে, সকলেই স্বীকার করেন, এবং অভ্যাসই (Repitition in general, repeated practice or exercise) যে, সংস্কার বা বাসনার পূর্ব্বভাব, তাহাও সম্ভবতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব অভ্যুপগম করেন

না, তাঁহারা বলেন, ইদানীন্তন বা বর্ত্তমান জন্মের অভ্যাসই ব্যক্তিগত ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কারের হেতু। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, ইদানীন্তন অভ্যাসই জাতি বা ব্যক্তিগত প্রতিভার কারণ নহে, জন্মান্তরভাবী অভ্যাসও ইহার কারণ, অপিচ জন্মান্তরভাবী অভ্যাসই প্রকৃষ্ট কারণ। ভর্ত্তৃহরি তা'ই বলিয়াছেন, 'অভ্যাস অনাগম—জন্মান্তরভাবী, ইহা ইদানীন্তন নহে।' কশাভিঘাতমাত্রে বাজিগণ যেরূপ গন্তব্য দেশাভিমুখে ধাবমান হয়, অঙ্কুশাঘাতমাত্রে গজসমূহ যে প্রকার চলিতে আরম্ভ করে, সেইরূপ অনাদি বাসনাভ্যাস-বশতঃ প্রবোধিত হইয়া, প্রাণিগণ যথাস্ব সমুচিত ব্যবহার নিষ্পাদনপূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করে। *

লোকে যে, এই শব্দের, এই অর্থ, এইরূপ সময় বা সঙ্কেত করিয়া থাকে, প্রতিভাই তাহার কারণ। স্থূল দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারা যে সকল বিষয়ের সত্যতা সপ্রমাণ হয়, তাহাদিগকেই সত্য বলিয়া মানিব, তদতিরিক্ত কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব না, যাঁহাদের এইরূপ পণ, তাঁহারা কি, কাহাকেও নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে দেখিয়াছেন, মানুষ অপশব্দের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা আমরাও জানি, কিন্তু মানুষ কোন সাধুশব্দের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা কি, কোন প্রত্যক্ষবাদীর ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে? বক্তার অভিপ্রায় ভাল করিয়া না বুঝিয়া, ঝটিতি কোন উত্তর

---

* "অভ্যাসাৎ প্রতিভাহেতুঃ শব্দঃ সর্ব্বোঽপরৈঃ স্মৃতঃ।
বালানাং চ তিরশ্চাং চ যথার্থপ্রতিপাদনে॥"
"অনাগমশ্চ সোঽভ্যাসঃ সময়ঃ কৈশ্চিদিষ্যতে।
অনন্তরমিদং কার্য্যমস্মাদিত্যুপদর্শনম্॥"— বাক্যপদীয়।

প্রদান করা, সত্যানুসন্ধিৎসু তার্কিকের কর্ত্তব্য নহে। কত কথা পূর্ব্বে ছিল না, এক্ষণে হইয়াছে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, এই সকল কথা আমাদের বহুশ্রুত, তথাপি যে, আমরা বলিতেছি, কোন ব্যক্তি কোন নূতন শব্দ সৃষ্টি করেন নাই, ইহার অবশ্য কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে, বুঝিতে হইবে। এই শব্দের, এই অর্থ, মানুষ সাধারণতঃ লোক-পরম্পরায়, ইহা অবগত হয়েন সত্য, কিন্তু কেহই মূলতঃ শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। শব্দের জ্ঞান যে মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হইবে, সেই মাত্রায় 'অপশব্দ সকলও যে, সাধুশব্দেরই বিকৃতরূপ, ইহারাও যে, মূলতঃ সৃষ্ট নহে', তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

'এই পদ, এই অর্থের বোধক হউক, এই শব্দ হইতে, এই অর্থ বোদ্ধব্য', গদাধর বলিয়াছেন, এবম্প্রকার ঈশ্বর-সঙ্কেতই (ঈশ্বরেচ্ছাই) শব্দশক্তি ("ইদং পদমমুমর্থং বোধয়তু, অস্মাৎ পদাদয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ।"—শক্তিবাদ)। লৌগাক্ষি ভাস্কর 'এই শব্দ হইতে এই অর্থ বোদ্ধব্য', এইরূপ অনাদি সঙ্কেতকেই 'শব্দশক্তি' বলিয়াছেন। যাঁহারা অর্থ ও স্মৃতির অনুকূল পদ-পদার্থ-সম্বন্ধরূপ শক্তিকে ঈশ্বরেচ্ছা বা ঈশ্বরসঙ্কেত বলিয়াছেন, তাঁহারা, বলা বাহুল্য, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ মানুষকৃত, এইরূপ মতাবলম্বী নহেন। আমরা এইজন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, নৈয়ায়িকদিগের শব্দার্থসম্বন্ধের সাময়িকবাদ (Conventional theory) ও আধুনিক দার্শনিক-দিগের সাময়িকবাদ সর্ব্বথা একরূপ নহে।

পুরুষের প্রতিভাও যে, শব্দ বা বেদ হইতেই জন্মলাভ করে, তাহা শ্রবণ করিয়াছি। পুরুষের প্রতিভা যে, শব্দ বা বেদ হইতেই জন্মলাভ করে, এই কথার তাৎপর্য্য হইতেছে, যে কোনরূপ

কর্ম্ম হউক, তাহাই নাদহইতে উৎপন্ন হয়। 'নাদ' শব্দ চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতির স্পন্দমান অবস্থার বাচক। বেদ বা শব্দও চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি বুঝাইতে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কার কর্ম্মেরই হইয়া থাকে। অতএব শব্দ বা বেদই জ্ঞান এবং সংস্কারের হেতু। বেদকে যে জন্য জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই উভয়াত্মক বলা হইয়াছে, তাহা এই স্থলে চিন্তা করিবেন। শক্তি তামস, রাজস ও সাত্ত্বিকভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধশক্তির অক্ষপাশ বা ভাগবৈষম্য হইতে বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ। দেশ, কাল, ভূত ও ভৌতিকপদার্থ, ভৌতিকশক্তি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ইত্যাদি সকলেই শব্দ বা শক্তিভেদে ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করে। ভর্ত্তৃহরি এইজন্যই শব্দ বা বেদকে জ্ঞান ও সংস্কারের হেতু বলিয়াছেন।

ভর্ত্তৃহরির এই সকল কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করা সাধারণ প্রতিভাতে দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই। শব্দকে আমরা সাধারণতঃ বাস্তব সৎপদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারি না, নাম বা শব্দ আমাদের দৃষ্টিতে অর্থ হইতে ভিন্নজাতীয় পদার্থ। 'তাপ', এই পদ-বোধ্য অর্থকে সৎপদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারি, কারণ, ইহার অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব সকলেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাপ-সংযোগে যে, দ্রব্যের অণু সকল পরস্পর দূরবর্ত্তী হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু 'তাপ', এই শব্দের কি, তাদৃশ কোন শক্তির অস্তিত্ব পরীক্ষাদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে? শব্দকে আমরা এক একরূপ অনুভূতির কল্পিত বাচকরূপেই দেখিয়া থাকি। যাঁহারা শব্দকে বিশ্বজগতের কারণ বলিয়াছেন, শব্দ হইতে দেবতাদির উৎপত্তি হইয়াছে, যাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধান্ত, তাঁহারা যে, 'শব্দ'

বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, তৎপদার্থকে গ্রহণ করেন নাই, তাহাও কি, বুঝাইতে হইবে? তামস-শক্তি, রাজস-শক্তি, সাত্ত্বিক-শক্তি এবং চিচ্ছক্তি, অথবা (সংক্ষেপে বলিতে হইলে) ভোগ্য ও ভোক্তৃশক্তি 'শব্দ', এই পদদ্বারা লক্ষিত হইয়াছে, পাঠক যেন, তাহা বিস্মৃত না হয়েন। ভর্তৃহরি বহুপ্রকারেই শব্দের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। বৈয়াকরণেরা যাহা হইতে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে 'স্ফোট', এই নামে উক্ত করিয়াছেন। শাব্দিকগণ বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য, এই ত্রিবিধ অর্থ-প্রতিপাদক বাচক, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক শব্দসমূহের, অথবা তন্নিষ্ঠ জাতির বোধকরূপে 'স্ফোট' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। মানবতত্ত্বের 'বাগ্‌বিজ্ঞান' নামক প্রস্তাবে আমরা 'স্ফোট' কাহাকে বলে, যথাজ্ঞান, তাহা জানাইব।

'বেদ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে', এই কথার অভিপ্রায় কি, যথাবুদ্ধি তাহা জানাইবার একটু চেষ্টা করিলাম। 'বেদ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে', এই গম্ভীরার্থক শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্ম কি, যথাযথভাবে তাহা বুঝাইবার শক্তি যে, আমাদের নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তবে অহংকার প্রকাশ হইবে, জানিয়াও বলিতে বাধ্য হইলাম, যে মহাপুরুষ 'বেদ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে', এই গম্ভীরার্থক শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইতে (অবশ্য আমার বিশ্বাস) সমর্থ, এই অধমাধম অত্যল্পদিন তাঁহার চরণসেবা করিয়াছে, শ্রীগুরুদেব যে রীতিতে 'বেদ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে', এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য বুঝাইতেন, কিছুদিন তাহা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু প্রতিভার জড়তা-

বশতঃ তাঁহার সকল কথা বুঝিতে পারি নাই, এ মলিনমস্তিষ্কে তাঁহার অমূল্য উপদেশের সংস্কারও যথাযথভাবে পতিত হয় নাই। না হইলেও, যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহাই জানাইবার ইচ্ছা হয়, তবে দুঃখের সহিত বলিতেছি, অদ্যাপি সমানধর্ম্মা পাই নাই। শ্রীগুরুদেব বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিতে উপদেশ করিয়াছেন, যিনি বেদকে সেই দৃষ্টিতে দেখিবার প্রতিভা লইয়া, এই সংসারে আসিয়াছেন, ভাগ্যক্রমে তাদৃশ কোন পুরুষের হস্তে যদি এই অকিঞ্চনের গ্রন্থ পতিত হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইলাম মনে করিব।

আমরা আজকাল 'বিজ্ঞান' (Science) বলিতে যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকি, তাঁহারা প্রধানতঃ বেদ বা শব্দের তামস ও রাজস অর্থেরই পরমাণু ও অণুনিষ্ঠ প্রতিভারই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন। ভূততন্ত্র (Physics) ও রসায়নতন্ত্র (Chemistry) যে, অণু ও পরমাণুনিষ্ঠ প্রতিভারই অথবা শব্দ এবং শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ের সংস্কারেরই ব্যাখ্যা করেন, বৈজ্ঞানিকগণ বোধ হয়, তাহা অস্বীকার করিবেন না। অণু ও পরমাণুর স্পন্দন অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন। অণু ও পরমাণু সকল (Molecules and atoms) কি কি কর্ম্ম করিয়া থাকে? ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র পাঠ করিলে, অণু ও পরমাণু সকলের প্রধানতঃ কত প্রকার কর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায়? আমাদের বোধ হয়, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, অণু ও পরমাণু সকল প্রধানতঃ এই দ্বিবিধ কর্ম্মই করিয়া থাকে। কর্ম্মভেদানুসারে দ্রব্যের নাম ও জাতিভেদ হইয়া থাকে। অণু ও পরমাণু সকল

যখন সামান্যতঃ দ্বিবিধ কর্ম্ম করে, তখন ইহাদিগকে দুইটী প্রধান-ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভূততন্ত্রবিদ্ সুধীগণের মধ্যে কেহ কেহ আকর্ষণাত্মক (Attractive) ও বিপ্রকর্ষণাত্মক (Repulsive), অণু বা পরমাণুপুঞ্জকে এই দুই নামে লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহাদিগকে এই দুই জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের উপদেশ, অণু বা পরমাণু সকলও ত্রিগুণ-পরিণাম—ত্রিগুণের কার্য্য ; অতএব ইহারা ত্রিগুণাত্মক। অণুসমূহ ত্রিগুণাত্মক বটে, তবে সকল অণুতে গুণত্রয়ের ভাগ সমান নহে বলিয়া, ইহাদিগকে (গুণের আধিক্যানুসারে) সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস, এই তিনটী প্রধানশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ রাজস ও তামস অণুসমূহকেই আকর্ষণাত্মক ও বিপ্রকর্ষণাত্মক বলিয়া থাকেন। আমরা এইজন্য বলিয়াছি, বিজ্ঞান শব্দ বা বেদের তামস ও রাজস প্রতিভারই, আধিভৌতিক কর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করেন। আকর্ষণাত্মক অণু স্বীয় ধর্ম্ম বা প্রতিভাবশতঃ সর্ব্বদা আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং বিপ্রকর্ষণাত্মক অণু নিয়ত বিপ্রকর্ষণ করে। দুইটী সজাতীয় অণুর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়াবশতঃ কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, অপিচ বিজাতীয় অণুদ্বয়েরই বা অন্যোন্য-ক্রিয়ানিবন্ধন কিরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র তাহা স্থির করিবার চেষ্টা করেন। অণু সকলের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া (Mutual action)-বশতঃ কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা স্থির করিতে হইলে, উপাদান ও নিমিত্ত বা সহকারী, এই দ্বিবিধ কারণেরই স্বরূপ জানা আবশ্যক। অণুর শক্তি এবং কাল, দেশ বা দূরত্ব (Time and space or distance) ও দিক্ (Direction) ইহা-

দের স্বরূপনির্ণয় না হইলে, অণু সকলের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়াবশতঃ যে যে রূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা জানা যাইতে পারে না। নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে অবস্থিত, আকর্ষণাত্মক সমবল 'ক' ও 'খ' এই দুইটী অণু অন্যোন্য ক্রিয়াবশতঃ যে সকল স্পন্দন (Vibrations) আরম্ভ করে, সেই সকল স্পন্দনের ক্রম ও আয়াম (Amplitude) সতত সমান হইয়া থাকে। 'ক' অণু 'খ' অণুকে যে বলে আকর্ষণ করিবে, 'খ' অণুও 'ক' অণুকে সেই বলেই (উভয়ে সমবল বলিয়া) আকর্ষণ করিবে। পরস্পর আকৃষ্ট অণুদ্বয় পরস্পরের অভিমুখে সমবেগে চলিতে চলিতে উভয়ের ('ক' ও 'খ' এর) মধ্যবর্ত্তী 'গ' নামক বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হইবে। দুইটী আকর্ষণাত্মক অণু যদি সমবল না হয়, তাহা হইলে, উহাদের অন্যোন্য আকর্ষণবশতঃ স্পন্দনের আয়াম বিষম হইবে, অপিচ যাহার বল অধিক, হীনবল তাহারই নিকটে গমন করিবে। বৈশেষিকদর্শন প্রথমোক্ত আণবিক সংযোগকে 'উভয়কর্ম্মজ', এবং শেষোক্ত আণবিক সংযোগকে অন্যতরকর্ম্মজ সংযোগ বলিয়াছেন ("অন্যতরকর্ম্মজ উভয়কর্ম্মজঃ সংযোগজশ্চ সংযোগঃ।"—বৈশেষিকদর্শন ৭।২।৯)। দুইটী সমবল আকর্ষণাত্মক ও বিপ্রকর্ষণাত্মক অণু যদি পরস্পরের প্রতি ক্রিয়া করে, তাহা হইলে, উভয়ে পরস্পর সমদূরবর্ত্তী হইয়া থাকে। বৈশেষিকদর্শন কর্ম্মকে সংযোগবিভাগাত্মক বলিয়াছেন। কর্ম্মকে সংযোগ-বিভাগাত্মক বলাতেই সকল কথা বলা হইয়াছে। সংযোগ ও বিভাগ, উভয়েই অন্যতর-কর্ম্মজ, উভয়-কর্ম্মজ ও সংযোগজ-ভেদে ত্রিবিধ ("এতেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ।" —বৈশেষিকদর্শন)। অণুসকলের অন্যোন্য-ক্রিয়াবশতঃ স্পন্দন (Vibration) হইতে বিবিধ আকার (Forms), বর্ণ, রস,

ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। জ্যামিতিক মূর্ত্তি বা অবয়ব সংস্থানের (Geometrical shapes) আণবিক স্পন্দনই কারণ। আণবিক স্পন্দন হইতে অণুসমূহের সংযোগ ও বিভাগ, এই দ্বিবিধ কর্ম্মই সাধিত হইয়া থাকে। 'স্পন্দন' কোন্ পদার্থ? অত্যল্প চিন্তাতেই উপলব্ধি হইবে, শব্দ ও স্পন্দন এক পদার্থ (All vibrations is fundamentally sound)। ভর্ত্তৃহরি এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, "প্রযত্ন-প্রেরিত আকাশ হইতে শব্দাখ্য পরমাণুসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে," "অণুসকল ভেদ-সংসর্গবৃত্তিক বিন্দু ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে।" শব্দ হইতে যে, আকারের উৎপত্তি হয়, স্পন্দনের ভেদই যে, জ্যামিতিক মূর্ত্তি-ভেদের হেতু, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, পরীক্ষাদ্বারা এই বিষয়ের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করিতেছেন। "আধিভৌতিক দৃষ্টিতে 'শব্দ' শক্তি, কর্ম্ম বা মোশন্ (Motion) মাত্রের বাচক, তাপ, তড়িৎ, আলোক, চৌম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি শব্দেরই ভিন্ন-ভিন্ন পরিণাম," পূর্ব্বোক্ত এই শাস্ত্রীয় উপদেশ যে, কাব্য নহে, অতঃপর তাহা বলা যায় না কি? 'শব্দব্রহ্ম হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে' ("বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞে"), এই বেদ-বাক্য যে, কল্পনার বিজৃম্ভণ নহে, তাহা অঙ্গীকার করা উচিত নহে কি?

প্রত্যক্ষবাদাত্মক দর্শন (Empirical Philosophy) ভূত, ভৌতিকশক্তি বা কর্ম্ম (Matter and Motion), শক্তিসাতত্য (Conservation of energy or Persistence of force), এই পদার্থত্রয়ের ইন্দ্রিয়গম্য রূপ (As they appear to experience), অথবা জড়বিজ্ঞান ইহাদের যে প্রকার স্বরূপ অবধারণ করিয়াছেন,

তদ্দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের ব্যাখ্যানের চেষ্টা করেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার সূর্য্য, পৃথিবী, সোম, অন্যান্য গ্রহ ইত্যাদি পদার্থের বিকাশ ও বিনাশ—তিরোভাব কিরূপে হয়, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, বিশ্বের নৈহারিকী বা বাষ্পময়ী অবস্থা, এবং মাধ্যাকর্ষণশক্তি, এই দুইটীকেই আশ্রয় করিয়াছেন, ভূত বা পরমাণু, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধশক্তি, এবং শক্তি-সাতত্য, ইহারাই ইহাঁর মতে সর্ব্বপ্রকার পরিণামের কারণ। আকর্ষণশক্তির প্রবলতাবশতঃ জড় বা অচেতন অণুসকল পরস্পর সমাকৃষ্ট হইয়া, যখন কঠিনাকার ধারণ করে, শীতল হয়, অর্থাৎ যখন জীবের বাসযোগ্য পৃথিবীরূপে পরিণত হয়, তখন সজীব-পদার্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। জড় বা অপ্রাণ পদার্থ হইতে কিরূপে প্রথমে সজীব পদার্থের অভিব্যক্তি হইল, পণ্ডিত স্পেন্-সার সে সম্বন্ধে কোন কথা (লোকে পাছে তাঁহাকে কল্পনার রাজ্যে বিচরণশীল পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করে, পাছে প্রত্যক্ষপ্রমা-ণের অবিষয় পদার্থের কথা বলিতে হয়, এইজন্য, অথবা জীবের প্রথমাভিব্যক্তি-তত্ত্ব স্থূল প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা নির্ণেয় নহে, এই হেতু) বলেন নাই, প্রথমাভিব্যক্ত সজীব পদার্থসমূহ প্রোটোপ্লাজ-মের সূক্ষ্ম গোলকাত্মক। এই সূক্ষ্ম গোলকাকার পদার্থসমূহ কালে অবিশ্রাম সংবিভাগ ও সংযোগদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতর, উচ্চতম জীবরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সজীব পদার্থের সুখ-দুঃখের অনুভবশক্তির (Feelings of pain and pleasure) অভিব্যক্তি হইতেই ক্রমশঃ মনের বিকাশ হয়, মানস বৃত্তিসমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে। মানস বৃত্তিসমূহের সমধিক স্ফুরণ হইলে, মানবীয় মনের (Human mind) বিকাশ হয়। সুখ-দুঃখের

অনুভব, বিজ্ঞান, ইচ্ছা ইত্যাদি মনোবৃত্তিসমূহ পরিপুষ্ট ও পরিপক্ক মনেই পূর্ণভাবে স্ফুরিত হয়। ইহার পর মনুষ্য-সমাজ-শরীরের গঠন হইয়া থাকে। ধর্ম্ম, নীতি, আচার, রাজ্য (Forms of Government), শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদির অভিব্যক্তি ও ক্রমোন্নতি হয়। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের দর্শনে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। পণ্ডিত স্পেন্সার জগতের ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া, মানুষ স্থূল-প্রত্যক্ষদ্বারা যাহা জানিতে পারে, যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দর্শন ও পরীক্ষার বিষয়ীভূত হয়, তাহাদিগদ্বারাই যে, বিশ্বের আদ্যন্তের স্বরূপ-বর্ণন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করিলে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। পূর্ণদর্শন (Rational Philosophy) প্রত্যক্ষ-প্রমাণদ্বারা পরিজ্ঞাত বিষয় সকলের তর্ক বা মানস পরীক্ষাদ্বারা ন্যূনতা নিরাকরণের, বা তাহাদের যাথার্থ্যের উপপত্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন, বিকার বা কার্য্যসমূহের মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, স্বতঃবিদ্যমান (Self-existent), অনন্যাপেক্ষ বা পূর্ণ তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। প্রত্যক্ষবাদমূলক (Empirical) ও পূর্ণ (Rational), এই উভয়বিধ দর্শনের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। আমাদের বিশ্বাস, পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, প্রত্যক্ষবাদমূলক ও আন্বীক্ষিক, এই দ্বিবিধ দর্শন যাবৎ একীভূত না হইতেছে, তাবৎ দর্শনের পূর্ণরূপের বিকাশ হইবে না। 'বেদ' বা বেদমূলক দর্শনসমূহই প্রকৃত পূর্ণ দর্শন কি না, পাঠক পক্ষপাত-বিরহিত হৃদয় লইয়া, তাহা বিচার করুন।

অণু ও পরমাণুর স্পন্দন হইতে মনুষ্যের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম সংঘটিত হয়, তৎসমুদায়ই প্রত্যক্ষবাদমূলক

দর্শনের পরীক্ষণীয়। ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্র অণু ও পরমাণুর স্পন্দন-কর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধান করেন। জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদ্ বিদ্যা, শারীরসংস্থান ও শারীরকর্ম্ম বিদ্যা) জৈবশরীরের জন্মাদি ষড়্ভাব-বিকারের স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করেন। মনো-বিজ্ঞান মনের উৎপত্তি ও ক্রিয়া-তত্ত্বের গবেষণা করিয়া থাকেন। জীব-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান, প্রত্যক্ষবাদীর দৃষ্টিতে ভূততন্ত্র ও রসায়নতন্ত্রেরই রূপান্তর, কারণ, প্রাণ ও মনঃ ইহাঁর মতে ভূত ও ভৌতিকশক্তিরই পরিণাম। প্রাণ ও মনঃ যখন ভূত ও ভৌতিকশক্তির পরিণাম, তখন বলা বাহুল্য, আণবিক পরিস্পন্দনের নিয়মদ্বারাই প্রাণ ও মনের পরিস্পন্দনের স্বরূপ নির্ণীত হইবে। প্রত্যক্ষবাদীরা আণবিক পরিস্পন্দনের যে সকল নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারগ হইয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রাণ ও মনের স্বরূপ নিরূপিত হয় কি না, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। আমাদের ধারণা, হয় না, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও অনেকে এইরূপ মত পোষণ করেন। এক্ষণে প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকগণ 'বুদ্ধিপূর্ব্বক' ও 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক', এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিতে হইবে।

লক্ (LOCKE) বলিয়াছেন,—"বিবিধ মানস ও দৈহিক কর্ম্মের আরম্ভ ও নিবৃত্তি, আমরা যে, শুদ্ধ আমাদের মনের সংকল্প দ্বারা করিতে সমর্থ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।" বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের রূপ লকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহাদের স্বরূপাবধারণের চেষ্টা করেন নাই। হিয়ুম্ (HUME) বলিয়াছেন, আমাদের শরীরের

চেষ্টা যে, আমাদের ইচ্ছাশক্তির আদেশানুসারে হইয়া থাকে ("The motion of our bodies, follows upon the command of our Will"), তাহা আমরা প্রতিক্ষণেই উপলব্ধি করিতেছি, কিন্তু কিরূপে ইহা হয়, কোন্ ধর্ম্ম বা শক্তিবশতঃ আমাদের ইচ্ছা এই প্রকার অসামান্য ব্যাপার নিষ্পাদন করিয়া থাকে, তাহা আমরা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। হার্ট্‌লে (HATLEY) অনুমান করিয়াছিলেন, স্বয়ংনিষ্পন্ন (Automatic) ও সংকল্প-পূর্ব্বক (Voluntary), এই দ্বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম-সমূহ, ঐন্দ্রিয়ক ক্রিয়া-জ্ঞান-নিমিত্তক, এবং বুদ্ধি বা সংকল্পমূলক কর্ম্মসকল চিত্তের ভাবনাখ্য সংস্কারাধীন ("The first dependent upon sensation, the last upon Ideas")। হার্ট্‌লের এইরূপ অনুমান দোষমুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র এবং অন্যান্য আভ্যন্তর শারীরযন্ত্রসমূহের ক্রিয়া যে, ঐন্দ্রিয়ক-ক্রিয়া-নিমিত্তক নহে, তাহা স্থির। অপিচ চিত্তের ভাবনাখ্য সংস্কারও কখন কখন স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মের উদ্দীপক কারণ হইয়া থাকে। হাস্যজনক ঘটনার সংস্কার যখন জাগিয়া উঠে, তখন আমরা হাস্যসম্বরণ করিতে পারি না। এইরূপ বহু কর্ম্ম আমরা দেখিতে পাই, যাহারা প্রথমতঃ সংকল্প বা মনের অবধানতা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না, কিন্তু অভ্যস্ত হইলে, মনের অবধানতা অপেক্ষা না করিয়া, নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। * জেমস্ মিল্

---

* "That actions, which are at first Voluntary, tend after a time, when frequently repeated, to become truly Automatic."—*The Brain as an Organ of Mind, by H. C. Bastion, M.A., M.D., F. R. S., p. 549.*

(JAMES MILL) বলিয়াছেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণ দেখা যায় না, যাহার জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে পৃথক্‌রূপে নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারে। * বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে হইলে, ইহাদের উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণের তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক। যে সকল কর্ম্মে আমাদের মনের প্রভুত্ব আছে, যে সকল কর্ম্ম ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারার্থ ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্পাদিত হয়, সেই সকল কর্ম্মের নিষ্পত্তিতে কিরূপ স্নায়ু ও পেশীর কার্য্যকারিতার প্রয়োজন হয়, 'ইচ্ছাশক্তি' ভৌতিকশক্তি হইতে ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ কি না, ইচ্ছার আদ্যুৎপত্তিস্থান কোথায়, অপিচ যে সকল কর্ম্মকে অবুদ্ধি-পূর্ব্বক বলিয়া পরিগণিত করা হয়, তাহাদের নিষ্পত্তিতেই বা কিরূপ স্নায়ু ও পেশীর কার্য্যকারিতার আবশ্যক হইয়া থাকে, কিরূপ শক্তিদ্বারা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের প্রারম্ভস্থান কোথায়, ইত্যাদি বিষয়ের সমীচীন মীমাংসা না হইলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য-বিচার যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হইবে না।

আধুনিক প্রত্যক্ষবাদাত্মক দর্শন বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া,

---

* "There appears no circumstnnce by which the cases of volutary are distinguished from the involuntary, except that in voluntary there exists a Desire."—*Anlysis of the Human Mind, by James Mill.*

প্রধানতঃ শারীরবিজ্ঞানকেই (Physiology) আশ্রয় করিয়াছেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইলে, কৈন্দ্রিক ও পারিধ (Central and peripheral) স্নায়ুবিধানের সংস্থান ও ক্রিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই। তথাপি ইহাও বলিতে হইবে যে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধি-পূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের প্রকৃত দার্শনিক-রীতিতে তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিতে হইলে, কেবল স্নায়ুবিধানের সংস্থান ও ক্রিয়ার ইন্দ্রিয়গম্য স্বরূপদর্শনের উপরি নির্ভর করিলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না। বিশ্বজগতের সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বক, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক, যাঁহারা তাহা স্থির করিতে ইচ্ছুক, স্নায়ুবিধানের নির্ম্মাণে সংকল্পের কার্য্য-কারিতা আছে কি না, যাঁহাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হয়, স্নায়ুযন্ত্রের আকারাদি ধর্ম্মগত ভেদই উহাদিগকে বিশেষ, বিশেষ-রূপ ক্রিয়াকারী করিয়াছে, অথবা বিশেষ, বিশেষরূপ ক্রিয়া-নিষ্পাদনের প্রয়োজন, বিশেষ, বিশেষ প্রতিভা বা পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কার উহাদের আকারাদি ধর্ম্মগত ভেদের কারণ, যাঁহারা এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, সমুদায় শরীরের মধ্যে মস্তিষ্কই (Brain) ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, জ্ঞান ইত্যাদির অভিব্যক্তি ও ক্রিয়াক্ষেত্র হইল কেন, যে শেল্ (Cell)-নামক পদার্থ স্নায়ু-বিধানের উপাদান, তাহাই পেশী, শিরা, ধমনী, অস্থি, যকৃৎ, ফুস্ফুস্ ইত্যাদিরও উপাদান, শেলস্ (Cells) সমূহের পরস্পরের মধ্যে যে, কোনরূপ পার্থক্য আছে, রাসায়নিক, ভৌতিক বা আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাদ্বারা তাহা নির্ণীত হয় নাই, তথাপি ইহারা কিরূপে ভিন্ন-ভিন্ন আকারাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াকারী যন্ত্রসকলের নির্ম্মাণ করিল, যাঁহাদের এইরূপ জিজ্ঞাসা হয়, বিনা

কারণে কোন কার্য্য হয় না, কোন কার্য্যই নির্নিমিত্ত বা আকস্মিক (Result of chance) নহে, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, এবং এই প্রকার ধারণাবশতঃ যাঁহারা মনুষ্যাদি জীবের শারীর-যন্ত্রসমূহের সংখ্যাবিশেষের, সংস্থান বা অবয়বসন্নিবেশের কারণ কি, তাহা জানিতে চাহেন, নরদেহে দ্বাদশযুগ্ম কারোট স্নায়ু (Cranial nerves), এবং একত্রিংশৎযুগ্ম কাশেরুক-মাজ্জের স্নায়ু (Spinal nerves) হইল কেন, পৃষ্ঠবংশের ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের স্নায়ুযুগ্মের সংখ্যা তত্রত্য কশেরুকা সকলের সংখ্যার অনুরূপ হইল, কিন্তু গ্রীবাদেশীয় (Cervical) ও ত্রিকাস্থির (পৃষ্ঠমূলাস্থি—Coccygeal) স্নায়ু সকলের সংখ্যা তদনুরূপ হইল না, ইহার হেতু কি, যাঁহারা বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে ইচ্ছা করেন, নরশরীরবিজ্ঞানের (অবশ্য এপর্য্যন্ত ইহাঁর যতদূর উন্নতি হইয়াছে) আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহারা চরিতার্থ হইতে পারিবেন না, নরশরীরবিজ্ঞানের আজিও তাঁহাদের অভাব মিটাইবার যোগ্যতা হয় নাই। এপর্য্যন্ত কোন দেশের কোন ব্যক্তি কি, এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে সমর্থ হইয়াছেন ? কোন দেশের কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে কি, এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় ? বেদ কি, এই সকল প্রশ্নের সমাধান (বৈজ্ঞানিকের হৃদয় যেরূপ সমাধানে পরিতৃপ্ত হয়) করিতে পারিয়াছেন ? সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয় লইয়া, চিত্ত হইতে রাগ-দ্বেষের দুরপনেয় মলকে প্রোৎসারিত করিয়া, ঐন্দ্রিয়ক সুখভোগের লালসাকে শম ও দম-গুণদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক, প্রকৃত জ্ঞানই প্রাণ, প্রকৃত জ্ঞানই আনন্দ, এই বোধকে দৃঢ় করিয়া, আলস্যাদি তমোগুণের শৃঙ্খলসমূহকে সত্ত্বগুণানুপ্রাণিত

রজোগুণময় শাণিত অসিদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক, মানবোচিত হৃদয়বান্, বিশালপ্রাণ ধনীর সাহায্য পাইয়া, পরিশেষে সত্যময়, জ্ঞানময়, পরম-কারুণিক পরম-পিতা শ্রীভগবান্ ও তাঁহারই রূপান্তর কোন বেদজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণের অনন্যগতি বালক সন্তানের ন্যায় শরণ-গ্রহণপূর্ব্বক, 'বেদ' এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিবার যোগ্য কি না, যিনি তাহা জানিতে চেষ্টা করিবেন, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের বিশ্বাস, তাঁহারই চেষ্টা ফলবতী হইবে। বেদমুখে শুনিয়াছি, 'বেদ অনন্ত', * অতএব বেদে কি আছে, কি নাই, তাহা কেমন করিয়া বলিব? যাঁহারা বেদকে ঈষৎসভ্য কবি-হৃদয়প্রসূত পদার্থ বলিয়া বুঝিয়াছেন, ঋগ্বেদাদির লিখিত বা মুদ্রিত অংশসমূহই যাঁহাদের বিশ্বাস, বেদের পূর্ণরূপ, যাঁহাদের প্রতিভা বেদের বয়ঃ পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তকে

---

* ভরদ্বাজ সংকল্প করিয়াছিলেন, আমি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিব। সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিতে হইলে, তদুপযুক্ত আয়ুঃ চাই, পরিমিত আয়ুষ্ক হইয়া সমগ্র বেদাধ্যয়ন সম্ভব নহে, তা'ই তিনি আরাধনাদ্বারা ইন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার সকাশ হইতে তিন শত বৎসর ব্যাপক আয়ুঃ লাভপূর্ব্বক, এই দীর্ঘকাল যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্যপালন ও বেদাধ্যয়নে অতিবাহিত করেন। তিন শত বৎসর পরিমাণ আয়ুঃ যখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, যখন তিনি স্থবিরাবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন এক দিন শয়ান আছেন, এমন সময়, ইন্দ্র তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন, ভরদ্বাজ! যদি তোমাকে আর এক শত বৎসর ব্যাপী আয়ুঃ প্রদান করি, তাহা হইলে, তুমি কি কর? ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন, ব্রহ্মচর্য্যপালন ও বেদাধ্যয়ন করি। ইন্দ্র ভরদ্বাজের এই কথা শ্রবণ করিয়া, বলিয়াছিলেন, ভরদ্বাজ! 'বেদ' অনন্ত, সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিব, এইরূপ সংকল্প ত্যাগ কর।—"সহোবাচ। ভরদ্বাজেত্যামন্ত্র্য। বেদা বা এতে। অনন্তা বৈ বেদাঃ।"—তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, ৩.১০।১১।

অভ্রান্ত বলিয়া বুঝাইয়াছে, মনে হয়, বেদে কি আছে, কি নাই, তাঁহারা তাহা জানিবার যোগ্য পাত্র নহেন। বেদপ্রাণ ঋষিরা বেদের যে রূপ দেখিয়াছিলেন, ভগবান্ যাস্কের উপদেশানুসারে বলিতেছি, বেদের সে রূপ দর্শনপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইতে হইলে, তপস্যা করিতে হইবে ("তপসা পারমীপ্সিতব্যম্।"—নিরুক্ত), ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে, বিগলিতাভিমান হইতে হইবে, মনকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিতে হইবে, বেদজ্ঞ গুরুচরণের সেবা করিতে হইবে। * ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, 'জগতে যত প্রকার বিদ্যা আছে, তৎসমুদায়ই মন্ত্রার্থমূলক'। ভগবান্ যাস্ক কি উদ্দেশ্যে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করা উচিত। ঋষিরা সরলহৃদয়ের লোক ছিলেন (অসভ্য লোক স্বভাবতঃ সরল হইয়া থাকে), কূপ-মণ্ডূক ছিলেন, বিজ্ঞান-পারাবারের অনন্তরূপ তাঁহাদের সংকীর্ণচিত্তে পতিত হয় নাই, তা'ই তাঁহারা বেদকে সর্ব্ববিদ্যার আকর বলিয়াছেন, বেদের অবিষয় বিজ্ঞান নাই, এইরূপ বিশ্বাস করিয়াছেন। আজকাল অনেকেই যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা আমরা জানি, তথাপি বলিতেছি, যদি কোন আর্য্যবংশধরের হৃদয় এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রবণে তৃপ্ত হইতে না পারে, তাহা হইলে, তিনি যেন ভগবান্ যাস্কের উক্ত বাক্যের মধ্যে কোন সার আছে কিনা, তাহা চিন্তা করেন।

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভাগ, অস্থি প্রভৃতির সংখ্যা, অবয়ব-সন্নিবেশের নিয়ম, ইত্যাদি বিষয়ের বেদে বহু উপদেশ

---

* ঋগ্বেদের অষ্টমাষ্টকের ৭১ সূক্তে কিরূপ ব্যক্তি বেদের প্রকৃত অর্থ জানিবার অধিকারী, বেদ কোন্ পুরুষকে নিজরূপ প্রদর্শন করেন, তাহা উক্ত হইয়াছে।

আছে। বেদ বলিয়াছেন, বর্ণের বৈশেষ্য যে কারণে হইয়াছে, সেই কারণেই শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশেষ্য হইয়াছে। অকারাদি বর্ণতত্ত্ব এবং ছন্দের স্বরূপ যথাযথভাবে বিদিত হইলে, দিক্, কাল ও ক্রমের প্রকৃতরূপ চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হইলে, বিশ্বজগতের শরীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান (Anatomy, Physiology and Psychology) ও আত্মবিজ্ঞানের প্রকৃতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকশ্রুতি পাঠ করিলে, পাঠক জানিতে পারিবেন, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহার মূলে কিছু সত্য আছে কি না। ঐতরেয় আরণ্যক পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে (যদি কাহারও পাঠ করিবার প্রবৃত্তি হয়) কতিপয় কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথম কথা, 'বেদ' পাশ্চাত্য দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় বহুভাষী নহেন, অল্প কথায় তত্ত্বোপদেশ বেদের রীতি; ঋষিগণও এই রীতিরই অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা, বেদ বিশ্বদর্শন, প্রত্যেক বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ অর্থ আছে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ অর্থেরই বেদ সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৃতীয় কথা, বেদে রূপকাদি অলঙ্কারের ব্যবহার আছে বটে, কিন্তু ইনি অসত্যকে সত্য বলিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে অলঙ্কারের ব্যবহার করেন নাই, সত্যের রূপ বিশদভাবে প্রকটিত করিবার নিমিত্ত অলঙ্কারের ব্যবহার করিয়াছেন, বেদের অলঙ্কার অস্থির-শোভাতিশায়ী নহে, বেদের অলঙ্কার ব্যাপ্তি-জ্ঞানেরই প্রসারণ করে। বেদের কোথাও অতিপ্রাকৃতিক কথা নাই। প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সংকীর্ণতাবশতঃ অনেক সময়ে বেদের উপদেশ অতিপ্রাকৃতিক বলিয়া

বোধ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা তাহা নহে। বেদই বলিয়াছেন, "ঐন্দ্রিয়ক বা পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের আবরণ ভেদ করিতে না পারিলে, অতীন্দ্রিয়—অচিন্ত্য—সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকাদি ভাবসমূহের রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।" যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণের কথা ছাড়া আর কাহারও কথাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা যে, বেদে বহু অতিপ্রাকৃতিক কথা দেখিতে পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? চতুর্থ কথা, বেদের প্রকৃত অর্থ-পরিগ্রহ করিতে হইলে, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, শিক্ষা ও কল্প, এই ছয়টী, বেদের অঙ্গের সহিত প্রকৃত পরিচয় থাকা আবশ্যক। পঞ্চম কথা, আপাতদৃষ্টিতে বেদের কথার মধ্যে বিশেষ সার আছে বলিয়া বোধ না হইলে, উহাকে বালকোচিত কথা জ্ঞানে ত্যাগ করিবেন না, উহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সার আছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া, সার নিষ্কাশনের চেষ্টা করিবেন। চরম কথা, বেদার্থ পরিগ্রহ করিবার জন্য চিত্তের সংস্কার আবশ্যক। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়াছেন, ইহা আমাদের কথা নহে।

বেদ বলিয়াছেন, সিসৃক্ষু প্রজাপতির মুখ হইতে গায়ত্রীর উৎপত্তি হইয়াছে, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী অগ্র, অঙ্গের মধ্যে শিরঃ অগ্র। অগ্নি বা সূর্য্য শিরঃ ও গায়ত্রীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ("অথাতঃ শিরঃ স্তদ্‌গায়ত্রীষু ভবত্যগ্নির্বা অর্কঃ। * * *"—ঐতরেয় আরণ্যক)। প্রাণ সূত্রাত্মা, সূত্রদ্বারা যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা দূরবর্ত্তী বস্তুসকলকে গ্রথিত—একীভূত করা হয়, সেইরূপ প্রাণ অণুসমূহকে গ্রথিত করিয়া, শরীর নির্ম্মাণ করে। প্রাণ শরীরাবয়ব সমূহের সন্ধাতা ("প্রাণো বৈ সুদদোহাঃ প্রাণেন পর্ব্বাণি সন্দধাতি।"—

ঐতরেয় আরণ্যক)। প্রজাপতি নবসংখ্যক কপাল একত্র সংযোজন-পূর্ব্বক মনুষ্যের শির নির্ম্মাণ করিয়াছেন ("তা নব ভবন্তি নব-কপালং বৈ শিরোদশমীং শংসতি।"—ঐতরেয় আরণ্যক)। শিরের 'শিরঃ,' এই নাম হইল কেন? চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, বাক্, প্রাণ, ইহারা শির'কে আশ্রয়পূর্ব্বক কার্য্য নিষ্পাদন করে, চক্ষুরাদির শির'ই ব্যবহার-নিষ্পত্তির স্থান—যন্ত্র, আত্মা সর্ব্বব্যাপক হইলেও, শির'কে অভিব্যক্তি-ক্ষেত্রজ্ঞানে আশ্রয় করেন, এই জন্য শিরের 'শিরঃ,' এই নাম হইয়াছে ("ঊর্দ্ধং ত্বেবোদসর্পত্তচ্ছিরোঽশ্রয়ত যচ্ছিরোঽ-শ্রয়ত তচ্ছিরোঽভবত্তচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বং তা এতাঃ শীর্ষঞ্ছ্রিয়ঃ শ্রিতাশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাক্ প্রাণঃ শ্রয়ন্তেঽস্মিঞ্ছ্রিয়ো য এবমেতচ্ছিরসঃ শিরস্ত্বং বেদ।"—ঐতরেয় আরণ্যক)। প্রজার সার হৃদয়, হৃদয়ের সার মনঃ। শ্রুতি হৃদয়কে যে, প্রজার সার বলিয়াছেন, তাহার কারণ, হৃদয় জীবাত্মার স্থান। মনকে যে, হৃদয়ের সার বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, 'মন' জ্ঞানশক্তিযুক্ত। মাংসময় অষ্টদলের জ্ঞানশক্তি নাই ("প্রজানাং রেতো হৃদয়ং হৃদয়স্য রেতো মনো * * *" —ঐতরেয় আরণ্যক। "হৃদয়স্য সারং মনঃ জ্ঞানশক্তিযুক্তত্বাৎ। ন তু মাংস-ময়ানামষ্টদলানাং তচ্ছক্তিরস্তি।"—ঐতরেয় আরণ্যকভাষ্য)। প্রাণ শরী-রের বংশ—আধার স্বরূপ, কারণ চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ইত্যাদি সকলেই প্রাণকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। প্রাণ আত্মার উষ্মরূপ, অস্থি সকল স্পর্শরূপ, মজ্জা স্বররূপ, এবং মাংস, লোহিত (শোণিত), প্রভৃতি অন্তস্থরূপ। অস্থি, মজ্জা ও পর্ব্ব, এই তিনের সংখ্যা-নির্ণয় করিবার সময়ে ঐতরেয় আরণ্যক বলিয়া-ছেন, অস্থি, মজ্জা ও পর্ব্ব, এই তিনের প্রত্যেকে ষষ্টি অধিক শতত্রয় (৩৬০)। অতএব তিনের মিলিত সংখ্যা অশীত্যুত্তর

সহস্র (১০৮০)। ইহারা শরীরের দুই পার্শ্বস্থ অস্থ্যাদির সংখ্যা, সুতরাং এক এক পার্শ্বের সংখ্যা ৫৪০। আদিত্যের রশ্মি-সংখ্যার সহিত শরীরের অস্থ্যাদির সংখ্যার সাম্য আছে বলিয়া, শ্রুতি শরীরকে আদিত্যরূপ বলিয়াছেন। অস্থ্যাদির প্রত্যেকের ৩৬০ সংখ্যা হইল কেন? ইহারা বৃহতীছন্দস্ক; এক বৃহতী ষট্‌ত্রিংশৎ অক্ষরাত্মিকা; দশ বৃহতীর অক্ষর সংখ্যা ৩৬০। ত্রিগুণিত ৩৬০ = ১০৮০।*

ঐতরেয় আরণ্যকের এই সকল কথা শ্রবণানন্তর, যিনি ঝটিতি ইহাদের মধ্যে কোন সার নাই, ইহারা কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্কপ্রসূত, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাঁহাদের বেদাধ্যয়নের অধিকার নাই, তাঁহারা যতই বেদ হইতে দূরে থাকিবেন, ততই মঙ্গল। আর যাঁহাদিগের মনে হইবে, আমরা আপাতদৃষ্টিতে বুঝিতে না পারিলেও, ইহাদের মধ্যে অনেক তথ্য আছে, তাঁহারা আমাদের প্রাগুক্ত কথাগুলি স্মরণপূর্ব্বক এই শ্রুতিবচন সমূহ হইতে সার নিষ্কাসনের চেষ্টা করিবেন। প্রতীচ্য শারীরবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলে, যে লাভ হয়, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে, তাহা হইতে অধিকতর লাভ হয় কি না, তাহা বিচার করিবেন, তবে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে প্রতীচ্য শারীরবিজ্ঞান যে, অবশ্য পাঠ্য, তাহা সহস্রবার বলিব।

---

* "প্রাণো বংশ ইতি স্থবিরঃ শাকল্যস্তদ্যথা শালাবংশে সর্ব্বেহন্যে বংশাঃ সমাহিতাঃ স্যুরেবমস্মিন্ প্রাণে চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাগিন্দ্রিয়াণি শরীরং সর্ব্ব আত্মা সমাহিতঃ। তস্যৈতস্যাত্মনঃ প্রাণ উষ্মরূপমস্থীনি স্পর্শরূপং মজ্জানঃ স্বররূপং মাংসং লোহিতমিত্যেতদন্যচ্চতুর্থমন্তস্থারূপমিতি। * * * তস্যৈতস্য ত্রয়স্ত্রিংশ্ মজ্জাং পর্ব্বণামিতি পঞ্চৈতশ্চত্বারিংশচ্ছতানি পঞ্চৈতস্তদশীতি সহস্রং ভবত্যশীতিসহস্রং বা অর্কলিনো বৃহতীরহরভিসম্পাদয়ন্তি * * *।"—ঐতরেয় আরণ্যক।

প্রত্যক্ষবাদাত্মক দর্শন, পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছি, পদার্থসকলের ইন্দ্রিয়গম্য রূপেরই তত্ত্বানুসন্ধান করেন। প্রত্যক্ষবাদাত্মক মনোবিজ্ঞান (Empirical Psychology) এই জন্য আত্মা (Soul) ও শরীরের (Body) চরম-সম্বন্ধ (Ultimate relation) কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করেন না। প্রত্যক্ষবাদাত্মক মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান (Physiology) ভিন্ন পদার্থ নহে, শরীরবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জানিলেই, যথোক্ত মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জানা হয়।

উপর্য্যুপরি সন্নিবেশিত ২৬খানি কাশেরুকাস্থির (Vertebræ) দ্বারা পৃষ্ঠবংশ (Vertebral column) নির্ম্মিত হইয়াছে। মস্তক মেরুদণ্ডের উপরি অবস্থিত। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে স্থূলরজ্জুর ন্যায় কাশেরুকমজ্জ-নামক এক প্রকার স্নায়ব-পদার্থ আছে, এই কাশেরুকমজ্জাই যেন স্ফীত হইয়া মস্তিষ্ক হইয়াছে। কাশেরুকমজ্জার যে অংশ করোটি-মধ্য-স্থিত, তাহা মস্তিক (Brain), এবং যে অংশ কশেরুকা বা পৃষ্ঠাস্থিগর্ভধৃত, তাহা 'কাশেরুকমজ্জা', এই নামে উক্ত হয়। বৃহত্তম ও ঊর্দ্ধতন অংশ—অধিপতি (Cerebrum), ক্ষুদ্রাংশ (Cerebellum), শৃঙ্গাটক (Corpus annulare, Processus annularis, Tuber annulare, and Tuberculum annulare—*Varolii Pons)* ও কাশেরুক-মজ্জার ঊর্দ্ধ বিতান (Medulla oblongata or spinal bulb), মস্তিষ্ক, এই চারিভাগে বিভক্ত, এবং দৃঢ়মাতৃকা (Dura mater), মৃদুমাতৃকা (Pia-mater) ও ঔর্ণনাভ-ঝিল্লী বা মধ্যাবরণী (Arachnoid), এই তিনটী আবরণীদ্বারা ইহা আবৃত। অগ্র বা পূর্ব্ব মস্তিষ্ক (The Fore-brain), মধ্য-মস্তিষ্ক (The Mid-brain), প্রতীচ্য-মস্তিষ্ক

(Hind-brain), এবং উত্তর বা অন্ত্য মস্তিষ্ক (After-brain), মস্তিষ্ককে এই চারি ভাগেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। অগ্র-মস্তিষ্ক (Fore-brain or cerebrum) (১) পার্শ্বিক অগ্র-মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কীয় গোলকার্দ্ধদ্বয় (The lateral fore-brain or cerebral hemispheres) ও (২) অক্ষিস্নায়ুমূল (Thalamic region or inter-brain), এই দুইটী বিভাগাত্মক। ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক ও শৃঙ্গাটক (Cerebellum and Varollii Pons), প্রতীচ্য-মস্তিষ্ক (Hind-brain) এই অংশদ্বয়াত্মক। কাশেরুকমজ্জার ঊর্দ্ধবিতানই (The Medulla oblongata) উত্তর বা অন্ত্য-মস্তিষ্ক (After-brain)। মস্তিষ্কের তলদেশে অনেকগুলি গ্রন্থি আছে। মস্তিষ্কের বিশেষ বিবরণ প্রদান এ গ্রন্থের বিষয় নহে, মস্তিষ্কের কোন্ অংশ ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির বিকাশস্থান, বুদ্ধিপূর্ব্বক, স্বয়ংনিষ্পন্ন ও প্রত্যাবৃত্ত, এই ত্রিবিধ ক্রিয়ার নিষ্পত্তি কোথায় হইয়া থাকে, তাহা জানানই আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজন। ঐতরেয় আরণ্যক বলিয়াছেন, মূর্দ্ধার মধ্যস্থিত গহ্বর—বিদৃতিই জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি-বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র, মূর্দ্ধদেশই জ্ঞানেন্দ্রিয়-বহুল, এবং কণ্ঠাধোভাগ ক্রিয়াশক্তির বিশেষ ক্রীড়াভূমি, কণ্ঠাধোভাগ কর্ম্মেন্দ্রিয়বহুল। * প্রতীচ্য নরশরীরবিজ্ঞান (Human Physiology) বলেন, বৃহত্তম মস্তিষ্ক বা অধিপতি (Cerebrum)

* "স এতমেব সীমানং বিদ্যার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত সৈষা বিদৃতিনাম * * *"—ঐতরেয় আরণ্যক।

"যস্মাৎ জ্ঞানোপাধিকস্ত মূর্দ্ধমধ্যে প্রবেশঃ, তস্মাৎ মূর্দ্ধনি জ্ঞানেন্দ্রিয়বাহুল্যমুপলভ্যতে। ক্রিয়াশক্ত্যুপাধিকস্ত পাদাগ্রে প্রবেশাৎ কণ্ঠাদধোভাগে কর্ম্মেন্দ্রিয়বাহুল্যমুপলভ্যতে।"—ঐতরেয় আরণ্যকভাষ্য।

জ্ঞানোপত্তির, ইচ্ছার এবং অন্যোন্য মনোবৃত্তিসমূহের ক্ষেত্র (The seat of consciousness, memory, intellegence, and volition)। বিশুদ্ধ স্বয়ংনিষ্পন্ন ও প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্মসমূহ (*Reflex* and purely *automatic* actions), অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মে মনের প্রভুত্ব নাই, যাহাদিগকে প্রাণনব্যাপার (Vital actions) বলা যায়, তাহারা কাশেরুক স্নায়ুরজ্জুদ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। যে সকল কর্ম্ম প্রথমতঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক থাকিয়া, পরে অভ্যাসবশতঃ অনেকতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বকের ন্যায় হয়, তাহারা ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক (Cerebellum) দ্বারা সাধিত হয়। বাহ্য-ত্বগুৎপন্ন (Superficial), গভীর বা কণ্ডরা-সমুৎপন্ন (Deep or tendon), এবং যান্ত্রিক (Organic), প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়াকে (Reflex actions) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। বেদাদি শাস্ত্র প্রাণ বা ক্রিয়াশক্তির কর্ম্ম বলিতে যে জাতীয় কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন, নরশরীর-বিজ্ঞান তজ্জাতীয় কর্ম্মকেই যে, প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্ম বলিয়াছেন তাহা বিশ্বাস হয়।

ক্রিয়া ভেদানুসারে স্নায়ুসকলকে পরাচীন—কেন্দ্রাতিগ (Efferent—Centrifugal), প্রতীচীন—কেন্দ্রাভিগ (Afferent—Centripetal), এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। পরাচীন স্নায়ুসমূহকে গতিবিধায়ক—সঞ্চালক (Motor), এই নামে উক্ত করা হয়। যে সকল স্নায়ুরজ্জু ত্বকের সহিত সম্বদ্ধ, তাহারা কৈন্দ্রিক-যন্ত্রে নোদন বহন করে, এবং তা'ই উহাদিগকে প্রতীচীন—কেন্দ্রাভিগ (Afferent) বলা হইয়া থাকে। প্রতীচীন স্নায়ুসকলই সুতরাং সংজ্ঞা (Sensation)-বাহী। অতএব দেখা যাইতেছে, মস্তিষ্ক বা ইতর কেন্দ্রসমূহ হইতে নিয়োগ বহন-

পূর্ব্বক পেশীগণকে, এবং ত্বক্ হইতে নোদন-বহনপূর্ব্বক মস্তিষ্ক বা ইতর কেন্দ্রসমূহকে প্রদান, স্নায়ুগণ এই দ্বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্ম-নিষ্পত্তিতে (১) প্রতীচীন স্নায়ু (Afferent nerve), (২) স্নায়ু-কেন্দ্র—পরস্পর মিলিতভাবে ক্রিয়াকারী স্নায়ু-কোষশ্রেণী (A group of nerve-cells acting together), (৩) পরাচীন স্নায়ু (Efferent nerve), এই ত্রিবিধ যন্ত্রের প্রয়োজন।

বৃহত্তম মস্তিষ্ক বা অধিপতি (Cerebrum) যে, জ্ঞান ও ইচ্ছা-শক্তি বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র, অপিচ প্রত্যাবৃত্ত ও অভ্যস্ত কর্ম্ম সকল যে, কাশেরুকমজ্জা ও ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক (Spinal cord and Cerebellum) দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে জ্ঞাতব্য হইতেছে, কাশেরুকমজ্জা প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়াসমূহের, এবং ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক (Cerebellum) ও বৃহত্তম-মস্তিষ্ক বা অধিপতি (Cerebrum) যথাক্রমে অভ্যস্ত-ক্রিয়া (Acquired, habitual or customary actions) ও বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহের ক্ষেত্র হইল কেন? যে সকল কর্ম্ম অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে যে স্থানে আরব্ধ হয়, অভ্যস্ত হইবার পর তাহারাই যে, অন্যত্র আরব্ধ হইয়া থাকে, ইহার হেতু কি?

এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া (Reflex action), স্বয়ংনিষ্পন্ন বা যাদৃচ্ছিক ক্রিয়া (Automatic action), অভ্যাস (Habit or secondarily-automatic action), সহজ জ্ঞান (Instinct), এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্ম, প্রণিধান (Attention), এই সকল পদার্থের তত্ত্ব-নিরূপণ কর্ত্তব্য।

প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া (Reflex actions) সহসা-প্রবৃত্ত পরিস্পন্দ

(Impulsive movements), ইহা বাহ্য প্রণোদন কর্তৃক উত্তেজিত শক্তির উদ্রেক ও পেশীসমূহের আকুঞ্চন হইতে আরব্ধ হইয়া থাকে। কোন বাহ্যশক্তি, অথবা দেহাভ্যন্তরের কোনরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন, সংজ্ঞাবাহী স্নায়ুসমূহের (Sensory nerves) অন্ত্যদেশে ক্রিয়া করিয়া, কেন্দ্রাভিমুখ আন্তর-প্রবাহ উৎপাদন করে। এই কেন্দ্রাভিমুখ আন্তর-প্রবাহ (This inward current to the centres) হইতে আকস্মিক ক্ষোভের সংবেদন হয় (A shock of sensation), এবং তাহার অব্যবহিত পরেই সঞ্চালক স্নায়ুদ্বারা বহির্মুখ প্রবাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বহির্মুখ প্রবাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঞ্চালিত করে। ইহারই নাম প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া (Reflex actions)। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া উত্তেজিত বা বাধাপ্রাপ্ত ত্বকের রক্ষার্থ প্রবর্ত্তিত হয়। বৈশেষিকদর্শন ইহাকে জীবনযোনি-প্রযত্ন-নিষ্পাদিত কর্ম্ম বলিয়াছেন। বেন্ (Prof. Bain) প্রভৃতি দার্শনিকগণ 'আত্ম-সংরক্ষণ' (Self-preservation), এই শব্দদ্বারা বৈশেষিকদর্শনের জীবনযোনি-প্রযত্নকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া, বোধ হয়। ভগবান্ বেদব্যাস পাতঞ্জল-যোগসূত্রের ভাষ্যে চিত্তের সংস্কারকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। জ্ঞানজ বা অনুভব-জন্য সংস্কার স্মৃতির কারণ, এবং অবিদ্যাদির সংস্কার অবিদ্যাদি ক্লেশের (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—মরণত্রাস) হেতু। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার জাতি, আয়ুঃ ও ভোগরূপ বিপাকের কারণ। স্মৃতি ও ক্লেশহেতু বাসনারূপ সংস্কার এবং বিপাকহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার, এই দ্বিবিধ সংস্কারই, স্ব-স্ব কারণদ্বারা পূর্ব্বজন্মে নিষ্পাদিত, চিত্তে বিদ্যমান, পরিণাম, চেষ্টা, নিরোধ, শক্তি ও জীবন-

রূপ চিত্তধর্ম্মসমূহের ন্যায় অতীন্দ্রিয়, পরিণাম-চেষ্টাদি চিত্তধর্ম্ম সকল যেমন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, সেইপ্রকার বাসনা-রূপ ও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ চিত্তধর্ম্মসমূহও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না। * প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়াও যে, চিত্তের সংস্কারদ্বারা নিষ্পাদিত হয়, ভগবান্ বেদব্যাসের উক্ত উপদেশ হইতে তাহাই সূচিত হইতেছে। বৈশেষিক-দর্শন সংস্কারকে 'বেগ', 'স্থিতি স্থাপক' ও 'ভাবনা', এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও মনঃ, এই পঞ্চদ্রব্যে, নোদনাদি নিমিত্ত-বিশেষাপেক্ষ কর্ম্ম হইতে 'বেগ'-নামক সংস্কারের উৎপত্তি হয়। 'স্থিতি-স্থাপক'-সংস্কার সম্বন্ধে এস্থলে কোন কথা বলা হইল না, মানবতত্ত্বের সূত্রস্থান নামক প্রথমখণ্ডে 'স্থিতিস্থাপক'-সংস্কার সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। 'ভাবনাখ্য সংস্কার' বৈশেষিক-দর্শনের মতে আত্মগুণ, ইহা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত অর্থসমূহের স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞানের (Recognition) হেতু। পটুপ্রত্যয়, অভ্যাসপ্রত্যয় ও আদরপ্রত্যয় হইতে সংস্কারের আতিশয্য—দৃঢ়তা হইয়া থাকে। কোন আশ্চর্য্য পদার্থ নয়নপথে সমাগত হইলে, লোকে তাহাকে মনোনিবেশপূর্ব্বক দর্শন করে, এবং তজ্জন্য তাহার মনে তৎপদার্থের সংস্কার দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। প্রশস্তপাদ ইহাকে পটুপ্রত্যয়জ-সংস্কার বলিয়াছেন। বিদ্যা, শিল্প, ব্যায়াম ইত্যাদি পুনঃ পুনঃ অভ্যস্যমান হইলে, ইহাদের যে, সংস্কারাতিশয্য হইয়া থাকে, তাহাকে অভ্যাস-প্রত্যয়জ-

* "দ্বয়ে খল্বমী সংস্কারাঃ স্মৃতিক্লেশহেতবো বাসনারূপাঃ, বিপাকহেতবো ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাঃ; তে পূর্ব্বভবাভিসংস্কৃতাঃ পরিণামচেষ্টানিরোধশক্তি-জীবনধর্ম্ম-বদপরিদৃষ্টাশ্চিত্তধর্ম্মাঃ।"—যোগসূত্রভাষ্য।

সংস্কার বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তির ব্যাকরণাদি শাস্ত্র কণ্ঠস্থ হইয়াছে, সে ব্যক্তি অন্যমনস্ক হইয়াও যে, কণ্ঠস্থ সূত্রাদির আবৃত্তি করিতে পারে, অভ্যাস প্রত্যয়জ-সংস্কারই তাহার হেতু। ভাবনাখ্য সংস্কারের আত্মা ও মনের সংযোগ প্রধান বা প্রথম কারণ।

প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া যে, সংস্কারমূলক, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বাহ্য প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়ার (Superficial reflex action) নিষ্পত্তিতে প্রথমতঃ বাহ্য উত্তেজনের আবশ্যক। বাহ্য উত্তেজন অন্তর্মুখ প্রবাহ উৎপাদন করে, এবং অন্তর্মুখ প্রবাহ হইতে সংবেদন জন্মে; সংবেদন উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পরেই বহির্মুখ প্রবাহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিস্পন্দনের আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া সকলেরও অনিষ্ট-পরিহার এবং ইষ্ট-প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য বটে, তবে ইহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের ন্যায়, প্রতীয়মান সংকল্পমূলক নহে, প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া সকল যে, সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপাবধারণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানস-ব্যাপার পুরঃসর আরব্ধ হয়, তাহা উপলব্ধি হয় না। শ্বাসক্রিয়া, শোণিত-সঞ্চালন, ক্ষতসংরোহণ, পরিপাক ইত্যাদি প্রাণন-ব্যাপার সমূহকে যান্ত্রিক প্রত্যাবৃত্ত বা স্বয়ংনিষ্পন্ন ক্রিয়া (Organic reflex or automatic action) বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), ইচ্ছা (Will), দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, ইহারা আত্মার ধর্ম্ম। স্বার্থ বা পরার্থ (ইহা আমার হউক, আমি ইহা পাই, ইহা স্বার্থ, এবং অমুকের ইহা হউক, ইহা পরার্থ) অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রার্থনার নাম 'ইচ্ছা'। কাম, অভিলাষ, রাগ, সংকল্প, কারুণ্য ইত্যাদি ইচ্ছারই প্রকারভেদ।

ইচ্ছা কিরূপে ও কি নিমিত্ত উৎপন্ন হয়? আত্মা ও মনের সংযোগ হইতে সুখাদি বা স্মৃতি অপেক্ষাপূর্ব্বক ইচ্ছার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অপ্রাপ্ত বিষয়ে যে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়সাধ্য সুখ অনাগত হইলেও, বুদ্ধিসিদ্ধ বলিয়া, তাহা ইচ্ছোৎপত্তির নিমিত্ত-কারণ। অনুভূত সুখ-হেতুতে যে ইচ্ছা হয়, স্মৃতিই তাহার কারণ, অপ্রাপ্ত, অথচ প্রাপ্তব্যরূপে বিনিশ্চিত পদার্থকে পাইবার নিমিত্ত, কিম্বা ত্যক্তব্যরূপে অবধারিত পদার্থের ত্যাগের জন্য প্রযত্নাদির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। প্রশস্তপাদ প্রযত্নকে জীবন-পূর্ব্বক (জীবন-যোনি) ও ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাষা-পরিচ্ছেদে প্রযত্নকে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবন-যোনি, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শারীরযন্ত্র সমূহের যে, অবিরাম আকুঞ্চন-প্রসারণ হইতেছে, জীবনপূর্ব্বক প্রযত্নই, তাহার কারণ। ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বক প্রযত্ন, হিতপ্রাপ্তি ও অহিত-পরিহার-সমর্থ ব্যাপারের কারণ। ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষ আত্মা ও মনঃ, এই উভয়ের সংযোগের নাম 'জীবন'। 'জীবন' হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা জীবন-পূর্ব্বক,—'জীবনযোনি'। ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বক প্রযত্নের কারণ কি? ইচ্ছা ও দ্বেষাপেক্ষ আত্মা ও মনের সংযোগ হইতে ইচ্ছা-দ্বেষপূর্ব্বক প্রযত্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জীবনযোনি প্রযত্ন হইতে যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বয়ংনিষ্পন্ন (Automatic) কর্ম্ম বলা হইয়া থাকে।

সহজজ্ঞান (Instinct) কোন্ পদার্থ? যে জ্ঞান লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে, 'সহজজ্ঞান', এই শব্দের তাহাই মূল অর্থ। সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মের স্বরূপ কি? সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মসমূহকে

প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বলা যায় না, ইহারা জন্মান্তরীয় প্রতিভাদ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান জন্মে অর্জ্জিত জ্ঞান ইহাদের প্রবর্ত্তক নহে। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া হইতে সহজ-জ্ঞান-কৃত ক্রিয়ার পার্থক্য কি? আদর্শভূত বাহ্য (Typical) প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া অমিশ্র ক্ষণিকক্রিয়া (Simple momentary act), সহজ-জ্ঞান-কৃত ক্রিয়া ব্যামিশ্র ক্রিয়া-পরম্পরা (Complex series)। বাহ্য বর্ত্তমান উপরাগ (Impression) যথোক্ত প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার উদ্দীপক, সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মের আত্মার বাধানুভবই উদ্দীপক কারণ। ব্যক্তিগত উপস্থিত বাধার অপসারণ প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার উদ্দেশ্য, সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্ম কেবল বর্ত্তমান ও ব্যক্তিবিশেষের উপকারার্থ অনুষ্ঠিত হয় না, সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মের ফল কালান্তরেও প্রসূত হয়, ইহা অপরেরও ভোগ্য হইয়া থাকে, অনেক সময়ে কর্ম্ম-কর্ত্তা স্বীয় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ করিবার পূর্ব্বেই জীবন-লীলা পরিসমাপ্ত করে। জাতমাত্র পশু-পক্ষ্যাদির স্তন্যপান, আহার-সংগ্রহ ইত্যাদি নিকৃষ্ট-পর্ব্বের সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মসমূহের সহিত প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার পার্থক্য উপলব্ধি না হইলেও, উৎকৃষ্ট-পর্ব্বের সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মসমূহের সহিত প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সকল হইতে সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্মসমূহের কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে?

সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্ম (Instinctive action) ও প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, অভাব বা বাধা বোধ উভয়েরই প্রবর্ত্তক, তবে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কর্ম্মকর্ত্তা অভাব বা বাধা অনুভব-পূর্ব্বক কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে, উহা বিদূরিত হইতে

পারে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা তাহা নিশ্চয় করেন, তৎপরে তাহাকে পাইবার জন্ত তাঁহার ইচ্ছা হয়, তদনন্তর ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়া থাকে। ন্যায়দর্শনের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন মুনি, অপিচ পাণিনিব্যাকরণের মহাভাষ্য-নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, "জ্ঞাতা বা প্রমাতা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা কোন বিষয়ের উপলব্ধি করিবার পর, উপলভ্যমান অর্থকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা উপলভ্যমান অর্থ যদি তাঁহার অভীপ্সিত হয়, যদি তিনি তদ্দ্বারা কোনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে মনে করেন, তবে তাহাকে গ্রহণ করেন, আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে, তিনি তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন। সন্দৃষ্ট—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, প্রার্থিত বা জিহাসিত হইলে পর, জ্ঞাতার তদধিগমের বা তৎপরিত্যাগের সমীহা—প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তদনন্তর কর্ম্মারম্ভ হয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, সুতরাং সন্দর্শনাদিপূর্ব্বক, সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্ম সন্দর্শনাদি মানস ব্যাপারপূর্ব্বক নহে, সহজজ্ঞানের প্রেরণায় জীব অবশভাবেই কর্ম্ম করে, এইরূপ কর্ম্ম করিলে, ঈদৃশ ফল লাভ হইবে, অতএব ইহা করা উচিত, এবম্প্রকার পূর্ব্বেক্ষণ (Prevision) বা বিবেচনাপূর্ব্বক সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ও সহজ-জ্ঞান-কৃত কর্ম্ম, এই উভয়ের যে, পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিতে পারা গেল, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, জীব যে সহজ জ্ঞানের প্রেরণায় কর্ম্ম করে, সেই সহজ জ্ঞান কোথা হইতে কিরূপে উৎপন্ন হয়? প্রতীচ্য দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের সমাধানার্থ নানাবিধ

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। সহজজ্ঞান জন্মান্তরের প্রতিভা বা সংস্কারমূলক, এই সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। ফলকথা সহজজ্ঞানের তত্ত্ব যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, জীবন ও মনের প্রথমাভিব্যক্তিকালের প্রত্যক্ষ আবশ্যক, অনুমানদ্বারা ইহার স্বরূপনিরূপণ কখনই সম্ভবপর নহে।

অভ্যস্ত বা গৌণ স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্ম (Secondarily-automatic action), এবং মুখ্য স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম, এই উভয়ের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিলে কি শিক্ষা পাওয়া যায়? অভ্যস্ত বা গৌণ স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম, অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে, জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্পন্ন হয়। এই কর্ম্ম করিলে, এই ফল পাওয়া যাইবে, এবম্প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, লোকে প্রথমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিতে করিতে যখন অভ্যস্ত হয়, তখন মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে সংস্কারদ্বারাই উহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, যে সকল কর্ম্ম বর্ত্তমান জীবনে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, অভিব্যক্ত জ্ঞান বা ইচ্ছার মুখাপেক্ষা না করিয়াই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগকে গৌণ স্বয়ংনিষ্পন্ন, এবং যে সকল কর্ম্ম জন্মান্তরের অভ্যাসবশতঃ মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয়, তাহাদিগকে মুখ্য স্বয়ংসিদ্ধ বলা হইয়া থাকে। শাস্ত্র এই উভয়বিধ কর্ম্মকেই 'প্রাতিভ' —প্রতিভা-হেতুক বলিযাছেন। সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত শক্তি, যেরূপ পরিপাক—কালকৃত পরিণাম ভিন্ন যত্নান্তরের অপেক্ষা না করিয়া অভিব্যক্ত হয়, সেই প্রকার জন্মান্তরের অভ্যাসনিমিত্তক প্রত্যেক ব্যক্তিগত প্রতিভা, নিমিত্তকারণ-সহযোগে

প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রাণিমাত্রেই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে ইতি কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করে, ইহা এইরূপ বা এইরূপ নহে, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বালক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবা, সকলেই স্ব-স্ব প্রতিভা-নুসারে তাহা অবধারণ করে। পুংস্কোকিল মধুমাসে যে, পঞ্চম স্বরে গান করে, মধুকরগণ যে, স্ব-স্ব কুলায়াদি নির্ম্মাণ করে, বানর, কুক্কুর প্রভৃতি ইতর জীবসমূহ যে, কি হিতকর, কি অহিত-কর, তাহা নির্ব্বাচন করে, প্রতিভাই তাহার কারণ। অনাদি প্রতিভাবশত'ই ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় মৃগ ও পক্ষিগণ স্ব-স্ব জাতি-প্রসিদ্ধ আহারাদি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়। ভর্ত্তৃহরি (১) স্বভাবজ, (২) চরণজ, (৩) অভ্যাসজ, (৪) যোগজ, (৫) অদৃষ্টোপপাদিত, এবং (৬) বিশি-ষ্টোপহিত—বিশিষ্টসূত্র হইতে প্রাপ্ত, প্রতিভাকে এই ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। * অভ্যাসজ (বর্ত্তমান জন্মের) প্রতিভা-কৃত কর্ম্মই গৌণ স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্ম, অপিচ স্বভাবজ-প্রতিভাসিদ্ধ কর্ম্ম মুখ্য স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম। অভ্যাসবশতঃ কর্ম্মসকল যখন মনের প্রণি-ধান ব্যতিরেকে, স্বয়ং নিষ্পন্ন হইতে থাকে, তখন আর বুদ্ধি বা মনের স্থান বা অধিপতিতে (Cerebrum) উহাদের প্রারম্ভ হয় না, এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তি আছে। যে সকল কর্ম্ম অধঃস্তন কর্ম্মচারীদিগদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, সেই সকল কর্ম্ম-নিষ্পাদনের জন্য মনকে আর ব্যস্ত হইতে হইবে কেন? রাজা যে সকল ব্যক্তিকে যোগ্য জ্ঞানে স্বয়ং—তাঁহার মত না লইয়াই, যে যে কর্ম্ম করিবার অধিকার প্রদান করেন, তাঁহারা রাজার অনুমতি ব্যতি-রেকে সেই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক

---

* "স্বভাবচরণাভ্যাস যোগাদৃষ্টোপপাদিতা।
বিশিষ্টোপহিতা চেতি প্রতিভাং ষড়্‌বিধাং বিদুঃ॥"—বাক্যপদীয়।

কর্য্যের ব্যবস্থাপন বা প্রবর্ত্তন এক জনকে করিতে হইলে, কোন কার্য্যই সুঘটিত হয় না, শ্রমবিভাগ উন্নতির মূল।

প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়া, মুখ্য স্বয়ংনিষ্পন্ন ক্রিয়া (Automatic action), অভ্যস্ত বা গৌণ স্বয়ংনিষ্পন্ন ক্রিয়া (Habit or secondarily automatic action), সহজ-জ্ঞান-কৃত ক্রিয়া (Instinctive act), এবং প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া (Voluntary action), এই সকল কর্ম্মের স্বরূপ যথাপ্রয়োজন দর্শন হইল, এখন জানিতে হইবে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে কোন প্রকার কর্ম্ম প্রাথমিক, প্রথমে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আরম্ভ হয়, তদনন্তর (অভ্যস্ত হইবার পর), অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে, অথবা প্রথমে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আরম্ভ হয়, তৎপরে ক্রমশঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পন্ন হয়? গৌণ স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মসমূহের দিকে দৃষ্টিপ্রেরণ করিলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মেরই প্রথমতঃ আরম্ভ হইয়া থাকে, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। আবার যখন মুখ্য স্বয়ংসিদ্ধ বা প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্মসমূহকে পরীক্ষার্থ গ্রহণ করা যায়, তখন বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আদ্যাবস্থা, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপাবধারণ করিতে যাইয়া, যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, অগ্রে তাহা জানাইব, পরে শাস্ত্র এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের অনুমানের সহিত তাহার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করিব।

পণ্ডিত স্পেন্‌সারের অনুমান, স্মৃতি (Memory), প্রজ্ঞা বা বিবেকশক্তি (Reason), এবং অনুভব (Feeling), ইহারা

স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মেরই (Automatic actions) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মসমূহ যখন ব্যামিশ্র (Complex), অসতত—অনিরন্তর (Infrequent), এবং বিলম্বিত (Hesitating) হয়, তখনই স্মৃতি, প্রজ্ঞা ও অনুভবশক্তির যুগপৎ আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইচ্ছাশক্তিও (Will), স্মৃত্যাদির ন্যায় স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়, যে নিয়মে, যেরূপ অবস্থায় স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম হইতে স্মৃত্যাদির অভিব্যক্তি হয়, ইচ্ছাশক্তিও উহা হইতে সেই নিয়মেই, সেইরূপ অবস্থায় জন্মলাভ করিয়া থাকে। চিত্তের পরিণাম বা বৃত্তি সকল (Psychical changes) যখন অমিশ্র অবস্থা (Simple) হইতে ব্যামিশ্র বা জটিল (Involved) অবস্থাতে উন্নীত হয়, সুদৃঢ় বা দুর্ভেদ্য সংসক্তভাব (Indissolubly-coherent) হইতে যখন বিদ্রাব্য বা বিলয়নশীল সংসক্তভাবে (Involved and dissolubly coherent) উপনীত হয়, তখনই স্মৃতি, প্রজ্ঞা, অনুভব, এবং ইচ্ছার আপনা হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে। মিশ্র প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়ার অবস্থা অতিক্রমপূর্ব্বক (On passing from compound reflex actions) চিত্তবৃত্তি সকল যখন এইরূপ অতিমাত্র সংমিশ্র বা জটিল অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, উহাদিগকে তখন আর সম্পূর্ণতঃ প্রত্যাবৃত্ত (Reflex) ক্রিয়া বলিতে পারা যায় না, দ্রুত বা অতর্কিতভাবে নিষ্পদ্যমান, দৈহিক যন্ত্রদ্বারা সংকল্পিত অবস্থা হইতে যখন উহারা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যদবস্থাতে উহারা আর দৈহিক যন্ত্রসমূহদ্বারা সংকল্পিত (Organically determined) হয় না, সুতরাং যদবস্থাতে উহাদের নিষ্পত্তি পূর্ব্ববৎ দ্রুত বা অতর্কিতভাবে না হইয়া, বিলম্বিতভাবে, অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক (Consciously) হইয়া

থাকে, তখনই স্মৃতি, প্রজ্ঞা, অনুভব ও ইচ্ছা, এই সকল মনোবৃত্তির স্ফুরণ হয়। * সর্ব্বপ্রকার সম্বিৎ বা জ্ঞানই (All modes of consciousness), ইন্দ্রিয় ও ইহার বিষয় বা অর্থ, এই উভয়ের অন্যোন্য সঙ্গতি বা সম্বন্ধমূলক ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নহে; ইন্দ্রিয় ও তদর্থ, এই উভয়ের সন্নিকর্ষমূলক উক্ত ব্যাপারসমূহ নিশ্চয়ই পরস্পর সঙ্গত পরিবর্ত্তন নিবহের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ইন্দ্রিয় ও তদর্থ বা বিষয়, এই উভয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষজ ক্রিয়াদ্বারা আন্তর সম্বন্ধসমূহকে বাহ্য সম্বন্ধসমূহের সহিত একীভূত করা হয়। উপরাগ বা বাহ্য নোদন-গ্রহণ ও যথাযোগ্য পরিস্পন্দাত্মক কর্ম্মের নিষ্পত্তি, এতদুভয়ের মধ্যে কোন আন্তর সম্বন্ধ আছে। এই আন্তর-সম্বন্ধ যদি ব্যবস্থিত বা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, আন্তর ও বাহ্যের সন্নিকর্ষমূলক ব্যাপার সকল অমিশ্র বা ব্যামিশ্র প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়াত্মক (Reflex order, either simple or compound) হইয়া থাকে, এবং এই জাতীয় ক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে, যাহাকে প্রকৃত সম্বিৎ (Consciousness) বলে, তাহা বিদ্যমান থাকে না, আর যদি উক্ত আন্তর সম্বন্ধ সম্যগ্‌রূপে ব্যবস্থিত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে, বাহ্য উপরাগ ও পরিস্পন্দাত্মক

* "Memory, Reason, and Feeling, simultaneously arise as the automatic actions become complex, infrequent, and hesitating; and Will, arising at the same time, is necessitated by the same conditions. As the advance from the simple and indissolubly-coherent psychical changes, to the psychical changes that are involved and dissolubly coherent, is in itself the commencement of Memory, Reason, and Feeling; so, too, is it in itself the commencement of Will. * * *"

—*Principles of Psychology, Vol. I., p. 495.*

কর্ম্ম, এই উভয়ের মধ্যে যে সকল মানস পরিণাম হয়, তাহাদিগকে বুদ্ধিপূর্ব্বক (Conscious) বলিতে হইবে। বাহ্য উপরাগ ও তজ্জনিত ক্রিয়ার অনুষঙ্গী মানস বৃত্তি বা অবস্থাসমূহ যখন এরূপে পরস্পর সংসক্ত হয় যে, উহাদের ক্রম—পূর্ব্বাপরীভাবের প্রবাহ নিরন্তরভাবে বিনা বিলম্বে চলিয়া যায়, তাহা হইলে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সম্পন্ন হয়; মানস বৃত্তি বা অবস্থা সকলের বিনা বিলম্বে উত্তরোত্তর অনুক্রমণই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের লক্ষণ। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মনিষ্পত্তিতে মানস অবস্থাসমূহের (অসম্পূর্ণ ভাবের সংসক্তিনিবন্ধন) পূর্ব্বাপরীভাবের প্রবাহ বিলম্বিতভাবে হইয়া থাকে, ইহাদের পূর্ণভাবে স্ফুরিত হইতে বিলম্ব হয়। এই জাতীয় কর্ম্মনিষ্পত্তিতে সুতরাং, অনুভবনীয় কালের জন্য বৌদ্ধব্যাপার অপেক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব বলা যাইতে পারে, স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মের নিবৃত্তি ও বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আরম্ভ, এক কথা। * বালক যখন প্রথমে হাঁটিতে শিক্ষা করে, তখন

---

* "If the inner connexion is organized, the action is of the reflex order, either simple or compound; and none of the phenomena of consciousness proper exist. If the inner connexion is not organized, then the psychical changes which come between the impressions and the motions are conscious ones: * * * *

"Involuntary movement implies that the psychical states accompanying the impression and the action, are so coherent that one follows the other instantly; while voluntary movement implies that they are so imperfectly coherent, that the psychical state accompanying the action does not follow instantly—is partially aroused before it is fully aroused; and so occupies cosciousness for an appreciable time. Thus

তাহার প্রত্যেক পাদ-বিক্ষেপে মনের প্রণিধান আবশ্যক হয়, কিন্তু হাঁটা অভ্যস্ত হইয়া গেলে, সে অন্যমনস্ক হইয়াই চলিতে পারে, তখন আর তাহার প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে মনের প্রণিধান আবশ্যক হয় না। অতঃপর জিজ্ঞাস্য হইবে, সকল কর্ম্মই কি, তাহা হইলে, প্রথমতঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক থাকিয়া, পরে অভ্যাসের গাঢ়তা-নিবন্ধন অবুদ্ধিপূর্ব্বক হয়? শিশুর প্রাথমিক কর্ম্ম সকল যে, যাদৃচ্ছিক (Spontaneous), প্রত্যাবৃত্ত বা সহজ-জ্ঞান-কৃত (Instinctive), ইহা যে, প্রসিদ্ধ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে ভিন্ন-জাতীয়, তাহাই ত বোধ হয়। শিশু-জীবনের কর্ম্মসমূহকে পরীক্ষা করিলে, বুদ্ধি-পূর্ব্বক কর্ম্ম সকলের আরম্ভ যে, পরে হইয়া থাকে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কেহ কেহ বলেন, শিশুর প্রাথমিক পরিস্পন্দ যাদৃচ্ছিক এবং প্রাতিক্ষেপিক (Spontaneous and reflex kind)। এই স্বয়ংনিষ্পন্ন পরিস্পন্দসমূহ, সুখ বা দুঃখের (অনুকূল-বেদনীয় বা প্রতিকূল-বেদনীয়ের) জনক হইয়া থাকে। যে জাতীয় পরিস্পন্দ অনুকূল-বেদন বা সুখের জনক হয়, তজ্জাতীয় পরিস্পন্দের স্বভাবতঃ বিস্তার ও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি (Prolongation and repetition) হইয়া থাকে, অপিচ তাদৃশ কর্ম্ম ও তাহার ফল, এই উভয়ের সংস্কার চিত্তে সংলগ্ন হয়। কালান্তরে যখন পূর্ব্বানুভূত সুখের স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তখন তৎসঙ্গে সঙ্গে তজ্জাতীয় ক্রিয়ার স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়।

মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, সুখভোগানন্তর তজ্জাতীয় সুখে ও

---

the cessation of automatic action and dawn of volition are one and the same thing."

—*Principles of Psychology, Vol. I., pp. 496-7.*

তৎসাধনে—সুখের হেতুভূত পদার্থে রাগ—আসক্তি, এবং দুঃখ-ভোগানন্তর তজ্জাতীয় দুঃখে ও তৎসাধনে বিরাগ বা দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। সুখভোগ-কালে সুখ ও তৎসাধনের প্রতি রাগ, ও দুঃখ-ভোগকালে দুঃখ ও তৎ-হেতুভূতপদার্থের প্রতি দ্বেষ বা বিরাগের আবির্ভাব কেন হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কথা হইতেছে, সুখ বা দুঃখভোগের উত্তরকালেও তত্তৎপদার্থের প্রতি যথাসম্ভব রাগ-দ্বেষ থাকিবার কারণ কি? মহর্ষি কণাদ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, 'বিষয়াভ্যাসনিমিত্ত সংস্কারই তাহার কারণ' ("তন্ময়ত্বাচ্চ।"—বৈশেষিকদর্শন ৬।১।১১)। দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমানদেহে যে সকল বিষয়ের উপভোগ হয় নাই, ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহাদের কখনই সন্নিকর্ষ ঘটে নাই, তাদৃশ বিষয়সমূহের প্রতিও লোকের রাগ বা দ্বেষ হইয়া থাকে। যাহা দেখি নাই, শুনি নাই, এ জীবনে যে যে বিষয় কখনও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় নাই, তত্তৎবিষয়ে যে, রাগ-দ্বেষের উৎপত্তি হয়, তাহার হেতু কি? বৈশেষিকদর্শনের উত্তর, 'অদৃষ্ট বা জন্মান্তরকৃত সংস্কারবিশেষই, ইহার কারণ' ("অদৃষ্টাচ্চ।"—বৈশেষিকদর্শন ৬।১।১২)। জাতি বা জন্মবিশেষ হইতেও স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষের বৈশিষ্ট হইতে দেখা গিয়া থাকে ("জাতিবিশেষাচ্চ।"—বৈশেষিকদর্শন ৬।১।১৩)। মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল পদার্থের প্রতি সাধারণতঃ অনুরাগ বা বিরাগ হয়, পশ্বাদি ইতর জীব-প্রকৃতিতে তাহা হয় না। মনুষ্যের মধ্যেও আবার সত্ত্বাদি গুণের ন্যূনাধিক্যানুসারে রাগ-দ্বেষের ভিন্নতা হইয়া থাকে। মাতা-পিতা সমান হইলেও, অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, সোদরগণের রুচি একরূপ হয় না। বিশুদ্ধান্তঃকরণ মাতা-পিতা হইতে জাত সন্তানের অনেক সময়ে বিশুদ্ধবিষয়ে অনুরাগ ও তদ্বিপরীতে

বিরাগ হইয়া থাকে, অপিচ মলিনচিত্ত জনক-জননী পাপপ্রবণ কুরুচি সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। পতঞ্জলিদেবও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন ("সুখানুশয়ী রাগঃ।"। "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।"—পাং দং)।

কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, একটু চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, উভয়বিধ কর্ম্মের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারই প্রয়োজন। কি অনিষ্ট, কি ইষ্ট, যাহা অনিষ্ট, তাহাকে কোন উপায়ে ত্যাগ করিতে পারা যাইবে, অপিচ যাহা ইষ্ট, তাহা কিরূপে সমধিগত হইবে, যে সকল কর্ম্ম এইরূপ জ্ঞান ও বিচার-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহারাই সচরাচর 'বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম', এই নামে এবং যে জাতীয় কর্ম্মসমূহ এবম্প্রকার জ্ঞান ও বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় না, তাহারা 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম', এই নামে লক্ষিত হইয়া থাকে। অণু ও পরমাণুসমূহ যে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, তাহা নিশ্চয়ই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের দৃষ্টান্ত। অণুসমূহ যে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহার কারণ কি? পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা, উহাদের স্বভাব। 'পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা, উহাদের স্বভাব', এই কথার অর্থ কি? 'অণুসমূহ যে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, তাহার কোন কারণ নাই, তাহা নির্নিমিত্ত', 'পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা, অণুসমূহের স্বভাব', এই কথার কি, ইহাই অর্থ? এইরূপ স্বভাববাদীদিগকে উদয়নাচার্য্য প্রশ্ন করিয়াছেন (১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), 'যাহা নির্নিমিত্ত, যাহা বিনা কারণে, বিনা নিয়মে উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র—সকল কালে ও সকল দেশে উৎপন্ন না হইবে কেন? হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি জড়েকত্ব-

বাদী পণ্ডিতগণ বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, আমাদের মনে হইয়াছে, হার্ব্বার্ট্‌ স্পেন্‌সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অনুমান দোষ-মুক্ত নহে। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সকল, ক্রমশঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে, আবার বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহও, অভ্যাসের গাঢ়তাবশতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বক হয়। শিশুর প্রথমাবস্থায় কতিপয় কর্ম্ম যে, ক্রমশঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক হয়, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, আবার অভ্যাসের গাঢ়তানিবন্ধন বহু বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আকার ধারণ করিয়া থাকে, তাহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব কোন্‌ জাতীয় কর্ম্ম প্রাথমিক, তাহা কিরূপে নিশ্চয় করা যাইবে? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, চিরদিনই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, ইহাদের অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে, কদাচ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আকার ধারণ করে, তাহা সপ্রমাণ হয় না। আমাদের দেহ ও মনে যে সকল কর্ম্ম হইয়া থাকে, সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কতিপয়, জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবুদ্ধিপূর্ব্বক পর্ব্বেই থাকে, কদাচ বুদ্ধিপূর্ব্বক পর্ব্বে উন্নীত হয় না। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পরিণতি উন্নতি, কিম্বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পরিণতি উন্নতি, হার্ব্বার্ট্‌ স্পেন্‌সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক, আমরা তাহাও স্থির করিতে পারগ হই নাই। শিশুগণ যখন ক্রমশঃ বালক ও যুবা হয়, তখন তাহাদের অভ্যাসবশতঃ বহু বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের অবুদ্ধিপূর্ব্বক

কর্ম্মে পরিণতিকে উন্নতি বলিতে হইবে। তবেই সংশয় হয়, কর্ম্মের অভ্যাস কি, জড়ত্ব প্রাপ্তির কারণ? কর্ম্মের অভ্যাসে কি, ক্রমশঃ বুদ্ধির বিলোপ হয়? জড় ও চৈতন্য, এই পদার্থদ্বয় হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টিতে দুইটী বিভিন্ন-জাতীয় পৃথক্ পদার্থ নহে, অতএব ইহাঁদের সমদৃষ্টিতে উভয়ের মূল্য সমান, জড়ত্ব-প্রাপ্তিকে ইহাঁরা উন্নতি বলিতে পারেন। জড় ও চৈতন্য, ইহারা দুইটী ভিন্নজাতীয় পৃথক্ পদার্থ না হইতে পারে, কিন্তু পাষাণ, উদ্ভিদ্, ইতর-জীব, মনুষ্য, ইহাদের মধ্যে যে, পার্থক্য আছে, তাহা স্থির। অণুসমূহের সন্নিবেশ ও সংখ্যাদির ভেদ-বশতঃ যে, পাষাণাদির ভেদ হইয়াছে, তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু কথা হইতেছে, ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রযত্ন, প্রজ্ঞা, অনুভব, স্মৃতি ইত্যাদির স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মসমূহ যখন জটিল—ব্যামিশ্র, অসতত ও বিলম্বিত হয়, তখনই আবির্ভাব হইয়া থাকে, হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কি, সন্দর্শন ও পরীক্ষাপূর্ব্বক, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? কতিপয় স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম যে, কোন কালেও বুদ্ধিপূর্ব্বক হয় না, তাহার কারণ কি? সংজ্ঞাবাহী স্নায়ু-সকল প্রথমাবস্থা হইতেই সংজ্ঞাবাহী, অথবা কর্ম্মবশতঃ সংজ্ঞা-বাহী হইয়াছে? ইচ্ছাধীন ও অনিচ্ছাধীন, এই দ্বিবিধ পেশীর মধ্যে ইচ্ছাধীন পেশীসমূহ কোন্ ধর্ম্ম বা অধর্ম্মবশতঃ, কোন্ সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ফলে, ইচ্ছাধীন হইল, অপিচ অনিচ্ছাধীন পেশীসকলই বা কি কারণে অনিচ্ছাধীন হইল? প্রত্যাবৃত্তকর্ম্ম অবস্থাবিশেষে যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে পারে, তবে সঞ্চালক স্নায়ুর অবস্থাবিশেষে সংজ্ঞাবাহী হওয়া, অনিচ্ছাধীন পেশীর অবস্থাবিশেষে ইচ্ছাধীন হওয়া, অসম্ভব হইবে কেন? হৃদ্‌যন্ত্র

কত কালই প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, তথাপি ইহার উন্নতি হয় না কেন? কি নিমিত্ত ইহাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার অধিকার দেওয়া হয় না? প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া করিতে করিতেই যে, ইহার জীবনলীলা পরিসমাপ্ত হয়, তাহার কারণ কি? কতিপয় বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম অভ্যাসবশতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের ন্যায়, মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া, তাদৃশ অভ্যস্থ কর্ম্মসমূহে কি, মনের আর প্রভুত্ব থাকে না? প্রাণনব্যাপার যে, যান্ত্রিক প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। প্রাণনব্যাপার চিরদিনই প্রত্যাবৃত্ত বা স্বয়ংসিদ্ধ, ইহা যে, কখনও বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম-পর্ব্বে ছিল বা আসিবে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। নিকৃষ্টতম এক-কোষাত্মক (Protozoa) প্রাণির প্রাণনব্যাপারও স্বয়ংসিদ্ধ বা প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া, আবার মর্ত্ত্যধামের উৎকৃষ্টতম জীব মনুষ্যের প্রাণনকার্য্যও স্বয়ংসিদ্ধ বা প্রত্যাবৃত্তক্রিয়া। রিজোপোডা (Rhizopoda) হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণনরূপ প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার কত আবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না কেন? প্রত্যাবৃত্ত বা স্বয়ংনিষ্পন্ন ক্রিয়া যাদৃশ শক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ক্রিয়া তাদৃশ শক্তিদ্বারা সম্পন্ন হয় না। প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার তমঃ ও রজোগুণ, অপিচ তামস ও রাজস কর্ম্মসংস্কার, ইহারই কারণ। সত্ত্বগুণ, এবং সাত্ত্বিক কর্ম্মসংস্কার, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম এতদুভয়দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের সত্ত্বগুণ ও সাত্ত্বিক কর্ম্মসংস্কারই কারণ। রাজস বা ক্রিয়াশক্তিই প্রাণনব্যাপার নিষ্পত্তির কারণ। গুণত্রয় যে, অন্যোন্য-মিথুনবৃত্তিক, অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, এবং অন্যোন্যজননবৃত্তিক, তাহা বলা হইয়াছে। মনঃ সত্ত্বগুণপ্রধান পরি-

ণাম, সত্ত্বগুণের আধিক্যবশতঃ মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রাণ রজোগুণপ্রধান পরিণাম। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই ত্রিবিধ শক্তি ‘নাদ’ বা শব্দব্রহ্ম (‘নাদ’ চিৎ ও অচিৎ, এই দ্বিবিধ শক্তির সম্বন্ধরূপ—ইহা চিদ-চিদাত্মক, পূর্ব্বোক্ত, এই কথা স্মরণ করিবেন) হইতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। চিচ্ছক্তি সর্ব্বব্যাপক হইলেও, সকল পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলেও, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যবশতঃ ইহাঁর সর্ব্বত্র সমভাবে অভিব্যক্তি হয় না। রজঃ ও তমোগুণপ্রধান উপাধিতে ইহাঁর অভিব্যক্তি নিতান্ত সংকীর্ণ বা মলিনভাবেই হইয়া থাকে। তামস ও রাজস বস্তুজাত এইনিমিত্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারে না, তামস ও রাজস ক্রিয়াসমূহকে এইজন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক বলা হয় না। পশু-পক্ষ্যাদি ইতর জীবগণ তামস—তমোগুণপ্রধান, এই নিমিত্ত ইহারাও, চিরদিন অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াই জীবলীলা পরিসমাপ্ত করে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহের মধ্যে কতিপয় কর্ম্ম যে, অভ্যাসের গাঢ়তাবশতঃ মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইয়া থাকে, সংস্কারই তাহার কারণ। পুরুষের প্রযত্নদ্বারা আকৃষ্ট ইষু বা শরে (Arrow) আদ্যকর্ম্ম উৎপন্ন হয়, নোদনাদি কারণ হইতে সমুৎপন্ন আদ্যকর্ম্মদ্বারা সমানাধিকরণ (সমান হইয়াছে অধিকরণ যাহার) বেগাখ্য সংস্কার জন্মিয়া থাকে, এই নিমিত্ত নূতন নোদন না পাইলেও, ইষুটী আপনাহইতে কিয়দ্দূর গমন করিতে পারে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহও এইরূপ অভ্যস্ত হইলে, ভাবনাখ্য সংস্কারবশতঃ মনের নোদন বা প্রণিধানের অপেক্ষা না করিয়াই, নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, নিশ্চয়—অধ্যবসায় বুদ্ধির বৃত্তি, বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত পদার্থেই লোকের ‘আমি’, ‘আমার’, অহংকারের

বৃত্তিরূপ এবম্প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অহংকার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক অহংকার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের, রাজস অহংকার হইতে প্রাণের, এবং তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পরিণাম হয়। "যে সকল কর্ম্ম সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন, যাহারা ইন্দ্রিয় ও মনের সাক্ষাৎ ক্রিয়াধীন, তাহাদিগকেই আমরা সচরাচর বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বলিয়া থাকি, এবং যে সকল কর্ম্ম তামস অহংকারদ্বারা নিষ্পাদিত হয়, অথবা যাহারা সমষ্টি বা ব্যষ্টি মহত্তত্ত্ব-কর্ত্তৃক, তাহারাই আমাদিগদ্বারা 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম', এই নামে লক্ষিত হইয়া থাকে।" পূর্ব্বোক্ত (২১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা এই স্থলে চিন্তা করিবেন। 'কর্ম্মতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' শীর্ষকপ্রস্তাবে আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক আরও কিছু বলিব।

সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানসব্যাপার সর্ব্বপ্রকার বাহ্য ক্রিয়া-প্রবৃত্তির আদ্যপর্ব্ব—আদ্যাবস্থা। মনুসংহিতা বলিয়াছেন, সংকল্প সর্ব্বক্রিয়ার মূল। কাম সংকল্পপূর্ব্বক, যজ্ঞসকল সংকল্প-সম্ভব, ব্রত-নিয়মাদি সংকল্পজ। 'সংকল্প' কোন্ পদার্থ? সন্দর্শন, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানস-ব্যাপারকেই 'সংকল্প' শব্দদ্বারা লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। 'এই পদার্থদ্বারা এইরূপ কার্য্যের সিদ্ধি হইবে', মেধাতিথি বলিয়াছেন, এতাদৃশী বুদ্ধিই 'সংকল্প'-নামে অভিহিত হয়। *

---

* "সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতনিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সংকল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥"—মনুসংহিতা।
মেধাতিথির ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ পাঠ করিলেও, অবগত হওয়া যায়, বিশ্ব-জগৎ সংকল্পমূলক, সংকল্পে জগৎ উৎপন্ন হয়, সংকল্পে জগৎ বিলীন হয়, সংকল্পে জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভৌতিক-জগতে যে সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহারাও সংকল্প-পূর্ব্বক, তবে ভৌতিকজগতে সংকল্পশক্তি অন্ধবৎ প্রকৃতির নিয়ম পালন করিয়া থাকে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে (মানবতত্ত্বের সূত্রস্থানের ১৭২ হইতে ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ইচ্ছা (Will)-পদার্থ সম্বন্ধে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের মত কি, তাহা সংক্ষেপে জানাইয়াছি। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেনসার ইচ্ছাকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, ক্যাণ্ট্, মার্টিনিউ, গ্রীন্, ওয়া-লেস্ (ইনি ক্রমবিকাশবাদের একজন প্রধান সমর্থক) ইত্যাদি পণ্ডিতগণ, বলা বাহুল্য, ইচ্ছাকে তদ্দৃষ্টিতে দেখেন নাই। ওয়ালেস্ বলিয়াছেন, 'ইচ্ছাশক্তিই সকল শক্তির আদিভূত, বিশ্বজগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তিস্বরূপ'। অধ্যাপক গ্রীন্ (GREEN) বলি-য়াছেন, 'ইচ্ছা (Will) মনুষ্যের কোন পৃথক্ অংশ নহে, বুদ্ধি, কাম, ইহাদিগকে ইচ্ছাশক্তি হইতে পৃথগ্‌রূপে বিবেচনা করা যায় না। মনুষ্য ইচ্ছাশক্তিস্বরূপ, ইচ্ছাই সর্ব্বশক্তির মূল'। ক্যাণ্ট্ও বলিয়াছেন, 'মানবের ইচ্ছাই তাহার আত্মা'। পাশ্চাত্য দার্শ-নিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানশক্তিকে বুদ্ধি, এবং সংযম-শক্তিকে ইচ্ছাশক্তি বলিয়াছেন। * ওয়ালেস্ প্রভৃতি পণ্ডিত-গণ যে, ইচ্ছাশক্তিকে সর্ব্বশক্তির বা সর্ব্বকর্ম্মের মূল বলিয়াছেন,

---

* "If, therefore, we have traced one force, however minute, to an origin in our own Will, while we have no knowledge of any other primary cause of force, it does not

বিশ্বজগৎকে যে, পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ বলিয়াছেন, মানবের ইচ্ছাই তাহার আত্মা, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি? হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি জড়ৈকত্ববাদী দার্শনিকদিগের দৃষ্টিতে যাহা স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মহইতে প্রাদুর্ভূত পদার্থরূপে পতিত হইয়াছে, যাহাকে ইহাঁরা প্রত্যাবৃত্তক্রিয়ার সংস্কার-গ্রন্থবিশেষ বলিয়াই বুঝিয়াছেন, ওয়ালেস্ কি, তাহাকেই সর্ব্বশক্তির মূল বলিয়াছেন? গ্রীন্ কি, তৎপদার্থকেই সর্ব্বকর্ম্মের মূলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন? ক্যাণ্ট্ কি, তাহাকেই মানবের প্রকৃত 'আত্মা' (Self) বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন?

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বিশ্বজগতের তত্ত্ব বিনিশ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, শক্তি (Force)-কেই (বহুবার উক্ত হইয়াছে), ইহার মূলতত্ত্ব বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। ওয়ালেস্ (A. R. WALLACE) বলিয়াছেন, 'ভূত' ও 'ভৌতিক-শক্তি' (Matter

---

seem an improbable conclusion that all force may be will-force; and thus, that the whole universe is not merely dependent on, but actually *is* the Will of higher intellegences or of one Supreme Intellegence."—*Natural Selection,—A. R. Wallace, p. 212.*

"Will then is equally and indistinguishably desire and thought—not however *mere* desire or *mere* thought, if (by) that is meant desire or thought as they might exist in a being that was not self-distinguishing and self-seeking * * *" *Prolegomena to Ethics.—F. H. Green, M.A., LL.D., pp. 178-9.*

"Kant says of man that 'his Will' is his 'proper self',
—*Metaphysic of Ethics, p. 71.*

"Intellect is knowing power, Will is controlling power."
—*H. Calderwood, LL.D., p. 166.*

and Force), ইহারা বস্তুতঃ দুইটী পৃথক্ পদার্থ নহে, 'ভূত' প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তি হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, শক্তিই ভূত ("Matter is essentially force, and nothing but force; * * *"—*Natural Selection, p. 210*)। 'ভূত (Matter) বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা হয়, তাহা বস্তুতঃ সৎপদার্থ নহে, দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে, তাদৃশ পদার্থের অস্তিত্ব বুদ্ধিগোচর হয় না ("And is, in fact, philosophically inconceivable")। যখন আমরা কোন ভৌতিকবস্তুকে স্পর্শ করি, তখন আমাদের প্রতীঘাত বা প্রতিবন্ধকতারই সংবেদন হইয়া থাকে, সংস্ত্যান বা বিপ্রকর্ষণ-শক্তিরই (Sensations of resistance) অনুভব হয়। অতএব ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা ভূত বা ভৌতিকবস্তুর যে রূপ জানিতে পারি, তাহা 'সংস্ত্যান-শক্তি' (Repulsive force) ভিন্ন অন্য কিছু নহে। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের "বিশ্বজগতের দৃশ্যমান রূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাত্মক, শব্দ-স্পর্শাদি আবার প্রকৃতপ্রস্তাবে সংস্ত্যান ও প্রসব (প্রবৃত্তি), এই শক্তিদ্বয়াত্মক" ("গুণানাম্। কেষাম্? শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাম্। সর্ব্বাশ্চ পুনমূর্ত্তয় এবমাত্মিকাঃ। সংস্ত্যান-প্রসবগুণাঃ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবত্যঃ।"—মহাভাষ্য), এই সকল কথা, অথবা "বিশ্বজগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের কার্য্য", এই শাস্ত্রোপদেশ স্মরণ করিবেন।

ভৌতিক-জগতে (In the material universe) শক্তি বা শক্তিসমূহই বিদ্যমান, শক্তি বা শক্তিসমূহ ব্যতীত ভৌতিক-জগতে অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয় না, যদি এই কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর হৃদয়

নিশ্চয়ই অতঃপর 'শক্তি' (Force) কোন্ পদার্থ, তদবধারণে প্রবৃত্ত হইবে। মাধ্যাকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ, বিপ্রকর্ষণ, তাপ, তড়িৎ ইত্যাদি প্রাথমিক (Primary) প্রাকৃতিক শক্তি-সমূহ, এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তি (Will-force) পরস্পর ভিন্ন (বস্তুতঃ ভিন্ন হউক, অথবা আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন হউক), এই দ্বিবিধ শক্তির সহিত আমাদের পরিচয় আছে। মধ্যাকর্ষণ (Gravitation), আণবিক আকর্ষণ (Cohesion), বিপ্রকর্ষণ (Repulsion) ইত্যাদি শক্তিসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অনেকেই প্রস্তুত, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির (Will-force) অস্তিত্ব বহু বিবাদাস্পদ, ইচ্ছাশক্তি নামে কোন শক্তি যে, বিদ্যমান আছে, বহু ব্যক্তি তাহা স্বীকার করেন না, ইচ্ছাশক্তি যথোক্ত মাধ্যাকর্ষণাদি শক্তিসমূহেরই রূপান্তর মাত্র ('It is a mere transformation of the primary forces'), ইহা মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দনেরই ফল, অনেকে এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। পণ্ডিত ওয়ালেস্ বলিয়াছেন, 'ইচ্ছা মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দনের ফল মাত্র,' এই প্রতিজ্ঞা যে, অদ্যাপি অসিদ্ধ আছে, এইরূপ মত যে, আজিও প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হয় নাই, অপিচ ইহার সিদ্ধিও যে, সম্ভবপর নহে, আমার বিশ্বাস, তাহা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। ইতর জন্তু বা মনুষ্যদিগের পেশীয় বল (*Muscular force*) যে, প্রকৃতির যথোক্ত প্রাথমিক শক্তিসমূহ হইতে সমধিগত বলেরই পরিবর্ত্তিত ভাব (যদ্যপি ইহাও দৃঢ় প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হয় নাই, তথাপি অনেকতঃ সম্ভব বলিয়া) তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু 'ইচ্ছাশক্তি মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দনের ফল', এই কথা বলা, এবং সম্পূর্ণরূপে

উক্ত পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিষেধ করা (Absolutely negative the existence of Will) সমান কথা। 'ইচ্ছাশক্তি' নামে যদি কোন পদার্থ থাকে, তবে যে শক্তি, দেহাভ্যন্তরে সঞ্চিত—শরীর মধ্যে বিদ্যমান অবান্তর শক্তিসমূহের ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বা নিয়ামক, উহা তৎপদার্থ ব্যতীত আর কিছু নহে। শরীরাভ্যন্তরে যে সকল অবান্তর শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রবৃত্তি স্বতন্ত্র শক্তি-বিশেষের প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। শরীরাভ্যন্তরে যে সকল অবান্তর শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রবৃত্তি যে, স্বতঃ হইতে পারে না, তাহাদের প্রবৃত্তি যে, কোন স্বতন্ত্রশক্তির প্রেরণা-পেক্ষ, তাহার প্রমাণ কি? কোন বাহ্য যন্ত্র, যন্ত্র যতই সূক্ষ্মভাবে যতই কৌশলের সহিত নির্ম্মিত হউক, দেখিতে পাওয়া যায় উহার ক্রিয়া-প্রবৃত্তিতে—কর্ম্মের আরম্ভে সর্ব্বদা বাহ্যশক্তির নোদন আবশ্যক হয়, অতএব অনুমান করিতে হইবে, জীবের শরীর-যন্ত্রের কোষ (Cells) বা স্নায়ু রজ্জুসমূহের (Cells or fibres of the brain) পরিস্পন্দন-কর্ম্মের প্রবৃত্তিতে (সূক্ষ্মভাবের হইলেও) কোন শক্তিবিশেষের প্রেরণার প্রয়োজন আছে। 'কোষ (Cells) বা স্নায়ুরজ্জু সকলের স্পন্দন স্বয়ংসিদ্ধ (Automatic), বাহ্য কারণ-সমূহদ্বারা ইহাদের পরিস্পন্দ-কর্ম্ম আরব্ধ হইয়া থাকে,' যদি এই কথা বলা যায়, তাহা হইলে, আমাদের সম্বিৎ বা আত্ম-চৈতন্যের সারভূত অংশের, স্বাধীন ইচ্ছারূপ ধর্ম্মের একেবারে উচ্ছেদ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, যথোক্ত শুদ্ধ স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্রে সম্বিৎ (Consciousness) বা প্রতীয়মান ইচ্ছাশক্তির অভিব্যক্তির কোনরূপেই উপপত্তি হয় না, তাহা হইলে, অনুভবসিদ্ধ ইচ্ছা-শক্তিকে মায়ার বিজৃম্ভণ বা অলীকপদার্থ বলিয়া নিশ্চয় করিতে

হয়। * অতএব সম্বিৎ বা ইচ্ছা যে, কেবল মস্তিষ্কের আণবিক স্পন্দনের ফল নহে, তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে। কোন্ শক্তি অন্য সর্ব্বপ্রকার শক্তির মূল, কোন্ শক্তি স্বতন্ত্র, তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আমাদের মনে হয়, 'সকল শক্তিই ইচ্ছাশক্তিপ্রসূত, ইচ্ছাশক্তিই সকল শক্তির আদ্যাবস্থা', এইরূপ অনুমান ন্যায়-বিগর্হিত নহে। বিশ্বজগৎ যে, কেবল বিশিষ্ট-চেতন পুরুষবর্গের, অথবা এক পুরুষ-প্রধানের ইচ্ছাধীন, তাহা নহে, পরন্তু ইহা তদিচ্ছাস্বরূপ।

গ্রীন্, ক্যাণ্ট্, শোপেন্হার, মার্টিনিউ প্রভৃতি পণ্ডিত-গণ ইচ্ছাশক্তিসম্বন্ধে যে-যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে বিস্তারপূর্ব্বক তাহা জানান আবশ্যক মনে করিলাম না। টমাস্ সোলী (THOMAS SOLLY) ইচ্ছাশক্তিকে প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়ারও মূল বলিয়াছেন, ইচ্ছাশক্তিই যে, সর্ব্বকর্ম্মের মূল, ইনিও তাহাই

* "However delecately a machine may be constructed, with the most exquisitely contrived detents to release a weight or spring by the exertion of the smallest possible, amount of force, *some* external force will always be required ; so, in animal machine, however minute may be the changes required in the cells or fibres of the brain, to set in motion the nerve currents which loosen or excite the pent-up forces of certain mussles, *some force* must be required to effect those changes. If it is said 'those changes are automatic, and are set in motion by external causes,' then the essential part of our consciousness, a certain amount of freedom in willing, is annihilated, and it is inconceivable how or why there should have arisen any consciousness or any apparent Will, in such purely automatic organisms."

—*Natural Selection, pp. 211-12.*

বিশ্বাস করিয়াছেন। পণ্ডিত মার্টিনিউ তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব (A Study of Religion)-নামক গ্রন্থে, 'ইচ্ছা' (Will) কোন্ পদার্থ, তাহা বিচার করিবার সময়ে উক্ত পদার্থসম্বন্ধে বিবিধ মতের সংগ্রহ করিয়াছেন, আবশ্যক বোধ করিলে, পাঠক ঐ গ্রন্থ পড়িতে পারেন। মার্টিনিউ (MARTINEAU)-প্রণীত 'ধর্ম্মতত্ত্ব' হইতে নিম্নে ইচ্ছাপদার্থসম্বন্ধে কতিপয় মত উদ্ধৃত হইল।

পণ্ডিত মার্টিনিউ 'ইচ্ছা' (Will) পদার্থ সম্বন্ধীয় যে সকল মত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের স্বরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে পাঠকগণকে আমরা "সন্দৃষ্ট—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ, প্রার্থিত বা জিহাসিত (ত্যাগ করিবার ইচ্ছার নাম জিহাসা) হইলে পর, জ্ঞাতা বা কর্ত্তার তদধিগমের (প্রার্থিত পদার্থকে পাইবার) বা তৎপরিত্যাগের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তদনন্তর কর্ম্মের আরম্ভ হয়," পূর্ব্বোক্ত (৫২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বাৎস্যায়ন মুনি ও ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের (মহাভাষ্য-কার) এই সকল কথা একবার স্মরণ করিতে অনুরোধ করি-তেছি। 'কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, কি গ্রাহ্য, কি ত্যাজ্য, তাহা স্থির করাই, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আদ্যাবস্থা' (Initial stage)। মার্টিনিউ বলিয়াছেন, পক্ষ নির্ব্বাচনই ইচ্ছার স্বরূপ ("There is nothing new in saying that willing consists in deter-mining an alternative."—*A Study of Religion, Vol. I p. 198*)। 'পক্ষ নির্ব্বাচন ইচ্ছার স্বরূপ', ইহা ইচ্ছার নিতান্ত সংকীর্ণ অর্থ (Narrowest sense), অনেকে ইহার ব্যাপকার্থ প্রদ-র্শনের জন্য সংকল্প বা উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্মকে ইচ্ছারস্বরূপ বলিয়াছেন (Action upon conscious motive)। অধ্যাপক লরী (Prof.

LAURIE) 'ইচ্ছা'-পদার্থের আরও ব্যাপকতর রূপের বর্ণন করিয়াছেন, তিনি আত্মার জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই দ্বিবিধ শক্তির অভিব্যক্ত অবস্থাকে 'ইচ্ছা' (Will) বলিয়াছেন ("The whole energy of the ego in percipience, whether cognitive or active.")। টমাস্ সোলী যে, ইচ্ছাশক্তিকে প্রত্যাবৃত্ত-ক্রিয়ারও (Reflex action) মূল বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা জানাইয়াছি। * শোপেন্হার (SCHOPENHAUER) সর্ব্বপ্রকার শক্তিকেই, ইচ্ছা (Will) বলিয়াছেন, সংকল্পই যে, কার্য্যের কারণ (The selective act is the cause), শোপেন্হারের ইহাই মত।

প্রজ্ঞা বা বিবেকশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি (Reason and Will), এই উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে যাইয়া, পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ (KANT) বলিয়াছেন, "বিশ্বজগতের সকল পদার্থই নিয়মানুসারে কর্ম্ম করে; চেতনপুরুষেরই ঐশ বা প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের প্রতিরূপ কর্ম্ম করিবার বিশেষ অধিকার (Perogative) আছে, চেতনপুরুষই ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট। প্রাকৃতিক নিয়ম দর্শনপূর্ব্বক কর্ত্তব্যের অনুমান করিতে হইলে, প্রজ্ঞা বা বিবেকশক্তির প্রয়োজন; অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, ইচ্ছা (Will) প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির ব্যাবহারিকী অবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। † অতএব বলা

---

* "Professor Laurie enlarges the boundaries still further; so as to include the whole energy of the ego in percipience, whether cognitive or active * * *

"In Mr. Thomas Solly's Treatise on the Will, it is made the source of all, even reflex, action from stimulus or impulse, and therefore treated as predicable of all animated nature." —*A Study of Religion, Vol. I., p. 198.*

† "Everything in the world acts according to laws; an

যাইতে পারে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার ইচ্ছা (Will) বলিতে যৎপদার্থকে গ্রহণ করিয়াছেন, ওয়ালেস্‌, গ্রীন্‌, মার্টিনিউ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইচ্ছা (Will) বলিতে তৎপদার্থকে গ্রহণ করেন নাই।

বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে যতদূর চিন্তা করা হইল, আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজনানুসারে, তাহাই যথেষ্ট মনে করিলাম। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তাপূর্ব্বক আমরা কি বুঝিয়াছি, অপিচ আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তার সম্বন্ধ কি, জীবের জন্মতত্ত্ব বিচার করিতে যাইয়া, আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম কেন, অতঃপর তাহা জানাইব।

সংসার কর্ম্মের মূর্ত্তি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা ভিন্ন-ভিন্নরূপ কর্ম্ম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মনদ্বারা আমরা যে সকল কর্ম্মের উপলব্ধি করি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণদ্বারা যতপ্রকার কর্ম্মের রূপ আমাদের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। মহর্ষি কণাদ কর্ম্মকে প্রযত্ননিষ্পাদ্য ও নোদনাদি-নিষ্পাদ্য, এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। কতিপয় কর্ম্মকে আমরা স্পষ্টতঃ প্রযত্ননিষ্পাদ্য

---

intellegent alone has the perogative of acting according to the representations of Laws, *i.e.*, has a Will: and since, to deduce actions from laws, reason is required, it follows that will is nothing else than practical reason."

—Metaphysic of Ethics by I. Kant, p. 25.

বলিয়া বুঝিতে পারি, কতিপয় কর্ম্ম নোদনাদি-নিষ্পাদ্যরূপে বিনিশ্চিত হইয়া থাকে। প্রযত্ননিষ্পাদ্য ও নোদনাদি-নিষ্পাদ্য, এই দুই শ্রেণীর কর্ম্ম ব্যতীত আর এক জাতীয় কর্ম্মও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। ভূকম্প, জলপ্লাবন ইত্যাদি কর্ম্মসমূহ বুদ্ধিপূর্ব্বক, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক, ইহারা প্রযত্ননিষ্পাদ্য, কি নোদনাদি-নিষ্পাদ্য, তাহা সাধারণজ্ঞানে নিশ্চিত হয় না। মহর্ষি কণাদ এই জাতীয় কর্ম্মসমূহকে 'অদৃষ্টকারিত' বলিয়াছেন। যাহা দৃষ্ট—স্থূল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, তাহাকে 'অদৃষ্ট' বলে। 'অদৃষ্টকারিত' শব্দের সুতরাং, অর্থ হইতেছে, সূক্ষ্ম কারণ-বিশেষদ্বারা নিষ্পাদিত।

যাঁহারা জড়ৈকত্ববাদী, তাঁহারা বলেন, যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কতিপয় কর্ম্ম বিনা প্রযত্নে, চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া, শুদ্ধ জড়শক্তিদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তখন 'কর্ম্মমাত্রেই জড়-শক্তি-নিষ্পাদ্য', এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত। অন্যপক্ষ বলেন, কতিপয় কর্ম্ম যে, বিনাপ্রযত্নে চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে শুদ্ধ জড়শক্তিদ্বারা সাধিত হয় না, তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ; কতিপয় কর্ম্ম যখন চেতনের প্রবর্ত্তনাপেক্ষ, তখন কর্ম্মমাত্রেই চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। কাহারও মতে কতিপয় কর্ম্ম চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া নিষ্পন্ন হয়, এবং কতিপয় কর্ম্মের নিষ্পত্তিতে চেতনের প্রবর্ত্তন অপেক্ষিত হইয়া থাকে। জড়ৈকত্ববাদীগণ জড়ব্যতীত চৈতন্য-নামক স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্বই যখন স্বীকার করেন না, তখন বলা বাহুল্য, বিশ্বজগতে যতপ্রকার কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তৎসমুদায়ই যে, জড়শক্তিদ্বারা হইয়া থাকে, ইহাঁরা যথা-

শক্তি তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবেন। 'চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পপূর্ব্বক', যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহাদিগকে সপ্রমাণ করিতে হইবে, যাহাদিগকে সাধারণতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মরূপে নিশ্চয় করা হয়, তাহারাও প্রকৃতপ্রস্তাবে মূলতঃ চিচ্ছক্তির প্রেরণাপেক্ষ।

জড়ৈকতত্ত্ববাদীরা জড়শক্তিই যে, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের একমাত্র কারণ, কোন কর্ম্মই যে, চেতনের প্রবর্ত্তনাপেক্ষ নহে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্ত্তনসমূহকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। অচেতন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি চেতনের প্রেরণা বিনা কত কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, তাড়িত শক্তিদ্বারা কত অদ্ভুত কার্য্য সংঘটিত হইতেছে, অতএব অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, এইরূপ মত যুক্তিসিদ্ধ নহে। চৌম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ, ইত্যাদি মূলতঃ চেতনের প্রেরণাপেক্ষ কি না, তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হয় না। আপ্তোপদেশই প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের অবিষয় পদার্থসমূহের তত্ত্ব-নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। কোন কর্ম্মই চেতনের মুখাপেক্ষা করে না, যাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা লইয়া সংসারে আগমন করিয়াছেন, লোকে সাধারণতঃ যে সকল কর্ম্মকে প্রসিদ্ধ বা প্রতিপন্ন-চেতন-কর্ত্তৃক বলিয়া মনে করে, তাহারাও যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে জড়শক্তিদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, তাহারাও যে, বস্তুতঃ চেতনকর্ত্তৃক নহে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য, তাঁহারা 'জ্ঞান, ইচ্ছা,

প্রযত্ন, স্মৃতি, অনুভব ইহারাও মস্তিষ্কের আণবিক-স্পন্দনের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে', এই কথা বলিয়াছেন।

সংবাদ (Harmony) সকলেরই প্রিয়, বিসম্বাদ কাহারই হৃদ্য নহে। বিজ্ঞান এইজন্য বিশেষের মধ্যে সামান্যের, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। সঙ্গীত (Music) এই জন্য আসন্নচেতন পশু-পক্ষ্যাদিরও চিত্তকে আকর্ষণ করে, জড়প্রায় শিশু-হৃদয়ও সঙ্গীত শ্রবণে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। তালের একতা, স্বরের একতা, চিত্তের একতা, স্পন্দনের সমতাভিন্ন আর কিছু নহে, সংবাদী স্পন্দনই (Harmonious vibrations) 'মধুর', এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু হইলে কি হয়, যাহা চাই, এই বৈষম্যময় সংসারে তাহা পাওয়া যাইবে কেন? মরুভূমি কি, কখনও পিপাসিতের আকাঙ্ক্ষিত-পদার্থ দান করিতে পারগ হয়? সংসারের যে রূপ আমাদের নয়নে পড়ে, তাহা প্রকৃতির বৈষম্য-ভাবাত্মক, সংসারে এইজন্য এইরূপ দুইটী পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহারা সর্ব্বাংশে সমান। অনেক বস্তু আপাতদৃষ্টিতে সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু পরীক্ষা করিলে, জানিতে পারা যায়, উহাদের মধ্যেও বহুবিষয়ে বিষমতা আছে, মনে হয়, বৈষম্যের রাজ্যে পূর্ণসাম্যভাব দেখিবার আশা দুরাশা। প্রত্যেক মনুষ্যের জ্ঞান-বিশ্বাসাদিই যে, কেবল সর্ব্বাংশে অসমান, তাহা নহে, এইরূপ দুইটী নরদেহ দৃষ্টিপথে পতিত হয় না, যাহাদের প্রত্যেক শারীর-বিধান পরস্পর সর্ব্বাংশে একরূপ। *

---

* শারীরসংস্থানবিদ্ পণ্ডিত ম্যাকালিষ্টর (A. Macalister, M.A., M.D., F. R. S) বলিয়াছেন—"No two human bodies are exactly alike in the details of organisation. Inheritance, habitual

সংসার যখন বৈষম্যের রাজ্য, তখন এখানে যে, মতভেদ থাকিবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। সংবাদ (Harmony), পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সকলের প্রিয়, বিসংবাদ কাহারও হৃদ্য নহে। জিজ্ঞাস্য হইবে, বৈষম্যময় সংসারের প্রজা হইয়া, আমরা সাম্যভাবকে এত ভালবাসি কেন? কোলাহলময় সংসারে বাস করিয়া, আমাদের সঙ্গীত শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা হয় কেন? সংসারের অন্তরতম প্রদেশে সাম্যভাব বিরাজ করিতেছে, তিক্ত পদার্থেও মধুর রস বিদ্যমান থাকে। সংসারের অন্তরে যদি সাম্যভাব বিরাজ না করিত, তিক্ত পদার্থেও যদি মধুর রস না থাকিত, তাহা হইলে, লোকের সাধারণতঃ সংসারে এত আসক্তি হইত না, তিক্ত পদার্থের আস্বাদ গ্রহণে কেহ ইচ্ছুক হইত না। সংসারে চিরস্থায়ী অপরিচ্ছিন্ন সাম্যভাবের কমনীয় রূপ দেখিতে না পাইলেও, লোকে ইহার অস্থায়ী অপরিচ্ছিন্ন রূপ দেখিতে পায়, কোলাহলের মধ্যে মেঘের ক্রোড়ে চপলার প্রকাশের ন্যায় সঙ্গীতের ক্ষণিক বিকাশ হইয়া থাকে। বৈষম্যময় সংসারে বাস করিয়াও, তা'ই আমাদের সাম্যভাবের হৃদয়রমণ রূপ দেখিবার ইচ্ছা হয়, কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীত শ্রবণের প্রবৃত্তি হয়।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিশেষের মধ্যে সামান্যের দর্শন-লালসা, কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীত-শ্রবণেচ্ছা, তিক্তের মধ্যে মধুর-রসাকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা,

actions, occupation, and other circumstances of environment, are factors which act with unequal intensity in the history of each individual, modifying the proportional development of parts." —*A Text-book of Human Anotomy*, p. 2.

সমান পদার্থ। মানুষ সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে মানুষ তত্ত্ব জানিবার, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে দেখিবার, তিক্তের মধ্যে মধুররস পান করিবার ইচ্ছা করে, ইহাও সত্য। প্রকৃতি বা শক্তিভেদে রুচিভেদ হয় বটে, প্রতিভার পার্থক্যবশতঃ লোকে ভিন্ন-ভিন্নরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকে সত্য, তথাপি একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে, প্রতিপন্ন হয়, জীবমাত্রের চরম বা মুখ্য আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ এক ভিন্ন দুই নহে, মূল দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্তব্য পদার্থ সকলেরই এক। নিদাঘকালে, গভীর রজনীতে চার, পাঁচটী বন্ধু পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর তটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দূর হইতে চিত্তোন্মাদী, সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি সকলেরই কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল, কোন্ দিক্ হইতে এই ধ্বনি প্রবাহিত হইতেছে, সকলেই তাহা স্থির করিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু মতের ঐক্য হইল না, কেহ নিশ্চয় করিলেন, উত্তর দিক্ হইতে ইহা প্রবাহিত হইতেছে, কাহারও বিশ্বাস হইল, পূর্ব্বদিক্ হইতে, কেহ স্থির করিলেন দক্ষিণদিক্ হইতে, কোন ব্যক্তির মনে হইল, পশ্চিমদিক্ই ইহার প্রবাহকেন্দ্র। যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস হইল, তিনি তদনুরূপ কার্য্য করিলেন, কেহ উত্তরদিকে, কেহ পূর্ব্বদিকে, কেহ দক্ষিণদিকে, এবং কেহ পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য সকলেরই একরূপ, সকলেই এক প্রকার আকর্ষণশক্তিদ্বারা সমাকৃষ্ট হইলেন, কিন্তু বুদ্ধিভেদ-নিবন্ধন ভিন্ন-ভিন্ন দিক্ অবলম্বিত হইল। যিনি যে দিক্‌কে উক্ত সঙ্গীতধ্বনির প্রবাহকেন্দ্র বলিয়া বুঝিলেন, তিনি যে, অন্যকেও সেই দিক্ই প্রকৃত দিক্ বলিয়া বুঝাইবার, অন্যকেও সেই দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন, তাহা বলা

বাহুল্য। প্রথম বিশ্বাসের প্রেরণায় যিনি যে দিক্ অবলম্বন করিলেন, কিয়দ্দূর গমনের পর, তাঁহার সেই অবলম্বিত দিকের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া, অসম্ভব নহে, এমন কি, পরিশেষে (যদি প্রকৃত দিক্ নির্ণীত না হইয়া থাকে) তাঁহাকে সম্পূর্ণতঃ বিভিন্ন দিক্ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে হয়। আকর্ষণ ও উদ্দেশ্য সমান হইলেও, যে কারণে গতির দিক্ ভিন্ন হয়, এতদ্দ্বারা তাহা সূচিত হইল। তত্ত্বজিজ্ঞাসা, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের দর্শন-লালসা কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীত-শ্রবণেচ্ছা বা তিক্তের মধ্যে মধুর রসের আস্বাদন-বাঞ্ছাই যে, কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ, তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি ব্যক্তিগত প্রতিভাভেদবশতঃ সকল কর্ম্মকর্ত্তাই একদিকে যাত্রা করিতে পারেন না, এক পদার্থের অন্বেষণার্থ বহির্গত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন-ভিন্ন দিক্ অবলম্বন করিয়া থাকেন। বেদ বা ঐশ-জ্ঞানেচ্ছাই বিশ্বজগতের, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ বা কর্ম্মের মূলপ্রবর্ত্তক, বেদের প্রবর্ত্তনায় পরমাণুসমূহ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, বেদের প্রেরণায় জীব ত্যাজ্য কি, গ্রাহ্য কি, তাহা স্থির করে, মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীববৃন্দ বেদের উপদেশেই বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কারার্থ সচেষ্ট হইয়া থাকে, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, সৎকার্য্যবাদ, অসৎকার্য্যবাদ, সৎ-কারণবাদ, অসৎকারণবাদ, সকলই বেদপ্রসূত। বেদ বলিয়াছেন, "ব্রহ্মই মধু—পরমানন্দলক্ষণ মাধুর্য্যোপেত বস্তু, অখণ্ড সচ্চিদা-নন্দময় ব্রহ্মই সকলের রস—সারভূত, তিনিই পরসামান্য, প্রকৃত সঙ্গীত শ্রবণপূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে হইলে, যথোক্ত ব্রহ্মের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে; বিষ্ণুর পরমপদেই নিত্য প্রকৃত সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে; ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই; সংসারে আর ক্লেশভোগ

করিও না, দুর্ব্বিষহ সংসারক্লেশের উচ্ছেদার্থ আমাকে ভজনা কর, আমাকে ভজনা কর, * বেদের এই হৃদয়রঞ্জন ধ্বনি, এই চিত্তোন্মাদী স্বর পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সুর, নর, সকলেরই শ্রবণগোচর হইতেছে, বেদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, সকলেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, বৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের আবিষ্কারার্থ সচেষ্ট হইতেছে, কোলাহলের মধ্যে সঙ্গীত-শ্রবণের জন্য ব্যগ্র হইতেছে, কিন্তু প্রতিভাভেদবশতঃ সকলে একদিক্ অবলম্বন করিতে, একরূপ কর্ম্ম করিতে, বা একরূপ মতাবলম্বী হইতে সমর্থ হয় না, বেদের অভিপ্রায় সকলে যথাযথভাবে বুঝিতে পারগ হয় না। 'এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই', 'ব্রহ্মই মধু', ইত্যাদি বেদোপদেশ শ্রবণপূর্ব্বক কেহ জড়শক্তিকেই ব্রহ্ম, জড়শক্তিকেই

---

* "ব্রহ্মমেতুমাং। মধুমেতুমাং। ব্রহ্মমেব মধুমেতুমাং।"

—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

"মধুং পরমানন্দলক্ষণ-মাধুর্য্যোপেতং বস্তু * * *।"

—তৈত্তিরীয়-আরণ্যক-ভাষ্য।

'গায়ত্রী' শব্দের নিরুক্তি করিবার সময় দৈবতব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, বেদ-গানকারী প্রজাপতির মুখ হইতে বেদ-সারভূতা, গায়ত্রীর আবির্ভাব হইয়াছে, এই জন্য ইহাঁর 'গায়ত্রী' নাম হইয়াছে ("গায়তো মুখাদুদপতদিতি হ ব্রাহ্মণম্।" —দৈবতব্রাহ্মণ)। গায়ত্রী-বিদ্যাতে শ্রুতি গায়ত্রী শব্দের প্রকারান্তরে নিরুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। "বৃথা সংসারে আর ক্লেশভোগ করিও না, সংসার-ক্লেশের উচ্ছেদার্থ আমার ভজনা কর, আমার ভজনা কর, যিনি অহর্নিশ স্বয়ং এইরূপ গান বা শব্দ করিয়া ক্লেশসঙ্কুল সংসার-সাগর-মগ্ন জীব সকলকে ত্রাণ করেন, তিনি গায়ত্রী" ("গায়ন্নেব ত্রায়তি পালয়তি চ সা গায়ত্রী। যা বৈ খলু গায়তি চ—বৃথা সংসারে মা ক্লিশ্যত। তদুচ্ছিত্তয়ে মামেব ভজধ্বমিতি, স্বয়ং শব্দয়তি চ।"—দৈবতব্রাহ্মণ-ভাষ্য)।

মধু বলিয়া বুঝিয়াছেন, জড়শক্তি ভিন্ন পদার্থান্তরের অস্তিত্ব নাই, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াছেন, জড়শক্তিরই উপাসনা করিতেছেন, সকলেই যাহাতে এইরূপ মতাবলম্বী হয়, তজ্জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, কেহ চিচ্ছক্তিকেই যথোক্ত ব্রহ্মপদার্থ মনে করিষা, তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, চিচ্ছক্তি ভিন্ন অন্য পদার্থ নাই, এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, অন্যেও যাহাতে এবম্প্রকার মতের অনুবর্ত্তন করে, তন্নিমিত্ত সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেছেন, কেহ দ্বৈতবাদকে শ্রেষ্ঠবাদ মনে করিয়াছেন, এবং স্বমত-স্থাপনের জন্য যথাশক্তি যত্ন করিতেছেন। যে কোন পদার্থ হউক, প্রতিভাভেদে তাহার ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ গৃহীত হইবেই। তা'ই বলিয়াছি, বৈষম্যময় সংসারে যে, মত-ভেদ থাকিবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে।

কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, সকলেই কার্য্যের কারণানু-সন্ধান করিয়া থাকেন। কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান ও তাহার স্বরূপাবধারণের চেষ্টা, ভিন্ন-পদার্থ নহে। কারিত হয় যদ্দ্বারা, অথবা যাহা করে—যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদক, তাহাকে 'কারণ' বলা হয় ("কার্য্যতেঽনেন, করোতীতি")। কারণের ইহাই মূল অর্থ বটে, কিন্তু প্রতিভাভেদে লোকে ইহার বিবিধ অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকে। উপাদান ও নিমিত্ত, কারণকে প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। উপাদান ও নিমিত্ত, কারণকে, এই দুইভাগে বিভক্ত করা হয় কেন? কুম্ভকারকে মৃত্তিকা, এবং দণ্ড-চক্রাদিদ্বারা ঘটনির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি। 'ঘট'-কার্য্য মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সলিল ও কুম্ভকার, ইহাদিগদ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ঘটকার্য্যের নিষ্পত্তিতে যখন কুম্ভকার, মৃত্তিকা,

এবং দণ্ড-চক্রাদির প্রয়োজন হয়, তখন ইহাদিগের সকলকেই ঘটকার্য্যের ('কারিত হয় যদ্দ্বারা, অথবা যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদন করে,' কারণের এই লক্ষণানুসারে') কারণ বলিতে হইবে। কুম্ভ-কার প্রভৃতি সকলেই ঘটকার্য্যের কারণ বটে, কিন্তু সকলের কার্য্যকারিতা যে, একরূপ নহে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যাবৎ ঘট থাকে, তাবৎ মৃত্তিকা ঘটকে ত্যাগ করে না, মৃত্তিকাকে বাদ দিলে, ঘটের বাস্তব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। কুম্ভ-কার বা দণ্ড-চক্রাদি, ঘটের উৎপত্তির পর স্থানান্তরে থাকিলেও, ঘটের কোন ক্ষতি হয় না। কুম্ভকার যে কার্য্য করে, দণ্ড-চক্রাদি বা মৃত্তিকা তৎকার্য্য করিতে পারে না, মৃত্তিকা যে কার্য্য করে, কুম্ভকার বা দণ্ডচক্রাদিদ্বারা তৎকার্য্য সাধিত হয় না। মৃত্তিকাই ঘটকার্য্যরূপে পরিণত হয়, এই নিমিত্ত মৃত্তিকাকে ঘটকার্য্যের উপাদান বা সমবায়ি-কারণ বলা হয়। যাহা সমবেত হইয়া কার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়, যাহা কার্য্য-শক্তি, তাহা সমবায়ী বা উপাদান-কারণ। উপাদান বা সমবায়ি-কারণে অনভিব্যক্তভাবে বিদ্য-মান শক্তি যদ্দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, কার্য্যের উৎপত্তির পরে যাহার সহিত কার্য্যের কোন সম্বন্ধ থাকে না, অতএব যাহাকে স্থূলতঃ বাহ্যকারণ বলা যাইতে পারে, তাহা নিমিত্তকারণ। যদ্ব্যতিরেকে যাহা সিদ্ধ হয় না, যাহা যাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী (That which invariably precedes), তাহা তাহার কারণ। মৃত্তিকা ব্যতি-রেকে ঘট উৎপন্ন হয় না, আবার কুম্ভকার এবং দণ্ড-চক্রাদি না থাকিলেও, ঘটকার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব হয়, অতএব ঘটকার্য্যের মৃত্তিকাদি সকল পদার্থকেই কারণ বলিতে হইবে। * কারণের

* হবস্ (HOBBES) উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণ স্বীকার

লক্ষণ ও প্রকারভেদ সম্বন্ধে যে, মতভেদ আছে, (প্রত্যেক পদার্থসম্বন্ধে মতভেদ থাকা যে, প্রাকৃতিক, পূর্ব্বে তাহা জানাইয়াছি), এক্ষণে তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

বেদ পাঠ করিলে, উপাদান—আরম্ভণ (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, উপাদান কারণ বুঝাইতে বেদে 'আরম্ভণ' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়) ও নিমিত্ত (Patient and agent), এই দ্বিবিধ কারণের সংবাদ পাওয়া যায়। শাস্ত্রান্তরে কারণকে 'মুখ্য' ও 'অমুখ্য', এই দুই প্রধান ভাগে বিভাগ করিয়া, পরে মুখ্য কারণকে আবার সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত, এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ন্যায়মতে মুখ্যকারণ সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তভেদ ত্রিবিধ। অমুখ্যকারণকে 'সহকারিকারণ', এই নামে উক্ত করা হইয়া থাকে।

পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ (J. S. MILL) বলিয়াছেন, নিমিত্তকারণই কারণ, উপাদান-কারণকে (Patient) স্বতন্ত্র কারণ বলিয়া স্বীকার করিবার কোন যুক্তি নাই, 'কারণ' (Cause) বলিতে নিমিত্ত-কারণকেই বুঝাইয়া থাকে। * মিলের অভিপ্রায়, উপাদান-কারণকে কারণান্তর বলিয়া স্বীকার করিলে,

---

করিয়াছেন ("A cause is the sum or aggregate of all such accidents, both in the agents and the patients, as concur in producing of the effect propounded".)

* "In most cases of causation a distinction is commonly drawn between something which acts and some other thing which is acted upon, between an agent and a patient. Both of these, it would be thought absured to call the latter the cause, the title being reserved for the former."

—*System of Logic, Vol. I., p. 347.*

কর্ম্ম-কর্তৃদোষ ঘটে, তাহা হইলে, কর্ম্ম স্বয়ংই কর্ম্মরূপে পরিণত হয়, এই কথা অঙ্গীকার করিতে হয়। স্বমত-স্থাপনার্থ পণ্ডিত মিল্ কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্রব্যের অধঃপতন-ব্যাপার তৎপ্রদর্শিত প্রথম দৃষ্টান্ত। একটী প্রস্তরখণ্ডের অধঃ-পতন কর্ম্মের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে, উপলখণ্ডই ইহার কারণ, যদি এইরূপ উত্তর দেওয়া যায়, তাহা হইলে, 'কারণ' শব্দের অর্থবিরোধ—কারণ-লক্ষণ দূষিত হয়। যাঁহারা কার্য্য-মাত্রের উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ পৃথক্ কারণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, প্রস্তরখণ্ডের অধঃপতন কর্ম্মে, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রস্তরখণ্ডকে উপাদান (Patient)-কারণ, এবং পৃথিবীকে (অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ সাধারণ বিশ্বাসানুসারে বলিতে হইলে, পৃথিবীর অদৃষ্ট ধর্ম্মকে) নিমিত্ত-কারণরূপে গ্রহণ করেন। একটু চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, প্রস্তরখণ্ড স্বয়ংই স্বীয় পতনকর্ম্মের কারণ, এতদ্বাক্যের সহিত, প্রস্তরখণ্ডের পতনকার্য্যের উহা উপাদান-কারণ, এই কথার অর্থগত পার্থক্য নাই। আমরা বলিতে পারি, প্রস্তরখণ্ড স্বীয় ধর্ম্ম (গুরুত্ব)-বশতঃ স্বয়ংই পৃথিবীর অভিমুখে গমন করিতেছে, প্রস্তরখানির পতনব্যাপার যদি এইভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, উহাকেই উহার অধঃপতন-কর্ম্মের নিমিত্ত-কারণ (Agent) বলিয়া স্বীকার করিবার কোন আপত্তি হইতে পারে না। জড়বস্তু স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, এই মতের রক্ষণার্থ লোকে, প্রস্তর-খণ্ডের অধঃপতন-ব্যাপারে উহাকে নিমিত্ত-কারণ বলিতে চাহে না, কিন্তু সকল বস্তুই সকলকে আকর্ষণ করে, এই কথা স্মরণ কিরলে, প্রস্তরখণ্ডের পতনকার্য্যে পৃথিবীর ন্যায় ইহারও যে,

কর্ত্তৃত্ব আছে, পৃথিবীর ন্যায় এ কার্য্যে উপলখণ্ডেরও যে, নিমিত্তত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পৃথিবীই কেবল অন্যান্য বস্তুকে আকর্ষণ করে না, অন্যান্য বস্তু কর্ত্তৃক ইহাও আকৃষ্ট হয়। পণ্ডিত মিলের স্বমতসমর্থক দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঐন্দ্রিয়কক্রিয়া (Sensation produced in our organs)। ঐন্দ্রিয়কক্রিয়াতে বিষয় (Objects), ইন্দ্রিয় (Organs) ও মন (Mind), এই তিনেরই যে, ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব (Agency) আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; দর্শনকার্য্যের আলোকই কর্ত্তা নহে, আলোক, নয়নেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, এবং দ্রষ্টব্যবস্তু, দর্শনকার্য্য এই সমুদায়ের কর্ত্তৃত্বফল-সমষ্টি। *

উপাদান ও 'পেশেণ্ট' (Patient), এই শব্দদ্বয় সর্ব্বথা সমানার্থক নহে। উপাদান-কারণ শাস্ত্রে কোথাও ক্রিয়া-নিষ্পাদন-ধর্ম্ম বা কর্ত্তৃত্ববিরহিত বলিয়া নির্ব্বাচিত হয় নাই। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, 'কারক ক্রিয়া-নির্ব্বর্ত্তকত্বের সামান্য সংজ্ঞা, কর্ত্তৃ-করণাদি, ইহারা বিশেষ-বিশেষ ক্রিয়া-নিষ্পাদকত্বের বাচক। কর্ত্তৃ-করণাদি সকল কারকই ক্রিয়া নিষ্পাদন করে সত্য, কিন্তু সকলেই একরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে না, প্রত্যেক কারকই ভিন্ন-ভিন্ন রূপ ক্রিয়ার নির্ব্বর্ত্তক। 'ক্রিয়া' বলিতে

---

* পণ্ডিত মিল্ বলিয়াছেন, 'কারণ' শব্দটী যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে উপাদানকে পৃথক্ কার্য্য বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। পরীক্ষা করিলেই, উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের পার্থক্যবোধ তিরোহিত হয়, অন্ততঃ বুঝিতে পারা যায়, ইহা বৈকল্পিক (Only verbal), শুদ্ধ বচনভঙ্গী হইতে এইরূপ প্রত্যয়ের উৎপত্তি হইয়াছে (Arising from an incident of mere expression)। মিলের লজিক্ (Logic) দ্রষ্টব্য।

আমরা সাধারণতঃ মূর্ত্তক্রিয়া বা ক্রিয়ার স্থূলরূপ বুঝিয়া থাকি। মূর্ত্ত-ক্রিয়া সকল-কারকেরই কর্ত্তৃত্বফল সমষ্টি।

প্রত্যেক কারকের কর্ত্তৃত্ব (Agency) থাকিলেও, সকল কারককে যে, কর্ত্তা বলা হয় না, তাহার কারণ হইতেছে, প্রধান কর্ত্তার বা 'কর্ত্তৃ'-কারকের কর্ত্তৃত্ব ও অন্যান্য কারকের কর্ত্তৃত্ব একরূপ নহে। প্রধান কর্ত্তা স্বতন্ত্র, অন্যান্য কারক ইহাঁর নিদেশ-বর্ত্তী, ইহাঁর নিয়াম্য (Patient), প্রধান কর্ত্তার আদেশ না পাইলে, স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, ইহারা কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। পরমাণুকে বিশ্লেষ করিবার শক্তি তাপের আছে বটে, কিন্তু ইহা স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, পাককার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না, ইহা অন্ধ, ইহা জড়শক্তি। পাকক্রিয়া শেষ হইয়াছে, তণ্ডুল সকল বিক্লিন্ন হইয়াছে (গলিয়া গিয়াছে), কিন্তু পাককর্ত্তা যদি তৎকালে উপস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে, অগ্নি স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া, পাককার্য্য স্থগিত করিবে না; তাহাকে যাহা করিতে বলা হইয়াছে, যাবৎ প্রাণ থাকিবে, তাবৎ সে তাহাই করিবে, তদ্ভিন্ন তাহার অন্য কিছু করিবার শক্তি নাই। অন্ন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, তথাপি অগ্নি স্বকার্য্য করিতে বিরত হইবে না; অন্ন দগ্ধই হউক, আর যাহাই হউক, অগ্নির তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি যাহার নাই, তাহা পরতন্ত্র। রাজা স্বীয় কর্ম্মচারীদিগের স্কন্ধে যে সকল কর্ম্মভার ন্যস্ত করেন, কর্ম্মচারিগণ, যথানির্দ্দেশ সেই সমস্ত কর্ম্মই সম্পাদন করিয়া থাকেন, রাজনিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না, নিয়ম পরি-বর্ত্তন করিবার শক্তি ইহাঁদের নাই, এইজন্য ইহাঁরা পরতন্ত্র। 'অগ্নি পাক করিতেছে', 'স্থালী পাক করিতেছে', ইত্যাদি বাক্যে যে,

অগ্ন্যাদির স্বাতন্ত্র্য বা প্রধান-কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি? জড় বা পরতন্ত্রকে স্বতন্ত্র বলিয়া অঙ্গীকার করা হয় কেন? পতঞ্জলিদেব এতদুত্তরে বলিয়াছেন, প্রধান-কর্ত্তা যে স্থলে পরোক্ষ—দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা পরোক্ষ না হইলেও, অবান্তর কর্ত্তৃত্ব যেখানে প্রধানরূপে বিবক্ষিত হয়, তথায় এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অন্যান্য কারক যতক্ষণ প্রধানকর্ত্তার সমভিব্যাহারে থাকে, ততক্ষণ ইহাদের পারতন্ত্র্য স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু প্রধানকর্ত্তা হইতে যখন উহারা দূরে বা পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করে, তখন উহারাই প্রধান কর্ত্তৃরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। অমাত্যগণ যাবৎ রাজার সমীপে অবস্থান করেন, তাবৎ তাঁহাদের পারতন্ত্র্য অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু যেখানে রাজা উপস্থিত থাকেন না, অমাত্যগণই তথায় রাজোচিত সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহারা রাজাকে কখন দেখেন নাই, রাজাকে দেখিবার যোগ্যতা যাঁহাদের নাই, রাজ-দর্শনের প্রয়োজন যাঁহারা বুঝেন না, সুতরাং যাঁহারা রাজাকে দেখিতে চাহেন না, অমাত্যগণকেই তাঁহারা প্রধানকর্ত্তা মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন, স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রশক্তির পার্থক্য যথাযথরূপে উপলব্ধি করিতে তাঁহারা অক্ষম। * ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন, করণাদি কারকসমূহের সৌকর্য্যাতিশয়ের দ্যোতনার্থ যখন প্রধান কর্ত্তার ব্যাপার বিবক্ষিত হয় না, তখন অন্যান্য কারকও (স্ব-স্ব ব্যাপারে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া), 'কর্ত্তৃ'-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া

---

* "কেদানীং পরতন্ত্রা স্যাৎ। যত্তৎ প্রক্ষালনং পরিবর্ত্তনং বা। ন বা এবমর্থং স্থাল্যুপাদীয়তে প্রক্ষালনং পরিবর্ত্তনং করিষ্যামীতি। কিং তর্হি সংভবনক্রিয়াং ধারণক্রিয়াং চ করিষ্যতীতি তত্র যাসৌ স্বতন্ত্রা।"—মহাভাষ্য।

থাকে। ‘অসি (খড়্গ) সুন্দর ছেদন করিতেছে’, ‘কাষ্ঠ পাক করিতেছে,’‘স্থালী পাক করিতেছে’, ইত্যাদি বাক্যে অসি প্রভৃতির কর্তৃসংজ্ঞা পাইবার ইহাই কারণ। ‘প্রস্তরখণ্ড ভূমিতে পতিত হইতেছে’, এখানেও যে স্বতন্ত্রশক্তির আদেশে প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে, যাঁহার নিয়োগানুসারে উপলখণ্ড পৃথিবীর অঙ্কে পতিত হয়, উপলখণ্ড বা পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, উপলখণ্ড বা পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি ইহাদের অন্তর্যামী, ইহাদের অন্তরে থাকিয়া যিনি ইহাদিগকে নিয়ামিত করেন, তিনি লক্ষিত বা বিবক্ষিত হয়েন না। * পতঞ্জলিদেব তা’ই বলিয়াছেন, প্রধানকর্ত্তা যে স্থলে পরোক্ষ—দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা পরোক্ষ বা দৃষ্টির বহির্ভূত না হইলেও, যেস্থলে তিনি বিবক্ষিত হয়েন না, তৎস্থলে অন্যান্য কারক, কর্তৃসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ‘উপাদান’ (Patient), তখন নিমিত্ত ও উপাদান, এই উভয় রূপেই পরিদৃষ্ট হয়। পাঠক কর্ম্ম-কর্তৃবাচ্যের কথা স্মরণ করিবেন। যেখানে কর্ম্ম (ক্রিয়া) দৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎকর্ম্ম বা ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তক কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না, সেখানে তাদৃশ কর্ম্ম প্রাকৃত বা স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে (“ন চান্যঃ কর্ত্তা দৃশ্যতে ক্রিয়া চোপলভ্যতে।”—মহাভাষ্য)। †

পণ্ডিত মিল্ (J. S. MILL) উপাদান-কারণকে কারণ

---

* “যদা সৌকর্য্যাতিশয়ং দ্যোতয়িতুং কর্তৃব্যাপারো ন বিবক্ষ্যতে তদা কারকান্তরাণ্যপি কর্তৃসংজ্ঞাং লভন্তে। স্বব্যাপারে স্বতন্ত্রত্বাৎ। তেন পূর্ব্বকরণত্বাদিসত্ত্বেঽপি সংপ্রতি কর্তৃত্বাৎ কর্ত্তরি লকারঃ। সাধ্বসিশ্ছিনত্তি। কাষ্ঠানি পচন্তি। স্থালী পচতি।”— সিদ্ধান্তকৌমুদী।

† “ক্রিয়মাণন্তু যৎকর্ম্ম স্বয়মেব প্রসিদ্ধ্যতি।
সুকরৈঃ স্বৈর্গুণৈঃ কর্ত্তুঃ কর্ম্মকর্ত্তেতি তদ্বিদুঃ॥”

বলিয়া স্বীকার করিতে যে জন্য অনিচ্ছুক, পূর্ব্বে তাহা জানাই-য়াছি, এক্ষণে ব্যাকরণ-সাহায্যে ইহাঁর উপাদান-কারণকে পৃথক্ কারণরূপে অঙ্গীকার করিবার আপত্তি সংক্ষেপে নিরাকৃত হইল।

উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের যে, অনেক বিষয়ে বৈধর্ম্ম্য আছে, পূর্ব্বে তাহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। যাহা সমবেত হইয়া, কার্য্য উৎপাদন করে, তাহা সমবায়ী বা উপাদান-কারণ। মৃত্তিকা ঘটের, তন্তু পটের, সমবায়ি-কারণ ("যৎ সমবেতং কার্য্যমুৎ-পদ্যতে, তৎ")। সাংখ্যদর্শন কার্য্যশক্তিকেই উপাদান-কারণ বলিয়া-ছেন। 'কার্য্যশক্তি' কোন্ পদার্থ? কার্য্যের অনাগত অবস্থা বা ধর্ম্মীর অব্যপদেশ্য ধর্ম্মই 'কার্য্যশক্তি' ("কার্য্যশক্তিমত্ত্বমেবোপাদান-কারণত্বম্।"— সাং, প্র, ভা)। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'কারণের আত্মভূতা শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য' ("কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।"—শারীরক ভাষ্য)।

প্রত্যেক পরিবর্ত্তনই (Change) নিয়ত পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই পূর্ব্ববর্ত্তি-ভাবের সহিত অপর ভাবের নিয়ত সম্বন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্বন্ধই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নামে প্রসিদ্ধ। যাহা কার্য্য সংঘটন করে, যাহা কার্য্যের প্রভব—প্রসূতি (What brings about an effect), তাহা 'কারণ', এবং কারণহইতে যাহা প্রসূত হয় (What follows from a cause), তাহা কার্য্য।

অপবাদ বা নিষেধের (Denials) বর্ণনদ্বারা বিধির (Law) রূপ স্ফুটতরভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। অধ্যাপক বেন্ (BAIN) এই নিমিত্ত কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ বিধির অপবাদ বা নিষেধের

বর্ণন করিয়াছেন। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-বিধির, অধ্যাপক 'বেন্' বলিয়াছেন, দুইটী অপবাদ। (১) কোন ঘটনা বা কার্য্যই স্বতঃ-প্রবৃত্ত, বা যদৃচ্ছামূলক নহে, কোন ঘটনা বা কার্য্যই স্বতন্ত্রভাবে, নোদন বা প্রেরণ ব্যতিরেকে আরব্ধ হয় না। নির্নিমিত্ত বা অকস্মাৎ উৎপত্তিবাদ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-বিধির প্রথম অপবাদ। (২) কোন ঘটনা বা কার্য্য অনিয়মিতভাবে, যদৃচ্ছাক্রমে অন্যের অনুবর্ত্তন করে না। ঘটনা বা কার্য্যের অনিয়মিতভাবে যদৃচ্ছা-ক্রমে অনুবর্ত্তন কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-বিধির দ্বিতীয় অপবাদ। কারণ-তত্ত্বের স্বরূপবর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া, অধ্যাপক বেন্ ইহার তিনটী রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। (১) ব্যাবহারিক—সাধারণতঃ পরিচিত বা অপূর্ণ রূপ; (২) বৈজ্ঞানিক বা পূর্ণরূপ; (৩) পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের নবসঞ্চিত শক্তি-সাতত্য বা শক্তি-সমূহের ইতরেতর সম্বন্ধতত্ত্বমূলক ("Embracing the modern generalization entitled the Conservation or Correlation of Force.")।

কোন ঘটনা বা কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়া, লোকে কারণচক্রের মধ্যে অব্যবহিত, সুদৃশ্য বা সুব্যক্ত কারণটী-কেই সচরাচর লক্ষ্য করিয়া থাকে, ব্যবহিত বা সহকারী কারণ-চক্রের দিকে সাধারণের দৃষ্টি পতিত হয় না। অধ্যাপক 'বেন্' এইজন্য অব্যহিত, সুব্যক্ত কারণকে কারণতত্ত্বের অসম্পূর্ণ—আংশিকরূপ বলিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি সিঁড়ী (Ladder) হইতে স্খলিতপদ হইয়া, ভূমিতে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, সাধারণতঃ শুদ্ধ পদস্খলনকেই উহার প্রাণবিয়োগের কারণরূপে নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে, যে হেতু, পদস্খলন-

ব্যাপার যদি নিবারিত হইত, তাহা হইলে, উহার মৃত্যু হইত না। কিন্তু পদস্খলন ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির শরীরের ভার বা গুরুত্ব (The weight of the body—gravity), স্থানের উচ্চতা, মনুষ্য-দেহের ভঙ্গুরতা, ইহারাও, উহার মৃত্যুর কারণ, সন্দেহ নাই। ব্যাবহারিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আমরা ইহাদিগকে কারণরূপে লক্ষ্য করি না। * একটী কার্য্যের সিদ্ধিতে যে সকল পূর্ব্বভাবের সংঘাত—পরস্পর সম্মিলন অবশ্য প্রয়োজন, যাহাদের সমবায় ব্যতি-রেকে যৎকার্য্যের উৎপত্তি হয় না, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 'কারণ' বলিতে তৎসমুদায় গৃহীত হইয়া থাকে। কথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ (Practically) তাহা হয় কি? যদি কার্য্যতঃ তাহা হইত, তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিকগণ জ্ঞানতঃ অদৃষ্টবাদী হইতেন, তাহা হইলে, ইহাঁরা কেবল আণবিক স্পন্দনকেই সম্বিৎ, ইচ্ছা, অনুভব, প্রজ্ঞা ইত্যাদির কারণ বলিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি-তেন না।

কারণতত্ত্বের তৃতীয় মূর্ত্তির স্বরূপ-বর্ণনার্থ অধ্যাপক 'বেন্' যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার হইতেছে, ধর্ম্মী বা বস্তুমাত্রেই নির্দ্দিষ্ট

* এক ব্যক্তির শরীরের ভার অন্য এক ব্যক্তির শরীরের ভার হইতে লঘুতর, পতন-স্থানের উচ্চতা, অন্য এক ব্যক্তি পতন-স্থানের উচ্চতা হইতে অল্পতর, শরীরের দৃঢ়তা, অন্য এক ব্যক্তির শরীরের দৃঢ়তা হইতে অধিকতর, উভয়েই পদস্খলন-নিবন্ধন ভূমিতে নিপতিত হইল, প্রথমোক্ত ব্যক্তি 'পপাত চ মমার চ' হইল, শেষোক্ত ব্যক্তি অক্ষত-শরীরে, কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া চলিয়া গেল, এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, দৃষ্ট-কারণের সর্ব্বাংশে সমানতা থাকিলেও, কার্য্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান হয় না। ইহার কারণ কি? অধ্যাপক বেন্ ইহার কি উত্তর দিবেন? অদৃষ্ট-কারণ স্বীকার না করিলে কি, ইহার মীমাংসা হয়?

ধর্ম্ম, শক্তি বা যোগ্যতাবচ্ছিন্ন; ধর্ম্মীর ধর্ম্মগত পরিবর্ত্তন হয়, শক্তিসমূহ এক অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান্তর গ্রহণ করে, ধর্ম্ম বা শক্তিসমূহ একভাব বা একরূপ অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অন্যভাব— অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ করে বটে, কিন্তু ইহারা তত্ত্বতঃ অপেত বা বর্দ্ধিত হয় না। সমষ্টিভূত শক্তির মানের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, ইহা সতত সমান থাকে; কি যান্ত্রিকশক্তি (Mechanical force), কি রাসায়নিকশক্তি (Chemical force), কি তাড়িতশক্তি (Electric force), কি জীবনীশক্তি (Vital force), সকলেই ইতরেতর-সম্বদ্ধ, সকলেই প্রত্যেকের আকার গ্রহণ করিতে পারে, সকলেই প্রত্যেকের ভাবে ভাবিত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট; শক্তিসমূহের তত্ত্বতঃ ধ্বংসরাহিত্য, স্থিতিশীলত্ব (Conservation), ইহাদের সন্তত্ব (Persistence), ইহাদের ভাবান্তর-প্রাপ্তিশীলত্ব বা রূপান্তর-গ্রহণ-যোগ্যত্ব (Convertibility), এবং ইহাঁদের তুল্যবৃত্তিকত্বই (Equivalence) কারণতত্ত্ব।

কারণতত্ত্বের তৃতীয় মূর্ত্তির স্বরূপ-বর্ণনার্থ অধ্যাপক বেন্ যাহা বলিয়াছেন, কারণতত্ত্বের স্বরূপ জিজ্ঞাসুর হৃদয় তাহা শ্রবণ করিয়া কি, পরিতৃপ্ত হয়? ধর্ম্মী বা বস্তুসমূহ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম, শক্তি বা যোগ্যতাবিশিষ্ট, অপিচ একটী ধর্ম্মী বা বস্তুনিষ্ঠ শক্তি অপর একটী ধর্ম্মী বা বস্তুতে গমন করিতে পারে, শক্তিসমূহের ভাবান্তরপ্রাপ্তি-যোগ্যত্ব আছে, শক্তি সকলের তত্ত্বতঃ অপায় বা বৃদ্ধি হয় না, এই সকল জানিলেই কি, আমরা বিবিধ, বিচিত্র কার্য্যজাতের স্বরূপ অবধারণ করিতে সমর্থ হই? বৈচিত্র্যময় সংসারের বৈচিত্র্য-কারণানুসন্ধিৎসু মানব কারণতত্ত্বের এই কয়েকটী সাধারণসূত্র পাইয়াই কি, চরিতার্থ হইলাম মনে করিতে পারেন? ফলতঃ

কারণতত্ত্বের প্রাগুক্ত কয়েকটী সাধারণসূত্র অবগত হইলেই, কারণতত্ত্বের স্বরূপাবগতি পূর্ণভাবে হয় না, বৈচিত্র্যময় সংসারের বৈচিত্র্য-কারণাসন্ধিৎসু মানব, এত দ্বারা চরিতার্থ হইলাম, কারণ-তত্ত্বের রহস্য পূর্ণভাবে উদ্ভিন্ন হইল, ইহা মনে করিতে পারেন না, অধ্যাপক বেন্ (BAIN), বা মিল্‌ও তাহা মনে করিতে পারেন নাই, কারণতত্ত্বের কতিপয় সাধারণসূত্রদ্বারা যে, বিবিধ বিচিত্র কার্য্যজাতের বৈচিত্র্যকারণ-রহস্য উদ্ভিন্ন হওয়া অসম্ভব, ইহাঁরাও তাহা বুঝিয়াছেন। অধ্যাপক বেন্‌ই (BAIN) বলিয়াছেন, 'কারণতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া, বুঝিয়াছি, কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে হইলে, কেবল তাহার সাধারণ-শক্তি বা যোগ্যতাকে ধরিলে, কারণানুসন্ধান যথাযথভাবে সম্পন্ন হইবে না, শক্তি একভাব বা একরূপ অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক, অন্য ভাব বা অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, কেবল এই কথা জানিলেই, কারণানুসন্ধান-চেষ্টা ফলবতী হইবে না। কেবল উপাদান-কারণই কার্য্য-প্রসবিতা নহে, প্রত্যেক কার্য্যোৎ-পত্তিতে উপাদান ও সহকারী, এই দ্বিবিধ কারণের প্রয়োজন, সহকারিকারণের (Collocation) বিচিত্রতাই বিচিত্র কার্য্যোৎ-পত্তির হেতু। *

---

* "Seeing that, in causation, there must be provided, not merely a sufficient force, energy, or moving power, but also the suitable arrangement for making the transfer as required; this completing arrangement, or *collocation*, is a part of the Cause. * * * " —*Bain's Logic, Part II., p. 32.*

পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ও বলিয়াছেন,—"Now, it might always have been said with acknowledged correctness, that a force and a collocation were both of them necessary to produce any phenomenon." —*Mill's Logic, p. 230.*

অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) বুঝিতে পারা গেল, কার্য্য-শক্তি বা উপাদানকারণ (সাংখ্যদর্শন যে, কার্য্যশক্তিকেই উপাদান-কারণ বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিবেন) ও সহকারী বা নিমিত্ত কারণ, সকল-কার্য্যই যে, এই দ্বিবিধ কারণ হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে, বহু বিচারের পর, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

অধ্যাপক বেন্ বলিয়াছেন, অখিল প্রাকৃতিক পরিণামই যে, মূলতঃ তাপ, তড়িৎ, প্রভৃতি মূল শক্তিসমূহ হইতে সংঘটিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; সৌরজগতের ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির স্বরূপ-দর্শনের চেষ্টা কর, ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের মুখে পৃথিবীর ইতিহাস শ্রবণ কর, উপলব্ধি হইবে, ক্রিয়াশীল তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তি-সমূহই মূলতঃ নিখিল প্রাকৃতিক পরিণামের কারণ। প্রাকৃতিক পরিণামসমূহের মূল কারণ কি, তাহা আর আমাদের সমীপে অজ্ঞেয় নহে, তবে তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিণামহেতু ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের কিরূপ অবস্থা, সংস্থান বা সন্নিবেশ-ভেদ-বশতঃ জগতে বিবিধ বিচিত্র কার্য্যের, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়-পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, কিরূপ সহকারী বা নিমিত্তকারণ-দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, ইহারা ভূধরশ্রেণী প্রসব করিয়াছে ও করিতেছে, মহাদেশ, দেশ, সাগর, উপসাগর, নদ, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে, কিরূপ সহকারী বা নিমিত্তকারণের ভেদপ্রযুক্ত সাগর দেশে, দেশ সাগরে পরিণত হয়, দেশের অভ্যুদয় ও পতন হয়, দেশের জল-বায়ুর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূকম্প প্রভৃতি দৈবব্যাপদের আবির্ভাব হয়, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, এ রহস্য আজিও দুর্ভেদ্য আছে। *

* "In the same way, all the great cosmical changes,

বেন্, মিল্ প্রভৃতি জড়বাদী পণ্ডিতগণ কারণতত্ত্বের স্বরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া, যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল। পাঠক এক্ষণে নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করুন, বেন্, মিল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কারণতত্ত্বের স্বরূপ-বর্ণন করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ইহার স্বরূপ বস্তুতঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কি না। তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি ভৌতিক শক্তিসমূহকেই ইহাঁরা বিশ্ব-কার্য্যের মূল-কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি জড়শক্তিসমূহকে বিশ্বকার্য্যের মূলকারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা যে, মূল-কারণ, এই শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে কারণতত্ত্বের কোনরূপ ব্যাখ্যাই করেন নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। তাপ, তড়িৎ, ইহারা আণবিক স্পন্দন ভিন্ন অন্য পদার্থ নহে, যাহারা স্বয়ং কার্য্য-পদার্থ, তাহারা বিশ্বকার্য্যের মূলকারণ হইবে কিরূপে? 'যাহা কার্য্য সংঘটন করে, যাহা কার্য্যের প্রভব বা প্রসূতি (What brings about an effect), তাহা কারণ'। 'একটী কার্য্যের সিদ্ধিতে যে সকল পূর্ব্বভাবের সংঘাত—পরস্পর সম্মিলন আবশ্যক, যাহাদের সমবায় ব্যতিরেকে উহার উৎপত্তি হয় না', 'কারণ' বলিতে তৎ-

---

marking the evolution of the solar system, and the geological history of the earth, are referable to the primal sources of energy; the moving power at work is no longer a secret. Yet the circumstances, arrangements, or collocations, whereby the power operated to produce our existing mountain chains, the rise and fall of continents, the fluctuations of climate, and all the other phenomena revealed by a geological examination of the earth, are as yet in uncertainty."

—*Bain's Logic, Part II., pp. 33-4.*

সমুদায়কে গ্রহণ করিতে হইবে। ভূত ও ভৌতিকশক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, তথাপি যে, সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার পরিণাম সংঘটিত হয় না, তাহার কারণ কি? অধ্যাপক বেন্ ও মিল্ সহকারি-কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সহকারি-কারণ ব্যতিরেকে যে, কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহা মানিয়াছেন, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'সহকারি-কারণ' বলিতে ইহাঁরা কোন্ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াছেন? 'সহকারি-কারণ' যথোক্ত তাপাদি মূলকারণ হইতে ভিন্নজাতীয় পদার্থ কি না? তাপাদি মূলকারণ হইতে ভিন্ন-জাতীয় পদার্থের অস্তিত্ব ইহাঁরা নিশ্চয়ই (জড়ৈকত্ববাদের ভিত্তি বিচলিত হইবে বলিয়া) স্বীকার করিবেন না। শাস্ত্র যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কার স্বীকার করিয়াছেন, ইহাঁরা সেই-রূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম বা পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারের অস্তিত্ব (জন্মান্তরভাবী প্রতিভা বা সংস্কার স্বীকার করিলে, ইহাঁদের নাস্তিকবাদ ব্যাহত হইবে, এইজন্য) মানিতে পারিবেন না। নৈহারিকী অবস্থার বিক্ষোভ-কাল হইতে এপর্য্যন্ত যেসকল কর্ম্ম হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্মের সংস্কারকেই কি, তবে ইহাঁরা সহকারি-কারণ বলিয়াছেন? তাহাও ত স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় না। ভূত ও ভৌতিক-শক্তির নৈহারিকী অবস্থাতে যে, উহারা সংস্কারবিশিষ্ট থাকে, ইহাঁরা তাহা অঙ্গীকার করেন নাই। ভূত ও ভৌতিকশক্তির যথোক্ত নৈহারিকী অবস্থার বিক্ষোভের কারণ কি? তাপাদি-কেই যখন ইহাঁরা বিশ্বকার্য্যের মূলকারণ বলিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, তাপাদিই ইহাঁদের মতে ভূত ও ভৌতিকশক্তির নৈহারিকী অবস্থার বিক্ষোভের কারণ। তাপাদি আণবিক স্পন্দন ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নহে। নৈহারিকী অবস্থার

বিক্ষোভও আণবিক স্পন্দন, অতএব বলিতে হইবে আণবিক স্পন্দনই আণবিকস্পন্দনের কারণ, বৈজ্ঞানিক কারণতত্ত্বের ইহাই প্রকৃতরূপ। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার এইজন্য স্মৃতি, ইচ্ছা, প্রজ্ঞা ইত্যাদিকে আণবিক স্পন্দনেরই ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা বলিয়াছেন।

শাস্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, যাহা অমূল—মূলশূন্য, অর্থাৎ, যাহার অন্য মূল বা কারণ নাই, তাহাই মূলকারণ ("মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলম্।"—সাং দং ১।৬৭)। সাংখ্যদর্শন মূলকারণ বুঝাইতেই 'প্রকৃতি' এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ("প্রকৃতিরিহ মূলকারণস্য সংজ্ঞামাত্রমিত্যর্থঃ।"—সাং, প্র, ভা)। ন্যায়দর্শনেও উক্ত হইয়াছে, 'যাহার অন্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে, যাহা পৌর্ব্বাপর্য্যভাবাত্মক, তাহা কার্য্য, যাহা অকার্য্য, যাহা কাহারও কার্য্য নহে, তাহার অন্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ অবস্থা নাই ("অন্তর্বহিশ্চ কার্য্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনাদকার্য্যে তদভাবঃ।"—ন্যায়দর্শন)। অতএব তাপাদিকে বিশ্বজগতের মূলকারণ বলা যাইতে পারে না। উদয়নাচার্য্য স্বপ্রণীত ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের অদৃষ্টরূপা 'সহকারিশক্তি' মায়া', প্রকৃতি', 'অবিদ্যা' ইত্যাদি শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিশব্দ যে, মূলকারণের বাচক, উদয়নাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়াছেন ("ইতোষা সহকারিশক্তিরসমামায়া দুরুন্নীতিতো মূলত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধভয়তোঽবিদ্যেতি যস্যোদিতা।"—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি)।

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার যে শক্তিসাতত্যকে (Persistence of force) বিশ্বকার্য্যের কারণ বলিয়াছেন, তাহাকে সাংখ্যপাতঞ্জলের প্রকৃতির সমানার্থক বলা যায় কি? সাংখ্যাচার্য্য

বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ বা পরম্পরারূপে ত্রিগুণময়ী-প্রকৃতি বিশ্বজগতের উপাদান-কারণ। প্রকৃষ্টরূপে পদার্থসমূহের পরিণাম সাধন করেন, এইজন্য ইহাঁর 'প্রকৃতি', এই আখ্যা হইয়াছে। 'প্রকৃতি', 'শক্তি', 'অজা', 'প্রধান', 'অব্যক্ত', 'তমঃ', 'মায়া', 'অবিদ্যা' ইত্যাদি ইহারা প্রকৃতির পর্য্যায়। * 'প্রকৃতি'-শব্দ উপাদান-কারণের-বাচকরূপেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনিদেব বলিয়াছেন, "জায়মানের যাহা প্রকৃতি, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয় ("জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ।"—পা।)। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব ও কৈয়টের মতে 'প্রকৃতি'-শব্দ এস্থলে উপাদান কারণবাচী। 'প্রকৃতি'-শব্দ যে, উপাদান-কারণবাচী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও স্বপ্রণীত শারীরকভাষ্যে ('প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।'—বেদান্তদর্শন ১।৪।২৩, এই সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য) তাহা বলিয়াছেন। অতএব পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের শক্তি-সাতত্যকে 'প্রকৃতি' বলা যাইতে পারে। তবে এস্থলে বলিয়া রাখিতেছি, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার সাংখ্য-পাতঞ্জলের ন্যায় গুণ বা শক্তিত্রয়ের স্বরূপ বিশদ ও ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারগ হয়েন নাই। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণ বা শক্তিত্রয়ের স্বরূপ যথাযথ-ভাবে দর্শন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, তিনি জড়ৈকত্ব-বাদেরই আরও পরিপুষ্টি সাধনে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে, প্রজ্ঞা, মনঃ, ইচ্ছা, স্মৃতি ইত্যাদি পদার্থসমূহের জড় বা অচিদংশের তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করিতে, ভৌতিক, ঔদ্ভিদ, আসন্নচেতন ও বিশিষ্টচেতন, এই চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক পর্ব্বের শাস্ত্রের ন্যায়

* সাংখ্যসার দ্রষ্টব্য।

বিশুদ্ধরূপে সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে ক্ষমবান্ হইতেন। ত্রিগুণ-তত্ত্বের স্বরূপ-দর্শন হইলে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ বিজ্ঞানের অবিকল রূপ, নয়নপথে পতিত হয়। জড়ৈকত্ববাদিগণের বুদ্ধি, মনঃ, ইচ্ছা, প্রযত্ন, অহংকার ইত্যাদি পদার্থসমূহকে জড়শক্তির পরিণাম বলিয়া সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা, বোধ হয়, সাংখ্যদর্শন-ব্যাখ্যাত ত্রিগুণ-তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অনেকতঃ সফল হইতে পারে। বেদপাদ-প্রসূত সাংখ্যদর্শনেই বিজ্ঞানের পূর্ণরূপ চিত্রিত হইয়াছে।

কার্য্যের কারণানুসন্ধান প্রকৃষ্টভাবে করিতে হইলে, (পূর্ব্বেই জানাইয়াছি) উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণেরই স্বরূপাব-ধারণের চেষ্টা কর্ত্তব্য। স্থূল প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিকগণ কোন কার্য্যের মূল কারণের অনুসন্ধান করেন না, পরতন্ত্র শক্তিকেই ইহাঁরা মূল-কারণরূপে নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। পরতন্ত্র শক্তি যেস্থলে স্বতন্ত্ররূপে পরিদৃষ্ট হয়, প্রয়োজক বা প্রধান কর্ত্তা যেস্থলে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত থাকেন, তৎস্থলেই উপাদান-কারণই পূর্ণ কারণরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দৃক্‌শক্তি ও দৃশ্যশক্তি (Ego and non-ego), অথবা ভোক্তৃ ও ভোগ্য-শক্তি (Subject and object), এই উভয়ের স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতি-রেকে কারণতত্ত্বের পূর্ণ রূপদর্শন কখন সম্ভব হয় না। পুরুষ ও প্রকৃতি বা চিৎ ও অচিৎ, ইহাঁদের সংযোগ না হইলে, কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, বিশ্বজগৎ কেবল চিৎ বা অচিতের কার্য্য নহে, ইহা পুরুষ ও প্রধানের সংযোগ হইতে প্রসূত হইয়াছে, ইহা নাদ বা শব্দব্রহ্মের কার্য্য। অণুর স্পন্দন নাদ বা শব্দব্রহ্মের লীলা, বেদবিদ্‌গণ এইজন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শব্দ বা

বেদের পরিণাম বলিয়াছেন, ভগবান্ বাদরায়ণ এইজন্য দেবতাদি অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চকে শব্দপ্রসূত বলিয়া বুঝাইয়াছেন। জগৎ ভোক্তৃ-ভোগ্যের সম্বন্ধাত্মক। ভোক্তৃ-ভোগ্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রুতি হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, পূর্ব্বে তাহার নির্গলিতার্থ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তথাপি যথারীতি স্মরণ করিয়া দিতেছি। মৈত্র্যুপনিষৎ বলিয়াছেন, 'প্রকৃতি', 'জগদ্বীজ', 'অব্যাকৃত' ইত্যাদি শব্দবাচ্য প্রধানই ভোগ্য (Non-ego or Object), এই প্রধানের যিনি অন্তঃস্থ, যিনি প্রধান বা প্রকৃতির অন্তরে ইহার সত্তাপ্রদরূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই চেতনপুরুষই ভোক্তা। প্রধান বা প্রকৃতি ও তৎকার্য্য (ত্রিগুণ-বিকার) —মহদাদি বিশেষান্ত, এই সকলই ভোগ্য। 'মহদাদি বিশেষান্ত' এই শব্দদ্বারা শ্রুতি মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ স্থূলভূত, এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই ত্রয়োবিশংতি তত্ত্ব ত্রিগুণভেদে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'মহত্তত্ত্ব' জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সম্মূর্চ্ছিত রূপ। উপাদান ও নিমিত্ত, এই দ্বিবিধ কারণের স্থূল বা সাধারণতঃ পরিচিত রূপের পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণন করা হইয়াছে। উপাদান-কারণ প্রকৃতপ্রস্তাবে ভোগ্য-শক্তির এবং নিমিত্ত-কারণ ভোক্তৃশক্তির বাচক। উপাদান-কারণও শক্তি, অতএব ইহার ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অন্ধ—প্রজ্ঞানেত্র-বিহীন, ইহার দিঙ্‌নিরূপণের বা কালাবধারণের সামর্থ্য নাই, ইহা চলিতে পারে, কিন্তু কোথায় যাইবে, কেন যাইবে, তাহা জানে না, ইহা চালিত হইলে চলে, স্থির করিলে স্থির হয়। উপাদান-শক্তি প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির প্রভু নহে, অতএব ইহাকে পূর্ণ কারণ বলা যায় না।

উপাদান-কারণকে বা অন্ধ শক্তিকে (Blind power) যাঁহারা পূর্ণকারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা করণের অর্দ্ধাংশ দেখিয়াই, ইহার পূর্ণরূপ দেখা হইয়াছে মনে করেন। আমরা এই-জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাঁহারা জড়শক্তিকে বিশ্বজগতের মূল-কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে কারণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন নাই, কারণ-পদার্থের প্রকৃত রূপ তাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই। অন্ধশক্তি যাবৎ পুরুষের সকাশ হইতে দৃষ্টিশক্তি না পায়, তাবৎ ইহা কারণ-পদবাচ্য হয় না। কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তৎকর্ম্মের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন-বোধ থাকা আবশ্যক, যে দিকে, যে ভাবে, গতি পরিবর্ত্তিত করিলে, ঈপ্সি-তের সমাগম হইবে, কর্ম্মকর্ত্তার তাহা বিদিত থাকা প্রয়োজনীয়। কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক ; কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা জানা না থাকিলে, যাহা ত্যাজ্য, তাহাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে হইবে, অপিচ যাহা গ্রাহ্য, তাহাকেই বা কোন্ উপায়ে গ্রহণ করিতে পারা যাইবে, তাহা বিদিত না হইলে, কখনও কর্ম্মের আরম্ভ হইতে পারে না। অতএব বলিতে পারা যায়, কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পমূলক, সকল-কর্ম্মই বুদ্ধিপূর্ব্বক, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, শতপথব্রহ্মাণ, বেদান্তদর্শন, ভগবান্ মনু, এককথায় বেদ ও তদাশ্রিত, তৎপ্রসূত শাস্ত্রমাত্রেই এইজন্য বলিয়াছেন, ভৌতিক জগতে যে সকল কর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহারাও সংকল্পমূলক, তাহারাও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না। সংকল্পই (সন্দর্শন, প্রার্থনা ও অধ্য-বসাই) বস্তুতঃ সর্ব্বকার্য্যের কারণ। ক্রিয়াশক্তি (Operative power) কদাচ জ্ঞানশক্তি বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, মহত্তত্ত্বকে যে, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সম্মূর্চ্ছিতরূপ বলা হই-

য়াছে, ইহাই তাহার কারণ, গুণত্রয়কে যে, অন্যোন্য-মিথুনবৃত্তিক বলা হইয়াছে, ঈশ্বরকে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই ত্রিমূর্ত্তি বলা হইয়াছে, বেদকে যে, ত্রয়ী—ঋক্, যজুঃ ও সাম, এই অবয়ব-ত্রয়াত্মক বলা হইয়াছে, বেদ বা শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণ যে, শব্দব্রহ্মকে ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সমাহার বলিয়াছেন, ইহাই তাহার হেতু। উদ্দেশ্যবিহীন অন্ধশক্তি (Aimless blind force), যাহা গন্তব্যপথ নির্ণয় করিতে অসমর্থ, তাহা যে, কোন কার্য্যের মুখ্যকারণ হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ।* জিজ্ঞাস্য হইবে, কর্ম্মমাত্রেই যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংকল্পমূলক হয়, তবে আমাদের বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ বিভিন্ন কর্ম্মের রূপ স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হয় কেন? তাহা হইলে, শাস্ত্র বুদ্ধিপূর্ব্বক-সৃষ্টি ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক-সৃষ্টি, সৃষ্টিকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন কেন? কেবল সাংখ্যদর্শনই যে, সৃষ্টিকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধি-পূর্ব্বক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা নহে, মার্কণ্ডেয়-পুরাণও বলিয়াছেন, ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত অব্যক্ত বা ক্ষেত্র হইতে প্রাকৃতসর্গ প্রথমতঃ তড়িতের বিকাশের ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক আবির্ভূত হয় ("ইত্যেষঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ ক্ষেত্রজ্ঞাষ্ঠিতস্ত সঃ। অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ

* পণ্ডিত মার্টিনিউ (J. MARTINEAU) এসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"Before blind power can earn that name, it must borrow vision enough to see an end from a beginning, and master geometry enough to distinguish one direction from another, so as to have some idea what it would be at; then, it will be a determining power or Cause; the meaning of which is simply photographed from the consciousness and idea of Will." —*A Study of Religion, Vol. I., pp. 243-4.*

প্রথমঃ প্রাদুর্ভূর্তন্তড়িদ্‌যথা॥"—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৫শ অধ্যায়)। নাগেশ ভট্টও বলিয়াছেন (৪৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), প্রলয়াবস্থাতে কিছু কাল অবস্থানের পর, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ন্যায়ে, প্রাণিদিগের সকামভাবে কৃত কর্ম্মসকল যখন ফলোন্মুখ হয়, তখন সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বকর্ম্ম-ফলপ্রদ ভগবানের অবুদ্ধিপূর্ব্বক-সৃষ্টি—মায়া ও পুরুষের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। যে জন্য আমাদের বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ বিভিন্ন কর্ম্মের রূপ উপলব্ধ হইয়া থাকে, আমরা প্রথমতঃ তাহা জানাইব, তৎপরে যে কারণে শাস্ত্র সৃষ্টিকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথাজ্ঞান তাহা নিবেদন করিব।

যে সকল কর্ম্মের সন্দর্শনাদি ত্রিবিধ ব্যাপার (সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপাবধারণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়) আমাদের জ্ঞানগোচর হয় না, সেই সকল কর্ম্মকে আমরা স্বয়ংসিদ্ধ (Automatic) বলিয়া থাকি। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব এই কথা বুঝাইবার নিমিত্তই বলিয়াছেন, যেখানে কর্ম্ম দৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎকর্ম্ম বা ক্রিয়া নির্ব্বর্ত্তক কর্ত্তা দৃষ্ট হয় না, সেখানে তাদৃশ কর্ম্ম প্রাকৃত বা স্বভাবসিদ্ধরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। স্বভাবসিদ্ধ বা স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্ম, এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংকল্পমূলক কর্ম্ম, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে হইলে, শরীরাত্মা ও অন্তরাত্মা, আত্মার এই দ্বৈবিধ্যের তত্ত্ব-চিন্তা অবশ্য কর্ত্তব্য, প্রাণ ও মনঃ বা ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপাবধারণ আবশ্যক, আন্তর ও বাহ্য, এই ভাবদ্বয়ের সম্বন্ধনিরূপণ প্রয়োজনীয়।

সংসারে এইরূপ কতিপয় বস্তু আমাদের নয়নে পতিত

হয়, যাহাদের প্রাণ ও মনঃ (প্রাণ ও মনঃ বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি) নাই। মৃত্তিকা, পাষাণ প্রভৃতি জড়বস্তুজাত যে, প্রাণ ও মনবিহীন, আমাদের ইহাই বিশ্বাস। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, কিন্তু মনঃ নাই। মনের বিকাশ জীবেই হইয়া থাকে। জীবেই মনের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু সকল জীবে মনের বিকাশ সমভাবে হয় না। ঐতরেয় আরণ্যক বলিয়াছেন, "বিশ্বজগৎ সচ্চিদানন্দময় আত্মার কার্য্য; কার্য্য, কারণের অনুরূপ হইয়া থাকে, অতএব সচ্চিদানন্দময় আত্মার কার্য্যভূত জগৎ যে, সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্মস্বভাববিশিষ্ট হইবে, তাহা নিশ্চিত। জাগতিক পদার্থসমূহ সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্মস্বভাববিশিষ্ট বটে, কিন্তু সকল জাগতিক পদার্থে সত্তাদি ত্রিবিধ ব্রহ্মস্বভাবের অভিব্যক্তি হয় না। অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে আত্মার সত্তামাত্র আবির্ভূত হয়, ইতর স্বভাবদ্বয়ের অভিব্যক্তি হয় না। ওষধি, বনস্পতি, ইহারা স্থাবরজীব, এবং শ্বাসরূপ প্রাণধারিগণ জঙ্গমজীব। ওষধি-বনস্পতিতে জীবাত্মার কিঞ্চিৎ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, অচেতন মৃৎ-পাষাণাদিতে তাহা দৃষ্ট হয় না। প্রাণভৃৎ জঙ্গমজীবসমূহে চিত্ত আছে, ওষধি-বনস্পতিতে তাহা নাই। জঙ্গমজীব-সমূহের মধ্যেও যাঁহারা প্রজ্ঞানসম্পন্ন, যাঁহাদের বিবেক-শক্তি সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা লোকালোকদর্শী, ইহলোক ও পরলোক, এই দ্বিবিধ লোকই অবলোকন করিতে সমর্থ, মর্ত্ত্য বা মরণশীল শরীরে অবস্থান করিয়াও, যাঁহারা অমৃতত্বলাভের ইচ্ছা করেন, মর্ত্ত্যধামে তাঁহারাই আত্মার সমধিক বিকাশ-স্থান। মনুষ্যেতর জীবসমূহের জ্ঞান কেবল বুভুক্ষা-পিপাসাত্মক, ইহারা যেরূপ জ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাব-

জ্জীবন তাহা লইয়াই বাস করে, সহজ-জ্ঞানের বৃদ্ধি করিবার শক্তি, সহজ-জ্ঞানকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই।" *

পরিদৃশ্যমান জগতে যে, বিশিষ্ট বা ব্যাপক-চেতন পদার্থ, সংকীর্ণ বা আসন্ন-চেতন পদার্থ, সপ্রাণ স্থাবর বা উদ্ভিদ্, এবং অপ্রাণ স্থাবর, এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু জ্ঞাতব্য হইতেছে, কি কারণে এই চতুর্ব্বিধ পদার্থের ভেদ হইয়াছে? এক-রূপ কারণ হইতে পরস্পর-বিভিন্ন বিবিধ কার্য্যের উৎপত্তি কখন সম্ভব হয় না। অপ্রাণ স্থাবর পদার্থসমূহের স্বরূপ জানি-বার চেষ্টা করিয়া, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ, অপ্রাণ স্থাবর পদার্থজাত অণুর সমষ্টি, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অণু, এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তি, এই তিনটী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অপ্রাণ পদার্থসমূহের স্বরূপ অবধারিত হইয়া থাকে। অণু, এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তি, এই তিনটী পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অপ্রাণ স্থাবর-পদার্থ-জাতের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে জানা যায় কি না, এস্থলে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিলাম না, আপাততঃ মানিয়া লইলাম, অণু ও উক্ত শক্তিদ্বয়ের তত্ত্বজ্ঞানদ্বারাই অপ্রাণ স্থাবর-পদার্থ সমূহের স্বরূপ অবধারিত হইয়া থাকে। সপ্রাণ স্থাবর বা উদ্ভিদের

---

* "পুরুষেত্বেবাবিস্তরাত্মা সহি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি বেদ শ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ * * * অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানং ন বিজ্ঞাতং বদন্তি ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি ন বিদুঃ শ্বস্তনং ন লোকালোকৌ ত এতাবন্তো ভবন্তি যথাপ্রজ্ঞং সম্ভবাঃ।"

—ঐতরেয় আরণ্যক।

তত্ত্বচিন্তা করিয়া, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন? 'প্রাণ'-নামক পদার্থের স্বরূপ কি? ইহা কিরূপে অভিব্যক্ত বা উৎপন্ন হয়?

উদ্ভিদের শরীর পরীক্ষাপূর্ব্বক বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, উহা অক্‌সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বন্, প্রধানতঃ এই চারিটী ভৌতিক পদার্থদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। অপ্রাণ স্থাবর ও সপ্রাণ স্থাবর, এই উভয়ের শারীর উপাদান ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ নহে। অপ্রাণ স্থাবর-শরীরের যে নিয়মে উৎপত্তি ও বৃদ্ধি (Growth) হইয়া থাকে, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, সপ্রাণ স্থাবর-শরীরের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধিও অনেকতঃ তন্নিয়মেই হইয়া থাকে ("The essential community of nature between organic growth and inorganic growth, is, however, most clearly seen on observing that they both result in the same way." —*Principles of Biology, Vol. I., p. 135*)। অণু সম্মূর্চ্ছনই (Integration of matter) শরীরের বৃদ্ধির কারণ। অপ্রাণ স্থাবর ও সপ্রাণ স্থাবর, এই দ্বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি যে, এক নিয়মে হয়, তাহা শুনিলাম, এখন অক্‌সিজেন্, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থজাতের অণু-সংঘাতে কিরূপে প্রাণ-নামক পদার্থের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তাহা শুনিতে হইবে।

জীবনের (Life) লক্ষণ করিবার সময়ে পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, আন্তর সম্বন্ধসমূহের বাহ্য সম্বন্ধসমূহের সহিত একীকরণই জীবন ("*The continuous adjust-*

ment of internal relations to external relations." —Principles of Biology)। কার্পেণ্টার বলিয়াছেন, উপক্রম হইতে (From the commencement) অপবর্গ পর্য্যন্ত (To the conclusion) একটী শরীরি-কার্য্যাত্মভাব (Any organized being) দ্বারা যে সকল ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে, সেই সকল ক্রিয়া-সমষ্টিই জীবন (Life) পদার্থ। পণ্ডিত হেন্‌রী ড্রমণ্ড্ (H. DRUMOND) বলিয়াছেন, যে সকল ক্রিয়াদ্বারা মৃত্যু নিবারিত হয়, তৎক্রিয়া-সমষ্টিই জীবন ("The sumtotal of the functions which resist death")। 'জীবন' (Life) যৎপদার্থই হউক, আমাদের 'জ্ঞাতব্য হইতেছে, ইহার অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, অপিচ যে শক্তিদ্বারা আন্তর ও বাহ্য, এই উভয়বিধ সম্বন্ধসমূহের একীকরণ হইয়া থাকে, যে শক্তিদ্বারা মৃত্যু (অবশ্য কিছুকালের জন্য) নিবারিত হয়, তাহা কি, ভৌতিকশক্তি? তাহা কি, আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ-স্বরূপিণী? অথবা তদ্বিজাতীয়? অপিচ 'আন্তর' ও 'বাহ্য', এই শব্দদ্বয়েরই বা অর্থ কি?

জীবনের কিরূপে অভিব্যক্তি হয়, পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার (পূর্ব্বেই জানাইয়াছি) তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই, তবে জীবনীশক্তি যে, যথোক্ত আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণশক্তি হইতে ভিন্ন-জাতীয় নহে, ইনি তাহা বুঝাইবার জন্য অনেক শ্রম করিয়াছেন।

'প্রাণ'-পদার্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত কি, আমরা 'আয়ুস্তত্ত্ব'-নামক গ্রন্থে বিস্তারপূর্ব্বক তাহা জানাইয়াছি। স্থূলশরীরের সহিত জীবাত্মার বা লিঙ্গদেহের সম্বন্ধ হইলেই, জীবনের কার্য্যারম্ভ হয়, এবং জীবাত্মা বা লিঙ্গদেহ যখন স্থূলশরীর ত্যাগ

করে, তখন মৃত্যু হইয়া থাকে। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, সামান্য ও অসামান্যভেদে অন্তঃকরণের দ্বিবিধ বৃত্তি; তন্মধ্যে সাধারণী অন্তঃকরণবৃত্তিই 'প্রাণ' এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রশ্নোপনিষদের উপদেশ, 'প্রাণ' কোন্ পদার্থ, তাহা সম্যগ্‌রূপে অবগত হইতে হইলে, ইহার উৎপত্তি (পরমাত্মা হইতে প্রাণ-নামক পদার্থের আবির্ভাব), আয়তি (প্রাণের আগমন—দেহে প্রবেশ), স্থান (The places of manifestation), বিভুত্ব (স্বামিত্ব—সম্রাটের ন্যায় প্রাণাপানাদি বৃত্তিভেদে পঞ্চধা স্থাপন), এবং বাহ্য ও অধ্যাত্ম (The macrocosmic and the microcosmic appearances of *Prana*), এই সকল বিষয় অবশ্য জ্ঞাতব্য। * 'প্রাণ' আত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাণ ছায়ার ন্যায় মনোকৃত-নিবন্ধন—সংকল্প ও ইচ্ছাদিদ্বারা নিষ্পন্ন পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মবশতঃ স্থূলশরীরে আগমন করে, অর্থাৎ, কর্ম্মীর মনঃ যে ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া, কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে, প্রাণ তৎফলের ভোগায়তন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরের সহিত পাঞ্চভৌতিক শরীরের সম্বন্ধ ও বিচ্ছেদই যথাক্রমে জীবন ও মরণরূপ বিকার। শুভাশুভ কর্ম্মবশতঃ লিঙ্গদেহের যেমন যেমন অধিবাস বা সংস্কারাধান হয়, ইহা তদুপযুক্ত স্থূলশরীর গ্রহণ করে। যে কর্ম্মবশতঃ যাদৃশ শরীর আরব্ধ হইয়াছে, উপভোগদ্বারা তৎকর্ম্মের ক্ষয় হইলেই, তদ্দেহের পতন হয়। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ জীবন কি, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, যাহা

---

* "উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মঞ্চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ॥
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি।"--প্রশ্নোপনিষৎ।

বলিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রোপদেশেরই ছায়া। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ দৃষ্টিদ্বারা পদার্থতত্ত্ব বিচার করিলে, তবে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। আদিত্য বা সূর্য্যই বাহ্য প্রাণ ("আদিত্যোহবৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ" * * * প্রশ্নোপনিষৎ)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, আদিত্য সকল ভূতকে প্রেরণ করেন, ক্রিয়াশক্তি (Energy of motion) প্রদান করেন, এই জন্য ইহাঁর 'প্রাণ', এই সংজ্ঞা হইয়াছে ("আদিত্যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রণয়তি তস্মাদেনং প্রাণ ইত্যাচক্ষতে।"—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)। মৈত্র্যুপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'আত্মা আপনাকে—স্বীয় রূপকে দুই প্রকারে ধারণ করিয়া থাকেন। দেহ-মধ্যে প্রাণ (মুখ্য প্রাণ) যে, আপনাকে প্রাণাপানাদি পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া, অবস্থান করিতেছেন, তাহা আত্মার একরূপ স্থিতি, এবং বাহিরে, ব্রহ্মাণ্ডকরণ্ড-মধ্যে এই যে, আদিত্য জগতের অবভাসকরূপে বিদ্যমান আছেন, তাহা ইহাঁর—আত্মার অন্যরূপ স্থিতি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যাহা প্রাণ, আধিদৈবিক দৃষ্টিতে তাহা আদিত্য। চিদাত্মার দুইটী পন্থা—দুইটী বিশেষ অভিব্যক্তি-মার্গ; একটী দেহাভ্যন্তর, অন্যটী বাহ্যদেশ। শরীরোপাধিতে বিদ্যমান, চিদাত্মার চিদাভাস হইতে অভিন্ন, ক্রিয়াশক্তি-প্রধান রূপ বা লিঙ্গ 'প্রাণ', এই নামে, এবং ইহাঁর শরীরের বহির্দ্দেশে অবস্থিত, চিদাভাস হইতে অভিন্ন, ক্রিয়াশক্তি-প্রধান রূপ বা লিঙ্গ 'আদিত্য', এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। *

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের জীবনলক্ষণের সহিত, শ্রুত্যুপ-

---

* "দ্বিধা বা এষ আত্মানং বিভর্ত্ত্যয়ং যঃ প্রাণো যশ্চাসা আদিত্যঃ। অথ দ্বৌ বা এতা অস্য পন্থানা অন্তর্ব্বহিশ্চাহোরাত্রেণৈতৌ ব্যাবর্ত্তেতে।"— মৈত্র্যুপনিষৎ।

দিষ্ট প্রাণলক্ষণের তুলনা করিলে, পাঠক বুঝিতে পারিবেন, শ্রুত্যুপদিষ্ট প্রাণলক্ষণানুসারে যাঁহার প্রাণপদার্থের স্বরূপ-দর্শন হইবে, তিনি চিরস্থায়ী প্রাণ পাইবেন, কাল তাঁহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না, তিনি অমৃতত্ব (Eternal life) লাভপূর্ব্বক কৃতকৃত্য হইবেন, কিন্তু জড়ৈকত্ববাদী পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রাণের যে রূপ দেখাইয়াছেন, প্রাণের সে রূপ নিরীক্ষণপূর্ব্বক চিরদিন কালের শাসনাধীন হইয়া থাকিতে হইবে, ভবসাগরে পুনঃ পুনঃ অবশভাবে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইতে হইবে।

অতএব বুঝিতে পারা গেল, চিদাত্মার চিদাভাসবিশিষ্ট ক্রিয়াশক্তিপ্রধান রূপই, চৈতন্যাধিষ্ঠিত রজোগুণই 'প্রাণ'-পদার্থ। এখন জানিতে হইবে, বাহ্য ও আন্তর, এই ভাবদ্বয়ের স্বরূপ কি।

অন্তঃ ও বহিঃ, এই শব্দদ্বয়ের আমরা বহুল ব্যবহার করিয়া থাকি, সুতরাং ইহারা সাধারণতঃ পরিচিত শব্দ, সন্দেহ নাই। 'অন্তঃ' ও 'বহিঃ', ইহারা সাধারণতঃ পরিচিত হইলেও, শাস্ত্রে ইহাদের স্বরূপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক। 'বাহ্যপদার্থ নাই, মন'ই এক মাত্র সৎ'; 'না, বাহ্যপদার্থই সৎ, মন-নামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই', 'তোমরা উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছ, বাহ্য ও আন্তর, এই দ্বিবিধ পদার্থই সৎ', অন্তঃ ও বহিঃ, এই শব্দদ্বয়ের প্রকৃত অর্থ গৃহীত হইলে, আমাদের বিশ্বাস আন্তর ও বাহ্য পদার্থঘটিত, এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ বিবিধ মতের সমাধান হয়। প্রাপণার্থক 'বহ' ধাতুর উত্তর 'ইস্' প্রত্যয় করিয়া, 'বহিঃ' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা প্রাপ্য—যাহা ইন্দ্রিয়গম্য, অতএব যাহা ও আমি, এক অধিকরণে নাই, যাহাকে আমি আমা হইতে ভিন্ন-দেশে বিদ্যমান বলিয়া বুঝি, তাহাই 'বাহ্য'। দেশ বা দিক্

ও কালকৃত পরিচ্ছেদই, আন্তর ও বাহ্য, এই দ্বিবিধ পদার্থের উৎপত্তিহেতু। ক্রম (Succession) কালের, এবং সহবর্ত্তিতা (Co-existence) দিকের (Space) ধর্ম্ম। পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ দিক্ ও কালকে ঐন্দ্রিয়ক বলেন নাই, ইহাঁর মতে ইন্দ্রিয়গণ দিক্ ও কালের জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না, দিক্ই আমাদের বাহ্যার্থ-জ্ঞানের উৎপত্তি-হেতু। আমরা যাহাকে জানিব, তাহা যদি আমাদিগহইতে দেশতঃ ভিন্ন না হয়, তাহা (জ্ঞেয় পদার্থ) ও আমরা (জ্ঞাতা), যদি এক দেশে—একাধিকরণে অবস্থান করি, তাহা হইলে, আমরা তাহাকে কিরূপে জানিতে পারিব? জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয় যদি দেশতঃ ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে, জ্ঞেয়পদার্থের জ্ঞেয়ত্বই সিদ্ধ হয় না। যাহা প্রাপ্য—ইন্দ্রিয় গম্য, তাহা বাহ্য। অতএব বাহ্য, প্রাপ্য ও জ্ঞেয়, সমানার্থক। দিক্কৃত পরিচ্ছেদই বহিষ্ট্ব বা জ্ঞেয়ত্ব-বোধের কারণ। ইন্দ্রিয়গণের সহিত স্ব-স্ব বিষয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ যে যে ক্রিয়া হয়, আমরা তাহাই জানিয়া থাকি। গতি বা ক্রিয়া দিক্ ভিন্ন হইতে পারে না। একদেশ হইতে অন্যদেশে গমনের (Motion) স্বরূপ চিন্তা করিতে যাইলে, দিকের রূপ সর্ব্বাগ্রে বুদ্ধিদর্পণে পতিত হইয়া থাকে। বাহ্যার্থ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সুতরাং দিক্ই আকার (Form)। কালও, পণ্ডিত ক্যাণ্টের মতে দিকের ন্যায় ঐন্দ্রিয়ক নহে। কাল ও দিক্, এই দুইটীই সর্ব্বপ্রকার সংশ্লেষাত্মক জ্ঞানের (Synthetical cognition) প্রভব। দিক্ বাহ্যজ্ঞানের, এবং কাল আন্তর-জ্ঞানের আকৃতি (Form)। * মিল্,

* "By means of our external sense, a property of our mind, we represent to ourselves objects as external or outside ourselves, and all of these in space * * * *

হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার প্রভৃতি প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিতগণ ক্যাণ্টের মতাবলম্বী হইতে পারেন নাই। মিল্ (J. S. MILL) ঐন্দ্রিয়ক বিজ্ঞানবাদী (Empirical idealist), ইনি প্রাগ্ভবীয় সংস্কার (*A priori* ideas) স্বীকার করেন নাই। শোপেন্হার (SCHOPNHAUER) কাল, দিক্ ও কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ (Time, Space and Causality) এই তিনটী তত্ত্বদ্বারা অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ, এই উভয়ের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। দিক্ ও কালের জ্ঞান, ইহাঁরও মতে ঐন্দ্রিয়ক নহে, ইহারা সহজ (Native pre-suppositions of sense), কালের সংস্কার হইতে অন্তরের এবং দিকের সংস্কার হইতে বাহিরের বোধ জন্মগ্রহণ করে। আন্তর ও বাহ্যের জ্ঞান, কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধরূপ নিয়মরজ্জুদ্বারা পরস্পর সম্বদ্ধ হইলেই, অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের ইতরেতরসম্বন্ধাত্মক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষবাদিগণ শুদ্ধ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-তত্ত্ব দ্বারাই অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের স্বরূপ-নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। 'প্রত্যেক পরিবর্ত্তন বা কার্য্যের কারণ আছে', এই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান হইতে অন্তর্জ্জগতের ও বহির্জ্জগতের অনুমান হইয়া থাকে, ইহাঁদের ইহাই সিদ্ধান্ত। যে সকল কার্য্য আমাদের ইচ্ছাদ্বারা আরব্ধ হয়, সেই সকল

"Space is not an empirical concept which has been derived from external experience. For in order that certain sensations should be referred to something outside myself, *i.e.*, to something in a different part of space from that where I am ; * * * Changes however are possible in time only, and therefore time must be something real.

"Time and space are therefore two sources of knowledge from which various *à priori* synthetical cognitions can be derived."—*Kant's Critique of Pure Reason, pp. 18—31.*

কার্য্যের আমরা আপনাদিগকেই কারণ বলিয়া বুঝিতে পারি। বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যের কারণজ্ঞান হইতে অন্তর্জ্জগতের, এবং অবুদ্ধি-পূর্ব্বক কার্য্যের কারণজ্ঞান হইতে বহির্জ্জগতের বোধ জন্মলাভ করে। কার্য্য হইতে কারণের অনুমানদ্বারা বাহ্যজগতের আবিষ্কার হইয়া থাকে; যে সকল কার্য্য আমরা করিতে পারি না, সেই সকল কার্য্যের আমরা বাহ্য জগৎকে কারণ বলিয়া অবধারণ করি।

জগৎকে পূর্ব্বে অন্তঃ ও বহিঃ, এই দুই ভাগে বিভক্ত না করিয়া কি, আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের কারণ অন্তরে, এবং অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের কারণ বাহিরে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারগ হই? বাহিরের জ্ঞান না থাকিলে কি, অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের কারণ বাহিরে, এবম্প্রকার বোধ হইতে পারে? অত-এব স্বীকার করিতে হইবে, বহিষ্টের জ্ঞান পূর্ব্বহইতে বিদ্যমান থাকে, তা'ই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের কারণ বাহিরে, আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারগ হই।

শাস্ত্রের উপদেশ, মায়া বা অনাদি কর্ম্মসংস্কারই আমাদের অন্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ জ্ঞানের প্রসূতি। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'যাহা আন্তর, তাহা বাহ্য, যাহা বাহ্য, তাহাই আন্তর' ("যদন্তরং তদ্ বাহ্যং যদ্ বাহ্যং তদন্তরম্।"—অথর্ব্ববেদসংহিতা)। মৈত্র্যুপনিষদে উক্ত হইয়াছে, আত্মাই অন্তঃ, আবায় আত্মাই বহিঃ ("আত্মাঽন্তর্বহিশ্চান্ত-র্বহিশ্চ।"—মৈত্র্যুপনিষৎ)। পরমাত্মা, জীবাত্মা, ঈশ্বর ও সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ, এই সকল পদার্থের স্বরূপ চিন্তা করিবার সময়ে, আমরা এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক কিছু বলিব। কারণ কার্য্যহইতে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই কথা বুঝাইবার জন্যই বলিয়াছেন, (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে) 'কারণের আত্মভূতা শক্তি,

এবং শক্তির আত্মভূত কার্য্য'। জার্ম্মন্-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হেগেল্ও অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বিমল স্ফটিকে নানাবিধ পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, ইহা যেপ্রকার নানারূপে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-লক্ষণ পরমাত্মাও, সেইরূপ মায়াদ্বারা নানাবিধ নামরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া (ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ বাস্তব নহে), বিচিত্র বিশ্বরূপ ধারণ করেন। একই ব্যক্তি কর্ম্মভেদে যেমন ভিন্ন-ভিন্ন নামে অভি-হিত হয়েন, পরমাত্মাও সেইরূপ কর্ম্মভেদে বিবিধ নাম-রূপে উক্ত হইয়া থাকেন। মায়ার মনোমুগ্ধকর নৃত্যবিমোহিত চিত্তেই ভেদজ্ঞান আধিপত্য করিয়া থাকে, মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিই কার্য্যকে কারণ হইতে স্বরূপতঃ পৃথক্ সামগ্রী ভাবিয়া থাকেন। * আত্মবিদের নয়নে জগৎ আত্মময়, আত্মবিদ্ আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ দেখিতে পান না। প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ ইত্যাদি সকলেই আত্মবাচী, আত্মাই সকলের বাচ্য। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা যখন প্রাণনক্রিয়া সম্পাদন করেন, তখন তিনি 'প্রাণ' নামে, যখন বাক্যোচ্চারণ করেন, তখন 'বাগিন্দ্রিয়' নামে, যখন দর্শনাদি ঐন্দ্রিয়ককার্য্য সম্পাদন করেন, তখন 'চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়' নামে, এবং যখন মননকার্য্য নিষ্পাদন করেন, তখন 'মনঃ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মনঃ, ইহাঁরা আত্মার কর্ম্মজ নাম মাত্র। † ভগবান্

---

* "সাংখ্যসারে উক্ত হইয়াছে—"মায়ৈবৈকাহি নৃত্যন্তী মোহয়ত্যখিলা ধিয়ঃ, পুংসাং ভেদো বুদ্ধিভেদাদম্বুভেদাদ্ যথা রবেঃ।"

† "অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ছ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, 'প্রাণ' ও 'বাক্', এই শব্দদ্বয়দ্বারা শ্রুতি ক্রিয়াশক্তিবিকার, এবং 'চক্ষুঃ' ও 'শ্রোত্র', এই শব্দদ্বয়দ্বারা বিজ্ঞানশক্তি-বিকারকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'মনঃ' জ্ঞানশক্তি-বিকাশের সাধারণ করণ। কাম, সংকল্প, শ্রদ্ধা ইত্যাদি মনেরই বৃত্তি। *

শুক্লযজুর্ব্বেদ-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, আত্মতত্ত্ব সক্রিয়—পরিস্পন্দকর্ম্মবিশিষ্ট, আবার নিষ্ক্রিয়—নিশ্চল, আত্মতত্ত্ব জঙ্গম, অপিচ স্থাবর। আত্মাই সর্ব্বজন্তুরূপে বিদ্যমান আছেন, আত্মাই অখিল স্থাবর-পদার্থাকারে অবস্থান করিতেছেন; আত্মাই দূরে, আবার আত্মাই অন্তিকে বর্ত্তমান। আদিত্য-নক্ষত্রাদিরূপে ইনি দূরে বিদ্যমান আছেন, পৃথিব্যাদিরূপে ইনি সমীপে অবস্থান করিতেছেন। আত্মাই নিখিল প্রাণিজাতের অন্তরে বিজ্ঞান-ঘনরূপে বিদ্যমান, আবার তিনিই বাহিরে জড়শক্তির আকারে বর্ত্তমান, আত্মাই চেতনাচেতন সর্ব্বপ্রকার সদ্বস্তুর স্বরূপ, আত্মা অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, আত্মাই কারণ, আত্মাই কার্য্য, আত্মা উপাদান-কারণ, আত্মাই নিমিত্তকারণ, অর্থাৎ, আত্মা অভিন্ন-নিমিত্তো-পাদান-কারণস্বরূপ ("তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ৪০।৫)। ঋগ্বেদও

---

* "প্রাণন্নেব প্রাণো বদন্বাগিত্যাভ্যাং ক্রিয়াশক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শিতো ভবতি পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রমিত্যাভ্যাং বিজ্ঞানশক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শ্যতে। মন্বানো মনো মনুত ইতি জ্ঞানশক্তিবিকাশানাং সাধারণং করণং মনঃ মনুতেঽনেনেতি পুরুষস্তু কর্ত্তা সন্মন্বানো মন ইত্যুচ্যতে।"— শাঙ্করভাষ্য।

"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।"— বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

বলিয়াছেন, ইন্দ্র বা আত্মা স্বীয় মায়াদ্বারা পুরুরূপ—বহুবিচিত্র আকার ধারণ করেন ("ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" * * * ৪।৪৭।১৮)।

'অন্তঃ' ও 'বহিঃ' যে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, এতদ্দারা তাহা সপ্রমাণ হইল। বেদ 'অন্তঃ' ও 'বহিঃ', এই পদার্থদ্বয়কে স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে অভিন্ন নিমিত্তোপাদান-কারণস্বরূপ বলিয়াছেন, এইজন্যই কি, স্বীকার করিতে হইবে যে, 'অন্তঃ' ও 'বহিঃ' স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, এইজন্যই কি, প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হইলেও, এক পদার্থকেই উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলিয়া মানিতে হইবে? এক ব্রহ্মকেই উপাদান ও নিমিত্তকারণস্বরূপ বলা, ও এক জড়শক্তিকে সর্ব্বকারণরূপে অবধারণ করা কি, এক কথা নহে? প্রজ্ঞা, স্মৃতি, ইচ্ছা, সম্বিৎ ইহাদিগকে তাহা হইলে, জড়শক্তির কার্য্য বলিবার আপত্তি কি?

বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যে, সত্য, বেদব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ যে, সর্ব্বত্র অব্যভিচারী হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান যে, অভ্রান্ত নহে, যাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, তাঁহারা চিরদিনই এইরূপ প্রশ্ন করিবেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার শক্তি আমাদের নাই। তবে ইহা অবশ্য বলিব যে, বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য, যথারীতি পরীক্ষা করিলে, সকলকেই, কোন না কোন জন্মে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে, বেদের কথা ঋষিরা বহুশঃ পরীক্ষা করিয়াছেন, বিনা পরীক্ষায় তাঁহারা বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলেন নাই, কপিল, গোতম, কণাদ, জৈমিনি, বাদরায়ণ, পতঞ্জলি, ব্যাস, যাস্ক, শৌনক, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ইহাঁরা রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া,

কোন কথা বলিবার পাত্র নহেন। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ও যে, বেদমূলক, পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাহা জানাইয়াছি। যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান যে মাত্রায় বেদের বিসংবাদী, সে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান, সেই মাত্রায় ভ্রান্তিপূর্ণ। জড়ৈকত্ববাদ ও বেদোপদিষ্ট-অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন সামগ্রী, দিবসের সহিত রজনীর যে সম্বন্ধ, ছায়ার সহিত আতপের যে সম্বন্ধ, জড়ৈকত্ববাদের সহিত বেদোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদেরও সেই সম্বন্ধ।

যিনি সত্য,—অব্যভিচারী, যিনি জ্ঞান—অববোধস্বরূপ, এবং যিনি অনন্ত—যিনি দেশ, কাল ও বস্তু কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি 'ব্রহ্ম'। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি 'পরমব্যোমরূপ গুহাতে—অব্যাকৃত আকাশরূপ আবরণীতে (Invironment) নিহিত ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরমানন্দ ভোগ করেন। পঞ্চদশীকার এই অমূল্য শ্রুত্যুপদেশের তাৎপর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, গুহানিহিত ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, পঞ্চকোশের বিবেচন অবশ্য কর্ত্তব্য, পঞ্চকোশের বিবেকদ্বারাই গুহানিহিত ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে। 'গুহা' শব্দটী উপাধি, কোশ বা ব্যক্তাবস্থার বাচক। যাহা স্থূল, যাহা ব্যক্ত, অর্থাৎ যাহা কার্য্য, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা কার্য্যকারণাত্মক, তাহার অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা—তাহার অন্তর্ভাব আছে। স্থূলের সূক্ষ্ম দেখিতে হইলে বা কার্য্যের কারণকে জানিতে হইলে, অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। যাহা যাহার কারণ, যাহা যাহার অন্তর্ভাব, তাহা তাহার আত্মা। ব্যক্ত বা বাহ্যভাব 'শরীরাত্মা', অব্যক্ত বা অন্তর্ভাব 'অন্তরাত্মা'। মহাভাষ্যকার পত-

ঞ্জলিদেব এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, ‘শরীরাত্মা’ ও ‘অন্তরাত্মা’ভেদে আত্মা দ্বিবিধ। শরীরাত্মা যে কর্ম্ম করেন, অন্তরাত্মা তজ্জন্য সুখ-দুঃখ অনুভব করেন, এবং অন্তরাত্মা যৎকর্ম্ম করেন, শরীরাত্মা তন্নিবন্ধন, সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। * পতঞ্জলি দেবের এই উপদেশের তাৎপর্য্য হইতেছে, বিকার বা কার্য্য-পদার্থের ‘অন্তঃ’ ও ‘বহিঃ’, এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে, বিকার বা কার্য্যমাত্রেই কারণ-গর্ভধৃত। নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম ব্যতীত সকলেরই পশ্চাৎ অন্য আত্মা আছেন। অন্নময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা, প্রাণময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব—প্রাণময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার শরীর; এইরূপ প্রাণময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা, মনোময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব—মনোময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার শরীর; মনোময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা, বিজ্ঞানময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব—বিজ্ঞানময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার শরীর; বিজ্ঞানময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মা আবার আনন্দময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার বাহ্যভাব,—আনন্দময়-কোষাধিষ্ঠিত আত্মার শরীর। অতএব বুঝিতে পারা গেল, প্রাণময় অন্নময়ের অন্তরাত্মা; মনোময় প্রাণময়ের অভ্যন্তর—অন্তরাত্মা; বিজ্ঞানময় মনোময়ের অন্তরাত্মা, এবং আনন্দময় বিজ্ঞানময়ের অন্তরাত্মা। পতঞ্জলিদেব তৈত্তিরীয়-শ্রুতির বচনানুসারেই ‘শরীরাত্মা’ ও ‘অন্তরাত্মা’, আত্মাকে এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। † প্রাণময়,

* "দ্বাবাত্মানৌ শরীরাত্মা অন্তরাত্মা চ। অন্তরাত্মা তৎকর্ম্ম করোতি যেন শরীরাত্মা সুখ-দুঃখে অনুভবতি। শরীরাত্মা তৎকর্ম্ম করোতি, যেনান্তরাত্মা সুখ-দুঃখে অনুভবতি।"— মহাভাষ্য।

† "স এব এব পুরুষো হন্নরসময়ঃ। * * * তস্মাদ্বা এতস্মাদন্ন-

মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই কোষচতুষ্টয় বা সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর, স্থূল শরীরতত্ত্ববিদের দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নহে, ইহারা স্থূল ছুরিকার ব্যবচ্ছেদ্য নহে। প্রাণময়াদি কোষচতুষ্টয় বা সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরদ্বয়, সূক্ষ্ম-শরীর-তত্ত্ববিদ্ যোগিগণেরই দ্রষ্টব্য, ইহারা সমাধিছুরিকাদ্বারা ব্যবচ্ছেদ্য, তবে চিন্তাশীল অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে ইহাদের অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারেন। চিন্তাশীল পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে, স্পষ্টভাবে না হইলেও, সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছেন।

যাহা ব্যক্ত বা বাহ্যাবস্থা, তাহা কার্য্য, এবং যাহা অব্যক্ত বা আন্তর অবস্থা, তাহা কারণ। 'ব্যক্ত', 'বাহ্য', 'কার্য্য', 'স্থূল', এবং 'অব্যক্ত', 'আন্তর', 'কারণ' ও 'সূক্ষ্ম', ইহারা একার্থ-বোধক। 'আত্মা' শব্দটীও কারণ বা সূক্ষ্মের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে অব্যক্তভাব হইতে যে ব্যক্তভাবের উদয় হয়, যে অব্যক্তভাব যে ব্যক্তভাবের ব্যাপক, সেই অব্যক্তভাব সেই ব্যক্তভাবের আত্মা। যাহা পরম-কারণ, যাহা সর্ব্বাভ্যন্তর, যাহা সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ, তাহা পরমাত্মা। অতএব শাস্ত্র পঞ্চ-কোষ বা স্থূলাদি শরীরত্রয়ের বিবেচনদ্বারা কার্য্য-কারণতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কার্য্যমাত্রের অন্তঃ ও বহিঃ, এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে, যাহা ব্যক্ত, তাহা অব্যক্তের গর্ভে ধৃত হইয়া

রসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। * * * তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ অন্য অন্তরো আত্মা মনোময়ঃ। তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। * * *"— তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

অবস্থান করে, স্থূলের সূক্ষ্ম বা ব্যাপ্যের ব্যাপক আছে, এই কথাই বুঝাইয়াছেন।

'অন্তঃ' ও 'বহিঃ', এই শব্দদ্বয়ের শ্রুত্যাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহাতে আন্তর অবস্থা যে, বাহ্যাবস্থা হইতে ব্যাপকতর, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু আমাদের সহজজ্ঞানে বাহ্যই ব্যাপকতররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, আমরা অন্তরকেই সাধারণতঃ ক্ষুদ্রতর বলিয়া বুঝি, বাহ্য-প্রকৃতি হইতে আন্তর-প্রকৃতিকেই পরিচ্ছিন্ন বা সংকীর্ণ মনে করিয়া থাকি, শ্রুতির উপদেশানুসারে আমরা আত্মাকে অন্তরে, আত্মাকেই বাহিরে, আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে ভাবিতে পারি না, ইহার কারণ কি ?

অবিদ্যা বা অবিবেকই তাহার কারণ, রজঃ ও তমঃ বা রাগ ও দ্বেষ, এই গুণ বা শক্তিদ্বয়ের উপরাগবশতঃ আমাদের আত্মজ্ঞান সংকীর্ণ হইয়াছে, আমাদের ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ইতাদি নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তা'ই আমরা আত্মার প্রকৃতরূপ দেখিতে পাই না, এইজন্য আমাদের পরবুদ্ধি এত প্রবল, এইজন্য আমাদের বাহ্যকেই আন্তর হইতে ব্যাপকতর বলিয়া মনে হয়। আত্মজ্ঞান মলিন হইয়াছে বলিয়াই ত আমরা কর্ম্মকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি, যাহারা স্বয়ংসিদ্ধ কর্ম্মরূপে বিবেচিত হয়, তাহারাও যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে বুদ্ধিপূর্ব্বক, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি না, এইরূপ কথা শুনিলে, আমরা অসভ্য বা বর্ব্বরের কথা বলিয়া উহাকে উপেক্ষা করিয়া থাকি। যে সকল কার্য্যের কারণ আমাদের বহিঃস্থিতরূপে প্রতীত হয়, সেই সকল কর্ম্মকে আমরা

স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া নিশ্চয় করি। যে সকল কর্ম্ম স্বয়ংসিদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহারাও যে, বুদ্ধিপূর্ব্বক, প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা কি, তাহা সপ্রমাণ হয়? প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবারও শক্তি আমাদের আর নাই। বেদ ত তাহা পরীক্ষা করিতেই আদেশ করিয়াছেন, বেদভক্ত ঋষি ও আচার্য্যেরা বেদের উপদেশানুসারে বহুশঃ পরীক্ষা করিয়াই ত জগৎকে, 'বেদের প্রত্যেক অক্ষর সত্যময়', উচ্চৈঃ-স্বরে পুনঃ পুনঃ এই কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। কর্ম্মমাত্রেই বুদ্ধি-পূর্ব্বক, সকল কর্ম্মই সংকল্পমূলক, ইহা যদি সত্য না হইবে, তবে "শৈত্য ও তেজের সংকল্পে জল বাষ্পাকার ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে গমন, এবং পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া থাকে, বৃষ্টির সংকল্পে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের সংকল্পে প্রাণের সংকল্প হয়, প্রাণের সংকল্পে মন্ত্রের সংকল্প, মন্ত্রের সংকল্পে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সংকল্প, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সংকল্পে লোকের সংকল্প, এবং লোকের সংকল্পে জগতের সংকল্প হইয়া থাকে, অতএব সংকল্পের উপাসনাকর, যে ব্যক্তি সংকল্পকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে পারে, সংকল্পতত্ত্ব অবগত হইয়া, যে ব্যক্তি দৃঢ়-সংকল্প হইতে পারে, সে কামচার হয়, তাহার কোন কামনা অতৃপ্ত থাকে না, কোন কর্ম্মই তাহার অসাধ্য নহে", শ্রুতি এই কথা বলিবেন কেন? ইচ্ছাশক্তি (Will force) যদি সর্ব্বশক্তির মূল না হইবে, তবে, পতঞ্জলিদেবই বা ইচ্ছাশক্তির উপাসনা করিতে উপদেশ দিবেন কেন? সংকল্প বা ইচ্ছাশক্তি যে, জড়শক্তির উপরি আধিপত্য করিতে পারে, যোগশাস্ত্র ত তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন। শুক্রাচার্য্য স্বপ্রণীত শুক্রনীতিসারে

নালিকাস্ত্র (বন্দুক, কামান) দ্বারা যে যুদ্ধ হয়, তাহা হইতে মান্ত্রিকাস্ত্র-যুদ্ধকে উৎকৃষ্টতর বলিয়াছেন। মন্ত্রশক্তি-প্রেরিত বাণ প্রভৃতি দ্বারা যে শত্রু-নাশন, তাহার নাম মান্ত্রিকাস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ। মন্ত্রশক্তি যদি কাল্পনিক পদার্থ হইত, তাহা হইলে, শুক্রাচার্য্য কখনই নালিকাস্ত্র হইতে মান্ত্রিকাস্ত্রকে উৎকৃষ্টতর বলিতেন না। এই দুর্দ্দিনেও কত নিরক্ষর-ব্যক্তি মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে অচেতন বংশখণ্ডাদিকে চেতনবৎ কার্য্য করাইয়া, মন্ত্রশক্তিতে অনাস্থাবান্ পুরুষদিগের মস্তক ঘুরাইয়া দিতেছে। কিন্তু হইলে কি হয়, প্রতিভার মহিমা অনির্ব্বচনীয়। প্রত্যক্ষ করিলেও, প্রতিভা যদি প্রতিকূল হয়, তবে তাহাতেও লোকের বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, সংকল্প বা ইচ্ছাই যে, মূল বা প্রকৃত কারণ, তাহাতে সন্দেহ-লেশ নাই। বিনা সংকল্পে ক্রিয়া হইবে কেন? বিনা কারণে কোন কার্য্য হয় না, একথারও যাহা অর্থ, বিনা সংকল্পে বা ইচ্ছাব্যতিরেকে ক্রিয়া হয় না, একথারও তাহাই অর্থ। চিচ্ছক্তি বিশ্বজগতের সকল পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান আছেন, অতএব জড় স্বয়ংপ্রেরিত হইয়া কর্ম্ম করে, এই কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। জড়বাদিগণ যে প্রকৃতি বা শক্তিকে বিশ্বজগতের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের কারণরূপে অবধারণ করিয়াছেন, সেই প্রকৃতিই যে, পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তি-স্বরূপ। যদ্দ্বারা কোনরূপ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাকেই শক্তি (Force) বলা হয়। কোনরূপ ক্রিয়া-নিষ্পত্তির স্বরূপ-দর্শন করিতে যাইলেই, শক্তির এক অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অন্য অবস্থা গ্রহণের, একদিক্ বর্জ্জনপূর্ব্বক অন্য দিক্ গ্রহণের রূপ বুদ্ধিদর্পণে পতিত হইয়া থাকে। এক ভাব বা একরূপ অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক, অন্যভাব বা

অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ, সন্দর্শনাদি ব্যাপার ব্যতিরেকে হইতে পারে না। শক্তি বিনা সংকল্পে—সন্দর্শনাদি ব্যাপার ব্যতিরেকে কার্য্য সম্পাদন করে, এই কথা বলা, এবং অকস্মাৎ উৎপত্তিবাদের সমর্থন করা, সমান। নির্নিমিত্তবাদী কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিবেন কেন? 'কার্য্যের কারণ আছে, বিনা কারণে কোন কার্য্য সংঘটিত হয় না', এই কথাও বলিব, আবার নির্নিমিত্তবাদেরও সমর্থন করিব, ইহা হইতে পারে না; হয়, স্বীকার করিতে হইবে, বিশ্বজগতে যে কোন কার্য্য সংঘটিত হয়, তৎসমুদায় কাকতালীয় ন্যায়ে, বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা কারণে হইয়া থাকে, না হয়, মানিতে হইবে, কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পপূর্ব্বক, ইচ্ছাশক্তি সকল-শক্তির মূল। ক্রমবিকাশবাদিগণ প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনকে (Natural selection) বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার পরিণামের কারণ বলিয়াছেন। 'নির্ব্বাচন' শব্দের অর্থ কি? 'ইহা এই বা এই নহে, ইহা কর্ত্তব্য, উহা অকর্ত্তব্য, ইহাকে রাখিব, উহাকে তাড়াইব, ইহা ত্যাগ করিব, উহা গ্রহণ করিব', এবম্প্রকার বিবেচনই ত 'নির্ব্বাচন' শব্দের অর্থ। নির্ব্বাচন, সংযোজন, ক্রম বা অনুপূর্ব্ব্য—পরিপাটি (Selection, combination, gradation), ইহারাই ত বুদ্ধি বা প্রেক্ষাপূর্ব্বক কর্ম্মের লক্ষণ। অতএব প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচনবাদ বিশ্বের পরিণামকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলিবেন কিরূপে? যে সকল কর্ম্মের নিষ্পত্তিতে আমরা সন্দর্শনাদি ব্যাপার উপলব্ধি করিতে পারি না, তাহাদিগকে আমরা অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এবং যে সকল কর্ম্মের নিষ্পত্তিতে সন্দর্শনাদি ব্যাপার জ্ঞানগোচর হয়, তাহাদিগকে বুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়া নিশ্চয় করি। কিন্তু কথা হইতেছে, প্রসিদ্ধ অবুদ্ধিপূর্ব্বক

কর্ম্মসমূহের নিষ্পত্তিও যে, সংকল্প বা সন্দর্শনাদি ব্যাপারপূর্ব্বক, আমরা তাহা, আমাদের স্থূলদৃষ্টিবশতঃ বুঝিতে পারি না বলিয়া কি, 'সকল কর্ম্মই স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ংনিষ্পন্ন কর্ম্মসমূহই অবস্থাভেদে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আকার ধারণ করে', এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত? ফলকথা, কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পমূলক, বা বুদ্ধিপূর্ব্বক, চরম উন্নতিপ্রার্থী মানবের এই সিদ্ধান্তই হিতকর, চরম উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-পথের বিশেষতঃ উপকারক, এই সিদ্ধান্তই সুতরাং, আত্ম-পর-কল্যাণার্থীর অবলম্বনীয়। কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পমূলক, এইরূপ প্রত্যয় হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তা'ই ত পৃথিবীতে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পুরুষবৃন্দের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সংকল্পের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তা'ই ত মানব মর্ত্ত্যশরীরে বাস করিয়াও, অমৃতত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, তা'ই ত মানবের প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার, মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার ইচ্ছা হয়, আহা! এইজন্যই ত কত প্রকৃতিজয়ী যোগীর চরণরেণু বক্ষে ধারণপূর্ব্বক ভারতভূমি একদিন কৃতার্থম্মন্য হইতে পারিয়াছিলেন। মনের শক্তি কত, তাহা আমরা জানি না, আমরা আত্মার প্রকৃত রূপ দেখিবার চক্ষু হারাইয়াছি, এইজন্য কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পমূলক, এই কথা এক্ষণে আমাদের সমীপে যুক্তি-বিগর্হিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এইজন্য অলৌকিক পদার্থে এখন বিশ্বাসস্থাপন করিতে আমরা অপারগ, এইজন্য বেদের পরমহিতকর উপদেশ বচনসমূহকে আমরা অতিপ্রাকৃতিক বা কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি, যোগবিভূতি তা'ই আমাদের উপহাসের সামগ্রী হইয়াছে, আগষ্ট কোম্‌ত্, লর্ড

কেল্‌বিন্‌ প্রভৃতি প্রতীচ্য পণ্ডিত কুলচূড়ামণিগণ তা'ই অসঙ্কুচিত হৃদয়ে যোগীদিগকে ভণ্ড বলিতে পারিয়াছেন। * মনের শক্তি কত, বেদচরণ-সেবক আর্য্যগণ তাহা অবগত হইয়াছিলেন, এবং তা'ই তাঁহারা যোগাভ্যাস-বিকাশিত মানসশক্তিদ্বারা স্থূলদৃষ্টি জড়বিজ্ঞানের পরিচিত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের উপরি আধিপত্য করিয়াছেন, যাহা শুনিলে, ইদানীং সাধারণের অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে, যাহা প্রত্যক্ষ করিলেও, আমরা আজকাল বিশ্বাস করিতে পারিব না, তাঁহারা তাহা বস্তুত'ই সম্পাদন করিয়াছেন।

কর্ম্মমাত্রেই বুদ্ধিপূর্ব্বক হইলেও, আমরা যে কারণে তাহা বুঝিতে পারি না, যে কারণে আমাদের কর্ম্মের বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ বিভিন্ন মূর্ত্তি জ্ঞাননেত্রে পতিত হইয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহা জানাইলাম। অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহও যে, সাধনাবিশেষদ্বারা বুদ্ধিপূর্ব্বক হইতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎ

---

* পণ্ডিত আগষ্ট কোম্‌ত্‌ যোগকে অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তকদিগের চিত্তভ্রম বা দুষ্টাভিসন্ধি-সিদ্ধির জাল (Veil) বলিয়াছেন। লর্ড কেল্‌বিন্‌ও (Lord Kelvin) অনেকতঃ এইরূপ মতাবলম্বী—

পণ্ডিত কোম্‌তের উক্তি,—"**The metaphysical utopias, in which a life of pure contemplation is held out as the highest ideal, attractive as they are to modern men of science, are really nothing but illusions or veils for dishonest schemes.**"

—*System of Positive Polity, Vol. I., p. 13.*

লর্ড কেল্‌বিন্‌ বলিয়াছেন,—"**Clairovoyance, and the like, are the result of bad observation chiefly, somewhat mixed up, however, with the effects of wilful imposture, acting on an innocent, trusting mind.**"

—*Popular Lectures and Addresses, Vol. I., p. 265.*

আভাস দিলাম। সংকল্প কর্ম্মমাত্রের মূল হইলেও, বুদ্ধির পরিচ্ছিন্নতা বা চিত্তের বহির্মুখতাবশতঃ আমাদের যে, তাহা উপলব্ধি হয় না, তাহা বিজ্ঞাপিত হইল। এক্ষণে শাস্ত্র যে জন্য সৃষ্টিকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, অপিচ জীবের জন্মতত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে কারণবশতঃ আমরা বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করিলাম, তাহা জানাইব।

শ্রুতি বলিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বরের প্রথমে 'আমি বহু হইব', এবম্প্রকার ইচ্ছা হয়; তদনন্তর তিনি তপ করেন—সৃজ্যমান জগতের রচনাদি-বিষয়ক আলোচনা করেন; তৎপরে প্রাণিদিগের অতীতকল্পে কৃত কর্ম্মাদি কারণের অনুরূপ বিশ্বজগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ("সোঽকাময়ত। বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)। ঋগ্বেদসংহিতাও যে, এই কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে (২৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঐতরেয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে, পরমেশ্বর 'পৃথিব্যাদি লোক সৃষ্টি করিব' প্রথমতঃ এইরূপ ঈক্ষণ—এইরূপ বিচার করেন; এবম্প্রকার বিচারপুরঃসর পৃথিব্যাদি লোকের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ("স ঈক্ষত, লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমাংল্লোকানসৃজত।"—ঐতরেয় আরণ্যক)।

এই সকল শ্রুতিবচন হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টিই শ্রুতির অনুমোদিত। 'এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই', অদ্বৈত-প্রতিপাদক শ্রুতির ইহাই অভিপ্রায়। 'এক ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই', 'আত্মাই উপাদান-কারণ, এবং আত্মাই নিমিত্তকারণ', 'আত্মাই জ্ঞাতা, এবং আত্মাই জ্ঞেয়',

ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানে এই সকল শ্রুতিবচন অসঙ্গত বা অর্থশূন্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়, ঐন্দ্রিয়কজ্ঞানে ভোক্তৃ ও ভোগ্য, দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ইহারা দুইটী ভিন্ন-পদার্থরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকে, উপাদান-কারণকে আমরা সাধারণতঃ নিমিত্তকারণ হইতে ভিন্ন-জাতীয় বলিয়াই বুঝিয়া থাকি। কুম্ভকার ও দণ্ড-চক্রাদিকে আমরা মৃত্তিকা হইতে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। তাহার পর, নির্ব্বিকার, এক ব্রহ্ম-নামক পদার্থ, অন্য কোন পদার্থের সাহায্য না লইয়া, বিবিধ বিচিত্র জগদাকার ধারণ করেন, সহজজ্ঞানে ইহাও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। নির্ব্বিকারের, পূর্ণ বা আপ্তকামের জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইবে কেন? অপ্রাপ্ত পদার্থকে পাইবার জন্যই ইচ্ছা হইয়া থাকে; যিনি আপ্তকাম, যিনি পূর্ণ, তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্ত থাকিতে পারে না; অতএব আপ্তকাম বা পূর্ণব্রহ্মের ইচ্ছা কিরূপে উপপন্ন হইবে? 'সৃষ্টির অগ্রে এক—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছিলেন, তখন আর কিছু ছিল না', এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের 'আমি বহু হইব, বিশ্বপ্রপঞ্চ উৎপাদন করিব', এবম্প্রকার ইচ্ছা হইলে, তিনি তপ করেন, এবং তদনন্তর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা করিতে যাইলে, আমাদের মনে বিবিধ সংশয় উদিত হয়, ফলতঃ এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমরা তাহা ভাল বুঝিতে পারি না। এক জড়শক্তি হইতে সর্ব্বপ্রকার চেতনাচেতন পদার্থ-জাতের পরিণাম হইয়াছে ও হইতেছে, চৈতন্য জড়শক্তি হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, দ্রষ্টা ও দৃশ্য জড়শক্তির দ্বিবিধ অবস্থামাত্র ইত্যাদি বাক্যসমূহও আমাদের সমীপে যেরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া

প্রতীয়মান হয়, এক সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম হইতে ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক বিশ্বজগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, এই সকল বচনও আমাদের কাছে সেইরূপ যুক্তিবিরুদ্ধরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। কেবল আমাদের কেন, ঋষি এবং আচার্য্যগণও যে, এই সকল শ্রুত্যুপদেশকে অনায়াসবোধ্য বলিয়া মনে করেন নাই, সাধারণজ্ঞানে ইহারা যে, যুক্তিবিরুদ্ধরূপেই প্রতীয়মান হইবে, তাঁহারাও তাহা বুঝিয়াছিলেন। ঋষি ও আচার্য্যগণ বেদোপদিষ্ট অদ্বৈতবাদ অনায়াসবোধ্য নহে, বহির্মুখ-প্রবণ ব্যক্তিগণের অপাততঃ পরমপুরুষার্থ অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ সম্ভব নহে, ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ত তাঁহারা অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ দ্বৈতবাদসমর্থক শাস্ত্রসমূহের প্রচার করিয়াছেন, প্রথমতঃ নাস্তিক্যের নিরাকরণের চেষ্টা করিয়াছেন।* শ্রুতিবোধিত অদ্বৈতমার্গ সাধারণের প্রবেশার্হ নহে, সকলেই অদ্বৈতবাদের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যথাযথভাবে তাহা ধারণা করিতে পারিবে না, মহর্ষি গোতম ও কণাদ সেই জন্যই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত পরমাণুপুঞ্জকে বিশ্বের মূল উপাদান এবং ঈশ্বর ও অদৃষ্টাদিকে নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন, নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন সেইজন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে, এবং সেশ্বর সাংখ্য, তা'ই সেশ্বর প্রধানকে বিশ্বের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন বেদকে ঈশ্বর-স্থানীয়

---

* "নহি তে মুনয়ো ভ্রান্তাঃ। তেষাং সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। ভ্রান্তত্বে বা বিনিগমনাবিরহাৎ। কিন্তু বহির্মুখ-প্রবণানাং আপাততঃ পরমপুরুষার্থেঽদ্বৈতমার্গে প্রবেশো ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যনিরাকরণায় তৈঃ প্রস্থানভেদাঃ প্রদর্শিতাঃ। ন তু তাৎপর্য্যেণ।"—অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

করিয়াছেন, ধর্ম্মকেই বিশ্বজগতের নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ বা অসৎকার্য্যবাদ, সৎ-কার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, ইহারা অধিকারানুসারে তত্ত্বোপদেশ প্রদানার্থ আবির্ভূত হইয়াছে।

নির্ব্বিকার এক তত্ত্বের—এক ব্রহ্ম নামক পদার্থের জগদা-কার ধারণ—জগদ্ভাব-প্রাপ্তি অসম্ভব, শ্রুতি এইজন্য বলিয়াছেন, ইন্দ্র বা পরমাত্মা মায়াদ্বারা পুরু (বহু)-রূপ প্রাপ্ত হয়েন, মায়া সহিত ব্রহ্ম বিশ্বজগতের উপাদান-কারণ। শ্রুত্যন্তরে মায়াকে প্রকৃতি, এবং মায়ীকে (মায়া যাঁহার শক্তি) মহেশ্বর্ বলা হই-য়াছে ("মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)। মায়ার সহিত ব্রহ্মের জগদ্ভাব-প্রাপ্তি আরম্ভ বা পরিণাম নহে, ইহা বিবর্ত্ত। আরম্ভবাদী ন্যায়-বৈশেষিকদর্শন যে দৃষ্টিতে পর-মাণুকে বিশ্বজগতের উপাদান বা সমবায়ি-কারণ বলিয়াছেন, পরিণামবাদী সাংখ্যদর্শন যে দৃষ্টিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক প্রধানকে বিশ্বকার্য্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রুতি বা বেদান্তদর্শন সেই দৃষ্টিতে মায়া-সহিত ব্রহ্মকে বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান বলেন নাই। আরম্ভ, পরিণাম ও বিবর্ত্তের লক্ষণ পূর্ব্বে জানান হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, শ্রুতি যখন মায়া বা প্রকৃতি-নামক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন 'এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই', এই প্রতিজ্ঞার কিরূপে স্থাপন হইবে? ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থের সদ্ভাব অঙ্গীকার করি-লেই ত অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হয়। এই প্রশ্নের সমাধান বহু বিচারাপেক্ষ, দুই এক কথায় ইহার মীমাংসা হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদীরা এইপ্রশ্নের সমাধানার্থ যে সকল বিচার

করিয়াছেন, আমরা এস্থলে সেই সকল বিচারের সিদ্ধান্তই জানাইতেছি।

প্রথম সিদ্ধান্ত, শক্তি শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে; মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি; অতএব মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করাতে অদ্বৈত-বাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত, মায়া অবস্তুভূত—ইহা সৎপদার্থ (Real thing) নহে; অতএব অবস্তুভূত মায়ার অঙ্গীকার অদ্বৈতবাদ-সিদ্ধিপথের কোনরূপ বিঘ্ন করিতে পারে না। 'মায়া অবস্তুভূত', এই কথার প্রকৃত মর্ম্মোপলব্ধি করা অত্যন্ত দুরূহ-ব্যাপার, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াকে মিথ্যা বলা সাধারণ প্রতিভাতে অসম্ভব, সত্যের যে লক্ষণ আমরা বিদিত আছি, তাহাতে মায়া আমাদের সকাশে, সৎপদার্থরূপেই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। যাহা মিথ্যা, যাহা অবস্তুভূত, তাহার ক্রিয়াকারিত্ব উপপন্ন হইবে কিরূপে? আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীকপদার্থ বিশ্ব-জগতের উপরি এত প্রভুত্ব করেন, ইহা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে? ফলকথা বৈদান্তিকগণ মায়াকে অবস্তুভূতপদার্থ বলিয়া বুঝাইবার জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন, সাধারণ প্রতিভা চির-দিন ইহাঁকে সতী বলিয়াই গ্রহণ করিবে। ঋগ্বেদসংহিতা এইজন্যই বলিয়াছেন, যাহারা অবিদ্যাদ্বারা সম্যক্‌রূপে বদ্ধ, যাহারা মনের বশে বিচরণশীল, ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া যাহারা অবিরাম বিবিধ সুখ-দুঃখ ভোগ করে, যাহারা রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী, তাহারা কখন 'এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই', এই বেদোদ্ভাসিত তত্ত্বজ্ঞানকে যথাযথভাবে হৃদয়ে ধারণ করিবার যোগ্য হইতে পারে না। ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ—প্রথমোৎপন্ন—আদিভূত জ্ঞানের যখন বিকাশ হইবে, ঐন্দ্রিয়কজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া, মানব যখন

অতীন্দ্রিয় সনাতনজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারিবে, বহির্মুখচিত্তকে যখন যোগশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে অন্তর্মুখ করিতে ক্ষমবান্ হইবে, তখনই সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হইবে, তখনই স্বয়ংপ্রকাশ অদ্বৈতজ্ঞান-রবি অবিদ্যামেঘ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, প্রকাশিত হই-বেন, মায়ার মিথ্যাত্ব—অবস্তুভূতত্ব তখনই যথাযথভাবে উপলব্ধ হইবে। আজ কাল এদেশে বেদান্তের প্রতি অনেকেরই শ্রদ্ধা হইয়াছে, অদ্বৈতবাদের উপদেশ এক্ষণে যে সে শ্রবণ করে, অদ্বৈতবাদের উপদেষ্টাও এখন প্রচুর পরিমাণে জন্মগ্রহণ করিতেছেন। ইহা উন্নতির লক্ষণ, কি অবনতির লক্ষণ, কালে তাহা সপ্রমাণ হইবে, তবে আমাদের বিশ্বাস, ইহা উন্নতির লক্ষণ নহে। অদ্বৈতবাদ জগতের জিনিস নহে, অদ্বৈতবাদ সংসার-সাগর পার হইবার তরণি, যাঁহাদের সংসার-সাগর পার হইবার প্রয়োজন হইয়াছে, অদ্বৈতবাদ তাঁহাদেরই পরম উপকারক বন্ধু। কিন্তু সংসারাসক্ত জীব অদ্বৈতবাদের এত ভক্ত হয়েন কেন, আমরা তাহা ভাল বুঝিতে পারি না, কি জানি কেন, আমাদের মনে হয়, ইহা অবিদ্যারই খেলা। আমাদের এই কথা এদিনে অনেকেরই শ্রুতিবিরস হইবে বটে, তথাপি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহা না জানাইয়া থাকিতে পারি না।

শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা বলিয়াছেন, জীব জলবুদ্‌বুদের ন্যায়, বিজ্ঞান মদশক্তিবৎ, অর্থাৎ, জলবুদ্‌বুদের ন্যায় জীবের উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে, এবং তণ্ডুল, গুড় ইত্যাদির পরস্পর সংযোগে যেপ্রকার মদশক্তির আবির্ভাব হয়, সেই প্রকার পৃথিব্যাদি পরমাণুসমূহের পরস্পর সংযোগে বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, মৃতের পুনর্জ্জন্ম

হইতে পারে না, অতএব বর্ত্তমান দেহের পতন হইলে, আমাদের মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী, যাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা অজ্ঞান-লক্ষণ তমোলোক প্রাপ্ত হয়েন। অপিচ যাঁহারা কর্ম্মপরাঙ্মুখ হইয়া, স্ব-স্ব বুদ্ধির লঘুতা বুঝিতে না পারিয়া, কেবল আত্মজ্ঞানে রত হয়েন (বর্ত্তমান কালের ন্যায় বেদান্তের অনুশীলন করেন), আত্মাই একমাত্র সৎ, কর্ম্ম অসৎ, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অসৎ, জ্ঞানকাণ্ডের সহিত কর্ম্মকাণ্ডের কোন সম্বন্ধ নাই, যাঁহারা এবম্প্রকার মতাবলম্বী হয়েন, তাঁহারা গাঢ়তর অজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন ("অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ৪০।৯)। আমাদের তা'ই ভয় হয়, তা'ই বন্ধুভাবে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। বরং জড়বাদী হইয়া, জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া, যথাসম্ভব আত্ম-পরের উপকার করা শ্রেয়ঃ, তথাপি ভাক্ত-বৈদান্তিক হইয়া ইতোভ্রষ্ট, ততোনষ্ট হওয়া শ্রেয়ঃ নহে। যাউক এ সকল কথা।

পরমাত্মা বিশ্বজগতের কেবল নিমিত্তকারণ নহেন, তিনিই ইহার উপাদানকারণ বা প্রকৃতি ("প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।" —বেদান্তসূত্র)। ন্যায়-বৈশেষিক বা সাংখ্য-পাতঞ্জল পরমাত্মাকে বিশ্বের উপাদান-কারণ বলেন নাই। বেদান্তদর্শন এইজন্য ন্যায়-বৈশেষিকাদির মত খণ্ডনপূর্ব্বক পরমাত্মা যে, নিমিত্ত ও উপাদান, এই দ্বিবিধ কারণস্বরূপ, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। জগতের উপাদান-কারণ চেতন কি অচেতন, প্রথমে তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। সাংখ্যদর্শন যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণাত্মক অচেতন প্রকৃতিকে জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া-

ছেন, তখন এমতে জগতের উপাদান-করণ যে, অচেতন, তাহা সুখবোধ্য। জীব (জীব সকলই স্বকর্ম্মদ্বারা কর্ত্তা হইয়া থাকেন, কেহ কেহ এইরূপ মতাবলম্বী) ও অণু (অণু-সংঘাতবাদ—বৌদ্ধগণের) ব্যতিরিক্ত, চেতন ঈশ্বর-নামক নিমিত্তকারণাধিষ্ঠিত, চতুর্ব্বিধ পরমাণুকে যাঁহারা জগতের উপাদান-কারণ বলিয়াছেন, জগতের উপাদান-কারণ যে, তাঁহাদের মতেও অচেতন, তাহা বলা বাহুল্য।

সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অপরিণামী, সুতরাং ব্রহ্মে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির সদ্ভাব সম্ভব হয় না। কার্য্যদ্বারা শক্তির সদ্ভাব অনুমিত হইয়া থাকে, যাহা স্বয়ং অপরিণামী, তাহার কার্য্য হইবে কিরূপে? অতএব এক—নির্গুণ অপরিণামী চিদাত্মাতে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। ত্রিগুণাত্মক প্রধান পরিণামী, সুতরাং, ত্রিগুণাত্মক প্রধানেই জ্ঞান ও ক্রিয়ার সদ্ভাব সম্ভব। সাম্যাবস্থাতে অবস্থিত প্রধান বা প্রকৃতিতে যদ্যপি জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি ব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে না, তথাপি ইহারা যে, তৎকালে সূক্ষ্ম বা অব্যক্তভাবে শক্ত্যাত্মাতে বিদ্যমান থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। অতএব প্রধান বা প্রকৃতিই সর্ব্বজ্ঞ, প্রধান বা প্রকৃতিই সর্ব্বশক্তি, ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বশক্তি নহেন। স্বরূপ-চৈতন্য নিষ্ক্রিয়, সুতরাং ইহাঁর কর্ত্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না। * ভোগ ও অপবর্গ, এই পুরুষার্থ-

* "জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যভাবাদ্‌ব্রহ্মণোঽপরিণামিনঃ।
ন সর্ব্বশক্তিবিজ্ঞানে প্রধানে ত্বস্তিসম্ভবঃ॥"

জ্ঞানক্রিয়াশক্তী খলু জ্ঞানক্রিয়াকার্য্যদর্শনোন্নেয়-সদ্ভাবে। ন চ জ্ঞানক্রিয়ে চিদাত্মনি স্তঃ। তস্যাপরিণামিত্বাদেকত্বাচ্চ। ত্রিগুণে চ প্রধানে পরিণামিনি

দ্বয়প্রযুক্ত, অনাদি প্রধান ও পুরুষ, এই উভয়ের সংযোগনিমিত্ত, চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতন প্রধানের যে, মহৎ অহংকারাদি-ক্রমে পরিণাম হয়, তাহাই সর্গ—তাহাই জগতের সৃষ্টি। চেতন-কর্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতন যে, পুরুষার্থ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহার, বৎসের বিবৃদ্ধির জন্য অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত আছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে 'আমি বহু হইব, এইরূপ ইচ্ছা-পূর্ব্বক পরমাত্মা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন', শ্রুতি এইরূপ কথা বলিয়াছেন কেন? সাংখ্যদর্শনের উত্তর, "কুল পতিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে, উক্ত শ্রুতিবচন এইরূপ প্রকৃতি বিষয়ক, ইহা গৌণ বা ঔপচারিক, ইহা অচেতনে চেতনবৎ উপচার, অথবা এতাদৃশ শ্রুতিবাক্য বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টিপ্রতিপাদক, অবুদ্ধিপূর্ব্বক আদিসর্গ-প্রতিপাদক নহে।" বেদান্তদর্শন এইরূপ মতের খণ্ডনার্থ যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহার সারাংশ সন্নিবেশিত হইল।

"ঈক্ষতের্নাশব্দম্।"—বেদান্তদর্শন ১।১।৫।

অর্থাৎ, সাংখ্যপরিকল্পিত অচেতন প্রধান জগতের কারণ হইতে পারেনা, যেহেতু শ্রুতিমুখে জগৎ-কারণের ঈক্ষিতৃত্বই—ঈক্ষাপূর্ব্ব-কারিত্বই শ্রুত হয়, জগতের সৃষ্টি যে, সংকল্পপূর্ব্বক, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন ("তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। অচেতন বা জড় প্রধানের কখন ঈক্ষাপূর্ব্বকারিত্ব উপপন্ন হয় না। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি প্রকাশীল সত্ত্বাংশদ্বারা ঈক্ষণ করিয়া

সংভবতঃ। যদ্যপি চ সাম্যাবস্থায়াং প্রধানে সমুদাচরদ্বৃত্তিনী ক্রিয়াজ্ঞানে ন স্তঃ, তথাপ্যব্যক্তেন শক্ত্যাত্মনা রূপেণ সম্ভবত এব। তথা চ প্রধানমেব সর্ব্বজ্ঞং চ সর্ব্বশক্তি চ, ন তু ব্রহ্ম।"—ভামতী।

থাকেন, যদি এই কথা বল, তাহা হইলেও, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, কারণ সত্ত্বগুণও জড়, জড়ের ঈক্ষণ উপপন্ন হইবে কিরূপে? সত্ত্বগুণও যদি জড় হয়, তবে রজঃ ও তমঃ, এই গুণদ্বয় হইতে সত্ত্ব-গুণের বিশেষ কি? সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ, রজঃ ও তমোগুণ অস্বচ্ছ—মলিন, সত্ত্বগুণ হইতে রজঃ ও তমোগুণের এইটুকু বিশেষ। সত্ত্বগুণ স্বচ্ছতাবশতঃ চৈতন্যের বিম্বগ্রাহী, এবং এইজন্য ইহাকে প্রকাশ-শীল বলা হইয়া থাকে। কাচ ও লোষ্ট, উভয়েই পার্থিব, তথাপি কাচের বিম্বোদ্‌গ্রাহিতা আছে, লোষ্টের তাহা নাই।

সাংখ্যদর্শন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলিয়াছেন। প্রধানাবস্থাতে গুণত্রয় যখন সমভাবে থাকে, তখন সত্ত্বধর্ম্ম জ্ঞানের বিকাশ কিরূপে সম্ভব হইবে? গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাতেও সত্ত্বধর্ম্ম জ্ঞানশক্তির আশ্রয়ে, জ্ঞান-শক্তিমত্ত্বহেতু প্রধান সর্ব্বজ্ঞ হয়েন, যদি এই কথা বল, তাহা হইলে, রজঃ এবং তমোগুণের জ্ঞানপ্রতিবন্ধক-শক্তির আশ্রয়ে ইনি স্বল্পজ্ঞ হইয়া থাকেন, এই কথা না বলিবে কেন? অতএব রজঃ ও তমোগুণের প্রতিবন্ধকতাহেতু প্রকৃতির সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না। তাহার পর জিজ্ঞাস্য হইতেছে, সত্ত্ববৃত্তিই কি, জ্ঞান? অসা-ক্ষিকা সত্ত্ববৃত্তি কি, কিছু জানিতে পারে? অচেতন বা জড় প্রকৃতির কি, সাক্ষাৎ দ্রষ্টৃত্ব—জ্ঞাতৃত্ব উপপন্ন হয়? নিশ্চয়ই হয় না। অতএব অচেতন প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। অগ্নির নিমিত্ত লৌহপিণ্ডাদির যেমন দগ্ধৃত্ব কল্পনা করা হয়, সেইরূপ সাক্ষী পুরুষের সন্নিধান-নিমিত্ত প্রকৃতির ঈক্ষিতৃত্ব কল্পিত হইয়া থাকে, যদি এই কথা বল, তাহা হইলে, যাঁহার জন্য প্রকৃতির ঈক্ষিতৃত্ব কল্পিত হইয়া থাকে,

তাঁহাকেই মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ এবং জগতের কারণ বলা যুক্তিসঙ্গত। প্রকৃতি-বিকার ত্রয়োদশ অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ সত্ত্বপ্রধান হইলেও, স্বয়ং অচেতন, অতএব ইহাদের বৃত্তিসকল কদাচ আপনাদিগকে বা পরকে জানিতে পারে না। সহস্র অন্ধ-পথিকও পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু একজন চক্ষুষ্মান্ পথ স্থির করিতে পারে, সুতরাং একজন চক্ষুষ্মান্ই মার্গদর্শী, স্বতন্ত্র—কর্ত্তা, সহস্র অন্ধ পথিকের নেতা। স্বয়ং অচেতন বুদ্ধিসত্ত্বে চিচ্ছক্তির প্রতিবিম্ব সংক্রান্ত হইলে, তবে ইহার জানিবার সামর্থ্য হয়, অতএব চিচ্ছক্তিকেই স্বতন্ত্র জ্ঞাত্রী বলিতে হইবে। নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয় ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব উপপন্ন হয় না, কারণ, যিনি নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয়, তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য—কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয়ের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না, তাহা কে বলিল? যাঁহার সর্ব্ববিষয়ের অবভাসনক্ষম জ্ঞান নিত্য বিদ্যমান, তিনি কি অসর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন? যাহার জ্ঞান অনিত্য, সেই কদাচিৎ জানে, কদাচিৎ জানিতে পারে না, সুতরাং তাহাকেই অসর্ব্বজ্ঞ বলা সঙ্গত, ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য, এই অপরাধে তাঁহাকে অসর্ব্বজ্ঞ বলা ঠিক নহে। 'ব্রহ্ম নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয়, এই জন্য তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য উপপন্ন হয় না', এইরূপ আক্ষেপের পরিহারার্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, আদিত্যের উষ্ণতা ও প্রকাশধর্ম্ম আদিত্যের সহিত সতত বিদ্যমান আছে, আদিত্য নিত্য উষ্ণতা ও প্রকাশধর্ম্ম-বিশিষ্ট, তথাপি 'সূর্য্য দগ্ধ বা প্রকাশ করিতেছে', সূর্য্যের এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের—কর্ত্তৃত্বের ব্যপদেশ—ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ, নিত্যেরও ঔপাধিক জন্যত্বের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। নিত্যজ্ঞান

ব্রহ্মেও এইরূপ দৃশ্যাবচ্ছেদকৃত অনিত্যত্বের আরোপপূর্ব্বক, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, এবম্প্রকার ব্যপদেশ হয়।

'ব্রহ্মের নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয়ত্ব-নিবন্ধন জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য—কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না, অতএব তাঁহার মুখ্য সর্ব্বজ্ঞত্বও উপপন্ন হয় না', এই কথার অভিপ্রায় কি?

ক্রিয়া সিদ্ধিতে যে কারককে স্বতন্ত্র—প্রধান বা অগুণী-ভূতরূপে বিবেচনা করা হয়, পাণিনিদেব তৎকারককে 'কর্ত্তৃ' এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়াছেন ("স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।"—পা ১।৪।৫৪)। 'স্বাতন্ত্র্য' কাহাকে বলে? স্বতন্ত্রের ভাব 'স্বাতন্ত্র্য'। 'তন্ত্র' শব্দ প্রাধান্য, এই অর্থেরও বাচক হইয়া থাকে। 'স্ব' শব্দের অর্থ আত্মা। 'স্ব' বা আত্মা হইয়াছে, 'তন্ত্র' প্রধানভূত যাহার, তাহা 'স্বতন্ত্র'। * অনেক কারকসাধ্য ক্রিয়াতে যাহার ব্যাপার ধাতু-দ্বারা অগুণভাবে—প্রাধান্যতঃ উক্ত হয়, তাহাই স্বতন্ত্র বা কর্ত্তৃ-কারক ("যস্য ধাতুনা ব্যাপারোঽগুণভাবেনোচ্যতে স এবাসৌ স্বতন্ত্র ইতি।"—কৈয়ট ও মঞ্জুষা)। কাষ্ঠাদি, কর্ত্তাদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলে, তবে করণাদিশক্তি প্রাপ্ত হয়, কর্ত্তা পূর্ব্বহইতেই করণাদি-প্রবর্ত্তক শক্তিবিশিষ্ট। কর্ত্তার সন্নিধিতে করণাদি পরতন্ত্র, কারণ, ইহাদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কর্ত্তার অধীন। প্রধানকর্ত্তার প্রতিনিধি দৃষ্ট হয় না, কিন্তু করণাদির প্রতিনিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। করণাদির অভাবেও, কেবল কর্ত্তাকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু

---

* "অস্তি প্রাধান্যে বর্ত্ততে। তদ্যথা স্বতন্ত্রোঽসৌ ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে স্বপ্রধান ইতি গম্যতে।"—মহাভাষ্য।

"স্ব শব্দ আত্মবাচী। স্ব আত্মা তন্ত্রং প্রধানং যস্য স স্বতন্ত্র উচ্যতে। * * *"—কৈয়ট।

কর্ত্তার অভাবে করণাদিকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কারকান্তরের অবিবক্ষাতেও কর্ত্তার অগুণভাব—কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্য থাকে। * কর্ত্তা তটস্থ হইয়া—দূরে থাকিয়াও, করণাদির ন্যায় দ্রব্যে অনুপ্রবেশ না করিয়াও, ফলসিদ্ধির উপকারক হইতে পারেন, করণাদি তাহা পারে না। ভর্ত্তৃহরি কর্ত্তার স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ বর্ণনার্থ এই সকল কথা বলিয়াছেন ("প্রাগন্যতঃ শক্তিলাভান্ন্যগ্‌ভাবাপাদনাদপি। তদধীনপ্রবৃত্তিত্বাৎ প্রবৃত্তানাং নিবর্ত্তনাৎ॥ অদৃষ্টত্বাৎ প্রতিনিধেঃ প্রবিবেকেঽপি দর্শনাৎ। আরাদপ্যুপকারিত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যং কর্ত্তুরিষ্যতে॥"—বাক্যপদীয়)। পাণিনিদেব অপিচ বলিয়াছেন, 'যাহা কর্ত্তৃসংজ্ঞা-বিশিষ্ট স্বতন্ত্রের প্রযোজক, তাহার 'হেতু'-সংজ্ঞা ও কর্ত্তৃসংজ্ঞা হইয়া থাকে ("তৎপ্রযোজকো হেতুশ্চ।"—১।৪।৫৫)। 'দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত-দ্বারা পাক করাইতেছেন', এস্থলে দেবদত্ত যজ্ঞদত্তের প্রযোজক বলিয়া, কর্ত্তৃসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভাট্টচিন্তামণিতে উক্ত হইয়াছে, স্বতন্ত্র বা কর্ত্তা শুদ্ধ, প্রযোজক ও কর্ম্মকর্ত্তা, এই ত্রিবিধ। অনুকূলব্যাপার ও ফলের যাহা আশ্রয়, তাহা 'শুদ্ধ স্বতন্ত্র', ব্যাপারের আশ্রয় না হইয়া, যাহা ফলের আশ্রয়, তাহা 'প্রযোজক', এবং ফলের আশ্রয় না হইয়া, যাহা অনুকূল ব্যাপারের আশ্রয়, তাহা 'কর্ম্মকর্ত্তা'। ধাত্বর্থ-ব্যাপারের আশ্রয়ত্বই কর্ত্তৃত্ব। ভট্টোজীদীক্ষিতও স্বপ্রণীত শব্দ-কৌস্তুভ নামক গ্রন্থে ধাতূপাত্ত ব্যাপারের আশ্রয়ত্বকেই স্বাতন্ত্র্য বলিয়াছেন। †

'স্বাতন্ত্র্য' শব্দের অর্থ কি, তাহা অবগত হইলাম, এক্ষণে

---

* "তেন যস্ত গুণভাবো নাস্তি স কর্ত্তা কারকান্তরাবিবক্ষায়ামপি চাগুণভাবোঽস্ত্যেব।"—হরদত্তমিশ্রবিরচিত পদমঞ্জরী।

† "স স্বতন্ত্রস্ত্রিবিধঃ। শুদ্ধঃ প্রযোজকঃ কর্ম্মকর্ত্তা চেতি। তদনুকূল-

'ব্রহ্মের নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয়ত্বনিবন্ধন স্বাতন্ত্র্য সম্ভব হয় না', এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

যিনি জানেন, তিনি 'জ্ঞ'। 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় করিয়া ("ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ।"—পা, ৩।১।১৩৫) 'জ্ঞ', এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যিনি সর্ব্বকে জানেন, তিনি 'সর্ব্বজ্ঞ'। 'নিত্য-জ্ঞানক্রিয় ব্রহ্মের জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য বা কর্ত্তৃত্বের অসম্ভব বশতঃ মুখ্য সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না', যাঁহারা এই কথা বলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, প্রকৃত্য-র্থের অভাববশতঃ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব অসিদ্ধ হয়, অথবা প্রত্যয়ার্থের অভাবনিবন্ধন তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা অনুপপন্ন হইয়া থাকে? "প্রকৃত্যর্থ' ও 'প্রত্যয়ার্থ', এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি? 'প্রকৃতি' ও 'ধাতু', ইহারা একার্থক ("তত্র প্রকৃতির্ধাতুরিত্যেকোঽর্থঃ।"—নিরুক্তটীকা)। অতএব 'প্রকৃত্যর্থ' শব্দের অর্থ 'ধাত্বর্থ'। প্রকৃতিকে নিমিত্ত করিয়া বিধীয়মান স্বার্থবোধক শব্দবিশেষের নাম 'প্রত্যয়'। প্রত্যয়ের অর্থ—প্রত্যয়ার্থ। 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ জানা। 'ক' প্রত্যয় কর্ত্রর্থক। 'ব্রহ্মের জানাই অসম্ভব', এইজন্য কি, তাঁহাকে অসর্ব্বজ্ঞ বলা হইতেছে? ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, 'যাঁহার সর্ব্ববিষয়ে অবভাসনক্ষম নিত্যজ্ঞান বিদ্যমান, তিনি অসর্ব্বজ্ঞ, ইহা কি, কখন সম্ভব হয়', এতদ্বাক্যদ্বারা ব্রহ্মে যে, 'জ্ঞা'-ধাত্বর্থের অনুপপত্তি হয় না, তাহা বুঝাইয়াছেন। নিত্যজ্ঞান ব্রহ্মে 'জ্ঞা' এই ধাত্বর্থের অনুপপত্তি হয় না, ইহা বুঝাইয়া ভগবান্ ভাষ্যকার ইহাঁতে 'ক',

---

ব্যাপারাশ্রয়ঃ শুদ্ধঃ। ব্যাপারানাশ্রয়ত্বে সতি ফলাশ্রয়ো দ্বিতীয়ঃ। ফলানা-শ্রয়ত্বে সতি অনুকূলব্যাপারাশ্রয়স্তৃতীয়ঃ।"—গাগা ভট্ট।

"ধাতুপাত্তব্যাপারাশ্রয়ত্বং স্বাতন্ত্র্যম্।"—শব্দকৌস্তুভ।

এই প্রত্যয়ার্থেরও যে, অনুপপত্তি হয় না, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন, 'সবিতা নিত্য ঔষ্ণ্য ও প্রকাশবিশিষ্ট হইলেও, 'সবিতা দগ্ধ করিতেছে, প্রকাশ করিতেছে', এইরূপে সবিতার স্বাতন্ত্র্যের—কর্ত্তৃত্বের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। যাহা স্বতন্ত্র, তাহাই যে, সর্ব্বত্র বিনা ব্যভিচারে ক্রিয়া—ব্যাপারের আশ্রয় হইবে, তাহা নহে, ক্রিয়াশ্রয়ত্বই স্বাতন্ত্র্যের একমাত্র লক্ষণ, এই কথা বলা যাইতে পারে না। প্রযোজক, ব্যাপারের আশ্রয় না হইয়াও, স্বতন্ত্র।

'জানা' সকর্ম্মক ধাতু, জ্ঞেয় বা কর্ম্ম না থাকিলে, জানা-ক্রিয়া কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে? ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বই বা তাহা হইলে, সিদ্ধ হইবে কেন?

ফল ও ব্যাপারের (Action and effect) যেখানে একনিষ্ঠতা—একাধিকরণবৃত্তিতা আছে, তথায় ধাতু অকর্ম্মক, এবং যে স্থলে ফল ও ব্যাপারের অধিকরণ বা আশ্রয় বিভিন্ন, তৎস্থলে ধাতু সকর্ম্মক হইয়া থাকে, অর্থাৎ ফল ও ব্যাপার, এই উভয়েরই আশ্রয় এক হইলে, ধাতু অকর্ম্মক, এবং যে স্থলে ইহাদের আশ্রয় ভিন্ন, ফলাশ্রয় ও ব্যাপারাশ্রয় যেস্থলে এক নহে, তথায় ধাতু সকর্ম্মক হয়। * 'রাম অন্ন ভোজন করিতেছেন,' 'শ্যাম হাসিতেছেন,' এই বাক্যদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিলে, সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ক্রিয়ার স্বরূপ বিশদভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। 'রাম অন্ন ভোজন করিতেছেন', এই বাক্যে 'রাম' কর্ত্তৃপদ, এবং 'অন্ন' কর্ম্মপদ। 'রাম', এই শব্দবোধ্য অর্থের সহিত 'অন্ন' এই শব্দ-বোধ্য অর্থের যে, সামানাধিকরণ্য নাই, রাম যে অধিকরণে—

---

* "ফলব্যাপারয়োরেক নিষ্ঠতায়ামকর্ম্মকঃ।
ধাতুস্তয়োর্ধর্ম্মিভেদে সকর্ম্মক উদাহৃতঃ॥" বৈয়াকরণভূষণসার।

যে আধার বা দেশে আছেন, অন্ন যে, তদধিকরণে নাই, রাম ও অন্ন, এই উভয়ের মধ্যে যে, দৈশিক ব্যবধান আছে, তাহা সহজ-বুদ্ধিগম্য। ফল ও ব্যাপারের এখানে একনিষ্ঠতা নাই, এইজন্য 'ভোজন করিতেছেন', এইটী 'সকর্ম্মকক্রিয়া'। 'শ্যাম হাসিতেছেন', এই বাক্যে 'শ্যাম' কর্ত্তৃপদ, এবং 'হাসিতেছেন' ক্রিয়াপদ। হাস্য-ব্যাপার সম্পাদন করিতে শ্যামকে ভিন্ন অধিকরণে স্থিত বস্তু-বিশেষের সহিত সংযুক্ত হইবার আবশ্যক হয় না, হাস্য ব্যাপার ও হাস্যফল, এই উভয়েরই আশ্রয় শ্যাম। 'হাসিতেছেন' ক্রিয়া পদটী এইনিমিত্ত 'অকর্ম্মক'। কর্ত্তার যাহা ঈপ্সিততম (কর্ত্তার যাহা ঈপ্সিততম, পাণিনিদেব তাহাকেই 'কর্ম্ম' বলিয়াছেন—"কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।"—পা, ১।৪।৪৯), তাহা যখন কর্ত্তার স্বাধিকারে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে পাইবার জন্য কর্ত্তাকে যখন ভিন্নাধি-করণ বস্তুর সহিত মিলিত হইতে হয় না, তখন কর্ত্তার যে, ব্যাপার হয়, তাদৃশ ব্যাপারকে (কর্ত্তার শক্তির স্ফুরণরূপ তাদৃশ কর্ম্মকে, সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত শক্তির স্থূলাবস্থাপ্রাপ্তিরূপ পরিবর্ত্তনকে) 'অকর্ম্মক' বলা হয়। জিজ্ঞাস্য হইবে, 'আমি আমাকে জানিতেছি', 'আত্মা আত্মাকে ধারণ করিয়া আছেন', 'আত্মা আত্মাকে উৎপাদন করিতেছেন', ইত্যাদি বাক্যে সকর্ম্মক ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয় কেন?

মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, এই প্রশ্নের মীমাংসার্থ বলিয়াছেন (পূর্ব্বে জানাইয়াছি), 'শরীরাত্মা ও অন্তরাত্মাভেদে আত্মা দ্বিবিধ, অর্থাৎ যাহা কার্য্য, তাহার 'অন্তঃ' ও 'বহিঃ', এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে; শরীরাত্মা যে কর্ম্ম করেন, অন্তরাত্মা তজ্জ-নিত সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন, এবং অন্তরাত্মা যে কর্ম্ম

করেন, শরীরাত্মা তজ্জন্য সুখ-দুঃখের অনুভব করিয়া থাকেন। নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম ভিন্ন সকলেরই পশ্চাৎ অন্য আত্মা বা জ্ঞাতা আছেন। যিনি যাহার অন্তরে, তিনি তাঁহার আত্মা, তিনি তাঁহার জ্ঞাতা বা কারণ, এবং যিনি যাঁহার বাহিরে, তিনি তাঁহার জ্ঞেয়, তিনি তাঁহার দৃশ্য বা কার্য্য। 'আমি আমাকে জানিতেছি', এস্থলে 'আমি'-শব্দ অন্তরাত্মার, এবং 'আমাকে', এই পদ শরীরাত্মার বাচক। দ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধের জ্ঞান। দুইটী রাশি যখন পরস্পর এইরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়া উপলব্ধ হয় যে, একটীতে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইলে, অপরটীতে তদনুরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে, পরটীকে সাধারণতঃ পূর্ব্বটীর কার্য্য (Function)-রূপে অবধারণ করা হইয়া থাকে। * অতএব যাঁহারা গণিত-শাস্ত্রবিদ্, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব 'শরীরাত্মা যে কর্ম্ম করেন, অন্তরাত্মার তজ্জনিত সুখ-দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে', এই বাক্যদ্বারা কার্য্য-কারণসম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। গাণিতিক (অবশ্য যাঁহারা 'ক্যাল্‌কুলস্—Calculus নামক গণিত প্রকরণ বিদিত আছেন) 'পরতন্ত্রপরিবর্ত্ত্য' ও 'স্বতন্ত্রপরিবর্ত্ত্য' (Dependent and Independent variables), এই দ্বিবিধ পরিবর্ত্ত্যের তত্ত্ব অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। 'পরতন্ত্রপরিবর্ত্ত্য' ও কার্য্য, এবং 'স্বতন্ত্র-পরিবর্ত্ত্য' ও কারণ, সমান পদার্থ। শক্তি কারণের আত্মভূত,

---

* "In general, whenever two quantities are so related, that any change made in the one produces a corresponding variation in the other, then the latter is said to be a function of the former." —*Differential Calculus.*

এবং কার্য্য শক্তির আত্মভূত। অতএব কার্য্য ও কারণ, ইহারা বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, ভেদবুদ্ধি ইহাদিগকে যে ভাবে বুঝায়, ইহারা বস্তুতঃ তাহা নহে। জগতের জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিকগণ ক্রম ও যৌগপদ্যের জ্ঞান বলিয়াছেন; তা'ই ইহাঁরা যৌগপদ্য বা সহবর্ত্তিতাঘটিত এবং ক্রমঘটিত, এই দ্বিবিধ প্রাকৃতিক ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব-সম্বন্ধেরই (Uniformities of co-existence and uniformities of succession) তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকেন। অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) ক্রমিকসম্বন্ধকেই (Uniformities of succession) কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বলিয়াছেন। ক্রম ও যৌগপদ্যকে অতিক্রম করিয়া যে, কোন প্রকার লৌকিক-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, কার্য্যমাত্রেই যে, ক্রম ও যৌগ্যপদ্য, এই দুইটী সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ, তাহার কারণ কি? পূজ্যপাদ ভর্ত্তৃহরির চরণপ্রসাদে আমার এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইয়াছি। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, শব্দসকলের প্রয়োগকালে 'ক্রম' ও 'যৌগপদ্য', এই দুইটী উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, জগৎ ক্রম ও যৌগপদ্যকে অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থান করিতে পারে না ("দ্বাবভ্যুপায়ৌ শব্দানাং প্রয়োগে সমবস্থিতৌ। ক্রমো বা যৌগপদ্যং বা যৌলোকো নাতিবর্ত্ততে॥"—বাক্যপদীয়)। 'ক্রম' ও 'যৌগপদ্য', এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ কি? ক্রমে রূপের ভেদ হয়, যৌগপদ্যে তাহা হয় না। তবে যৌগপদ্যেও ক্রিয়া ক্রমরূপানুপাতিনী হইয়া থাকে। একটীর পর, আর একটী, তাহার পর আর একটী, এবম্প্রকার পৌর্ব্বাপর্য্যই ক্রমের (Succession) স্বরূপ। অতএব পরিবর্ত্তন—একভাব ত্যাগপূর্ব্বক, অন্যভাব গ্রহণ বা ক্রিয়া যে, ক্রমরূপানুপাতিনী, তাহা সুখবোধ্য। একটীর পর আর একটী, তাহার পর আর একটী,

এবম্প্রকার পৌর্ব্বাপর্য্যই যে ক্রম, তাহা শুনিলাম, কিন্তু কথা হইতেছে, একটীর পর যে, আর একটীর আগমন হইতেছে, তাহাকে যদি পূর্ব্বটীর সহিত সম্বদ্ধ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, ক্রমেরই বা জ্ঞান হইবে কেন? অতএব ক্রমোৎপন্ন ব্যাপারসমূহকে পরস্পর সম্বদ্ধ করে, এইরূপ কোন শক্তি যে, আছে, তাহা মানিতে হইবে। বৈদিক বা বৈয়াকরণগণ যে, বিশ্বজগৎকে শব্দের পরিণাম বা বিবর্ত্ত বলিয়াছেন, তাহা বহু-বারই জানাইয়াছি। শব্দই যখন জগদাকারে পরিবর্ত্তিত হয়েন, তখন বলা বাহুল্য, শব্দের জ্ঞান হইলেই, জগতের জ্ঞান হইবে। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, শব্দের ভেদ-বৃত্তিক (Separative) ও সংসর্গ-বৃত্তিক (Aggregative), এই দ্বিবিধ শক্তি আছে। শব্দের ভেদশক্তি হইতে ক্রমের, এবং সংসর্গশক্তি হইতে যৌগপদ্যের জ্ঞান হইয়া থাকে, ক্রম ও যৌগপদ্য প্রকৃতপ্রস্তাবে যথাক্রমে, ভেদ ও সংসর্গশক্তির কার্য্য ("ভেদসংসর্গশক্তী দ্বে শব্দাত্মিন্নে ইব স্থিতে।"—বাক্যপদীয়। "ততশ্চ ক্রমযৌগপদ্যে ভেদসংসর্গশক্তিরূপে।"—বাক্য-পদীয়-টীকা)। রজোগুণের প্রাধান্যেই যে, ভেদবুদ্ধির প্রাধান্য হইয়া থাকে, রজোগুণই যে, দ্বৈতজ্ঞানের প্রসূতি, ভগবদ্গীতাতে শ্রীভগবান্ (পূর্ব্বে জানাইয়াছি) তাহাই বুঝাইয়াছেন। কারণ হইতে কার্য্য বস্তুতঃ ভিন্ন না হইলেও, যে কারণবশতঃ আমরা ইহাদিগকে ভিন্ন বলিয়া বুঝি, সংক্ষেপে তাহা জানান হইল, অকর্ম্মক এবং সকর্ম্মক-ক্রিয়ারও স্বরূপ দেখিলাম। শারীরকভাষ্য-প্রণেতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিত্যজ্ঞান-ক্রিয় ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্যও উপপন্ন হয়, এই কথা বুঝাইবার জন্য যে সকল তর্ক করিয়াছেন, তাহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে,

অথবা বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের তত্ত্ব যথা-যথভাবে অবগত হইতে হইলে, কারক এবং অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ক্রিয়ার স্বরূপ-চিন্তন অবশ্য কর্ত্তব্য, আমরা এই নিমিত্ত এই বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক দুই এক কথা বলিলাম।

কর্ম্ম না থাকিলেও, কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্যের ব্যপদেশ হইয়া থাকে। 'ঘট হইতেছে' এই বাক্যের 'উপাদানকারণ মৃত্তিকাই ঘটরূপ কার্য্যাত্মাতে পরিণত হইতেছে', ইহাই অর্থ। 'সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন', এস্থলে যেমন কর্ম্মের অভাবেও, সূর্য্যের কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্ম না থাকিলেও, 'ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন' ব্রহ্মের এইরূপ কর্ত্তৃত্বের—স্বাতন্ত্র্যের ব্যপ-দেশ হইতে পারে, ব্রহ্ম তৎকালে সকর্ম্মক ক্রিয়া না করিলেও, অকর্ম্মক ক্রিয়া করিয়া থাকেন। "সবিতার দাহ্য ও প্রকাশ্যের সহিত সংযোগ হয় বলিয়া, 'সবিতা দগ্ধ করিতেছেন', 'সবিতা প্রকাশ করিতেছেন,' এইরূপ কর্ত্তৃত্বের ব্যপদেশ উপপন্ন হয়, কিন্তু সৃষ্টির অগ্রে ব্রহ্মের ঈক্ষণ-কর্ত্তৃত্ব কিরূপে উপপন্ন হইবে?" এই প্রশ্নের উত্তর পাইলাম, ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকের বৈষম্যাপবাদ নিরাকৃত হইল।

কুম্ভকার যখন ঘট নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করে, তখন কুম্ভ-কারের উপাধিরূপ অন্তঃকরণের যে পরিণতি হয়, তাহাই কুম্ভ-কারের ঈক্ষণ—সংকল্প, এইরূপ অনাদি-কাল-প্রবৃত্ত সৃষ্টিসংস্কার-বিশিষ্ট, ব্রহ্মোপাধি অবিদ্যার, প্রলয়-কারণ কর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ উত্থাপিত—প্রবোধিত সংস্কারাদি নিমিত্ত-নিবন্ধন যে সৃষ্টি বা সর্গোন্মুখী পরিণতি, তাহাই ব্রহ্মের ঈক্ষণ—ব্রহ্মের সংকল্প।

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয় ব্রহ্মই ভূতযোনি—অখিল বিশ্বের কারণ। ঊর্ণনাভ—লূতাকীট (Spider) যেমন কোন কারণান্তরের অপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ংই স্বীয় শরীর হইতে অব্যতিরিক্ত তন্তুসমূহকে বাহিরে প্রসারিত, এবং উহাদিগকে আপনাতে প্রত্যাহার করিয়া থাকে (Out-brings and absorbs), পৃথিবীতে যেমন পৃথিবী হইতে অব্যতিরিক্ত ওষধি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে, জীবিত পুরুষ হইতে যেমন কেশ-লোমাদির আপনা হইতে উদ্ভব হয়, সেইরূপ নিমিত্তান্তরের অনপেক্ষ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম হইতে উৎপদ্যমান বিশ্ব কি, যুগপৎ উৎপন্ন হয়, অথবা ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে? শ্রুতি বলিয়াছেন, বিশ্বের উৎপত্তি, বদরমুষ্টি-প্রক্ষেপের ন্যায় (হাতে কতিপয় কুল আছে, তাহাদিগকে ছড়াইয়া দেওয়ার মত) যুগপৎ হয় না, ক্রমশ'ই হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম হইতে কিরূপ ক্রমে, বিশ্বের বিকাশ হয়, তাহা জানাইবার জন্য শ্রুতি (মুণ্ডকোপনিষৎ) বলিয়াছেন, ভূতযোনি অক্ষরব্রহ্ম তপঃ বা অব্যাকৃত নাম-রূপবিষয়ক জ্ঞান-দ্বারা (ভগবানের তপঃ জ্ঞানময়, আয়াসময় নহে) উপচিত হয়েন। পরমেশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তিবিশিষ্ট, অপিচ তিনি ইহার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের বিধি বা নিয়মজ্ঞ। বীজ যখন অঙ্কুর হয়, তখন তাহার যেমন উপচয়—বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ বিশ্ববীজ যখন অব্যাকৃত অবস্থা হইতে ব্যাকৃত অবস্থাতে আগমনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার উপচয়—স্থূলতা-প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সত্যসংকল্প, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকাম ব্রহ্মের

অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা স্থূল অবস্থা প্রাপ্তির সংকল্পই তাঁহার উপচিতি। সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের ব্যাচিকীর্ষা—ব্যাকৃত—স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হইবার—বহু হইবার ইচ্ছা বা জগৎ সৃষ্টি করিবার কামনা হইলে, অন্নের—অব্যাকৃত ভোগ্যের—সাধারণ সংসারীদিগের ব্যাচিকীর্ষিত অবস্থার উৎপত্তি হয়। অন্ন হইতে প্রাণ—হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠান—সম্মূর্চ্ছিতভাব (সাংখ্যদর্শন যাঁহাকে মহত্তত্ত্ব বলিয়াছেন), জগৎ-সাধারণ সূত্রাত্মা আবির্ভূত হয়েন। প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে সংকল্প-বিকল্পাদি-লক্ষণ মনের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মন হইতে সত্যসংজ্ঞক (সত্য, হইয়াছে সংজ্ঞা বা নাম যাহার, ভূতকে 'সত্য' এই নামে উক্ত করা হইয়া থাকে) আকাশাদি পঞ্চভূতের ক্রমশঃ উৎপত্তি হয়। আকাশাদি ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইলে, এই ভূতপঞ্চক হইতে মহদণ্ডের, এবং তদনন্তর ক্রমশঃ ভূরাদি সপ্তলোকের বিকাশ হইয়া থাকে। তৎপরে মনুষ্যাদি প্রাণিজাত, বর্ণাশ্রমক্রমে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মসমূহ ও তৎফলের অভিব্যক্তি হয়। যিনি সর্ব্বজ্ঞ (সামান্যতঃ সকলকে জানেন,) ও সর্ব্ববিৎ (বিশেষতঃ সকলকে জানেন), যে ভগবানের জ্ঞানই তপঃ, সেই কারণ-ব্রহ্ম হইতে এই কার্য্য-লক্ষণ হিরণ্যগর্ভাখ্য জগদাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। *

মুণ্ডকোপনিষদের বিশ্বজগতের সৃষ্টিবিষয়ক এই অতীব সারগর্ভ উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, 'বিশ্বের

---

* "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকঃ কর্ম্মসু চামৃতম্ ॥"—
মুণ্ডকোপনিষৎ।

সৃষ্টি বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংকল্পমূলক', এই কথার প্রকৃত মর্ম্ম কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে, জড় প্রধান যে, বিশ্বের মূলকারণ নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইবে, আদিকর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য যে, অসম্ভব নহে, তাহা উপলব্ধি হইবে, ব্রহ্মের সংকল্প বা ইচ্ছা-শক্তিই যে, প্রকৃতি, তাহা সপ্রমাণ হইবে, বৈশেষিক-সৃষ্টিবাদ ও ক্রমবিকাশবাদ, এই উভয়ের বিরোধভঞ্জন হইবে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, সৃষ্টির অগ্রে—প্রলয়কালেও কর্ম্ম থাকে, অতএব জিজ্ঞাস্য হইবে, সৃষ্টির অগ্রে বিদ্যমান, যথোক্ত 'কর্ম্ম'-পদার্থ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে, অদ্বৈতবাদের হানি হইবে, আর যদি অভিন্ন হয়, তবে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইবে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে যে কর্ম্ম ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই কর্ম্মের স্বরূপ কি, অতঃপর তাহা জ্ঞাতব্য।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যথোক্ত কর্ম্ম-পদার্থকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বলা যায় না, আবার অভিন্নও বলা যায় না। অব্যাকৃত—অনভিব্যক্ত, অপিচ ব্যাচিকীর্ষিত—ব্যাকৃত হইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট নাম ও রূপই তৎকর্ম্মের স্বরূপ। নাম-রূপাত্মক উক্ত কর্ম্মকে যে, অব্যাকৃত বলা হইয়াছে, 'ব্যাকৃতের সৃষ্টি-সিদ্ধি হইতে পারে না', ইহাই তাহার কারণ, যাহা ব্যাকৃত—ব্যক্ত তাহার আবার সৃষ্টি হইবে কি? অব্যাকৃতের যদি অব্যাকৃত অবস্থাতে থাকাই স্বভাব হয়, তাহা হইলেও, সৃষ্টি—ব্যাকৃত অবস্থাপ্রাপ্তি অসম্ভব হয়, এই নিমিত্ত উহাকে 'ব্যাচিকীর্ষিত'—ব্যাকৃত হইবার ইচ্ছা বা সংকল্পবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। *

---

* "কর্ম্মাপেক্ষায়াং তু ব্রহ্মণীক্ষিতৃত্বশ্রুতয়ঃ সুতরামুপপন্নাঃ। কিংপুনস্তৎ

কর্ম্মকে (জ্ঞেয়কে) যখন জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন বা অভিন্নরূপে নির্ব্বাচন করা সম্ভব নহে, তখন কর্ম্মের স্বরূপ কিরূপে নিশ্চিত হইবে ? তাহা হইলে, দার্শনিকগণ এত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন কেন ? 'ইহা কিংস্বরূপ, তাহা বলা যায় না', এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য এত আয়াস স্বীকারের প্রয়োজন কি ? ইহা কি, বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া (Much ado about nothing) নহে ?

ব্রহ্মই যে, বিশ্বজগতের উপাদান-কারণ, অপিচ ব্রহ্মই যে, ইহার নিমিত্তকারণ, অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, তাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে। বিশ্বজগৎ শুদ্ধ জড় প্রধান বা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, হইতে পারে না, অদ্বৈতবাদ স্থাপন, জড়ৈকত্ববাদের প্রত্যাখ্যান, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে হইলে, বলা বাহুল্য, ইহাও সপ্রমাণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অদ্বৈতবাদীদিগের ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ নহেন। ঈশ্বর যদি কেবল নিমিত্তকারণ হয়েন, তাহা হইলে, উপাদানকারণ বা প্রকৃতিকে নিমিত্তকারণ হইতে পৃথক্ পদার্থরূপে নির্ব্বাচন করিতে হয় ; উপাদানকারণকে নিমিত্তকারণ হইতে পৃথক্ পদার্থরূপে নির্ব্বাচন করিলে, অদ্বৈতবাদের হানি বা অসিদ্ধি হয়। আবার জড় প্রকৃতি চেতনের প্রেরণানিরপেক্ষ হইয়া, স্বয়ং বিশ্বজগদাকারে পরিণত হইয়া থাকে, যদি ইহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্য ব্যাহত হয়। অদ্বৈতবাদিগণ এইজন্য ব্রহ্মই যে, বিশ্বজগতের উপাদান ও

কর্ম্ম যৎ প্রাগুৎপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়োভবতি। তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে নাম-রূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ।"-- শারীরকভাষ্য।

নিমিত্তকারণ, ব্রহ্ম যে, অভিন্ন নিমিত্তোপাদান-স্বরূপ, ব্রহ্মের ঈক্ষণ বা সংকল্পই যে, সৃষ্টির মূলকারণ, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ব্রহ্মই যে, জগতের উপাদান, এবং ব্রহ্মই যে, নিমিত্ত-কারণ, কিরূপে তাহা সপ্রমাণ হইতে পারে? বাদী কিরূপ যুক্তি বা প্রমাণদ্বারা ব্রহ্মকেই উপাদান, এবং ব্রহ্মকেই নিমিত্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন? অপিচ প্রতিবাদীই বা অদ্বৈত-বাদ খণ্ডনপূর্ব্বক দ্বৈতবাদ স্থাপনের জন্য কি প্রকার যুক্তিশরের আশ্রয় লইয়াছেন? 'ব্রহ্মই জগতের উপাদান, এবং ব্রহ্মই নিমিত্ত', ইহা সপ্রমাণ করিতে হইলে, প্রথমতঃ উপাদান ও নিমিত্ত, এই কারণদ্বয়ের স্বরূপ-নিরূপণ আবশ্যক, তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ কি, তাহা (যতদূর সম্ভব) নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

দ্বৈতবাদের স্থাপন হইতে অদ্বৈতবাদের (জড়ৈকত্ববাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিলাম) স্থাপন নিশ্চয়ই অধিকতর কষ্টসাধ্য। অদ্বৈতবাদের স্থাপন করিতে হইলে, কেবল প্রত্যক্ষ বা অনুমান-প্রমাণের শরণ-গ্রহণ করিলে, ইষ্টসিদ্ধি হয় না। বেদান্তদর্শন এইজন্য শ্রুতিকেই বিশেষতঃ আশ্রয় করিয়াছেন। বাগ্‌যুদ্ধ করা, ও সত্যের উপলব্ধি করা, নিশ্চয়ই পৃথক্ সামগ্রী। জলচর জন্তুর স্থলের জ্ঞানার্জ্জন যেমন অসাধ্য ব্যাপার, দ্বৈতজ্ঞান-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির, অবিদ্যার ক্রীড়া-পুত্তলিকার, অদ্বৈতজ্ঞানার্জ্জনও সেইরূপ অসাধ্য ব্যাপার। দ্বৈতবুদ্ধির সংস্কার আমাদের মজ্জায়-মজ্জায় লগ্ন হইয়া আছে, এ সংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিলে, অদ্বৈতজ্ঞানের বিমলপ্রভা বুদ্ধিদর্পণে প্রতিফলিত হইতে পারে না। 'কর্ম্মকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নরূপে নির্ব্বাচন করা যায় না', যিনি যথারীতি পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক এইরূপ

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন, অদ্বৈতজ্ঞানার্জ্জনে তিনি অধিকারী হইবেন। অতএব বৈদান্তিকদিগের অনির্ব্বচনীয়বাদ অনর্থক নহে, মানুষকে বচনদ্বারা যতদূর বুঝাইতে পারা যায়, অদ্বৈতবাদিগণ ততদূর বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বচনদ্বারা বুঝাইবার নহে, যাহা স্বানুভূতিবেদ্য, তাহাকে তাঁহারা বচনদ্বারা কিরূপে বুঝাইতে পারেন? শ্রুতি বলিয়াছেন, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তরাত্মা পরমপুরুষ বা পরমাত্মাকে কেহ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, তিনি স্বপ্রকাশ-স্বরূপ, যাঁহাদিগের বুদ্ধি, যথাবিধি সাধনাদ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে, সংশয় বিরহিত হইয়াছে, পরমাত্মা তাঁহাদের বুদ্ধিতে স্বয়ং প্রকাশ পান। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত যখন বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, অধ্যবসায়লক্ষণ বুদ্ধি যখন আর স্বীয় ব্যাপার নিষ্পাদন করে না, তখনই অদ্বৈত-জ্ঞান-রবির বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি অনন্ত, যিনি অনাদি, যিনি সর্ব্বকার্য্যের পরমকারণ, তাঁহার স্বরূপ বাক্যদ্বারা বর্ণন করা যায় না, ঐন্দ্রিয়কজ্ঞান তাঁহার সমীপে গমন করিতে পারে না, মনঃ তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, যিনি এই কথা বলেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে পরমাত্মার স্বরূপ কিছু জানিয়াছেন। তবে ইহাও এস্থলে বক্তব্য যে, 'এইরূপ মত প্রকাশ করিবার শক্তি ত সকলেরই আছে', যাঁহারা এই কথা বলিবেন, তাঁহারা এই সকল কথার প্রকৃত মর্ম্ম-গ্রহণ করিবার যোগ্য নহেন। বহুজন্মের সাধনাবলে, বহুকাল ব্যাপিয়া শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন করিবার পর, প্রাগুক্ত শ্রুতি-বচনসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহের শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহা আমি বুঝি, যাহা আমি পারি, তাহা অকিঞ্চিৎকর,

আত্মকল্যাণার্থীর সর্ব্বদা ইহা ভাবা উচিত। স্বীয় উৎপ্রেক্ষা-মূলক—স্ব-স্ব বুদ্ধি-পরিকল্পিত, বেদবিরুদ্ধ তর্ক-বিতর্কদ্বারা কেহ কখন বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান-লাভে সমর্থ হয়েন না ("নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।"—কঠোপনিষৎ)। ব্রহ্ম ও ক্ষত্র—হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতি, ইহাঁরা সর্ব্বধর্ম্মের বিধারক হইলেও, সকলের প্রাণভূত হইলেও, যে পরমাত্মার ওদন—অশন—ভোগ্যস্বরূপ, সর্ব্বহর—সর্ব্বভক্ষক মৃত্যু যাঁহার উপসেচন—উপকরণ-স্বরূপ, সাধনবিহীন হইয়া, প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে পারে ("যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥"—কঠোপনিষৎ)।

এক ব্রহ্মের অবিদ্যোপহিতত্বদ্বারা উপাদানত্ব, এবং অবিদ্যার পরিণাম ইচ্ছা-যত্নাদির আশ্রয়ত্ব-হেতু নিমিত্তত্ব সম্ভব হইয়া থাকে ("একস্যৈবাবিদ্যোপহিতত্বেনোপাদানত্বস্যাবিদ্যাপরিণামেচ্ছাকৃত্যাদ্যাশ্রয়ত্বেন নিমিত্তত্বস্যাপি সম্ভবাৎ।"—অদ্বৈতসিদ্ধি)। নির্ব্বিশেষ—নির্ব্বিকার ব্রহ্মের, কিরূপে উপাদান ও নিমিত্তকারণ হওয়া সম্ভব হইতে পারে? বিকারবৎ কারণেরই উপাদানত্ব উপপন্ন হয়, নির্ব্বিকারের উপাদানত্ব উপপন্ন হয় না; ব্রহ্মকে যদি বিশ্ব-জগতের উপাদান বলা যায়, তাহা হইলে, 'ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, তিনি শুদ্ধ', ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ হইয়া থাকে। অদ্বৈত-সিদ্ধিকার পূজ্যপাদ মধুসূদনসরস্বতী এতদুত্তরে বলিয়াছেন, পরিণামিতা-দ্বারা ব্রহ্মের উপাদানত্ব সিদ্ধ না হইলেও, বিবর্ত্তাধিষ্ঠানতাদ্বারা উপাদানত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্ব' কাহাকে বলে? বিবর্ত্তের কারণ অজ্ঞানবিষয়ত্বই বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্ব। অবিদ্যা বা মায়া ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, অবিদ্যা বা

মায়া ব্রহ্মের শক্তি। এই দ্বৈত-ইন্দ্রজালের উপাদানকারণ অজ্ঞান ব্রহ্মাশ্রিত, এইজন্য অদ্বৈত-দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়া থাকে। * বিশেষ বিবরণ অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থ পাঠপূর্ব্বক অবগত হইবেন। সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন, বিচারাসহত্বই—বিচারদ্বারা স্বরূপাবধারণের অযোগ্যত্বই, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ত্বই অবিদ্যার অলঙ্কার, ইহাই ত অবিদ্যার অবিদ্যাত্ব, ইহাই অবিদ্যার লক্ষণ। অবিদ্যা যদি বিচারাসহিষ্ণু না হইতেন, তাহা হইলে ত ইনি বস্তু (যাহা বাস করে, যাহা সৎ, তাহা বস্তু) হইতেন। †

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিরীশ্বরবাদিগণকে নিত্যজ্ঞানক্রিয় ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা বুঝাইয়া, পরে সেশ্বরবাদী যোগশাস্ত্রবিদ্‌দিগকে বলিয়াছেন, যাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে, যোগিগণ অতীত ও অনাগত বিষয়সমূহকেও প্রত্যক্ষ করিতে পারিব,

---

* "ননু নির্ব্বিশেষং চেদ্‌ব্রহ্ম কথং তদেব নিমিত্তমুপাদানমিত্যভিন্ননিমিত্তোপাদানকত্বং জগতঃ বিকারবৎকারণস্যৈবোপাদানত্বাৎ ব্রহ্মণোঽবিকারত্বাৎ অন্যথা নির্ব্বিকারো হরঃ শুদ্ধ ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধাপত্তিরিতি চেন্ন পরিণামিতয়োপাদানত্বাভাবেঽপি বিবর্ত্তাধিষ্ঠানতয়োপাদানত্বসম্ভবাৎ বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বং চ বিবর্ত্তকারণাজ্ঞানবিষয়ত্বমেব তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ অস্যদ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদুপাদানকারণং অজ্ঞানং তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্ম কারণমুচ্যত ইতি * * *"

—অদ্বৈতসিদ্ধি।

† "সেয়ং ভ্রান্তির্নিরালম্বা সর্ব্বন্যায়-বিরোধিনী।
সহতে ন বিচারং সা তমো যদ্বদ্দিবাকরম্ ॥
বিচারাসহত্বং চাবিদ্যায়া অলঙ্কার এব।
অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্বমিদমেবাত্র লক্ষণম্।
যদ্বিচারাসহিষ্ণুত্বমন্যথা বস্তু সা ভবেৎ ॥"— নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি।

এইরূপ আশা করেন, সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-বিষয়ক নিত্যজ্ঞান থাকা অসম্ভব নহে, সেই যোগশাস্ত্রবিদ্‌দিগকেও কি, আবার ইহা বুঝাইতে হইবে? পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, ঈশ্বর-প্রণিধানদ্বারা ব্যাধি প্রভৃতি চিত্তবিক্ষেপক সমস্ত অন্তরায় তিরোহিত হইয়া থাকে, এবং যোগীর ঈশ্বর বা আত্মার স্বরূপ-দর্শন হয় ("ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।"—যোগসূত্র)।

প্রতিভার অনধিগম্য পদার্থকে কেহ জানিতে পারেন না, সংস্কারের আবরণভেদ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্থূলপ্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমানের বাহিরের কথা সাধারণতঃ যে, অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইবে, তাহা অন্যায় নহে। সংকল্প বা ঈক্ষণ শরীরাদির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে উপপন্ন হয় না, আমাদের ইহাই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব সংশয় হইবে, সৃষ্টির অগ্রে শরীরাদির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ব্রহ্মের সংকল্প কিরূপে হইতে পারে? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এতাদৃশ সংশয়-নিরসনার্থ বলিয়াছেন, সবিতার প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য, ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানস্বরূপ; যিনি নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার জ্ঞানের সাধনের অপেক্ষা হয় না। সংসারী জীব অবিদ্যা-প্রতিবদ্ধ, এইনিমিত্ত ইহাদের জ্ঞানোৎপত্তিতে শরীরাদি জ্ঞানসাধনের প্রয়োজন হয়, জ্ঞান-প্রতিবন্ধক কারণ-রহিত ঈশ্বরের জ্ঞানসাধনের প্রয়োজন হইবে কেন? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি এইজন্যই বলিয়াছেন, পরমেশ্বরের কার্য্য—শরীর বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা তাঁহাহইতে অধিকতর কোন পুরুষ কখন কাহারও দৃষ্টি বা শ্রুতিপথে পতিত হয়েন নাই, পরমেশ্বরেরই বিবিধ প্রকৃষ্ট শক্তিসমূহের এবং স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ

জ্ঞানক্রিয়া সর্ব্ববিষয়জ্ঞানের প্রবৃত্তি) ও বলক্রিয়ার (সর্ব্বনিয়মন-ক্রিয়া) কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পরমেশ্বরের পাণি না থাকিলেও, তিনি সর্ব্বগ্রাহী, পাদ না থাকিলেও, তিনি দূরগামী, চক্ষুঃ না থাকিলেও, তিনি সকলই দেখিতে পান, কর্ণ না থাকিলেও, তিনি সকলই শুনিতে পান, অমনস্ক হইলেও, সর্ব্বজ্ঞতা-বশতঃ তিনি সমস্তই জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অন্য বেত্তা—জ্ঞাতা নাই। পরমেশ্বর সর্ব্বকার্য্যের কারণ, এইজন্য তাঁহাকে অগ্র্য—প্রথম বা প্রধান, তাঁহাকে পূর্ণ—মহান্ বলা হয়। *

জড় বা অচেতন প্রকৃতি যে, বিশ্বের মূলকারণ নহে, বিশ্বের সৃষ্টি যে, প্রেক্ষাপূর্ব্বক, তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রুতি ও শ্রুতির তাৎপর্য্য-প্রকাশক বেদান্তদর্শন যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে জানান হইল।

সাংখ্যদর্শন যেজন্য ব্রহ্মকে বিশ্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, বিশ্বের আদ্যসৃষ্টিকে বুদ্ধিপূর্ব্বক বলিতে অসম্মত, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। যিনি কূটস্থ, যিনি অপরিণামী, তাঁহার কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। সাংখ্যমতে অনুকূল-প্রযত্নবিশিষ্ট অন্তঃ-করণের যে প্রকৃতিত্ব, তাহাই কর্তৃত্ব। অতএব অপরিণামী,

---

* "ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাঽস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥"

*　　*　　*　　*

অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥"

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

অদ্বিতীয়, নির্গুণ ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হয় না। ন্যায়মতে কর্ত্তৃত্ব মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নবত্ত্ব মুখ্যকর্ত্তৃত্ব, এবং ব্যাপার বা ক্রিয়াশ্রয়ত্ব গৌণকর্ত্তৃত্ব। অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে, চেতনের যে কর্ত্তৃত্ব, ন্যায়মতে তাহাই মুখ্যকর্ত্তৃত্ব, এবং অচেতনের যে কর্ত্তৃত্ব, তাহাই গৌণকর্ত্তৃত্ব। বৈয়াকরণেরা স্বাতন্ত্র্যকেই কর্ত্তৃত্ব বলিয়াছেন। স্বাতন্ত্র্য যে, জড় বা পরতন্ত্রের থাকিতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ। তথাপি অপরিণামী, এক, নির্গুণ ব্রহ্মেরও যে, কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞাতৃত্বাদি উপপন্ন হয় না, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শনের ন্যায় প্রতীচ্য দার্শনিকগণও বলিয়াছেন, পরিবর্ত্তন ব্যতীত জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, এবং জ্ঞান সর্ব্বদাই পদার্থদ্বয়াত্মক, জ্ঞাতৃ ও জ্ঞেয়, এই দুইটী পদার্থের সম্বন্ধমূলক। কোন কিছু জানিতে হইলে, চিন্তা করিতে হয়; চিন্তনব্যাপার চিত্তসংস্কার বা ভাবনার সহিত বর্ত্তমান চিত্তোপরাগের সম্মেলন ভিন্ন অন্য কিছু নহে; এবং ইহা করিতে হইলে, আন্তর-পরিবর্ত্তনের অধীন হইতেই হইবে। অতএব পরিবর্ত্তনের অধীন না হইলে, কোন কিছু উপলব্ধি করা অসম্ভব। * অতএব অপরিণামী, এক ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্বাদি

---

* অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) বলিয়াছেন—"As regards *knowledge*, there must likewise be a transition, or change; and the act of knowing includes always two things,"

—*Logic, Part I., p. 23.*

পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সারের উক্তি—"To be conscious is to think; to think is to put together impressions and ideas; and to do this is to be the subject of internal changes."

—*Principles of Psychology, Vol. II., p. 291.*

কিরূপে উপপন্ন হইবে, এই প্রশ্নের সমাধান নিশ্চয়ই সুখসাধ্য নহে। বৈদান্তিকগণ বলিয়াছেন, ‘চৈতন্য ব্রহ্মের স্বভাব, ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, অপরিণামী, অতএব ইহা ক্রিয়া পদার্থ হইতে পারে না। ব্রহ্ম অনবচ্ছিন্ন হইলেও, বিষয়ের উপধান-ভেদকৃত অবচ্ছেদবশতঃ তাঁহার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। কল্পিতভেদ তাদৃশ ব্রহ্মের (সগুণ ব্রহ্মের) অনিত্যত্ব ও কার্য্যত্ব উপপন্ন হয়। ‘অনাদি-কাল-প্রবৃত্ত সৃষ্টি-সংস্কারবিশিষ্ট ব্রহ্মোপাধি অবিদ্যার, প্রলয়কারণ কর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ উত্থাপিত—প্রবোধিত সংস্কারাদি নিমিত্ত-নিবন্ধন যে সৃষ্টি বা সর্গোন্মুখা পরিণতি, তাহাই ব্রহ্মের ঈক্ষণ।’ যথোক্ত লক্ষণ ব্রহ্মের এবম্প্রকার ঈক্ষণ বা সংকল্পে স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইতে পারে, কূটস্থ নিত্য, অপরিণামী ব্রহ্মের ঔদাসীন্য বাস্তব হইলেও, অনাদি, অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা-বচ্ছিন্ন ব্রহ্মের ব্যাপারবত্ত্ব প্রতীয়মান হয়, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। * সাংখ্যের সহিত তাহা হইলে, বেদান্তের বিরোধ কোথায়?

শ্রুতি ও শ্রুতি-তাৎপর্য্য-প্রকাশক বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন, পরমাত্মা মায়াদ্বারা বিবিধ বিচিত্র জগদাকার ধারণ করেন, পর-মাত্মা হইতে অভিন্ন তদীয় শক্তিরূপা মায়া বা অবিদ্যা বিশ্বজগতের উপাদানকারণ, অতএব শ্রুতি বা বেদান্তের মতে ব্রহ্ম, বিশ্বজগ-তের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদন, শ্রুতি বা বেদান্ত বিবর্ত্তবাদী, জীবের সহিত ব্রহ্মের বাস্তবভেদ শ্রুতি বা বেদান্তে স্বীকৃত হয় নাই, শ্রুতি বা বেদান্তে নিত্য ঈশ্বরের স্বীকার আছে, সাংখ্যদর্শন ব্রহ্মকে

---

* “যদ্যপি চ কূটস্থনিত্যস্যাপরিণামিনঃ ঔদাসীন্যমস্য বাস্তবং তথাপ্যনাদ্য-নির্ব্বচনীয়াবিদ্যাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপারবত্ত্বমবভাসত ইতি কর্ত্তৃত্বোপপত্তিঃ।”—ভামতী

অভিন্ন নিমিত্তোপাদান বলেন নাই, সাংখ্যদর্শন দ্বৈতবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন, সাংখ্যদর্শন পরিণামবাদী, সাংখ্যদর্শনে পুরু-ষের বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সাংখ্যদর্শন চেতনের ব্যাপারমূলক অধিষ্ঠাতৃত্ব অঙ্গীকার করেন নাই, অয়স্কান্তবৎ সন্নিধানমাত্র-নিমিত্তক প্রেরকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, সাংখ্যামতে আদ্যসর্গ অবুদ্ধি-পূর্ব্বক। বেদান্তের সহিত সাংখ্যের এই সকল বিষয়ে মতের অনৈক্য আছে। সাংখ্যদর্শন অদিসর্গকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলি-য়াছেন কেন?

সাংখ্যদর্শন ব্রহ্মের (ব্রহ্ম কূটস্থ নিত্য, ব্রহ্ম অপরিণামী এইজন্য) জ্ঞাতৃত্বাদি স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যমতে চিচ্ছক্তির সন্নিধান-নিমিত্ত প্রকৃতি স্বয়ং বিশ্বাকারে পরিণত হয়েন, প্রকৃতির চেষ্টা স্বভাব বা সংস্কারবশতঃ হইয়া থাকে, অনাদিকর্ম্মের আকর্ষণই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিক্ষোভের—বিচ্যুতির কারণ। অধ্য-বসায়-লক্ষণ মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির আদ্যবিকার—প্রাথমিক পরিণাম, ইহা জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির সম্মূর্চ্ছিতভাব। যে সকল কর্ম্ম সন্দর্শন—পদার্থসমূহের স্বরূপাবধারণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানসব্যাপার বা সংকল্পপূর্ব্বক, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহারা 'বুদ্ধিপূর্ব্বক'। সাংখ্যদর্শন যখন নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, চেতনের ব্যাপারমূলক অধিষ্ঠাতৃত্ব অঙ্গীকার করেন নাই, প্রকৃতি স্বভাব বা সংস্কারবশতঃ ক্রিয়া করিয়া থাকেন, বিশ্বাকারে পরিণত হয়েন, সাংখ্যদর্শনের যখন ইহাই মত, প্রকৃতির সাম্যা-বস্থার বিচ্যুতি হইলে, তবে অধ্যবসায়-লক্ষণ মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়, সাংখ্যদর্শনের যখন ইহাই সিদ্ধান্ত, তখন সাংখ্য-দর্শন আদিসর্গকে 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক' ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন?

প্রকৃতি যে, ক্রিয়া করেন, তাহা কি, সংকল্প বা যথোক্ত সন্দর্শনাদি ত্রিবিধ ব্যাপারপূর্ব্বক নহে, প্রকৃতি কি, যদৃচ্ছাক্রমে, কোন নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া, পরিণাম সাধন করিয়া থাকেন? বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কি, অনিয়মিত? সাংখ্য-দর্শনকে এতদুত্তরে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, প্রকৃতি উদ্দেশ্যবিহীনা নহেন, ইনি যদৃচ্ছাক্রমে, কোন নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া, পরিণাম সাধন করেন না, প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যই নিয়মিত। শুদ্ধ জড়শক্তির কি, কালজ্ঞান থাকা সম্ভব? শুদ্ধ জড়শক্তি কি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ব্বাচনে সমর্থ হইতে পারে? ক্রিয়া করা জড়শক্তির ধর্ম্ম বা স্বভাব, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু ক্রিয়ার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে জড়ের স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহাও মানিতে হয়, অতএব আদিসর্গও যে বুদ্ধি বা সংকল্পপূর্ব্বক, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন জড়ৈকত্ববাদীদিগের ন্যায় চিচ্ছ-ক্তিকে জড়প্রকৃতির কার্য্য বলেন নাই, সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ, এই উভয়েই নিত্য, উভয়েই অনাদি, তবে সাংখ্যদর্শন চিচ্ছক্তির ব্যাপারবত্ত্ব অঙ্গীকার করেন নাই। যাহা ব্যাপার-বিহীন, তাহাকে কোন্ প্রমাণে সৎ বলিয়া স্বীকার করা যাইবে? জর্ম্মান্‌দেশীয় পূর্ণবিজ্ঞানবাদী পণ্ডিত হেগেল্ বলিয়াছেন, যাহা ব্যাপারশূন্য, নিরুপাধিক বা নির্গুণ, তাহা ও অভাব—অসৎ সমান পদার্থ, কেবল ভাব ও কেবল অভাব ভিন্ন পদার্থ নহে। সাংখ্যের চিচ্ছক্তি বা পুরুষ কি, তাহা হইলে, অসৎ পদার্থ? যাহা ব্যাপার-রহিত, আমরা তাহাকে আমাদের প্রতিভানুসারে সৎ পদার্থ বলিয়া বুঝিতে পারি না। 'সৎ' শব্দটী বিদ্যমান বাচী 'অস' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা বিদ্যমান, তাহাই

সৎ। 'অস্', 'ভূ', 'বিদ্' ইহাদের ধাতুত্ব উপপন্ন হয় কি? না হইবে কেন? ব্যাপার বা ক্রিয়া ধাতুর অর্থ, কিন্তু বিদ্যমানবাচী 'অস', 'ভূ', 'বিদ্' ইহাদের ব্যাপার বা ক্রিয়ার উপপত্তি হয় না। ধাতু যে ক্রিয়াবচন, তাহার প্রমাণ কি? 'কৃ' ধাতু নিষ্পন্ন পদের সহিত পচাদি ধাতুসমূহের সামানাধিকরণ্য আছে, এইনিমিত্ত প্রতিপন্ন হয়, ধাতু সকল ক্রিয়াবচন। 'কি করিতেছে'? উত্তর 'পাক করিতেছে'; 'কি করিবে'? উত্তর 'পাক করিবে'; 'কি করিয়াছে'? উত্তর 'পাক করিয়াছে'। অতএব দেখা যাইতেছে, 'কৃ' ধাতু নিষ্পন্ন পদের সহিত ধাতু সকলের সমানাধিকরণ্য আছে। 'ক্রিয়া' পদ 'কৃ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। পচাদি ধাতু সকলের যেমন 'কৃ' ধাতু নিষ্পন্ন পদের সহিত সামানাধিকরণ্য আছে, 'ভূ' ধাতু নিষ্পন্ন পদের সহিত সেইরূপ সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না। অতএব ধাতু সকল ক্রিয়াবচন, ভাববচন নহে, এবং ধাতুসকল যখন ভাববচন নহে, তখন 'অস্', 'ভূ' প্রভৃতির ধাতু সংজ্ঞা হইতে পারে না। * 'অস্', 'ভূ' প্রভৃতি ধাতু সকল ক্রিয়ার বাচক নহে, এইনিমিত্ত (ধাতু ক্রিয়াবচন বলিয়া) ইহাদের ধাতুত্ব সিদ্ধ হয় না; এস্থলে 'ক্রিয়া' বলিতে কিরূপ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করা হইতেছে? 'দেবদত্ত কাংস্যপাত্রে পাণিদ্বারা অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন', 'ক্রিয়া' বলিতে কি, এস্থলে এইরূপ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করা হইতেছে? কারকসমূহ ক্রিয়া নহে, ইহাদিগের প্রবৃত্তিবিশেষই ক্রিয়া। সকল প্রবৃত্তিই প্রবৃত্ত্যন্তর

---

* "কথং পুনর্জ্জায়তে ক্রিয়াবচনাঃ পচাদয় ইতি। যদেতেষাং করোতিনা সামানাধিকারণ্যম্। কিং করোতি পচতি, কিং করিষ্যতি পক্ষ্যতি, কিমকার্ষীৎ অপাক্ষীদিতি।" —মহাভাষ্য।

হইতে ভিন্ন, অতএব সকল প্রবৃত্তিরই ক্রিয়াত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। শুষ্ক ওদনে (অন্নে) ভোজনকর্ত্তার মন্দ-প্রযত্ন প্রবৃত্তি, এবং মাংস-মিশ্রিত ওদনে সবেগ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভোজনক্রিয়া সকলের পরস্পর বৈলক্ষণ্যবশতঃ যেমন প্রবৃত্তির বিশেষত্ব দেখা যায়, 'অস্', 'ভূ' প্রভৃতি ভাববচন ধাতুসমূহের সেইরূপ প্রবৃত্তির বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না। প্রবৃত্তির বিশেষত্বই যদি 'ধাতু' সংজ্ঞাপ্রাপ্তির কারণ হয়, তবে 'অস্', 'ভূ' ইত্যাদিরও ধাতু সংজ্ঞা হইতে পারে, কারণ 'আছে' ('অস্তি'), ইহাতে আত্মধারণরূপ প্রবৃত্তির এবং মরিতেছে, ইহাতে আত্মত্যাগরূপ প্রবৃত্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে। ভগবান্ বার্ষায়ণি বলিয়াছেন, 'জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও বিনাশ', ইহারা ছয়টী ভাববিকার, জন্মাদি বিনাশান্ত এই ছয়টী বিকারের প্রত্যেকেই সত্তার (Existence) অনুষঙ্গ আছে, ইহারা পরস্পর কার্য্য-কারণ বা দ্বার-দ্বারিভাব-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। 'জন্ম'-শব্দবাচ্য ভাববিকার পূর্ব্ব, 'অস্তি'-শব্দবাচ্য ভাব-বিকার অপর। জন্ম-শব্দবাচ্য ভাববিকারে 'অস্তি'-শব্দবাচ্য ভাববিকার বিদ্যমান থাকে, কারণ, অবিদ্যমানের উৎপত্তি হইতে পারে না। 'জন্ম'-নামক ভাববিকার পূর্ব্বভাবের আদ্যাবস্থার সূচনা করিয়া দেয়। 'জন্ম' শব্দের অর্থ আবির্ভাব—প্রকাশ; বস্তুর জন্ম বা আবির্ভাব-বিকারই যে, পূর্ব্বভাব, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, যে হেতু, জন্ম বা আবির্ভাব-বিকার বুদ্ধিগোচর হইবার পর, অস্ত্যাদি-ভাববিকার সমূহের উপলব্ধি হইয়া থাকে; যাহার জন্মই হয় নাই, তাহার অন্যান্য ভাববিকার হইবে কিরূপে? একটু চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, জন্মাদি ভাববিকার সমূহ দ্বার দ্বারিভাবেই (Reciprocally) বিশেষাত্মভাব প্রাপ্ত

হইয়া থাকে। 'জন্ম'-বিকারদ্বারা 'অস্তি'-বিকার, এবং অস্তি-বিকারদ্বারা বিপরিণাম-বিকার অভিব্যক্ত হয়—বিশেষাত্মভাব লাভ করে। অজাতের—অনুৎপন্ন বা অনভিব্যক্তের অস্তিত্ব-ব্যবহার, এবং অবিদ্যমানের বিপরিণাম-প্রত্যয় হয় না। ক্রিয়ার উপক্রম (Beginning) হইতে অপবর্গ—সমাপ্তি (Completion) পর্য্যন্ত যতপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়, পূর্ব্বাপরীভূত সেই ভাববিকার সমূহের আদ্যাবস্থা 'জন্ম'-নামক ভাববিকার। জায়মান অবস্থাতে 'অস্তি'-শব্দবাচ্য বিকারও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ইহাদ্বারা তাহা আখ্যাত হয় না। জন্ম-ভাববিকার অস্তি-ভাববিকারের সূচনা করে না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া প্রতিষেধও করে না। অস্তিত্ব-বানেরই জন্ম বা আবির্ভাব হওয়া সম্ভব, অনাত্মক পদার্থের জন্ম হইতে পারে না। অস্তিত্বকে প্রতিষেধ করিলে, কি অবলম্বন করিয়া, জন্ম-পরিণাম সিদ্ধ হইবে?

'অস্তি'-শব্দবাচ্য ভাববিকারদ্বারা উৎপন্ন বা জাত সত্ত্বের অবধারণমাত্র সূচিত হয়, অপূর্ণত্ববশতঃ ইহা বিপরিণাম ভাব-বিকারের সংবাদ প্রদান করে না, এবং উপস্থিতত্ববশতঃ ইহার প্রতিষেধও করে না। 'বিপরিণাম' ভাব-বিকারদ্বারা তত্ত্ব (তদ্ভাব) হইতে অপ্রচ্যবমান—অনপভ্রশ্যমান বিকার-মাত্র উক্ত হইয়া থাকে। স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির—শিরঃ, গ্রীবা, বাহু প্রভৃতির, অথবা সাংযৌগিক হিরণ্য-ধান্যাদি অর্থসমূহের অভ্যুচ্চয়—বৃদ্ধিকে, বৃদ্ধি ভাব-বিকার বলে। বৃদ্ধি যেমন স্বাঙ্গ বা সাংযৌগিক দ্রব্য-সমূহের উপচয়ব্যঞ্জক, অপক্ষয় সেইপ্রকার ইহাদের অপচয়ব্যঞ্জক, বিনাশ বা তিরোভাব-বিকারদ্বারা অপর-ভাবের আদিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। জন্ম যেরূপ পূর্ব্বভাবের আদ্যাবস্থা, বিনাশ

সেইপ্রকার অপর-ভাবের আগুাবস্থা। বিনাশ-ভাববিকার পূর্ব্ব-ভাবের কোন সংবাদ দেয় না, প্রতিষেধও করে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, জন্মাদি ছয়টী ভাব-বিকার একভাব বা ক্রিয়ারই ছয়টী প্রকারভেদ, অথবা ইহারা ভাব বা সত্তারই বিশেষ, বিশেষ অবস্থা, অনেক-ক্রিয়াত্মিকা সত্তাই সাধনসম্বন্ধ-হেতু প্রতীয়মান সাধ্যরূপা হইয়া, জন্মাদিরূপে অবভাসিত হয় ("ভাবস্য ক্রিয়ায়াঃ ষট্ প্রকারা ইত্যর্থঃ। * * * অথবা ভাবস্য সত্তায়া এতে প্রকারাঃ। সত্তৈবানেকক্রিয়াত্মিকা সাধনসম্বন্ধাদবসীয়মানসাধ্যরূপা জন্মাদিরূপতয়াবভাসতে।"—কৈয়ট)। যত প্রকার অন্য ভাব-বিকার আছে, তৎসমুদায় জন্মাদি ষড়্ভাব-বিকারেরই বিকার ("অতোঽন্যেভাববিকারা এতেষামেব বিকারা ভবন্তীতি হ স্মাহ।"—নিরুক্ত)। * 'ভাব' কার্য্যাত্মা ও কারণাত্মা-ভেদে দ্বিবিধ। কার্য্যাত্মা ভাব-ক্রিয়া-নির্ব্বর্ত্ত্য, অথবা কার্য্যাত্মা ভাব ও ক্রিয়া এক পদার্থ। নিরুক্ত-টীকাকার ভগবান্ দুর্গাচার্য্য বুঝাইয়াছেন, ভাব-বিকার বা কার্য্যাত্ম-ভাবসমূহই দ্রব্য (Substance), গুণ (Attributes) ও 'কর্ম্ম' (Action), এই ত্রিবিধভাবে অবস্থান করে, ইহারাই নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চতুর্ব্বিধ পদদ্বারা অভি-

---

* "কাং পুনঃ ক্রিয়াং ভবান্ মত্বাহ অস্তিভবতিবিদ্যতীনাং ধাতুসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতীতি। কিং যত্তদ্দেবদত্তঃ কংসপাত্র্যাং পাণিনৌদনং ভুঙ্‌ক্তে ইতি। ন ব্রূমঃ কারকাণি ক্রিয়েতি। কিং তর্হি কারকাণাং প্রবৃত্তিবিশেষঃ ক্রিয়া। শুক্তৌদনে প্রবর্ত্তন্তে অন্যথা চ। অন্যথা চ কারকাণি মাংসৌদনে। যদ্যেবং সিদ্ধাস্তিভবতিবিদ্যতীনাং ধাতুসংজ্ঞা। অন্যথা হি কারকাণ্যস্তৌ প্রবর্ত্তন্তেঽন্যথা হি ম্রিয়তৌ। ষড়্ভাববিকারা ইতিহস্মাহবার্ষ্যায়ণিঃ। জায়তে হস্তি বিপরিণমতে বর্দ্ধতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি।"— মহাভাষ্য।

হিত হইয়া থাকে ("স চ পুনরুভয়াত্মা ভাবঃ। কার্য্যাত্মা কারণাত্মা চ। তয়োর্যঃ কার্য্যাত্মা তমধিকৃত্যোক্তম্,—'ক্রিয়ানির্বর্ত্ত্যোঽর্থঃ স ভাবঃ, ক্রিয়ৈব বা ভাবঃ। * * * তদ্বিকারা এব হি দ্রব্যগুণকর্ম্মভাবেনাবস্থিতাঃ সন্তো নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতৈরভিধীয়ন্তে।"—নিরুক্তটীকা)। মহর্ষি জৈমিনিও বলিয়াছেন, যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইলে, রূপের—কোন প্রকার সত্ত্বের উপলব্ধি হয়, যাহা (যে সত্ত্ব বা রূপ) সকৃৎ উৎপন্ন হইয়া, কালান্তরে বিদ্যমান থাকে, ক্রিয়ার ন্যায় উৎপন্ন-মাত্র বিনষ্ট হয় না, সেই সকল শব্দকে 'নাম' বলা হয়। শ্রীমৎ শবরস্বামী বলিয়াছেন, 'নাম'-পদ দ্রব্য ও গুণের (Substance and attributes) বাচক, যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইলে, কোনরূপ সত্ত্বভূত অর্থের প্রতীতি হয় না, তাহারা 'আখ্যাত', এই নামে উক্ত হইয়া থাকে। জৈমিনি-ন্যায়মালাতে সিদ্ধ-স্বভাব ও সাধ্যস্বভাব-ভেদে ধাত্বর্থকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সাধ্যস্বভাব ধাত্বর্থ 'করিতেছে' ('করোতি'), এই শব্দদ্বারা ব্যবহৃত হয়। সাধ্যস্বভাব ধাত্বর্থই 'ক্রিয়া'। * বৈয়াকরণেরা ক্রিয়াকে পরিস্পন্দসাধন-সাধ্য গমনাদি (Motion), এবং তদ্বিপরীত অপরিস্পন্দনসাধন-সাধ্য অবস্থানাদি (Existence), এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অতএব 'অস্', 'ভূ' ইত্যাদির ধাতুসংজ্ঞা পাইবার কোন বাধা নাই। অধ্যাপক বেন্, মিল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। †

---

* "যেষামুৎপত্তৌ স্বে প্রয়োগে রূপোপলব্ধিস্তানি নামানি * * *"—মীমাংসাদর্শন ১।১।৩।

"সিদ্ধসাধ্যস্বভাবাভ্যাং ধাত্বর্থো দ্বিবিধঃ।"—জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর।

† "Many verbs, of the kind which grammarians call

কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার অনিত্য—পরিণামী, কারণাত্মভাব নিত্য। অখিল কার্য্যাত্মভাব বা ভাববিকার কারণাত্মাতেই বিদ্যমান থাকে, কারণাত্মভাব সর্ব্বার্থ-প্রসবের সামর্থ্য-বিশিষ্ট।

পুরুষ বা চিচ্ছক্তির কোন ব্যাপার বা ক্রিয়া নাই, এই কথার অভিপ্রায় কি? কূটস্থ নিত্যপদার্থের গমনাদি ক্রিয়া না থাকিলেও, অবস্থানাদি ক্রিয়া আছে, পরিণামী পদার্থসমূহের সত্তা ও চৈতন্যপ্রদ বলিয়া, ইহাঁকে সৎ বলিতে হইবে। অপরিণামী ভাব বা সত্তা না থাকিলে, পরিণামী ভাবের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইত না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিত্য-জ্ঞান-ক্রিয় ব্রহ্মেরও যে, জ্ঞান-ক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য সবিতার প্রকাশ-কর্ত্তৃত্বকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'সবিতা প্রকাশ পাইতেছেন', এস্থলে বিষয়োপহিত প্রকাশের জন্যত্ববশতঃ সবিতার প্রকাশকর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতেছে। এইরূপ 'ব্রহ্ম জানিতেছেন', এখানেও বিষয়োপহিত জ্ঞানের জন্যত্বনিবন্ধন ব্রহ্মের জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে ("ব্রহ্ম জানাতি সবিতা প্রকাশত ইত্যাদৌ বিষয়োপহিত-জ্ঞানস্য তদুপহিত-প্রকাশস্য চ জন্যত্বাত্তৎকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্ম-সবিত্রোঃ।"—মঞ্জুষা)।

অকর্ম্মক ক্রিয়া ও সকর্ম্মক ক্রিয়া, এই দ্বিবিধ ক্রিয়ার লক্ষণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যিনি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাঁহার কোন কর্ম্মই সকর্ম্মক হইতে পারে না, কারণ, তাঁহার ব্যাপার ও তৎফল, এই উভয় নিত্য একাধিকরণেই থাকে, সর্ব্বগত, সর্ব্বাধার ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত অধিকরণ বা আধার নাই,

---

neuter or intransitive verbs, express rest, or inaction : as sit, lie and in some cases, stand."—*Analysis of the Phenomena of the Human Mind, by James Mill, Vol. I., p. 155.*

থাকিতে পারে না। শুদ্ধ বা নির্ব্বিকার 'ব্রহ্ম', উপপদবিহীন ভাব বা সত্তা। 'উপপদবিহীন ভাব বা সত্তা' কাহাকে বলে? যে ভাব বা সত্তার পূর্ব্বে কোন বিশেষণপদ নাই, তাহা নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহাই উপপদবিহীন ভাব। যে কোন শব্দ হউক, ভাব বা সত্তাই তাহার বাচ্য। এক সামান্যভাব, যখন বিশেষিত হয়, তখন তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে, সোপপদ—উপপদযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। পরমাণু, ঈশ্বর, প্রকৃতি, মায়া, ভূত, শক্তি, পৃথিবী, জল, অগ্নি, মনঃ, বুদ্ধি, তাপ, তড়িৎ, আলোক, ইত্যাদি সোপপদ ভাব। পরমাণু, ঈশ্বর, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দ পরমাণুভাব, ঈশ্বরভাব, প্রকৃতিভাব, মায়াভাব, ভূতভাব, শক্তিভাব, এইরূপ বিশেষ-বিশেষ ভাবের বাচক ("ঈশ্বরভাবঃ পরমাণুভাব ইতি সোপপদত্বাৎ।"—নিরুক্তটীকা)। সোপপদ-ভাবই কার্য্যাত্ম-ভাব। এই কার্য্যাত্মভাব সিদ্ধ ও সাধ্য-ভেদে দ্বিবিধ। সিদ্ধ কার্য্যাত্মভাব দ্রব্য বা গুণ-নামে, এবং সাধ্য কার্য্যাত্মভাব ক্রিয়া-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 'পরমাণুভাব', 'ঈশ্বরভাব' ইত্যাদি সোপপদ ভাবজাত (সোপপদ বলিয়া) অনিত্য। কার্য্যাত্মভাব সমূহ কি, তাহা হইলে শূন্য, অসৎ বা অভাব পদার্থ? না, 'শূন্য' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, কার্য্যাত্মভাবজাত তাদৃশ পদার্থ নহে। শূন্য ও শব্দবিশেষ, অসদর্থে শব্দের প্রয়োগ হয় না, শব্দের সহিত শব্দবোধ্য অর্থের সম্বন্ধ আছে। অতএব শূন্যও কিঞ্চিৎ সৎ, শূন্যও সোপপদভাব (শূন্যভাব)। 'শূন্য'-শব্দদ্বারা সম্পূর্ণ 'অভাব' বা সর্ব্বভাবের বিরোধিত্ব উক্ত হয় না, ইহা অপেক্ষাকৃত অভাবের বাচক। 'শূন্য' শব্দের সহিত 'ভাব', শব্দ

উপপদরূপে যুক্ত হইয়া আছে, যদি এই কথা বলা যায়, অর্থাৎ 'ভাবশূন্য', 'শূন্য' শব্দের যদি এই অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে, কি দোষ হয়? 'শূন্য' বা অভাবের সহিত ভাবের প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ। শূন্য বা অভাবের সহিত ভাব-শব্দকে উপপদরূপে প্রয়োগ করিলেও, 'ভাব'-শব্দ, 'ভাব' শব্দই থাকে, ইহা (উপপদত্ব-হেতু), প্রধান, পরমাণু ইত্যাদি শব্দের ন্যায় কোন বিশেষ-ভাব-প্রত্যয়েরই জনক হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বোপপদবিহীন ভাবাত্মাতে জগৎ—কার্য্যাত্মভাব নিত্য, পরমাণ্বাদি সোপপদভাব বা বিকারাত্মাতে অনিত্য, অর্থাৎ সকল ভাববিকারই কারণাত্মাতে অপরিণামী, কার্য্যাত্মাতে পরিণামী। 'অনিত্য'-শব্দ যে, শূন্য বা অভাবের বাচক নহে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ভগবান্ দুর্গাচার্য্য এই সকল কথা বলিয়াছেন। * নির্ব্বিকার ব্রহ্মই যে, পূর্ণসত্য, তিনিই যে, বিশুদ্ধ কারণাত্মা, তাঁহার সত্তাতেই যে, সকলের সত্তা, তাঁহার জ্ঞানই যে, সকলের জ্ঞান, এবং তাঁহার আনন্দেই যে, সকলের আনন্দ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

---

* "এতেনৈব ঈশ্বরপরমাণ্বাদিভাবাঃ প্রত্যুক্তাঃ। ঈশ্বরভাবঃ পরমাণুভাব ইতি সোপপদত্বাৎ। শূন্যং তর্হি? তদপি ন। যস্মাচ্ছূন্যশব্দোঽপি ভাবশব্দাসঙ্গদর্শনম্, নহ্যসত্যার্থে শব্দঃ প্রযুজ্যতে। শব্দো হি শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ, কিঞ্চিত্তদস্তি যচ্ছূন্যমিতি। * * * কিং তর্হি অপেক্ষাকৃতং শূন্যত্বমিতি! ভাবশব্দ এবাত্রোপপদত্বেনযুক্ত ইতি চেৎ, প্রয়োগাপ্রসিদ্ধেঃ। নহি অভাবে ভাব ইতি প্রসিদ্ধঃ প্রয়োগঃ। ন চ প্রযুজ্যমানোঽপি ভাবশব্দো ভাবশব্দ এবোপপদত্বেন প্রধানাদিশব্দবৎ কিঞ্চিদ্বিশেষপ্রত্যয়মাদধাতি। তস্মাৎ সর্ব্বোপপদহীনস্য ভবতেরাত্মভাবেনেদং জগন্নিত্যম্, ইতরৈস্তু ভাববিকারৈঃ পরমাণ্বাদিভির্ভাববিকারাত্মভিরনিত্যম্।"— নিরুক্তটীকা।

শ্রুতি 'জ্ঞানই ব্রহ্ম', এই কথা বলিয়াছেন। 'জ্ঞানই ব্রহ্ম', এখানে 'জ্ঞান'-শব্দ 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যিনি অখণ্ড, যিনি নিত্য, যিনি পূর্ব্বাপরীভূত অবয়ববিশিষ্ট নহেন, তাঁহার প্রকৃতি বা স্বভাবের 'জানা' ('জ্ঞা') এই সকর্ম্মক ধাতুত্ব কিরূপে উপপন্ন হইবে? বৈদান্তিকগণ, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নির্ব্বিকার জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মে বৃত্তিধর্ম্মের আরোপদ্বারা তাঁহার 'জানা' এই ধাতুত্বের উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। নিগুর্ণ ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব, ও জ্ঞাতৃত্ব যে, বাস্তব নহে, বেদান্তদর্শনও, বুঝিতে পারা গেল, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্বের উপপত্তি প্রদর্শনের জন্য এত তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন ছিল কি? আমাদের এখনও এই জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় নাই, এখনও চিত্ত স্বাস্থ্য-লাভ করিতে পারে নাই, তবে সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্তের পার্থক্য কি, এখনও আমাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেছে। বেদান্ত বলিয়াছেন, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম বস্তুতঃ উদাসীন, আবার ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি বিবিধ তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন, ইহার কারণ কি?

'ব্রহ্ম'-শব্দ শ্রুত্যাদি শাস্ত্রে 'পরব্রহ্ম' ও 'অপরব্রহ্ম', ব্রহ্মের এই দ্বিবিধভাবের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। নাম-রূপাদি উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম অপর বা 'কার্য্যব্রহ্ম', এবং নাম-রূপাদি সর্ব্ব-প্রকার উপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্ম, 'পর' বা 'কারণব্রহ্ম'। ভগবান্ বাদরায়ণ বলিয়াছেন, পরব্রহ্মের সামীপ্যহেতু অপরব্রহ্ম বুঝাইতে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ দোষাবহ নহে। পরব্রহ্মই উপাধিবিশিষ্ট হইয়া 'অপরব্রহ্ম', এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ("সামীপ্যাত্তু

তদ্ব্যপদেশঃ।”—বেদান্তসূত্র ৪।৩।৯)। হিরণ্যগর্ভকে ‘কার্য্যব্রহ্ম’, এই নামে উক্ত করা হয়। দুর্গাচার্য্য কার্য্যব্রহ্মকেই কার্য্যাত্মভাব বা সোপপদভাব এবং কারণব্রহ্মকে কারণাত্মভাব বা উপপদবিহীন ভাব বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, “জ্ঞানই পরব্রহ্ম, জ্ঞানই বন্ধনের কারণ, বিশ্ব জ্ঞানাত্মক, জ্ঞানহইতে পর কিছুই নাই। হে মৈত্রেয়! বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই উভয়কেই জ্ঞান বলিয়া অবধারণ কর”। নিরুপাধিক ব্রহ্মকেই বিষ্ণুপুরাণ ‘বিদ্যা’, এবং সোপাধিক ব্রহ্মকে ‘অবিদ্যা’ বলিয়াছেন। *

প্রকৃতি বা মায়াকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝিলে, দ্বৈত-জ্ঞানেই থাকিতে হয়, অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কর্ম্ম করিতে পারে, এইরূপ জ্ঞান পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধিপথের বা নির্ব্বাণমুক্তিলাভের প্রতিবন্ধক, বেদান্তদর্শন এইনিমিত্ত প্রকৃতি বা মায়া যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতি-রেকে অচেতন যে, স্বয়ং কোনরূপ কর্ম্ম করিতে পারে না, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রকৃতি যে অন্ধ, চিচ্ছক্তির সন্নিধান-রূপ নিমিত্ত-নিরপেক্ষ হইয়া, প্রকৃতি যে, কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না, সাংখ্যদর্শনও তাহা মানিয়াছেন। দুই প্রকারদ্বারা ইত—জ্ঞাত=দ্বীত, দ্বীতের ভাব ‘দ্বৈত’। ‘দ্বৈত’-শব্দটী সুতরাং, ‘নাম’ ও ‘রূপ’, এই পদার্থদ্বয়ের বাচক। নাম-রূপরহিত ভাবই

---

* “জ্ঞানমেব পরং ব্রহ্ম জ্ঞানং বন্ধায় চেষ্যতে।
জ্ঞানাত্মকমিদং বিশ্বং ন জ্ঞানাদ্বিদ্যতে পরম্‌॥
বিদ্যাবিদ্যে চ মৈত্রেয় জ্ঞানমেবোপধারয়॥”— বিষ্ণুপুরাণ।
“নিরুপাধিব্রহ্মৈবিদ্যা সোপাধিতদেবাবিদ্যেতি।”— মঞ্জুষা।

অদ্বৈত শব্দের বাচ্য। * শ্রুতি বিকার বা কার্য্যকে নাম-মাত্র—ব্যাবহারিক সত্য বলিয়াছেন, পারমার্থিক সত্য বলেন নাই। 'ঘট' কার্য্য, 'মৃত্তিকা' কারণ। মৃত্তিকাবাদে ঘটের অস্তিত্ব যে, নাম-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ("বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। তন্ত্রান্তরে—সাংখ্যাদি দ্বৈতপ্রতিপাদনপর শাস্ত্রসমূহে দ্বৈত বা নাম-রূপকে বস্তু বা সদ্‌রূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অদ্বৈতপ্রতিপাদক বেদান্তদর্শন, এইজন্য এত তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন। চেতনের সন্নিধানমাত্র দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রভৃতিতে ক্রিয়া হইয়া থাকে, এইনিমিত্ত চিচ্ছক্তিতে প্রেরকত্ব-জনকত্বাদি ধর্ম্মের আরোপ করা হয়। শ্রুতি পাঠ করিলে, ব্রহ্মের 'তটস্থ' ও 'স্বরূপ', এই দ্বিবিধ লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "যাঁহা হইতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়, যাঁহাতে বিশ্বপ্রপঞ্চ অবস্থান করে, অপিচ যাঁহাতেই ইহার লয় হইয়া থাকে, তিনি ব্রহ্ম ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)। বেদান্তদর্শন ব্রহ্মের শ্রুত্যুক্ত এই তটস্থ লক্ষণই "যে কারণ হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের জন্মাদি (জন্ম, স্থিতি ও লয়) হইয়া থাকে, তিনি ব্রহ্ম" ("জন্মাদ্যস্য যতঃ"), এই সূত্রদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'যিনি সত্য স্বরূপ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, যিনি অনন্ত, তিনি ব্রহ্ম' ("সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"।—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ), ইহা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রূপের কদাচ ব্যভিচার না হয়, তবে তাহা 'সত্য'। অনৃত বা

* "দ্বৈতশব্দেন চ দ্বাভ্যাং প্রকারাভ্যামিতং জ্ঞাতং দ্বীতং তস্য ভাবো দ্বৈতমিতি ব্যুৎপত্ত্যা নামরূপে উচ্যেতে তদ্রহিতং চাদ্বৈতশব্দেন।"— মঞ্জুষা।

মিথ্যা এতদ্বিপরীত। যেরূপে যাহা নিশ্চিত হয়, যদি তাহার তদ্রূপের ব্যভিচার বা অন্যথা হয়, তবে তাহা মিথ্যা। শ্রুতি এই-জন্য বিকারকে মিথ্যা বলিয়াছেন। যাহা সৎ, তাহাই সত্য, অতএব ব্রহ্মই সত্য। 'সত্য'-শব্দদ্বারা নির্ব্বিকার ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন। যাহা সত্য, যাহা বস্তু, তাহাই কারণ, এবং যাহা কারণ, তাহাই কারক। ব্রহ্ম-বিশেষণ 'জ্ঞান'-শব্দ ভাবসাধন—ইহা (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে), 'জ্ঞা' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'ল্যুট্' প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ। ব্রহ্ম-বিশেষণ 'জ্ঞান'-শব্দকে ভাবসাধন বলিয়া স্বীকার না করিলে, ইহাঁর সত্যতা ও অনন্ততা উপপন্ন হইবে না। জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব-নিবন্ধন বিক্রিয়মাণ—পরিবর্ত্তনাধীন ব্রহ্ম কিরূপে সত্য ও অনন্ত হইবেন? যাহা কোন কারণে প্রবিভক্ত হয় না, তাহা অনন্ত। জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব জ্ঞেয় (Object) ও জ্ঞানকরণ-দ্বারা প্রবিভক্ত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যশ্রুতি এইনিমিত্ত বলিয়াছেন, 'যাহা অন্যকে জানে, তাহা ভূমা—অপরিচ্ছিন্ন—অবিভক্ত (Unconditioned) নহে, তাহা অল্প—পরিচ্ছিন্ন। লৌকিক-জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন, অন্তবৎ, ব্রহ্ম অনন্ত, এইজন্য ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে, এইজন্য ব্রহ্মবিশেষণ 'জ্ঞান'-শব্দ ভাবসাধন। স্বরূপলক্ষণদ্বারা শ্রুতি সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগপূর্ব্বক অদ্বৈত, শুদ্ধ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কণাদাদি মহর্ষিগণও বিশ্বপ্রপঞ্চের মায়িক বা মিথ্যাভূত—অনৃতরূপ, এবং ব্রহ্ম বা সত্যরূপ, এই দ্বিবিধ রূপই বিমল জ্ঞান-দৃষ্টিদ্বারা অবলোকন করিয়াছিলেন, তবে বোধনীয় শিষ্যদিগের অধিকারের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক, তাঁহারা মায়িক-রূপের অপলাপ করিয়া, ব্রহ্ম বা সত্যরূপে প্রতীয়মান পরমাণ্বাদিদ্বারা ইহার সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সমবায়াদি পদার্থ-

সমূহের বিবরণ করিয়াছেন। অতএব (নাগেশভট্ট বলিয়াছেন) কণাদাদি মহর্ষিগণ-প্রোক্ত পদার্থসমূহের শুষ্ক তর্কবলদ্বারা খণ্ডন করিবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নহে। বস্তুতঃ অসৎ হইলেও, পরমাণ্বাদি পদার্থসমূহ যখন সদ্রূপে ভাসমান হয়, তখন সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের রীত্যনুসারে, ইহাদের কল্পনা করাই কর্ত্তব্য। পরমার্থসারে উক্ত হইয়াছে, রাগান্ধ পুরুষগণ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে স্ব-স্ব প্রাতিভানুসারে যে যে সিদ্ধান্তকে সমীচীন মনে করিয়া ভ্রমণ করে (সমীচীন মনে করিলেও, বস্তুতঃ চিত্ত স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না, এইজন্য ভ্রমণ করে, বলা হইয়াছে) আমরা সর্ব্বাত্মবাদ-বুদ্ধি (সকলই আত্মা, এই জ্ঞান) দ্বারা সেই সেই সিদ্ধান্তেরই অনুমোদন করিয়া থাকি। *

নাগেশভট্ট প্রভৃতির এইরূপ বাক্যসমূহের অভিপ্রায় হইতেছে, ঋষিরা তত্ত্বদর্শী হইলেও, বোধনীয়দিগের বোধসামর্থ্যানুসারে ভিন্ন-ভিন্নরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সকলেই অদ্বৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হইবার যোগ্য নহে, এইজন্য দ্বৈতবাদের সমর্থন করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ ঋষিরা যে রীতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই হিতকরী, ঋষিদিগের তত্ত্বোপদেশের রীতি কদাচ নিষ্প্রয়োজনীয় হইতে পারে না, তাঁহারা অনর্থক কোন কথা বলেন নাই। অতএব বাগ্‌যুদ্ধ না করিয়া, তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের জন্য যথাবিধি সাধনা করা কর্ত্তব্য।

বেদান্তদর্শন সগুণ-ব্রহ্মকেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার-

---

* "যদ্যৎ সিদ্ধান্তাগমতর্কাদিষু ভ্রমন্তি রাগান্ধাঃ।
অনুমোদামস্তত্তত্তেষাং সর্ব্বাত্মবাদধিয়া ॥"—পরমার্থসার।

কারণ বলিয়াছেন, নির্গুণ-ব্রহ্ম যে, নিষ্ক্রিয়, বেদান্তদর্শনেরও তাহা অভিমত। অতএব সাংখ্যের সিদ্ধান্তকে বেদান্ত একেবারে অকিঞ্চিৎকর বলিতে পারেন না। আদিসর্গকে সাংখ্যদর্শন যে জন্য অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে জানান হইল। মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে পারে না, সাংখ্যদর্শন এইজন্য আদিসর্গকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়াছেন। সাংখ্যের মহত্তত্ত্ব ও বেদের হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি, বেদের কার্য্যব্রহ্ম এক পদার্থ। অখিল জগতের অধিষ্ঠানরূপ পরব্রহ্ম প্রজাপতির পিতা, এবং চিৎপ্রতিবিম্বিতা মূলপ্রকৃতি ইঁহার মাতা। সাংখ্যদর্শন হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তিকে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সৃষ্টিকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক বলিয়াছেন। শ্রুতি বা শ্রুতি-তাৎপর্য্য-প্রকাশক বেদান্তের উপদেশ, হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি ঈক্ষণপূর্ব্বক। 'ঈক্ষণ'-শব্দ শ্রুতি কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন? অবিদ্যা বা প্রকৃতির যে সর্গোন্মুখা পরিণতি—যে বিক্ষোভ, তাহাই ব্রহ্মের ঈক্ষণ। প্রকৃতির বিক্ষোভ স্বতঃ হয় না, কারণ, জড়ের স্বতঃ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সাংখ্যদর্শনের সহিত বেদান্তের এই স্থলে একটু মতবিরোধ আছে বলিয়া বোধ হয়। বেদান্তের ঈশ্বর মায়াধিষ্ঠিত চিচ্ছক্তি। সাংখ্যের ঈশ্বর মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভ, সাংখ্যের ঈশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সাংখ্য নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যদর্শন চিচ্ছক্তির ব্যাপার অঙ্গীকার করেন নাই; পুরুষ বা চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়েন, সাংখ্যদর্শন এই কথা মানিয়াছেন, অচেতন প্রকৃতির শক্তিতঃ—স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে। জীবের জন্মতত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা

বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা করিলাম কেন?

জীবের জন্ম-সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রসমূহ হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, আধুনিক বিজ্ঞানবর্ণিত জীবের উৎপত্তি-তত্ত্বের সহিত সেই সকল উপদেশের সর্ব্বাংশে একতা নাই। এক বিষয়ের যদি পরস্পরবিরুদ্ধ বহুপ্রকার সিদ্ধান্ত জাগরূক থাকে, তাহা হইলে, কোন্ সিদ্ধান্তকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে? পরীক্ষাদ্বারা যে সিদ্ধান্তের সত্যত্ব প্রতিপন্ন হইবে, তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সাধারণের নিকটে এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু কথা হইতেছে, অতীন্দ্রিয় বা পরোক্ষ বিষয়ের কি, স্থূলপ্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চিত হইতে পারে? অতীন্দ্রিয় বিষয়ের পরীক্ষা কি, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানদ্বারা হওয়া সম্ভব? আমাদের বিশ্বাস, অতীন্দ্রিয় বা পরোক্ষ বিষয়ের পরীক্ষা স্থূল ইন্দ্রিয়দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন, পরোক্ষ বিষয়সমূহের তত্ত্ব অবগত হইবার আপ্তোপদেশই একমাত্র উপায়। বেদই প্রধান বা মূল আপ্তোপদেশ। বেদ ও শব্দ একপদার্থ। অতএব বেদের স্বরূপ জানিতে হইলে, শব্দের স্বরূপ অবশ্য জ্ঞাতব্য। যে বেদকে শাস্ত্র অতীন্দ্রিয় বা পরোক্ষ বিষয়সমূহের একমাত্র অবগতিহেতু বলিয়াছেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু বা সত্যানুসন্ধিৎসু পুরুষের সেই বেদের স্বরূপ কি, তাহা জানিবার চেষ্টা স্বভাবতঃ হইবার কথা। ঋষিরা বেদকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, ঋষিদিগের নয়নে বেদ যে প্রকার উপাদেয় পদার্থরূপে পতিত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমানকালে

অত্যল্পব্যক্তিই বেদকে সেই দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ, সেই দৃষ্টিতে দেখা ত দূরের কথা, বেদকে অধুনা অনেকেই অর্দ্ধসভ্যাবস্থার কাব্য বলিয়া উপেক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্রের দাসের দাস হইতে অভিলাষী, আমরা বেদ ও বেদপূজক ঋষি ও আচার্য্যগণের উপদেশানুসারে, অথবা সহজ প্রতিভার প্রেরণায় বেদকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে অভিন্ন পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক, বেদ ভিন্ন জীবের গতি নাই, দুস্তার ভবপারাবারের বেদই এক মাত্র তরণি, বেদ ইহলোক, পরলোক, এই দ্বিবিধ লোকেরই এক মাত্র বন্ধু, আমাদের ইহাই ধারণা, জ্ঞাননিধি পিতৃ-পিতামহগণ যে বেদচরণে লুণ্ঠিত-বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, আমরাও সেই বেদচরণে লুণ্ঠিত, বিলুণ্ঠিত হওয়াকে শ্লাঘার বিষয় মনে করি। বেদসম্বন্ধে আমাদের এইরূপ বিশ্বাস, তা'ই আমাদের স্থান, অস্থান বিচার না করিয়া, বেদের মহিমা কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হয়, শতমুখে বেদের গুণগান করিতে বাসনা হয়, 'বেদ', এই নাম উচ্চারণ করিলে, আমাদের দৃঢ়প্রত্যয়, শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ করা হইল। পূজ্যপাদ মহর্ষি শৌনক বলিয়াছেন, 'দ্বিজগণ যত সংখ্যক বেদাক্ষর পাঠ করেন, তাঁহাদের নিঃসংশয় তত সংখ্যক হরিনাম কীর্ত্তন করা হয়, ("বেদাক্ষরাণি যাবন্তি কীর্ত্তিতানি দ্বিজাতিভিঃ। তাবন্তি হরিনামানি কীর্ত্তিতানি ন সংশয়ঃ ॥"—ঋগ্বিধান)। পূজ্যপাদ ভগবান্ শৌনকের উপদেশ আমরা প্রাণের সহিত শিরে ধারণ করিতে বাঞ্ছা করি। জীবের জন্ম-সম্বন্ধে বেদ যাহা বলিয়াছেন, (বুঝি, আর না বুঝি) আমাদের বিশ্বাস, তাহাই পরম সত্য। অনেকে বলিয়া থাকেন, বেদের উপদেশসমূহ প্রায়'ই রূপকাদি অলঙ্কারদ্বারা আবৃত, বেদ হইতে সত্যের রূপ আবিষ্কার করা

দুঃসাধ্য ব্যাপার। জীবের জন্ম-সম্বন্ধে বেদ হইতে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, তাহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিবার জন্য, অপিচ যথাশক্তি নিষ্কলঙ্ক বেদে আরোপিত কলঙ্কের অপনোদনার্থ আমরা একটু চেষ্টা করিতেছি। বেদ ও শব্দ এক-পদার্থ, এই জন্য শব্দের স্বরূপ-দর্শন আবশ্যক হইয়াছে। 'আপ্তোপদেশ' যে, শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইলে, শব্দের স্বরূপাবলোকন অবশ্য কর্ত্তব্য। শব্দের স্বরূপ-দর্শন করিতে যাইয়া, আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, শব্দ নির্গুণ-ব্রহ্ম, শব্দই সগুণ-ব্রহ্ম, শব্দ বিশ্বের উপাদান-কারণ, শব্দই ইহার নিমিত্ত-কারণ, শব্দ হইতেই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, শব্দেই বিশ্ব-জগৎ স্থিত হইয়া আছে, অপিচ লয়কালে ইহা শব্দেই বিলীন হইয়া থাকে। বিজ্ঞান ও দর্শন শব্দেরই তত্ত্বান্বেষণ করেন। তাপ, তড়িৎ, আলোক, ইত্যাদি ভৌতিক শক্তিসমূহ শব্দের পরিণাম, পরমাণু ও অণু, ইহারাও শব্দের কার্য্য, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, এই সকলও শব্দ-ভিন্ন পদার্থ নহে। জগৎ কর্ম্মের মূর্ত্তি, কর্ম্মের আকর্ষণই প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতির কারণ, কর্ম্মই সুখ-দুঃখের দাতা। 'বুদ্ধিপূর্ব্বক' ও 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক', কর্ম্মের এই দ্বিবিধরূপ আমাদের জ্ঞাননেত্রে পতিত হইয়া থাকে, জন্ম, মরণ, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, ইহারা কর্ম্ম বা ক্রিয়ারই ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থা, জীবের জন্মতত্ত্ব, অথবা কেবল জীবের কেন, বিশ্বের জন্মাদি ষড়্ভাববিকারের তত্ত্ব জানিতে হইলে, 'কর্ম্ম'-পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান প্রধান কর্ত্তব্য। শব্দই বস্তুতঃ কর্ম্মের নিষ্পাদক, কি বুদ্ধিপূর্ব্বক, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক, শব্দই এই দ্বিবিধ কর্ম্মের কারণ। বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, শব্দই

যে, এই উভয়বিধ কর্ম্মের স্বরূপ, তাহা প্রতিপাদন করিবার প্রয়োজন কি? বেদের স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে, 'বিশ্বজগৎ শব্দের পরিণাম, দেবতাদি বিশ্বপ্রপঞ্চ শব্দ হইতে সম্ভূত হইয়াছে', এই শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, মন্ত্রের সাধন করিতে হইলে, (তাহা করিবার প্রয়োজন যাঁহারা বুঝেন, মন্ত্রশক্তিতে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি), দর্শনাধ্যায়নকে ব্যবহারে আনিতে হইলে, আধিভৌতিক বা জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান, এই উভয়ের সম্বন্ধ জানিতে হইলে, প্রত্যাবৃত্ত (Reflex) বা স্বয়ংসিদ্ধ (Automatic) কর্ম্মসমূহের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইলে, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দ্বিবিধ কর্ম্মের শব্দই যে, কারণ, তৎপ্রতিপাদনের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

'শব্দ' বলিতে আমরা সাধারণতঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বা কর্ম্মকে (Motion) বুঝিয়া থাকি। বেদাদি শাস্ত্র যে শব্দকে দেবতাদি বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ বলিয়াছেন, তাহা যে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণপদার্থ নহে, তাহা বলা বাহুল্য। ভাষা-পরিচ্ছেদ শব্দকে বীচিতরঙ্গন্যায়ে উৎপন্ন পদার্থ বলিয়াছেন ("সর্ব্বঃ শব্দো নভোবৃত্তিঃ শ্রোত্রোৎপন্নস্তু গৃহ্যতে। বীচিতরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা।"—ভাষা-পরিচ্ছেদ)। বীচিতরঙ্গন্যায় কাহাকে বলে? 'বীচি' শব্দের অর্থ 'ঊর্ম্মি' (Wave)। জলাশয়ে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, লোষ্টাহত প্রদেশের চতুর্দ্দিকে প্রথমতঃ ঊর্ম্মিকা—মণ্ডলাকার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বীচি (Ring of wave) উৎপন্ন হয়, এবং তৎপরে উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত—বৃত্তাকারে প্রসারিত হইয়া থাকে। একটী ঊর্ম্মিদ্বারা অন্য ঊর্ম্মির, তদ্দ্বারা অন্য ঊর্ম্মির,

এইরূপ উর্ম্মির পর উর্ম্মির উৎপত্তিন্যায়কে 'বীচিতরঙ্গন্যায়' বলে। শব্দ বীচিতরঙ্গন্যায়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন, সংযোগ-বিভাগ-নিষ্পন্ন শব্দ হইতে বীচিসন্তান (Propagation)-বৎ শব্দের সন্তান হইয়া থাকে। একটী জলবীচি হইতে তদব্যবহিত দেশে যেমন অন্য বীচির (Wave) উৎপত্তি হয়, এবং তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে অন্য, এইরূপ ক্রমশঃ যেমন বীচির সন্তান হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রথম একদেশে উৎপন্ন শব্দের অব্যবহিত দেশে শব্দান্তরের উৎপত্তি হয়, এবং তাহা হইতে অন্য শব্দের, তাহা হইতে অন্যের, এইপ্রকারে শব্দের সন্তান (Propagation) হইয়া থাকে। এই বীচিতরঙ্গন্যায়ে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে হইতে শব্দোর্ম্মি শ্রোত্রদেশে সমাগত হইলে, তাহা গৃহীত হয় ("শব্দাচ্চ সংযোগ-বিভাগনিষ্পন্নাদ্বীচিসন্তানবচ্ছব্দসন্তান ইত্যেবং সন্তানেন শ্রোত্রদেশমাগতস্য গ্রহণম্।"—প্রশস্তপাদভাষ্য)। জার্ম্মন্‌দেশীয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 'হেলম্‌হোল্‌জ' (H. L. F. HELMHOLTZ, M.D.) তাঁহার 'শব্দসংবেদনতত্ত্ব' (On the Sensations of the Tone)-নামক গ্রন্থে শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। *

---

* ". . . Suppose a stone to be thrown into a piece of calm water. Round the spot struck there forms a little ring of wave, which, advancing equally in all directions, expands to a constantly increasing circle. Corresponding to this ring of wave, sound also proceeds in the air from the excited point and advances in all directions as far as the limits of the mass of air extend. The process in the air is essentially identical with that on the surface of the water. . . ." —*The Sensations of Tone,—Helmholtz, p. 9.*

জলাশয়ে লোষ্ট নিক্ষেপ করিলে, উত্তরোত্তর ঊর্ম্মিসন্তান হয় বটে, কিন্তু যে জলীয় অণুসমূহদ্বারা আদ্যোর্ম্মির উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় ঊর্ম্মিমণ্ডলের তাহারা সমবায়ি-কারণ নহে, দ্বিতীয় ঊর্ম্মিমণ্ডল তাহাদিগদ্বারা সংগঠিত হয় না, ঊর্ম্মিকারণ জলীয় অণুসমূহ স্ব-স্ব স্থান ত্যাগপূর্ব্বক ঊর্ম্মিসহ চলিয়া যায় না। প্রত্যেক ঊর্ম্মিই পৃথক্, পৃথক্ জলীয় অণুসমূহদ্বারা সংগঠিত হয়। বীচিরূপে যাহা চলিয়া যায়, তাহা কোন্ পদার্থ? পণ্ডিত 'হেলম্‌হোল্‌জ' বলিয়াছেন, তাহা কেবল পরিস্পন্দন, তাহা শুদ্ধ কম্পন, তাহা জলপৃষ্ঠের—জলের দৃশ্যাঙ্গের পরিবর্ত্তিতরূপ—অন্যথাভূত আকার। প্রত্যেক জলীয় অণুরাশি স্ব-স্ব -স্থান ত্যাগপূর্ব্বক অধিক দূর চলিয়া না গিয়া, ঊর্দ্ধাধোভাবে আন্দোলিত হয় মাত্র, তরঙ্গিত জলে একখণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, ঊর্ম্মি-প্রবাহকালে জলীয় অণুসমূহের কিরূপ গতি হইয়া থাকে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। 'শব্দ' যখন বীচিতরঙ্গন্যায়ে উৎপন্ন হয়, তখন শব্দোর্ম্মি-প্রবাহেও যে, সমন্তাদ্ব্যাপ্ত বায়বীয় অণুরাশি স্ব-স্ব স্থান ত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যায় না, তাহা বুঝিতে হইবে। শব্দোর্ম্মি-প্রবাহে বীচিরূপে যাহা সঞ্চরণ করে, তাহা কি? তাহা বায়বীয় অণুস্তরের পরিস্পন্দন। পরিস্পন্দন কি, দ্রব্য (Matter) ব্যতিরেকে চলিতে পারে? দ্রব্য বিনা পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়ার দেশান্তর প্রাপ্তি কি, সম্ভবপর? গতি (Motion) কি, গতিশীল দ্রব্য (Moving matter)-ভিন্ন অবস্থান করিতে সমর্থ? "ঊর্ম্মিকারণ জলীয় অণুসমূহ স্ব-স্ব স্থান ত্যাগপূর্ব্বক ঊর্ম্মিসহ চলিয়া যায় না," এতদ্বাক্যের ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, ঊর্ম্মি জলীয় অণু-ব্যতিরেকে সংগঠিত হয়, ঊর্ম্মি জলীয়

অণু-বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। কথা হইতেছে, যে জলীয় অণুরাশিদ্বারা আদ্যোর্ম্মির উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয় ঊর্ম্মির উৎপত্তি তাহাদিগদ্বারা হয় না, দ্বিতীয় ঊর্ম্মির উৎপত্তি, তদ্ভিন্ন অথচ তৎসংলগ্ন অণুপুঞ্জদ্বারা হইয়া থাকে, এইরূপ উত্তরোত্তর ঊর্ম্মি উত্তরোত্তর অণুরাশিদ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। *

'তাপ' (Heat), 'আলোক' (Light), 'তাড়িতপ্রবাহ' (Electric currents) ইত্যাদিও, আধুনিক বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিতে শব্দবৎ আন্দোলায়িত গতিবিশেষ, ভিন্ন-ভিন্নরূপ পরিস্পন্দনাত্মিকা ক্রিয়া। 'তাপ' ও 'আলোক' সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রধানতঃ দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। এক পক্ষ বলেন, ইহারা সূক্ষ্ম দ্রব্যপদার্থ, অন্য পক্ষের সিদ্ধান্ত, ইহারা দ্রব্যপদার্থ নহে, ইহারা দ্রব্যের অবস্থা-বিশেষ (A condition of matter)। স্থিতিস্থাপক-ধর্ম্মবিশিষ্ট, সমন্তাদ্ব্যাপ্ত 'ইথার'-নামক পদার্থের দ্রুত আন্দোলায়িত গতি বা প্রকম্পন হইতে তাপ ও আলোকের উদ্ভূতি হইয়া থাকে। তাপ ও আলোকের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এইমতই আধুনিক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সুধীবর্গ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডেভী (DEVY) তাপকে ভেদবৃত্তিক গতি-বিশেষ (Repulsive motion) বলিয়াছেন। 'তাপ'-কার্য্যের গতিই (Motion) সাক্ষাৎ কারণ, তাপসঞ্চারনিয়ম ও গতি-সংক্রমণ-নিয়ম সর্ব্বথা একরূপ। † তড়িৎ

---

* *Vide* "Sensations of Tone,"—Helmholtz, p. 9.

† "It may with propriety be called the repulsive motion. * * * The immediate cause of the phenomenon of heat, then, is motion, and the laws of its communication

(Electricity)-পদার্থ সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকদিগের নানাবিধ সিদ্ধান্ত আছে। ফ্যারাডের (FARADAY) মতে অণুসমূহের সংঘর্ষণ-নিমিত্তক অবস্থাবিশেষই তাড়িতাবস্থা। কোনমতে সূক্ষ্মতম, সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী আলোকবাহন 'ইথার'-নামক পদার্থের সহিত তড়িতের অভিব্যক্তির সম্বন্ধ আছে। কেহ কেহ ইথার-কেই 'তড়িৎ' বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। ইহাঁদের মতে দ্রব্যপৃষ্ঠ-সংলগ্ন ইথারের স্বস্থানভ্রংশই 'ধন' ও 'ঋণ', এই দ্বিবিধ তাড়িতাবস্থার আপাদনের কারণ। তাপ, আলোক, তড়িৎ ইত্যাদি যে, আণবিক স্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অণুসমূহের সংযোগ-বিভাগ, বা আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণই গতির উৎপাদক। পণ্ডিত গ্রোভের অনুমান, ভৌতিকদ্রব্যের আণবিক তরঙ্গ হইতেই আলোক ও তাপের অভিব্যক্তি হয়, পণ্ডিত গ্রোভ 'ইথার'-নামক পদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। অধ্যাপক বেমা (BAYMA) ইথারীয়-বাদের সমর্থন করিবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সারাংশ 'ভূত ও শক্তি' নামক গ্রন্থে জানাইয়াছি। অধ্যাপক বেমা বলিয়াছেন, ইথার যে, সাধারণতঃ পরিচিত ভূত (Matter) হইতে বিজাতীয় ভূত নহে, তাহা আমরাও অঙ্গীকার করি, তথাপি ইহাও মানিতে হইবে যে, ইথার কোন বিজাতীয় ভূত না হইলেও, বিশিষ্ট ভৌতিকবস্তু। মূর্ত্তভূতকে যথাসম্ভব বিরলাবয়ব (Rarefaction) করিলে কি, উহা ইথারের ন্যায় তীব্রবেগে আলোক-সঞ্চারণে সমর্থ হয়? সাধারণ ভূত যতই বিরলীভূত (Rarefied)

---

precisely the same as the laws of the communication of motion," —*Heat by P. G. Tait, M.A., pp. 27-8.*

হউক না কেন, কখনও আলোক-সঞ্চারণের দ্বারীভূত (Medium) হইতে পারে না। অতএব 'তৈজস ইথার' নামক পদার্থের (Luminiferous ether) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ 'তাড়িত ইথার' ও 'তৈজস ইথার', ইথারকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

নোদন বা অভিঘাতরূপ সংযোগ হইতে এক দ্রব্যে বা অণুপুঞ্জে আদ্যকর্ম্ম উৎপন্ন হয়; এই আদ্যকর্ম্মজনিত সংস্কার (বেগাখ্য) হইতে তৎপরবর্ত্তী দ্রব্য বা অণুপুঞ্জে কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ উত্তরোত্তর অণুপুঞ্জে কর্ম্মের সন্তান (Propagation) হয়। মহর্ষি কণাদ নোদন, অভিঘাত (আপীড়ন) ও সংযুক্তসংযোগ, এই ত্রিবিধ সংযোগকে পৃথিব্যাদির কর্ম্মোৎপত্তির কারণ বলিয়াছেন। শক্তির সঞ্চার—একদেশ হইতে দেশান্তরে শক্তির সংক্রমণ দ্বিবিধ রীতিতে হইয়া থাকে। প্রক্ষিপ্ত ইষু (Arrow) বৃহন্নালিকা-যন্ত্র (Cannon)-মুক্ত গোলক ইত্যাদির স্থানান্তর প্রাপ্তিতে নোদনাদি কর্ম্মোদিত শক্তি, ইষু প্রভৃতি আধার-দ্রব্যসহ—প্রথমাধিকারণের সহিত গমন করিয়া থাকে, কিন্তু শব্দ, তাপ, আলোক, ইহাদের সঞ্চার এইরূপে হয় না। শব্দাদি শক্তিসমূহ প্রথমাধিকরণের সহিত সঞ্চরণ করে না।

নোদনাদি কারণবশতঃ কোন অণুর সাম্যাবস্থার (Position of equilibrium) বিচ্যুতি (Displacement) হইলে, উহা পরবর্ত্তী অণুর সহিত নূতন দৈশিকসম্বন্ধ স্থাপন করে, এবং এইজন্য পরবর্ত্তী অণুসমূহেরও সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া থাকে। অণুসমূহের আত্মস্থানিক বিচ্যুতি নোদনাদি সংযোগ হইতে সংঘটিত হয়, নোদনাদি কর্ম্ম অণুসমূহের আত্মস্থান-বিচ্যুতির কারণ, এবং

প্রথমতঃ স্থানচ্যুত অণুসমূহ পরবর্ত্তী দ্বিতীয় অণুসমূহের, দ্বিতীয় তৃতীয়ের, তৃতীয় চতুর্থের, এইরূপ পূর্ব্ব, পূর্ব্ব অণুপুঞ্জ পর-পর অণুপুঞ্জের স্থানচ্যুতির কারণ হইয়া থাকে।

'সংবেগ (Velocity) বা শক্তি (Energy) এক আধার হইতে আধারান্তরে সঞ্চরণ (Transmit) করে', অধ্যাপক বেমা বলিয়াছেন, এই কথা সত্য নহে। সংবেগ দ্রব্যের অবস্থা বিশেষ (Mode); দ্রব্যের অবস্থা দ্রব্যকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। অতএব 'ক' নামক দ্রব্যের সংবেগ, 'খ' নামক দ্রব্যে সংক্রমণ করে না, 'খ' নামক দ্রব্য যে সংবেগ (Velocity) প্রাপ্ত হয়, তাহা 'ক' নামক দ্রব্যে পূর্ব্বহইতে বিদ্যমান সংবেগ নহে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে 'ক' নামক দ্রব্যের, 'খ' নামক দ্রব্যের প্রতি ক্রিয়াহইতে সমুৎপন্ন। * বৈশেষিকদর্শন বলিয়াছেন, নোদনাদিদ্বারা আদ্য কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তৎপরে তদ্দ্বারা সমানাধিকরণ বেগাখ্য সংস্কার জন্মিয়া থাকে, এবং তাহা হইতে গতির উত্তরোত্তর সন্তান (Propagation) হয় ("নোদনাদ্যমিষোঃ কর্ম্ম তৎকর্ম্মকারিতাচ্চ সংস্কারাদুত্তরং তথোত্তরমুত্তরঞ্চ।"— বৈশেষিকদর্শন ৫।১।১৭)। কর্ম্মের লক্ষণ করিবার সময়ে মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, 'যাহা এক-দ্রব্য (একটী দ্রব্য হইয়াছে, আশ্রয় যাহার), যাহা অগুণ (যাহাতে গুণ বাস করে না), যাহা সংযোগ ও বিভাগের অনপেক্ষ-কারণ, তাহা কর্ম্মপদার্থ'

---

* "Consequently the velocity of the body *A* cannot be identically transmitted to the body *B*. Therefore, the velocity acquired by the body *B* is not the velocity pre-existing in the body *A*, but a velocity really produced by *A* acting upon *B*." —*Molecular Mechanics, p. 18.*

("একদ্রব্যমগুণং সংযোগ-বিভাগেষনপেক্ষকরণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্ ।"—বৈশেষিকদর্শন ১।১।১৭)। দ্রব্য (Substance), গুণ (Attribute) ও কর্ম্ম (Action), এই পদার্থত্রয়ের স্বরূপসম্বন্ধে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে, এবং এই মতভেদের জন্য পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণ কষ্টসাধ্য হইয়াছে, বিবিধ তর্কোত্থাপনের অবসর হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মসম্বন্ধীয় মতভেদ, এবং 'ভূত ও শক্তি' বিষয়ক মতভেদ যে, একজাতীয়, তাহা বলা বাহুল্য। মহাভাষ্যকার পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব 'গুণসংদ্রাবের নাম দ্রব্য', দ্রব্যের এবম্প্রকার নির্ব্বচনই অন্বর্থ হইয়াছে, দ্রব্যের ইহা যথার্থ নির্ব্বাচন ("অন্বর্থং খল্বপি নির্ব্বচনং গুণসংদ্রাবো দ্রব্যমিতি ।"--মহাভাষ্য) বলিয়াছেন। সংক্রুত বা সঙ্গত হয়, যাহাতে, তাহা 'সংদ্রাব'। গুণের সংদ্রাব = গুণসংদ্রাব। যাহা গুণসংদ্রাব—গুণসমূহের আশ্রয়, তাহা দ্রব্য ("সংদ্রুয়তে, সঙ্গম্যতে, আশ্রীয়ত ইতি সংদ্রাবঃ। গুণানামাশ্রয়ো দ্রব্যমিত্যর্থঃ ।"—কৈয়ট)। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, 'যাহা ক্রিয়া ও গুণবিশিষ্ট, যাহা সমবায়িকারণ (Coinherent cause), তাহা দ্রব্য' ("ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্ ।"—বৈশেষিকদর্শন ১।১।১৫)। যাহা দ্রব্যাশ্রয়ী—যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা 'গুণ'। 'যাহা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে', এইমাত্র বলিলে, দ্রব্য ও কর্ম্ম, ইহারাও গুণপদার্থের অন্তর্ভূত হইতে পারে। কারণ-দ্রব্যও দ্রব্যান্তরকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং কর্ম্মও দ্রব্যাশ্রয়ী বটে। গুণলক্ষণ যাহাতে দ্রব্য ও গুণপদার্থে অতিব্যাপ্ত না হয়, এইনিমিত্ত 'যাহা অগুণবান্, যাহা সংযোগ-বিভাগের অনপেক্ষ না হইয়া, কারণ হইতে পারে না, গুণের এই দুইটী ইতরব্যাবর্ত্তক লক্ষণ প্রদত্ত

হইয়াছে। গুণ আছে, যাহার, তাহা 'গুণবান্'। দ্রব্য গুণবান্, কিন্তু গুণ গুণবান্ নহে, গুণে গুণ থাকে না। অতএব গুণ ও দ্রব্য একপদার্থ নহে। 'সবষ্ট্যান্স্' (Substance) শব্দটী—'সব্সিস্টেন্ডো' (Subsistendo)—অনন্যাপেক্ষ-স্থিতিশীল—স্বতঃ বর্ত্তমান ("What subsists by itself"), কিংবা 'সব্-ষ্ট্যাণ্ডো' (Substando), যাহা গুণ বা ধর্ম্মসমূহের আশ্রয়রূপে বিদ্যমান ("What subsists in its accidents, being the basis of qualities or attributes") হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। অধ্যাপক বেন্ (Prof. BAIN) বলিয়াছেন, সাধারণ শাব্দবোধ, 'দ্রব্য' (Substance) ও গুণ (Quality), এই পদার্থ-দ্বয়ের বৈধর্ম্ম্য বুঝাইয়া থাকে বটে, কিন্তু আমরা যাহা জানি, ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহাই ত গুণ বা ধর্ম্মপদার্থ, অপিচ 'দ্রব্য'-রূপে কল্পিত পদার্থ হইতে তাহার সমস্ত গুণকে পৃথক্ করিলে, কোন অবশিষ্ট পদার্থের যথোক্ত-লক্ষণ দ্রব্যরূপে বিদ্যমানত্ব সপ্রমাণ হয় না। সুবর্ণ (Gold) একটী দ্রব্য (Substance) পদার্থ, সুবর্ণ গুরুত্ব (Weight), কাঠিন্য (Hardness), আনম্যতা (Ductility), বর্ণ (Colour) ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে, গুরুত্বাদি গুণ বা ধর্ম্মব্যতিরিক্ত কোন্ পদার্থকে 'সুবর্ণ দ্রব্য'-রূপে গ্রহণ করা যাইবে? 'জড়ত্ব' (Inertia) জড়বস্তুর (Matter) ধর্ম্ম, তবে কোন্ পদার্থকে 'দ্রব্য' (Substance) বলিব? * যাঁহারা দ্রব্যকে গুণব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র-

* "Gold has the qualities of weight, hardness, ductility, colour, &c, what then is the substance Gold? Matter has the property (Inertia); what is the substance?"

—*Mental and Moral Science—Appendix, p. 98.*

পদার্থ বলেন, তাঁহারা 'গুণ'-ব্যতিরিক্ত 'দ্রব্য'-নামধেয় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিপাদনার্থ বিবিধ গুণের আধার-স্বরূপ একটী অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় তত্ত্ব অভ্যুপগম (স্বীকার) করিয়া থাকেন। এই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় 'দ্রব্য'-পদার্থ, কোন অবিদিত-স্বরূপ— নিগূঢ় নিয়মানুসারে গুণসমূহকে ধারণ করিয়া থাকে। যাঁহারা দ্রব্যকে গুণব্যতিরিক্ত পৃথক্ সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, সামান্য-বিশেষ গুণসমুদায়ই 'দ্রব্য'। যখন আমরা এক একটী গুণকে পৃথক্-পৃথগ্‌ভাবে লক্ষ্য করি, তখন তাহারা গুণপদার্থরূপে, এবং অবশিষ্ট গুণসমূহ দ্রব্যরূপে—পৃথক্-পৃথক্‌ভাবে লক্ষিত গুণসকলের আধাররূপে গৃহীত হইয়া থাকে। কোনমতে গুণ বা ধর্ম্ম নিত্যানিত্যভেদে দ্বিবিধ। জড়ত্ব (Inertia) জড়বস্তুজাতের অপরিবর্ত্তনশীল বা নিত্যধর্ম্ম, এবং বর্ণ (Colour), স্বচ্ছতা, কাঠিন্য, স্থিতিস্থাপকতা, দহন বা পাক (Oxidation) ইত্যাদি পরিবর্ত্তনশীল—অনিত্য ধর্ম্ম। পণ্ডিত ক্যাণ্ট্ বলিয়াছেন, কোন স্থির বা নিত্য আধারের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, ক্রম (Succession), এবং যৌগপদ্য বা সহবর্ত্তিতার (Simultaneity) সাতত্য উপপন্ন হয় না। যে স্থির বা নিত্য আধারে 'ক্রম' ও 'যৌগপদ্য' ধৃত হইয়া থাকে, তাহা দ্রব্য (Substance), 'দ্রব্য' কাল্পনিক পদার্থ নহে। পণ্ডিত ম্যাকশ্‌ও (McCosh) বলিয়াছেন, আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা গুণ (Qualities)-পদার্থ বটে, তথাপি যৌক্তিক বা সহজজ্ঞানের প্রেরণায় গুণসকল কাহারও আশ্রিত, এইরূপ বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য ("We know it is said, only qualities, but we are constrained by reason, or by common-sense to believe in a

something in which they inhere."—*The Intuitions of the Mind, p. 148.*)। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক অনুভব, অপিচ প্রত্যেক ভাবনা যখন অস্থির—চঞ্চল, এই অস্থির অনুভব ও ভাবনাময় কৃৎস্ন জীবনও যখন অনিত্য—ক্ষণবিধ্বংসী ; কেবল ইহাই নহে, যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া, জীবন অতিবাহিত হয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত চিরপরিণামী হইলেও, ত্বরিত-বিলম্বিত যেভাবেই হউক, যখন প্রত্যেকে স্ব-স্ব ব্যক্তিতা—ব্যক্তিগত অস্তিত্ব পরিত্যাগ করিতেছে, তখন এই পরিণামিভাব-সমূহের অন্তরালে বিদ্যমান, অপ্রত্যক্ষ-সত্তাক কোন অপরিণামী বা স্থিরপদার্থ, কোন স্থিরভাব যে, আছে, তাহা আমাদের অনুমান হয়। * মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, "যাহার গুণান্তরের প্রাদুর্ভাব হইলেও, তত্ত্ব বিহত হয় না, তাহা দ্রব্য" ("গুণান্তরেষ্বপি প্রাদুর্ভবৎস্থ তত্ত্বং ন বিহন্যতে তদ্দ্রব্যম্।"—মহাভাষ্য)।

ভাববিকারজাতের স্বরূপ-দর্শন করিতে যাইলে, সূক্ষ্মদর্শীর নয়নপ্রান্তে ইহাদের দ্বিবিধ রূপ পতিত হইয়া থাকে, সূক্ষ্মদর্শী ভাববিকারসমূহের পরিবর্ত্তনাত্মক ও অপরিবর্ত্তনাত্মক—চঞ্চল ও ধ্রুব, এই দ্বিবিধ রূপ দেখিতে পান। জগতের জগত্ত্ব—প্রতিক্ষণ পরিবর্ত্তনশীলত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া, স্থূলদর্শিগণ স্ব-স্ব প্রতিভার প্রেরণায় ইহাকে ক্ষণিক—ক্ষণভঙ্গুর বা অস্থায়ী বলিয়া নিশ্চয় করেন, জগতের ক্ষণপরিণামিত্বই ইহাঁদের জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে, পরিণামী ধর্ম্মসমূহের অন্বয়ী—পরিবর্ত্তনশীল ভাবজাতের

---

* "* * * We learn that the one thing permanent is its unknowable Reality hidden under all these changing shapes." —*Principles of Psychology, Vol. II., p. 503.*

অনুগত ধর্ম্মিপদার্থের রূপ ইহাঁদের দৃষ্টিতে পতিত হয় না। সূক্ষ্ম-দর্শিগণ বলেন; জাগতিক বস্তুসকল প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইলেও, তত্ত্বতঃ বিনষ্ট হয় না, ধর্ম্মীর ধর্ম্মসমূহ পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু তদাশ্রয়ের অন্যথা হয় না, অসতের উৎপত্তি বা সতের বিনাশ অসম্ভব। ন্যায়-বৈশেষিকমতে জড়জগৎ বায়বীয়, তৈজস, আপ্য ও পার্থিব, এই চতুর্ব্বিধ পরমাণুর কার্য্য, পরমাণু নিত্য দ্রব্য-পদার্থ। গুণ ও কর্ম্মের আশ্রয় দ্রব্য, নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। পরমাণু, আকাশ, দিক্, কাল ও আত্মা, ইহারা নিত্য-দ্রব্য। নিত্যদ্রব্য নিত্যগুণবিশিষ্ট। পরমাণুসমূহের কার্য্য ও তন্নিষ্ঠ গুণসকল অনিত্য। ন্যায়-বৈশেষিক দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়কে ভিন্ন বলিয়াছেন।

সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে পরিণামী ধর্ম্মসমূহের অনুগত ধর্ম্মিনামক পদার্থ আছে। দ্রব্যরূপ ধর্ম্মীর বিকার বা কার্য্যজননশক্তিকে সাংখ্য-পাতঞ্জল ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। ধর্ম্মিমাত্রেই স্থায়ী, তবে তাহার ধর্ম্ম—গুণ বা অবস্থাসকল পরিবর্ত্তনশীল। ধর্ম্মীর ধর্ম্মসমূহ পরিবর্ত্তনশীল বটে, কিন্তু কোন ধর্ম্মের অত্যন্ত বিনাশ হয় না। পতঞ্জলিদেব ধর্ম্মী ও ধর্ম্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া, যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি, পতঞ্জলিদেব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অত্যন্ত ভেদ বা অত্যন্ত অভেদ, এই উভয়ই অস্বীকার করিয়াছেন। পতঞ্জলিদেবের মতে ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ ভিন্ন, কথঞ্চিৎ অভিন্ন। ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্ম যদি অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে, ইহাদের ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব সিদ্ধ হইতে পারিত না। যাহার সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা হইতে তাহা অত্যন্ত ভিন্ন নহে। পক্ষান্তরে অত্যন্ত অভিন্ন

হইলেও, ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব উপপন্ন হইতে পারে না। ধর্ম্ম আছে যাহার, তাহা ধর্ম্মী, এবং ধর্ম্মীর যোগ্যতা বা শক্তিই ধর্ম্ম। অতএব ধর্ম্ম ধর্ম্মীর, এবং ধর্ম্মী ধর্ম্মের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক। ধর্ম্ম যে, ধর্ম্মীর অস্তিত্ব বিজ্ঞাপন করে, তাহার যুক্তি কি? অসৎ হইতে সতের বা অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না, যাহাতে যাহা সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান নাই, তাহা হইতে তাহা কখনও উৎপন্ন হয় না। ধর্ম্ম-সকল এক অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি ভৌতিক শক্তিসমূহ পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করে; তাপ তড়িতের আকারে আকারিত হয়, তড়িৎ তাপাকারে পরিণত হয়, আলোক তাপের, তাপ আলোকের, রাসায়নিকশক্তি তাপ, তড়িৎ বা আলোকের ভাব গ্রহণ করে। তাপ, তড়িৎ, আলোক ইত্যাদি ধর্ম্ম, বা শক্তিসমূহ যখন পরস্পর পরস্পরের ভাবে ভাবিত হইতে পারে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তাপাদি পদার্থনিচয়ে পরস্পরের ভাবে ভাবিত হইবার যোগ্যতা আছে। তাপ যখন আলোকাদি রূপে পরি-বর্ত্তিত হয়, তখনও তাহাতে যে, পুনর্ব্বার তাপাকার ধারণের যোগ্যতা অব্যাহত থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। যদি তাহাতে তাপা-কার ধারণের যোগ্যতা অব্যাহত না থাকিত, তাহা হইলে, উহা পুনর্ব্বার তাপাকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, পরিণামী তাপাদি ধর্ম্মসমূহের অনুগত, ইহাদের অন্বয়ী, ইহাদের প্রসবসমর্থ কোন স্থিরপদার্থ আছে। এই স্থিরপদার্থকেই তাপাদি ধর্ম্মের ধর্ম্মী বা দ্রব্য বলা হয়। ধর্ম্মও ধর্ম্মান্তরের স্বরূপাপেক্ষায় ধর্ম্মী হইতে পারে। তন্মাত্রকে (সাংখ্য-পাতঞ্জলমতে পঞ্চভূত পঞ্চতন্মাত্রের ধর্ম্ম বা কার্য্য) অপেক্ষা করিয়া,

পৃথিবীভূতকে ধর্ম্ম বলা যায়, এবং এই পৃথিবীভূত বা পার্থিব অণু, আবার ঘটাদি মৃদ্বিকারের অপেক্ষায় ধর্ম্মী হয়। পরমার্থতঃ যদি কেবল ধর্ম্মীর বিবক্ষা হয়, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর যদি অভেদ-প্রতিপাদন করা যায়, তাহা হইলে, ধর্ম্মীই 'ধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে (অভেদোপচারবশতঃ), ধর্ম্মীতেই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাসকলের অন্তর্ভাব হয়। পণ্ডিত ম্যাকশ্ অনেকতঃ এই-রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। * বৌদ্ধগণ ধর্ম্ম হইতে অতিরিক্ত ধর্ম্মিপদার্থ স্বীকার করেন নাই, বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্ত, ধর্ম্মসমূহই দ্রব্য বা ধর্ম্মী। বৌদ্ধগণ পরিণামি-ধর্ম্মানুপাতী কোন স্থির-পদার্থের অস্তিত্ব অভ্যুপগম করেন নাই, ধর্ম্মসমূহকে আশ্রিতরূপে বুঝেন নাই, অতএব বৌদ্ধমতের সহিত পাতঞ্জলমতের সমতা নাই।

সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার দ্বারাই বস্তুতত্ত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। একটী পদার্থ যদি ধর্ম্মতঃ পদার্থান্তরের সমানরূপে প্রতিপন্ন হয়, তবে তাহাদিগকে সমান পদার্থ বলা হইয়া থাকে, ধর্ম্মগত ভিন্নতা উপলব্ধ হইলে, উহারা বিভিন্নরূপে নির্ব্বাচিত হয়। মহর্ষি কণাদ এইনিমিত্ত দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিয়া-ছেন। সাংখ্যদর্শন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বা প্রকৃতি, ইহাদের বৈষম্যাবস্থা বা বিকার (—মহত্তত্ত্ব, অহংকার তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চস্থূলভূত, এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব), এবং পুরুষ, এই পঞ্চবিংশতি পদার্থকেই 'দ্রব্য' বলিয়াছেন, সাংখ্যের মতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী, ইহারা বস্তুতঃ ভিন্ন নহে। ধর্ম্ম ও

---

* "Intuitions of the Mind" নামক গ্রন্থের ১৫০ হইতে ১৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মীর অভেদবশতঃ বৈশেষিকদর্শনোক্ত গুণকর্ম্মাদি পদার্থসমূহ (গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়) দ্রব্যরূপ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরই অন্তর্ভূত। এই পঞ্চবিংশতি পদার্থই পরস্পর প্রবেশ দ্বারা কোন তন্ত্রে এক সংখ্যায়, কোন তন্ত্রে ষট্ সংখ্যায়, কোন তন্ত্রে ষোড়শ সংখ্যায়, কোন তন্ত্রে সংখ্যান্তরে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতও এই কথা বলিয়াছেন। *

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই পদার্থত্রয়ের স্বরূপ-সম্বন্ধে বহু বক্তব্য থাকিলেও, আমরা এস্থলে তাহাদের উল্লেখ করিলাম না। আধিভৌতিক বা জড়বিজ্ঞানের 'ভূত' ও 'শক্তি', এই দুইটীই পদার্থ। বৈজ্ঞানিকগণ স্ব-স্ব প্রতিভার প্রেরণায় ম্যাটারের নানাবিধ লক্ষণ করিয়াছেন। 'ভূত' ও 'শক্তি', এই পদার্থ-দ্বয়ের স্বরূপ বৈজ্ঞানিকদিগের নয়নে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে পতিত হওয়াতেই ইহাঁরা ইহাদের লক্ষণসম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। ম্যাক্‌সোয়েল্ ভূতকে শক্তির আধার—শক্তির বাহন-রূপে নিশ্চয় করিয়াছিলেন। বৈশেষিকদর্শন যে কারণে দ্রব্যকে গুণ ও কর্ম্মের আশ্রয় বলিয়াছেন, ম্যাক্‌সোয়েল্ অনেকতঃ সেই কারণেই ম্যাটারকে শক্তির আধার বা বাহন (Vehicle of energy) বলিয়াছেন। অধ্যাপক বেমা (BAYMA) বলিয়াছেন, 'ভূত' ও 'ভৌতিকবস্তু' (Matter and material substance), ইহারা একপদার্থ নহে। ভৌতিক বস্তুসকলের

---

† "অয়ং পঞ্চবিংশতিকো গণো দ্রব্যরূপ এব। ধর্ম্ম-ধর্ম্ম্যভেদাৎ তু গুণকর্ম্মসামান্যাদীনামত্রৈবান্তর্ভাবঃ। * * * অতএব পদার্থাঃ পরস্পর-প্রবেশাভ্যাং ক্বচিৎ তন্ত্র একমেব, ক্বচিৎ তু ষট্, ক্বচিচ্চ ষোড়শ, ক্বচিচ্চ সংখ্যান্তরৈরপ্যুপদিশ্যন্তে।"— সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

মধ্যে যাহা গতি বা কর্ম্মকে গ্রহণ করে, গতি বা কর্ম্মের যাহা আশ্রয়, তাহাই 'ম্যাটার' (Matter)। ভৌতিক বস্তুজাত ব্যামিশ্র-ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলেও, উহাদিগের ধর্ম্মসমূহকে 'প্রবৃত্তিশক্তি', (Motive power), গতি বা ক্রিয়াব্যাপ্যত্ব (Mobility), এবং জড়ত্ব (Inertia), এই তিনটী প্রধানভাগে লঘূকৃত করা যাইতে পারে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব দৃশ্যপদার্থের স্বরূপ-প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ এবং স্থিতিশীল তমঃ, দৃশ্যপদার্থ মাত্রেই, এই গুণ বা শক্তিত্রয়ের পরিণাম, দৃশ্যপদার্থ ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক। 'ভূত' ত্রিগুণকার্য্য বটে, তবে ভূতের উৎপত্তিতে স্থিতিশীল তমোগুণ অঙ্গী—প্রধান। অধ্যাপক বেমার উপদেশ, গতিপ্রবর্ত্তন গতি বা কর্ম্মের গ্রহণ, এবং স্থানিক-গতি (Local motion) বা কর্ম্মের সংরক্ষণ (Conservation), ভৌতিক-বস্তুজাতে, এই ত্রিবিধ ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এই ত্রিবিধ ক্রিয়ানিষ্পত্তির জন্য ভৌতিক বস্তুসমূহের প্রবৃত্তিশক্তি, ক্রিয়া-ব্যাপ্যত্ব, এবং জড়ত্ব, এই ত্রিবিধ ধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়া চাই। প্রবৃত্তিশক্তিকেই সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন 'রজোগুণ' বলিয়াছেন। স্থিতিশীল তমোগুণকে যে, অধ্যাপক বেমা 'জড়ত্ব'-ধর্ম্ম (Inertia) দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। সত্ত্বগুণই ক্রিয়াব্যাপ্য, ভগবান্ বেদব্যাস তাপক রজোগুণের সত্ত্বগুণকেই 'তপ্য' বলিয়াছেন, 'সত্ত্ব' শব্দ দ্রব্যের বাচকরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধ্যাপক বেমা যে, ত্রিগুণতত্ত্বেরই কিয়দংশ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ত্রিগুণতত্ত্বের স্বরূপদর্শন যথাযথভাবে হইলে, গুণত্রয় ইতরেতরাশ্রয়বৃত্তিক, অন্যোন্য-মিথুনবৃত্তিক ও পরস্পরাভিভব-

বৃত্তিক, এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, 'ভূত' ও 'শক্তি', এই পদার্থদ্বয়সম্বন্ধীয় মতভেদের সমন্বয় হইবে। শব্দ, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি পদার্থসমূহের স্বরূপসম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে যেরূপ উপদেশ পাওয়া যায়, আমাদের বিশ্বাস, সাংখ্য-পাতঞ্জলব্যাখ্যাত ত্রিগুণতত্ত্বের প্রকৃত রূপ-দর্শন হইলে, তদুপদেশের মূল্য যে, অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহা অঙ্গীকার করিতে হয়। পণ্ডিত 'কিলী' ইলেক্‌ট্রিসিটী (Electricity) কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, ইহাকে ত্রিগুণপ্রবাহ (Tripple currents) বলিয়াছেন। অথবা কেবল 'ইলেক্‌ট্রিসিটী' কেন, মস্তিষ্কীয়শক্তি, মাধ্যাকর্ষণশক্তি, চৌম্বকাকর্ষণশক্তি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার শক্তিই যে, ত্রিগুণপরিণাম অধ্যাপক কিলীর তাহাই বিশ্বাস। *

গতি (Motion) রজোগুণপ্রধান ত্রিগুণপরিণাম, গতি-প্রবৃত্তিতে ক্রিয়াশীল রজোগুণ, স্থিতিশীল, প্রতিবন্ধক—উপষ্টম্ভ-ধর্ম্মক তমোগুণ—তমঃশক্তি, এবং প্রকাশশীল সত্ত্বগুণ—সত্ত্বশক্তি, এই তিনেরই কারণত্ব আছে। বাধা ব্যতিরেকে গতির উৎপত্তি হয় না। বাধা-প্রদান স্থিতিশীল তমোগুণের কার্য্য; অতএব গতি-প্রবৃত্তিতে যে তমোগুণের (Resistance) কার্য্যকারিত্ব আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বাধা বা প্রতিবন্ধকে অভিভূত করিতে না পারিলেও, গতির প্রবৃত্তি হয় না। বাধাতিক্রম ক্রিয়াশীল রজোগুণের কার্য্য। অতএব গতি-

* "Keely's discoveries prove that the doctrine of the Trinity should be set down as an established canon of science—the Trinity of force. All nature's sympathetic streams—cerebellic, gravital, electric and magnetic,—are made up of triple currents."—*True Science or Keely's Latest discoveries, p. 13.*

প্রবৃত্তিতে রজোগুণের প্রাধান্য আবশ্যক। সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে যে, ক্রিয়ার উৎপত্তি বা প্রকাশ হইতে পারে না, তাহা সুখ-বোধ্য। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যে উক্ত হইয়াছে, 'শব্দ' বায়্বাত্মক, বায়ু শব্দের কারণভূত, এবং ইহা আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় ("বায়ুঃ খাৎ।"—"বায়ুঃ কারণভূতঃ শব্দস্য, স চ খাদাকাশাদুৎপদ্যতে।' "শব্দস্তৎ।"—"শব্দস্তদাত্মকোবায়্বাত্মক ইত্যর্থঃ।"—শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্য ও উব্বটকৃত তদ্ভাষ্য)। মহর্ষি কাত্যায়ন শব্দকে বায়্বাত্মক বলিয়াছেন, অতএব বলা বাহুল্য, শব্দের স্বরূপ জানিতে হইলে, 'বায়ু' কোন্ পদার্থ, তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, সতত গতিশীলত্বই বায়ুর লক্ষণ। বায়ু বা গতি রজোবহুল ত্রিগুণ-পরিণাম। শ্রুতি বায়ুর ক্রিয়াশক্তিকে যজ্ঞের যোনি বলিয়াছেন (৩৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যৎ পদার্থের ক্রিয়াশক্তিকে শ্রুতি যজ্ঞের যোনি বা কারণ বলিয়াছেন, তাহার স্বরূপ কি? বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সূত্রদ্বারা যে প্রকার পুষ্পাদি গ্রথিত হয়, সেই প্রকার সূক্ষ্ম, আকাশবৎ বিষ্টম্ভক—সন্ধারক সূত্রস্থানীয় বায়ুদ্বারা ইহলোক, পরলোক ও অখিলভূত সংগ্রথিত—বিধৃত হইয়া আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, কর্ম্মবাসনাসমূহের সমবায়ী—আশ্রয়, প্রাণিগণের সমষ্টি-ব্যষ্ট্যাত্মক সপ্তদশবিধ লিঙ্গশরীর, অপিচ সমুদ্রের ঊর্ম্মিসকলের ন্যায় সপ্ত-সপ্ত (৪৯) প্রকার বায়ু যাহার বাহ্য বা স্থূলভাব, শ্রুতি 'বায়ু' শব্দদ্বারা এস্থলে তৎপদার্থকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। *

---

* "স হোবাচ বায়ুর্বৈ গৌতম তৎসূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

"সূক্ষ্মমাকাশবদ্বিষ্টম্ভকং পৃথিব্যাদীনাং যদাত্মকং সপ্তদশবিধং লিঙ্গং কর্ম্ম-

'বায়ু' শব্দ সুতরাং, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির সম্মূর্চ্ছিতভাব—প্রাণ, জগতের সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভের বাচক। অতএব বলিতে পারা যায়, প্রতীচ্য-বিজ্ঞানের শক্তিসাতত্য (Persistence of force) নামে লক্ষিত পদার্থ, যথোক্ত বায়ুরই সধূমিক রূপ। শব্দের পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চতুর্ব্বিধ পর্ব্বের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। জগতের উপাদান 'শব্দব্রহ্ম' বা 'নাদ'-সংজ্ঞক পদার্থ 'পরা', পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী, এই চারি অবস্থায় বিভক্ত হয়েন। 'নাদ' চিৎ ও অচিৎ, এই উভয়াত্মক। অতএব চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই 'শব্দব্রহ্ম' বা 'নাদ'। বৈয়াকরণগণ চিচ্ছক্তিকেই 'স্ফোট'-শব্দদ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, নাদব্যঙ্গ্য স্ফোট, এক বা নিত্য হইলেও, নাদাভিব্যক্তিগত ক্রমবশতঃ সক্রম—ভেদবান্ রূপে গৃহীত হইয়া থাকেন, নতুবা স্ফোটের পূর্ব্বত্ব-পরত্বকৃত ক্রম বা ভেদ বাস্তব নহে ("নাদস্য ক্রমজাতত্বান্ন পূর্ব্বো নাপরশ্চ সঃ। অক্রমঃ ক্রমরূপেণ ভেদবানিব গৃহ্যতে ॥"—বাক্যপদীয়)। চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যে আধারে সংসৃষ্ট হয়, সেই আধারের ক্রিয়াবশতঃ, স্বতঃ নিষ্ক্রিয় হইয়াও, যে প্রকার সক্রিয়রূপে প্রতীয়মান হয়, সেই প্রকার স্ফোট স্বভাবতঃ নির্ব্বিকার এবং একরূপ হইলেও, নাদের বিচিত্রতাবশতঃ বিচিত্ররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। * বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বায়ুকে বিশ্ব-

---

বাসনাসমবায়িপ্রাণিনাং যত্তৎসমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং যস্য বাহ্যাভেদাঃ সপ্ত-সপ্ত মরুদ্গণাঃ সমুদ্রস্যেবোর্ম্ময়স্তদেতদ্বায়ব্যং তত্ত্বং সূত্রমিত্যভিধীয়তে।"—শাঙ্করভাষ্য।

* "প্রতিবিম্বং যথাঽন্যত্র স্থিতং তোয়ক্রিয়াবশাৎ।
তৎপ্রবৃত্তিমিবান্বেতি স ধর্ম্মঃ স্ফোটনাদয়োঃ ॥"—
বাক্যপদীয়।

জগতের সূত্র বলিয়া, ঐ সূত্রের অন্তর্যামী বা নিয়ন্তার স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন ("ইত্যেবমেবৈতদ্যাজ্ঞবল্ক্যান্তর্যামিনং ব্রূহীতি।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)। পৃথিব্যাদি ভূত, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, এক কথায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ পদার্থের আত্মাই অন্তর্যামী, আত্মাই অমৃত। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, ঋগ্বেদের প্রমাণানুসারে শব্দব্রহ্মকে অন্তর্যামী বলিয়াছেন। * শব্দের দুই আত্মা, প্রথম নিত্য, দ্বিতীয় কার্য্য, ("দ্বৌ শব্দাত্মানৌ নিত্যঃ কার্য্যশ্চ।"—মহাভাষ্য)। যাহা ব্যাবহারিক, তাহা কার্য্য, এবং যিনি সর্ব্বব্যবহারের কারণ, সকলের অন্তঃসন্নিবেশী, যিনি সর্ব্বকর্ম্মের আশ্রয়, সুখ-দুখের অধিষ্ঠান, যাঁহার কার্য্যশক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, যিনি সর্ব্বমূর্ত্তির অপরিণামা প্রকৃতি, যিনি বোধস্বরূপ, যিনি প্রসব ও উচ্ছেদ (সৃষ্টি ও সংহার)-শক্তিযুক্ত, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তি, তিনিই সর্ব্বান্তর্যামী, তিনিই নিত্যশব্দ। † বাক্ বা শব্দই প্রকাশ্য, বাক্

---

* "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য।
ত্রিধাবদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবা মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা ৩।৫৮।৩।

এই মন্ত্রটীর বিবিধ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিবিধ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহারা পরস্পর অসম্বদ্ধ বা বিরুদ্ধ নহে। মহাভাষ্যকার শব্দব্রহ্মপক্ষেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"চত্বারি শৃঙ্গাণি চত্বারি পদজাতানি। * * *"—মহাভাষ্য।

† ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

"অপি প্রযোক্তুরাত্মানং শব্দমন্তরবস্থিতম্।
প্রাহুর্মহান্তমৃষভং যেন সাযুজ্যমিষ্যতে॥"—বাক্যপদীয়।

বা শব্দই প্রকাশন-ক্রিয়ার সাধন, এবং বাক্ বা শব্দই প্রকাশক। আমরা এইজন্যই বলিয়াছি, আধিভৌতিক বিজ্ঞান শব্দের স্তুতি করেন, আধিদৈবিক বিজ্ঞান শব্দের স্তুতি করেন, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানও শব্দের স্তুতি করেন, এইজন্যই বলিয়াছি পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা জানিতে পারি, তাহা শব্দের বৈখরী অবস্থা, তাহা শব্দের জড়রূপ, শব্দের আধিভৌতিক মূর্ত্তি, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ইত্যাদি পদার্থসমূহ শব্দাত্মক।

ব্যাবহারিক শব্দকে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত, এই চারিভাগে বিভক্ত করা হয়। নাম যে, দ্রব্য ও গুণের, এবং আখ্যাত যে, ক্রিয়ার বাচক, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। 'নাম' কদাচ আখ্যাত বিরহিত হইয়া, অপিচ আখ্যাত কখন নাম বিরহিত হইয়া অবস্থান করে না, নাম ও আখ্যাত, ইহারা ইতরেতরাকাঙ্ক্ষী। দ্রব্য কদাচ ক্রিয়াশূন্য হইয়া অবস্থান করে না, এই কথারও যাহা অর্থ, নাম কখন ক্রিয়া বিরহিত হইয়া থাকে না, এই কথারও তাহাই অর্থ।

'শব্দ' সম্বন্ধে যতদূর চিন্তা করা হইল, তাহাতে বলিতে পারা যায়, শব্দই ব্রহ্ম, শব্দই ঈশ্বর, শব্দই জীব, শব্দই প্রকৃতি বা মায়া, শব্দই পরমাণু, শব্দই প্রাণ, এক কথায় শব্দই সর্ব্ব। পদ বা শব্দবোধ্য অর্থের নাম 'পদার্থ'। যে কোন পদার্থ হউক, তাহা শব্দবোধ্য, এই নিমিত্ত পদার্থের 'পদার্থ' এই নাম হইয়াছে। বিজ্ঞান যখন তাপাদিকে আণবিক স্পন্দন বলিয়াছেন, তখন তাঁহার ইহাদিগকে শব্দ বলিবার কোন আপত্তি হইতে পারে না। শব্দের সহিত অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ। শব্দের সহিত অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ, এই কথা বুঝিতে যাইলে, আমাদের মনে বিবিধ সংশয়

উপস্থিত হয়। ব্যাকরণাদি শাস্ত্র 'শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ নিত্য', এই কথা বুঝাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেও, আমাদের প্রতিভাতে শব্দের সহিত অর্থের যে, নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা যথাযথভাবে প্রতিভাত হয় না। না জানিয়াও অগ্নিতে হাত দিলে যেমন তাহা পুড়িয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞাতার্থ শব্দ উচ্চারণ করিলে, তাহার অর্থোপলব্ধি হয় না, অতএব শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের সম্বন্ধ নিত্য, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? অগ্নিও যে, শব্দের রূপভেদ, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। অগ্নি নামক শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের যে, নিত্য সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন। এইরূপ অন্যান্য ভূত ও ভৌতিক-পদার্থও যে, স্ব-স্ব অর্থ বা যোগ্যতার সহিত নিত্য সম্বদ্ধ, তাহাও বিনা আপত্তিতে মানিতে হইবে। শব্দ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহারও যে, যোগ্যতা আছে, বৈজ্ঞানিকগণকে তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। একটী অণু যখন অন্য একটী অণুকে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করে, তখনই শব্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সার অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দার্থক 'অণ্' ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয় করিয়া ('অণশ্চ' ।—উনা ১।৮।৯), 'অণু'পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'যাহা শব্দ করে', অথবা যাহা সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা 'অণু'। কোন একটী বস্তু যখন অপর একটী বস্তুকে আঘাত করে, তখন উহাদের ঘাত-প্রতীঘাত হইতে যে ক্রিয়া বা কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহাকে আমরা গতি বা স্থিতি বলিয়া থাকি। একটী বস্তু অপর একটী বস্তুকে আঘাত করিলে, কেবল যে, গতি বা স্থিতি-কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহা নহে, অত্যল্প চিন্তাতেই হৃদয়ঙ্গম হইবে,

ইহার সঙ্গে শব্দেরও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কথা হইল, যেখানে স্পন্দন আছে, সূক্ষ্মত্ববশতঃ আমাদের উপলব্ধি না হইলেও, সেইখানে শব্দ আছে। যাঁহারা 'অণুকে' আকাশের তরঙ্গ বা চক্রাবর্ত্ত বলিয়া অনুমান করিতেছেন, তাঁহারা উহাকে 'শব্দ' না বলিবেন কেন? আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, অণুসমূহ এই দ্বিবিধ শক্তিবিশিষ্ট। ভর্ত্তৃহরি (পূর্ব্বে জানাইয়াছি), অণুকে ভেদ-সংসর্গ-বৃত্তি বলিয়াছেন। শব্দ উচ্চারিত হইলে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে ক্রিয়া হয়, তাহা স্থির। ইন্দ্রিয়দ্বারে ক্রিয়া হইলে, মনেও ক্রিয়া হয়, সন্দেহ নাই। মনে যে ক্রিয়া হয়, আমরা তাহাকে জানিয়া থাকি। জানা কাহাকে বলে? 'জানা' শব্দের অর্থ কি? জানা শব্দের অর্থ হইতেছে, 'ইহা এই বা এই নহে', 'ইহা অমুকের সমান বা অসমান', এইরূপে বর্ত্তমান বিষয় বা সংবেদনের সহিত অতীত বা পূর্ব্বানুভূত, এবং চিত্তে সংস্কাররূপে বিদ্যমান বিষয় বা সংবেদনের সমীকরণ—সম্মেলন। জড়জগতে যে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, এই দ্বিবিধ শক্তিরই লীলাভিনয় হইয়া থাকে, তাহা বহুবার উক্ত হইয়াছে। অণু বা পরমাণু সকল নিরন্তর পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিতেছে। অণু বা পরমাণু সকল নিরন্তর পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিতেছে বটে, কিন্তু ইহাদের এই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ-ক্রিয়া অনিয়মিত নহে, ইহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে। অণু বা পরমাণুসমূহ যে যে নিয়মে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, জড়বিজ্ঞান (ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ইত্যাদি) সেই সেই নিয়মেরই তত্ত্বান্বেষণ করেন। অণু বা

পরমাণুসমূহের সজাতীয় ও বিজাতীয়, এই দ্বিবিধ ভেদ আছে। একটী পার্থিব অণুর সহিত আর একটী পার্থিব অণুর যে ভেদ, তাহা সজাতীয় ভেদ, একটী জলীয় অণুর সহিত একটী পার্থিব অণুর যে ভেদ, তাহা বিজাতীয় ভেদ। অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন, গুণগত ভেদই বিজাতীয় ভেদোপলব্ধির হেতু। একটু চিন্তা করিলে, প্রতীতি হয়, কর্ম্ম ও কর্ম্মবাসনাই—কর্ম্মসংস্কারই সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির কারণ। জড়দ্রব্যের সামান্য বা সাধারণ, এবং বিশেষ বা অসাধারণ, এই দ্বিবিধ ধর্ম্মের নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে। আধুনিক রাসায়নিক পণ্ডিতগণ কাল এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের ভেদকেই ভৌতিক (Physical) ও রাসায়নিক (Chemical), এই দ্বিবিধ ধর্ম্মগত ভেদের কারণরূপে অবধারণ করিতেছেন। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন্ প্রভৃতি ভৌতিকবস্তুজাত যে, কাল এবং আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ বা গুরুত্বের ভেদনিবন্ধন পৃথক্, পৃথগ্রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহাঁদের ইহাই অনুমান। শাস্ত্রের 'কর্ম্ম', এই নামে লক্ষিত পদার্থের স্বরূপ চিন্তা করিলে, কাল এবং আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ যে, কর্ম্ম পদার্থের অন্তর্ভূত তাহা প্রতিপন্ন হইবে। অণু বা পরমাণুসকলের মধ্যে সকলেই সকলকে সর্ব্বদা সমভাবে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করে না। অণু বা পরমাণুসমূহের প্রত্যেকের এক একটী আপেক্ষিক সাম্যাবস্থা (Position of relative equilibrium) আছে। এই আপেক্ষিক সাম্যাবস্থাই সকলপদার্থের আপেক্ষিক বা পরিচ্ছিন্ন 'অহং'। আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি কেহ অবাধে সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই, ক্রিয়ামাত্রের প্রতিক্রিয়া আছে, তা'ই জড়বস্তুসমূহ স্থিতিস্থাপক-ধর্ম্মবিশিষ্ট। সজাতীয় অণুসমূহ সজাতীয় অণুসমূহকে

আকর্ষণ করে, আবার বিজাতীয় অণুসমূহও পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। রাসায়নিক আকর্ষণ বিজাতীয় অণু বা পরমাণুসমূহের মধ্যেই হইয়া থাকে। রাসায়নিক আকর্ষণ যে, নিয়ত নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে হয়, যে কোন মাত্রায় দ্রব্যসমূহ যে, পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হয় না, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। রাসায়নিকসংযোগ যে, নিয়ত নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে হইয়া থাকে, তাহারও কারণ কর্ম্মসংস্কার। কথাটা অগ্রাহ্য করিবেন না। অণুসমূহেরও সম্বন্ধজ্ঞান আছে, সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে, ইহারা কাহাকে কদাচিৎ আকর্ষণ, এবং কদাচিৎ বিপ্রকর্ষণ করিবে কেন? সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে, ইহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কর্ম্ম করিবে কেন? জড়ের জ্ঞান থাকিতে পারে না, অতএব স্বীকার করিতে হইবে, অণুসমূহ কোন অন্তর্যামী পদার্থদ্বারা নিয়ামিত হইয়া, কর্ম্ম করে। অণু বা পরমাণু সমূহ যে অন্তর্যামী পদার্থের প্রেরণায় কর্ম্ম করিয়া থাকে, শব্দবিদ্গণ তাহাকেও 'শব্দ' বলিয়াছেন। শব্দবিদ্গণ 'শব্দ' এই নাম দ্বারা যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, অন্যান্য দার্শনিকগণ তাঁহাকেই 'আত্মা' বা 'চিচ্ছক্তি', এই নামদ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। শাব্দিকদিগের দৃশ্যপদার্থজাতের বোধকরূপে ব্যবহৃত 'শব্দ'-পদ ত্রিগুণ ও তদ্বিকারের বা কার্য্যের—পরমাণ্বাদিরই বাচক। আণবিক স্পন্দন বা গ্রাহ্য শব্দ স্নায়ুযন্ত্রে ক্রিয়া করিলে, স্নায়ুযন্ত্রের অণুসমূহের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া থাকে, এবং উহারা স্বভাবে অবস্থিত হইবার জন্য সচেষ্ট হয়, অব্যবহিত পরবর্ত্তী অণুসমূহে স্পন্দন সঞ্চারিত করে। তৎপরে চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত অন্তঃকরণ উহার গ্রহণ ও সমীকরণ করিয়া থাকে। তদনন্তর 'ইহা

'অমুকের সমান বা অসমান', এইরূপ বিনিশ্চয় হয়। ইহাকেই আমরা জানা বলিয়া থাকি। ভিন্ন-ভিন্নরূপ স্পন্দনের গ্রহণ বা ইন্দ্রিয় ভিন্ন-ভিন্ন, প্রসিদ্ধ শব্দাখ্য স্পন্দন শ্রোত্রেন্দ্রিয়দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে, শ্রোত্র ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। এইরূপ তাপাদি স্পন্দন বা ঊর্ম্মিসমূহও পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয়। পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা যে, পৃথক্ পৃথক্ বিষয় গৃহীত হয়, তাহার কারণ কি? ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, গ্রহণ ও গ্রাহ্য, এই উভয়ের মধ্যে নিয়ত যোগ্যতা আছে, যে নিয়মে অণুসমূহ পরস্পরকে বিশেষতঃ আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, ভিন্ন-ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণও সেই নিয়মে ভিন্ন-ভিন্ন বিষয় বা গ্রাহ্যের গ্রহণ করে। * স্পন্দনের ভেদবশত'ই বিষয়ের ভেদ হয়, স্পন্দনের ভেদবশতঃ ইন্দ্রিয়েরও ভেদ হইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের তারতম্যই বিষয় বা গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয় বা গ্রহণের ভেদের হেতু। বিষয় বা গ্রাহ্য অপেক্ষাকৃত তমোগুণপ্রধান পরিণাম, ইন্দ্রিয় বা গ্রহণ অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণপ্রধান পরিণাম।

'জানা' শব্দের অর্থ কি, তাহা সংক্ষেপে জানান হইল। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ হয়, তাহা অণুসমূহের পরস্পর সংযোগের ন্যায় অবুদ্ধিপূর্ব্বক, তাহা সংস্কার বা যোগ্যতামূলক। শাব্দিকগণ ইহাকেই 'শব্দ সংস্কার', এই নামে উক্ত করিয়াছেন।

---

* "গ্রহণ-গ্রাহ্যয়োঃ সিদ্ধা যোগ্যতা নিয়তা যথা।
ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবেন তথৈব স্ফোটনাদয়োঃ ॥
"সদৃশগ্রহণানাং চ গন্ধাদীনাং প্রকাশকম্।
নিমিত্তং নিয়তং লোকে প্রতিদ্রব্যমবস্থিতম্ ॥"—বাক্যপদীয়।

বৈয়াকরণদিগের মুখে শব্দের স্বরূপসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে শব্দসংস্কার বা অণু-সংস্কার যে, ভিন্ন নহে, তাহা বলিতে পারা যায়। অণুসমূহ যে, পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, জড়বাদিগণ বলেন, তাহা অণুসমূহের স্বভাব, ইহাতে জড়শক্তি-ব্যতিরিক্ত চিচ্ছক্তির নিয়ন্তৃত্ব অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন নাই। জড়শক্তি-ব্যতিরিক্ত চিচ্ছক্তির নিয়ন্তৃত্ব অঙ্গীকার না করিলে, কি দোষ, পূর্ব্বে তাহা জানান হইয়াছে। আমাদের মধ্যে যে চিচ্ছক্তি আছেন, তাহা জড়শক্তির পরিণাম নহে, তাহা স্বতন্ত্র, যাঁহারা এই কথা স্বীকার করেন, চিৎপ্রতিবিম্বিত চিত্ত বা আত্মাই জ্ঞাতা, যাঁহারা ইহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, জড়শক্তি জ্ঞাতাকে নির্ম্মাণ করে, এবম্প্রকার মতকে যাঁহারা অসার বলিয়া ভাবিবার প্রতিভা পাইয়াছেন, এই জন্মই আমাদের প্রথম ও শেষ জন্ম নহে, অপিচ পূর্ব্বজন্মের প্রতিভা লিঙ্গদেহে লগ্ন হইয়া থাকে, যাঁহারা ইহা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে শব্দের সহিত অর্থের যে, নিত্যসম্বন্ধ আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ হইবামাত্র আমাদের যে, আলোচন বা নির্ব্বিকল্পক-জ্ঞান হয়, তাহা হইতেই শব্দের সহিত অর্থের যে, নিত্যসম্বন্ধ আছে, তাহা সপ্রমাণ হয়। সবিকল্পক জ্ঞানোৎপত্তিরও শব্দ-সংস্কারই কারণ। ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, অন্তর্যামীর চৈতন্যই যেমন প্রকাশত্বের স্বরূপ, সেইরূপ প্রকাশ বা অববোধের বাক্ বা শব্দই স্বরূপ, বাক্ বা শব্দ ব্যতিরেকে অববোধ হয় না। বাহ্য অর্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষবশতঃ, বিশেষ নিমিত্তের পরিগ্রহ ব্যতিরেকে 'ইহা বস্তুমাত্র', 'ইহা সৎ', ইত্যাকার যে নির্ব্বিকল্পক-

জ্ঞান হইয়া থাকে, শব্দই তাহার কারণ। তাহার পর 'ইহা এই বা এই নহে', এবম্প্রকার যে সবিকল্পক-জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাও বিশেষ-বিশেষরূপ শব্দসংস্কার হইতেই হয়। শব্দভাবনা ব্যতিরেকে চিন্তন হইতে পারে না। উপদেশের অভাবেও, প্রথমোৎপন্ন বালকের যে, ইন্দ্রিয় বিন্যাসাদি হয়, প্রতি পুরুষে অবস্থিত অনাদি শব্দভাবনাই তাহার হেতু। অর্থের স্মরণও শব্দের উল্লেখ হইতে হইয়া থাকে। * সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পক-ভেদে প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইবামাত্র, 'কোন কিছু আছে', ইত্যাকার অবিকল্পিত, নাম-জাত্যাদি যোজনা-রহিত ('ইহা অমুক জাতি', অর্থাৎ এটী মনুষ্য, ওটী অশ্ব, ইত্যাদি যোজনা-শূন্য), বৈশিষ্ট্যানবগাহী—নিষ্প্রকারক (Indefinite) জ্ঞান হইয়া থাকে। এ জ্ঞানে উপলভ্যমান পদার্থ, 'ইহা এই', এবম্প্রকার বিশেষণ-বিশেষ্যভাবদ্বারা বিবেচিত হয় না, এ জ্ঞান প্রত্যুপস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করে মাত্র। ইহাকে আলোচন-জ্ঞান বলে। আলোচন-জ্ঞান হইবার পর, সংকল্পাত্মক মনঃ প্রত্যুপস্থিত বস্তুর ইদন্তা নির্দ্ধারণ করে, উপলভ্যমান বা আলোচিত বস্তুর বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে কল্পনা করিয়া থাকে। বৈশিষ্ট্যানবগাহী বা সামান্যাস্তিত্ব জ্ঞানই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান। সবিকল্পক জ্ঞান, বিশিষ্ট জ্ঞান। †

---

* "প্রথমোৎপন্নস্য বালস্যায়মিন্দ্রিয়বিন্যাসাদি উপদেশাভাবেঽপি জ্ঞান-সাধ্যং জায়মানং দৃশ্যতে। তস্মাদনাদিজ্ঞানবীজশব্দপরিগ্রহা শব্দভাবনা প্রতিপুরুষমবস্থিতেতি মন্তব্যম্। অর্থস্মরণস্যাপি শব্দোল্লেখেনৈব দর্শনাৎ।"—বাক্যপদীয়টীকা।

† "তচ্চ প্রত্যক্ষং দ্বিবিধং নির্ব্বিকল্পকং সবিকল্পকঞ্চেতি। তচ্চ আ-

অরণিস্থ—অগ্নিমন্থন কাষ্ঠের গর্ভে লুক্কায়িত তেজঃ বা জ্যোতিঃ যাবৎ অবিবৃতভাবে—তন্ববস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও বুদ্ধিগোচর হয় না, অরণি (Wood used for kindling fire)-গর্ভে যে অগ্নি আছে, তাবৎ কেহ তাহা বুঝিতে পারে না; ঘর্ষণদ্বারা তন্ববস্থায় (Potential state) অবস্থিত অগ্নি যখন অভিজ্বলিত হয়, তখন ইহা, স্বরূপ ও পররূপের প্রকাশক হইয়া থাকে। বুদ্ধিস্থ শব্দসংস্কার যাবৎ অব্যাকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ ইহার অস্তিত্ব কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাবৎ ইহা অসম্বেদ্যভাবেই অবস্থান করে। বুদ্ধিস্থ শব্দ স্থানকরণাদি দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া, যখন বিবর্ত্তিত হয়, তখন ইহা অরণিস্থ জ্যোতির ন্যায় স্বরূপ ও পররূপের প্রকাশক হইয়া থাকে ("অরণিস্থং যথা জ্যোতিঃ প্রকাশান্তরকারণম্। তদ্বচ্ছব্দোঽপি বুদ্ধিস্থঃ শ্রুতীনাং কারণং পৃথক্॥"—বাক্যপদীয়)। ভগবান্ যাস্ক এবং নিরুক্ত-টীকাকার ভগবান্ দুর্গাচার্য্যও, এইরূপ কথা বলিয়াছেন। বুদ্ধিস্থ শব্দভাবনা বা শব্দসংস্কারই যে, সবিকল্পক জ্ঞানের কারণ, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শন মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভকেই যে, বুদ্ধিতত্ত্ব বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা নিবেদন করিয়াছি। বুদ্ধিতত্ত্ব সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে দ্বিবিধ। সমষ্টিভূত বুদ্ধিতত্ত্বই হিরণ্যগর্ভ। ব্যষ্টিভূত বুদ্ধিতত্ত্ব পরিচ্ছিন্ন, এইনিমিত্ত

জাত্যাদিযোজনারহিতং বৈশিষ্ট্যানবগাহি নিষ্প্রকারকং নির্ব্বিকল্পকম্। * * * সবিকল্পকং চ বিশিষ্টজ্ঞানং যথা গৌরয়মিতি।"—তত্ত্বচিন্তামণি-প্রত্যক্ষখণ্ড।

"সংকল্পকং মন ইতি, সংকল্পেন রূপেণ মনো লক্ষ্যতে আলোচিতমিন্দ্রিয়েণ বস্ত্বিদমিতি সম্মুগ্ধমিদমেবং নৈবমিতি সম্যক্ কল্পয়তি বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেন বিবেচয়তীতি যাবৎ।"— তত্ত্বকৌমুদী।

ইহার শক্তি সংকীর্ণ। বুদ্ধিতত্ত্বের সংকীর্ণতাবশতঃ আমরা বিনা উপদেশে সকল শব্দের অর্থ জানিতে পারি না, অরণিস্থ জ্যোতির ন্যায় আমাদের জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। অরণিগর্ভে তন্ববস্থায় বিদ্যমান জ্যোতিকে যেমন ঘর্ষণাদি দ্বারা অভিব্যক্ত করিতে হয়, সেইরূপ আমাদেরও উপদেশ-শ্রবণাদি ক্রিয়াদ্বারা বুদ্ধিস্থ শব্দসংস্কারকে প্রবোধিত করিতে হয়। যাঁহার সংস্কার যত মলিন, যত তামস, তাঁহাকে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য তত শ্রমস্বীকার করিতে হয়। সংস্কারের জড়তাই বুদ্ধিকে জড় করে। জড়-পদার্থজাত যে প্রকার স্ব-স্ব স্বভাবের প্রেরণায়, স্ব-স্ব পরিচ্ছিন্ন প্রতিভা বা শব্দ-সংস্কারবশে কতিপয় অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারে, সেইরূপ জড়বুদ্ধি মনুষ্যগণও, স্ব-স্ব স্বভাবের প্রেরণায়, স্ব-স্ব শব্দ-সংস্কারবশে কতিপয় অবুদ্ধিপূর্ব্বক এবং কতিপয় সংকীর্ণবুদ্ধি-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকে। অতএব 'এই শব্দের, এই অর্থ,' শব্দজ্ঞ পুরুষের মুখে তাহা শ্রবণ না করিলে, আমাদের শব্দার্থ জ্ঞান হয় না, এইজন্য যাঁহারা শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে মানব-স্থাপিত বা সাঙ্কেতিক (Conventional) বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের দৃষ্টি স্থূল। দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন, ধাতু-রূপা বুদ্ধিই ধাত্বর্থরূপে সংযুক্ত হইয়া থাকে, ধাত্বাদিরূপে বিপরিণমমানা বুদ্ধিই শাস্ত্রদ্বারা সংস্কৃত হয়। * পূর্ব্বে বহুবার জানাইয়াছি, ঋষিরা বিনা পরীক্ষায় কোন পদার্থকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। শব্দের সহিত তদ্বোধ্য অর্থের নিত্য সম্বন্ধ আছে, ঋষি ও আচার্য্যেরা বহু পরীক্ষাপূর্ব্বক এইরূপ

---

* "তথা চ ধাতুরূপা বুদ্ধিস্তদর্থরূপা সংযুজ্যতে। বুদ্ধিরেব হি ধাত্বাদিরূপেণ বিপরিণমমানা শাস্ত্রেণ সংস্ক্রিয়তে।"— নিরুক্তটীকা।

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। 'এই শব্দের এই অর্থ', বিদ্বদ্ উপদেশে, শুদ্ধ চিত্তমল-শোধনরূপ তপস্যাদ্বারা তাহা অবগত হওয়া যায়। কাহাদিগকে বেদ পড়াইবে, এবং কাহাদিগকেই বা পড়াইবে না, তাহা জানাইবার সময়ে, ভগবান্ যাস্ক বলিয়াছেন, যাহারা বৈয়াকরণ নহে, তাহাদিগকে বেদ পড়াইবে না, যাহারা অনুপসন্ন—যাহারা প্রকৃত শিষ্যভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত নহে, যাহারা অভিমান রাহুগ্রস্ত, যদি তাহারা বৈয়াকরণও হয়, তথাপি তাহাদিগকে বেদ পড়াইবে না। যে ব্যক্তি মেধাবী,—জন্মান্তরে অনুভাবিত প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, যে ব্যক্তি তপস্বী, যদি তাহারা অবৈয়াকরণও হয়, তবে তাহাদিগকে বেদ পড়াইবে, কারণ, মেধাবী ও তপস্বীর কিছুই অসাধ্য নাই, তপস্যাদ্বারা বেদার্থ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। * মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেবও "পৃষোদরাদীনি যথোপদিষ্টম্" এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, 'শিষ্টব্যক্তিগণ যে প্রকার উপদেশ করিয়াছেন, কোন সূত্রশাসন না থাকিলে, তাহারই অনুগমন করিতে হইবে, শিষ্ট-জনের ব্যবহারই তৎস্থানে প্রমাণ'। কাহারা শিষ্ট? পতঞ্জলি-দেবের উক্তি—"আর্য্যাবর্ত্তজনপদবাসী, কুম্ভীধান্য (কুম্ভীতেই—হাঁড়ীতেই যাঁহাদের ধান্য থাকে, কুম্ভীব্যতীত যাঁহাদের অন্যত্র ধান্য থাকে না, অর্থাৎ যাঁহারা অসঞ্চয়ী, যাঁহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনের প্রার্থনা করেন না), অলোলুপ, যাঁহারা দৃষ্টকারণ ব্যতি-রেকে সদাচারানুবর্ত্তী—স্বভাবতঃ সদাচারসম্পন্ন, অপিচ যাঁহারা গুরূপদেশাদিরূপ অভিযোগব্যতীত নিখিল বিদ্যাপারদর্শী, এতাদৃশ

---

* "নির্জ্ঞয়াদ্যো বালং বিজ্ঞাতুং স্যান্মেধাবিনে তপস্বিনে বা।"—নিরুক্ত।

"তপসা হি স্বয়মপি বেদার্থঃ প্রদুর্ভবেদেব"— নিরুক্তটীকা।

ব্রাহ্মণগণই শিষ্ট"। * অতএব বিনা উপদেশেও শব্দার্থ-জ্ঞান হইয়া থাকে। ভগবান্ যাস্ক, দুর্গাচার্য্য ও ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, আত্মা সর্ব্বজ্ঞ, বুদ্ধি বা চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হইলেই, আত্মার স্বরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে। তপস্যাদ্বারা রজঃ ও তমোগুণ মন্দীভূত হইলে, জ্ঞান, মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হয়। শব্দের স্বরূপ যথাপ্রয়োজন জানান হইল। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, ঋক্-প্রধানভূত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ-চতুষ্টয়ের অক্ষর পরমব্যোমকে (বিবিধ শব্দজাত যাহাতে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে ব্যোম বলে, পরম এমন ব্যোম—পরমব্যোম—শব্দসামান্য বা অক্ষরব্রহ্ম), যে পরমব্যোমে শব্দকারণ—শব্দসম্ভূত দেবতাগণ অধিনিষণ্ণ, তাঁহাকে আশ্রয়পূর্ব্বক বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে যাঁহারা অবগত হইতে পারেন না, যথাবিধি সাধনদ্বারা যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ জানিবার চেষ্টা করেন না, বেদদ্বারা তাঁহাদের কি ইষ্টাপত্তি হইবে? বেদবেদ্য বস্তুকে না জানিয়া কেবল ঋগাদি শব্দজালদ্বারা তাঁহারা কি করিবেন? † 'বেদ' কোন্ পদার্থ, বেদের বেদ্য কি, ইহা হইতে তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারে যায়। অতঃপর বেদে রূপকাদি অলঙ্কারের বহুল ব্যবহার আছে কি না, অপিচ

---

* "আর্য্যাবর্ত্তনিবাসে যে ব্রাহ্মণাঃ কুম্ভীধান্যাঃ অলোলুপা অগৃহ্যমাণকারণাঃ কিঞ্চিদন্তরেণ কস্যাশ্চিদ্বিদ্যায়াঃ পারঙ্গতাঃ তত্রভবন্তঃ শিষ্টাঃ।"—

মহাভাষ্য।

† "ঋচো অক্ষরে পরমব্যোমন্যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।

যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা, ২।১৬৪।৩৯।

বেদে যে সকল অলঙ্কারের ব্যবহার আছে, তাহাদিগদ্বারা সত্যের রূপ আচ্ছাদিত হইয়াছে, কি প্রকটিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিব। ইহা করিতে হইলে, বলা বাহুল্য, প্রথমতঃ 'অলঙ্কার'-পদার্থের একটু বিবরণ প্রদান করিতে হইবে। অলঙ্কার শাস্ত্রের সহিত ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রের সম্বন্ধ কি, তাহা দেখিতে হইবে।



দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।